boighar.com

বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

রক্তরাঙা ট্রেইল ভয়াল শটগান

কাজি মাহবুব হোসেন

সবা প্রকাশনী

বইঘর

boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

[দুই বই একত্রে]

কাজী মাহবুব হোসেন

রক্তরাঙা ট্রেইল

ট্রেইলে দুজন মানুষ–একজন মৃত, দ্বিতীয়জন মুমূর্ষু। ডাক্তার নিয়ে ফিরে রনি ড্যাশার দেখল আহত লোকটা খুন হয়েছে। কে করল এমন জঘন্য কাজ? খুনীকে খুঁজতে গিয়ে রনি দেখল সমস্যা একটা নয়–হিউবার্টরা জোর করে দখল করতে চায় র‍্যাঞ্চ। রাসলাররা চায় গরু। স্টেজ-ডাকাত দল লুটছে সোনা। ওদিকে ওকে হত্যা করবে, পণ করেছে নিষ্ঠুর গানম্যান জেরি সমার্স। কী করবে সে?

ভয়াল শটগান

ওয়াশিংটন থেকে ওয়্যাগনে দুহাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে নিউ মেক্সিকোতে হাজির হয়েছে ফটোগ্রাফার স্টিভ লুইস। সঙ্গে আছে ওর শিকার করার দোনলা শটগান। পথে রাস্টি মাইকের সঙ্গে পরিচয় হলো ওর। ঘটনাচক্রে সান্তা ক্লারার সবথেকে বড় আর প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার জ্যাক মরিসের সঙ্গে ওর সংঘর্ষ বেধে গেল। ওকে লড়তে হবে দু'জন পেশাদার পিস্তলবাজ লেফটি মরগ্যান আর ডেল মার্টিনের বিরুদ্ধে। জানা কথা, শেষ পর্যন্ত সে টিকতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো: কী করে?

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

রক্তরাঙা ট্রেইল

ভয়াল শটগান

[দুটি বই একত্রে]

কাজি মাহবুব হোসেন

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8248-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

RAKTORANGA TRAIL
BHOYAL SHOTGUN
Two Western Novels
By: Qazi Mahbub Hussain

সেবা প্রকাশনী

চুয়াল্লিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রক্তরাঙা ট্রেইল : ৫–১১৭
ভয়াল শটগান ১১৮–২৩২

ওয়েস্টার্ন

রক্তরাঙা ট্রেইল

ভয়াল শটগান

কাজী মাহবুব হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ড স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রুদ্রগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবন্যা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা। **আবু মাহদী:** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

রক্তরাঙা ট্রেইল

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৬

এক

ন্যাড়া রিজটার মাথায় রনি তার সাদা গেল্ডিংটা থামাল। ওখানে কোন মাটি নেই, বাতাস ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কেবল কয়েকটা সিডার গাছ পাথরের উপরই জায়গা করে নিয়েছে। ওরা যে পাথর থেকে কেমন করে খাবার জোগাড় করে সেটা সত্যিই একটা আশ্চর্যের বিষয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। বাতাসটা অসম্ভব রকম পরিষ্কার। এত পরিষ্কার যে সামনের উপত্যকার প্রতিটা খুঁটিনাটি দেখা যাচ্ছে। যদিও উপত্যকাটা কম হলেও দশ মাইল দূরে।

যেখানে সে থেমেছে সেখানে সূর্যের আলোটা উজ্জ্বল। পশ্চিমেই যাচ্ছে রনি। বাম দিকের বিশাল উঁচু উঁচু পাহাড় বাকিগুলোকে বামুন করে দিয়েছে। পুব দিকে মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসন্ন। মেঘের দিকে চেয়ে দেখল রনি। ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। ভিজতে হবে।

সেভেন পাইনস পশ্চিমের একটা কঠিন জায়গা। ওটা এখনও বারো মাইল দূরে। পাহাড়ের পিছনে। কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর আগেই বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হতে হবে ওকে। এখন ওর একটা আশ্রয় দরকার। বিশেষ প্রয়োজন।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে চারদিক খুঁটিয়ে দেখল। স্টেজের রাস্তা মাইল খানেক উত্তরে। কিন্তু ওদিকে কোন আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আগেই খোঁজ খবর নিয়ে এসেছে সে। পাকা খবর। মেঘ এগিয়ে আসছে। বিজলি চমকাচ্ছে। ভিজতেই হবে–বাঁচোয়া নেই।

দক্ষিণ আর পশ্চিমে উপত্যকাটা সরু হয়ে পরে আবার চওড়া হয়েছে। বৃষ্টির পর জায়গাটা পিছল, আর কাদাকাদা হয়ে যায়। পথ চলাই বিপদ। পাহাড়ে খাঁজ রয়েছে, কিন্তু এই ঝড়ে ওগুলো নিরাপদ হবে না। রনি জানে, পশ্চিমে অনেক দিন আছে সে। কোথায় বিপদ এটা ওর ভাল করেই জানা আছে।

রওনা হতে যাচ্ছে, এই সময়ে ওর চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। থমকে দাঁড়াল সে। নিচের ক্যানিয়নে কয়েকজন রাইডার দেখা যাচ্ছে। ওদের মাঝে কি যেন একটা বিশেষ কিছু রনিকে সাবধান করল। ঘোড়াটাকে একটা জুনিপার গাছের আড়ালে কিছুটা আড়াল করল। এত দূর থেকে বিনকিউলার দিয়েও সে কোন চেহারা চিনতে পারল না। কেবল একটা ঘোড়ার সাদা নাক ওর চোখে পড়ল। ছয়জন আরোহী। দ্রুত উত্তর দিকে এগোচ্ছে ওরা।

ওরা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত ওদের লক্ষ করল রনি। একটু বিকৃত মুখে–কারণ এই দেশটাকে সে ভাল করেই চেনে। এই এলাকায় যদিও সে নতুন তবু ওর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে লোকগুলোর মতলব খারাপ। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ওরা স্টেজ রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। নিজেদের অবস্থান যতদূর সম্ভব লুকাবার চেষ্টা করছে।

'ঠিক আছে, টপার,' শান্ত স্বরে ঘোড়াটাকে বলল রনি। 'চলো দেখা যাক

ওদের কি মতলব। আমাদের মত ওদেরও ভেজার শখ নেই।'

সাদা ঘোড়াটা দ্রুতবেগে কোনাকুনি উত্তর দিকে ছুটে চলল। আর একবার কাছিয়ে আসা মেঘের দিকে চেয়ে রনি তার পিস্তল দুটো বের করে ধুলো মুছল। দুটোই বহুল ব্যবহৃত কোল্ট ·৪৫। ওগুলোর হাড়ের হাতলে চিকন ফাটল ধরেছে, কিন্তু চমৎকার ব্যালেন্স। বেশ কিছুদিন হলো সে পিস্তল ব্যবহার করেনি, কিন্তু ওগুলোর ব্যবহারে ওর পাকা হাত।

বর্তমানে ওর গন্তব্য স্থান সেভেন পাইনস। কিন্তু আসলে সে ঘুরতে বেরিয়েছে। উত্তরে তার এক বন্ধু আছে, নাম মরিসন। থ্রী এম র‍্যাঞ্চে সে তার বিধবা মেয়ের সাথে থাকে। ওদের সাথে কিছুদিন কাটিয়ে উত্তরে মনট্যানা যাওয়ার ইচ্ছা আছে তার।

সামনের আরোহীরা রনিকে কিছুটা বিব্রত করছে। কিন্তু ওদের সাথে বিরোধে যাওয়ার ইচ্ছে ওর নেই। ওর এই যাত্রাটা কেবল দেশ দেখার জন্যে। সাথে যথেষ্ট টাকা আছে, কোন তাড়া নেই।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল হ্যাটের উপর। পানি ঝেড়ে ফেলে, বর্ষাতি বের করল রনি। ঘোড়ার গতি একটুও না কমিয়ে বর্ষাতি পরে নিল সে। রিজ থেকে নেমে ব্যস্ত চোখে আশ্রয় খুঁজছে। একটা মাইন চোখে পড়ল, কিন্তু টানেলটা ধসে পড়েছে। দালানও ভেঙে গেছে।

পাহাড়ের ধারে এসে সামনের মানুষগুলোর ট্রেইল দেখতে পেল রনি। বইয়ের পাতার মতই সহজে দাগগুলো পড়ল সে। ঘোড়াগুলো তাজা–একটার খুর কেটে সরু করা হয়েছে। আবার এক পশলা বৃষ্টি এল। তারপর বেগ বেড়ে মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হলো।

মাইন থেকে একটা ক্ষীণ ট্রেইল নিচের দিকে নেমেছে। এতে কিছুটা জোরে ঘোড়া ছুটাবার সুযোগ পেল রনি। পাহাড়ের গা বেয়ে মেইন রাস্তায় নেমে এল সে। ক্ষণিকের জন্যে থেমে আবার আরোহীদের ট্র্যাকগুলো দেখতে পেল। বৃষ্টিতে এখনও মুছে যায়নি। রাস্তা পার হয়ে ঝোপের ভিতর দিয়ে রাস্তার সমান্তরাল ভাবে এগিয়েছে ওরা।

বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমে এল। বৃষ্টির ফোঁটা অনেক দিনের শুকনো ধুলোর ওপর পড়ার পরিচিত গন্ধ ওর নাকে এল। তারপর প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ার সাথে আবার বৃষ্টি শুরু হলো। বাতাসের বেগও বেড়েছে। মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ার পর এখন বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কেবল বারবার বিদ্যুৎ চমকানোর আলোয় কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

স্টেজের রাস্তায় উঠল রনি। ঘোড়াটা তার স্বাভাবিক গতি বজায় রেখেছে। হঠাৎ করেই ঝড়ের বেগ শান্ত হয়ে এল। নীরবতার মাঝে কতগুলো গুলির আওয়াজ রনির কানে এল!

দুটো···আরও তিনটে···তারপর আরও একটা। শেষটা একক, ফাইনাল শট। কিছুর যেন সমাপ্তি ঘটল।

লাগাম টেনে থেমে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল রনি, কিন্তু কিছু শোনা গেল না। আবার বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে ধীরে তারপর প্রচণ্ড ধারায়।

হ্যাটটা সামনের দিকে কিছুটা টেনে নামিয়ে, বর্ষাতির কলার উঁচিয়ে কান দুটো প্রায় ঢেকে, গুলির শব্দ সম্পর্কে ভাবছে সে। একটা ঠাণ্ডা পানির ফোঁটা ওর ঘাড়ের পিছনে পড়ে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নামল। শিউরে উঠে অন্ধকারের ভিতর সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠাহর করে দেখার চেষ্টা করল সে।

অন্ধের মত গোলাগুলির এলাকায় হাজির হওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এই এলাকাটা তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, যেটুকু জানে সেটাও লোকের মুখে শোনা। এখন ট্রেইল ছেড়ে সরে গেলে হারিয়ে যাওয়াটা মোটেও বিচিত্র হবে না। হঠাৎ সে অনুভব করল ঘোড়ার পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্যুতের চমকে দেখতে পেল একটা গাঢ় আকারের কিছু কাদার মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে!

থেমে দাঁড়িয়ে আবার বিদ্যুৎ চমকাবার অপেক্ষায় রইল রনি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। লোকটার পিছনে যতদূর দেখা যায় দেখল–ট্রেইলটা খালি। এখানে যা ঘটেছে সেটা এখন শেষ। লোকটার পাশে নেমে ওকে চিত করল। মৃত সাদা একটা মুখের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল। দেহটা বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে বৃষ্টির থেকে আড়াল করে দেখল, আগের গুলিগুলোর আঘাতেই লোকটা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ গুলিটা করা হয়েছে খুলির সাথে পিস্তল ঠেকিয়ে। গুলিতে লোকটার চামড়া আর চুল পুড়ে গেছে। লোকটার মৃত্যু ওরা একেবারে নিশ্চত করেছে।

লোকটার পকেট হাতড়ে কাগজ-পত্র টাকা পয়সা যা ছিল বের করে নিল রনি। ওগুলো তার আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকলে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কাগজ-পত্র থেকে হয়তো ওর পরিচয়টাও জানা যাবে। এই বৃষ্টির পানিতে ভিজে লেখাগুলো দুর্বোধ্য হয়ে যাবে রক্ষা করা না হলে।

লোকটা নিজের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। পিস্তলটা এখনও ওর হাতেই ধরা রয়েছে। ওটা থেকে একটা গুলিও ছোঁড়া হয়েছে।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে ওখানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল রনি। লোকটাকে স্টেজ থেকে জোর করে নামিয়ে নেয়া হয়েছিল। কারণ লোকটা ট্রেইলের একপাশে পড়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ওকে তার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। সুযোগ নিয়ে হেরে গিয়েছে। স্টেজের চাকার দাগ গভীর হয়ে ট্রেইলের ওপর বসে গেছে। 'হোল্ডআপ,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল রনি। 'লোকটা হয়তো নিজেই লাগতে গেছিল কিংবা জোর করে ওকে লাগতে বাধ্য করা হয়েছে। ওকে ঠিক কাঁচা বলা যাবে না, আগেও সে গান-ফাইট করেছে।'

ঘোড়ার পিঠে চেপে ট্রেইল ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বিজলীর চমকে আরও একজনকে পড়ে থাকতে দেখে থামল। নেমে ঝুঁকে লোকটাকে ছুঁতেই সে ককিয়ে উঠল। সোজা হয়ে আবার বিদ্যুৎ চমকালে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহা ওর চোখে পড়ল।

ঘোড়াকে জুনিপার গাছের সাথে বেঁধে রেখে লোকটাকে তুলে গুহায় নিয়ে এল রনি। ভিতরটা শুকনো। মরা একটা উপড়ে পড়া গাছের থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল সে। ভাল করে জ্বলে উঠলে কিছু পানি গরম করতে

দিয়ে আহত লোকটার কোট আর শার্ট খুলে ফেলল। এক নজরেই বোঝা গেল লোকটা গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।

প্রথম গর্তটা বাম পাশে নিচের দিকে কিছুটা মাংস কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওটার থেকে অনেক রক্ত বেরিয়েছে। পুরো জামা রক্তে ভেজা। কিছুটা উপরে আরেকটা জখম, ওটা মারাত্মক। ঠিক হার্টের একটু উপরে।

পানি গরম হলে, সময় নিয়ে ক্ষতগুলোকে ভাল করে ধুয়ে কিছুটা রোস্ট করা প্রিকলি-পেয়ার পাতা ছিলে শক্ত করে বেঁধে দিল। ফোলা কমানোর জন্যে ইণ্ডিয়ানরা এই ওষুধ ব্যবহার করে। বুলেটের ক্ষত রনির কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু সে জানে লোকটার বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। তবু লোকটার বয়স কম, শক্ত গড়ন, স্বাস্থ্যও ভাল, তাই বলা যায় না।

আরও কিছু কাঠ সংগ্রহ করে ঘোড়াটাকে গুহার ভিতরে এনে জিন খুলে দিল। ফিরে আসার সময়ে লক্ষ করল তার রুগীর চোখ খোলা। অবাক বিস্ময়ে লোকটা চারপাশে দেখছে। আরও এগিয়ে এসে রনি বলল, 'বিশ্রাম নাও, বন্ধু, খারাপ দুটো চোট পেয়েছ তুমি।'

লোকটা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'কে–কে তুমি?'

'ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার সামনে কিছু গোলাগুলির শব্দ পেলাম। যখন এগিয়ে এলাম একটা লাশ দেখতে পেলাম, তারপর তোমাকে।'

'তাহলে একজনকে আমি ঘায়েল করতে পেরেছি?'

'মনে হয় না। লোকটার পরনে একটা ফ্রক কোট ছিল। টুপিটা কালো। কঠিন চেহারা, গোঁফ লালচে।'

'ওহ্। সে ছিল একজন যাত্রী।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। শ্বাসটা ভারি। লোকটা পরিচ্ছন্ন, সুদর্শনই বলা যায়। কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলছে, এবং মনে হয় ওগুলোর ব্যবহার সে জানে।

'কি ঘটেছিল?' রনি প্রশ্ন করল।

'ডাকাতি। আমি স্টেজের ছাদে শটগান নিয়ে পাহারায় ছিলাম। ওরা প্রথমেই আমাকে গুলি করেছিল, কিন্তু আমি টিকে রইলাম। ধারণা করেছিলাম ওদের একজনকে খতম করেছি। ওরা আবার আমাকে গুলি করলে আমি স্টেজকোচ থেকে পড়ে যাই। ওরা মুখোশ পরা ছিল। প্রত্যেকবারই তাই ঘটে।'

'সব সময়ে?'

'তিন মাসে এটা চতুর্থবার···এটা ছিল আমার প্রথম ট্রিপ। আগের গার্ডগুলো সবাই মারা পড়েছে।' একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল আহত লোকটার মুখে। 'যারা এই কাজ করছে তারা শটগান মেসেঞ্জারদের মোটেও পছন্দ করে না।'

শুকনো মাংস আর ময়দা দিয়ে ব্রথ তৈরি করছিল রনি। এখন সেটা গরম হয়েছে। আহত লোকটাকে একটু একটু করে খাওয়াল সে। আশা করছে এতে লোকটা একটু বাড়তি শক্তি পাবে। অনেক রক্ত হারিয়েছে ও।

'তোমার নামটা কি, বন্ধু? আমার জানা দরকার।'

যুবক রনির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। 'অবস্থা তাহলে এত খারাপ? ভাল, আমার নাম জেমস হার্ট। আমার জন্যে কেউ দুঃখ করবে বলে মনে হয় না।

তবে তুমি আমার ভাইকে একটা খবর দিতে পারো। সে রবার্টস মাউনটিনসে থাকে। ওর নাম ফিনলে হার্ট।'

বৃষ্টি কমতে কমতে, এখন শুধু সরু ধারায় পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ, আর গাছ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। আহত লোকটা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর টেনে-টেনে শ্বাস নেয়া দেখে রনির দুশ্চিন্তা হচ্ছে। স্টেজটা সেভেন পাইনসে পৌঁছে থাকলে ওখান থেকে লোকজন ডাকাতিতে যারা চোট পেয়েছে তাদের খুঁজতে আসবে। কিন্তু ওরা হয়তো দুজনই মারা পড়েছে বলে ধরে নিতে পারে। টপারের পিঠে জিন চাপিয়ে শক্ত করে পেটি এঁটে দিল রনি। সাহায্য আসার অপেক্ষায় বসে না থেকে, জেমসকে একা রেখে, তাকেই যেতে হবে।

জেমস যখন আবার চোখ খুলল তখন আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। প্রথমেই সে খেয়াল করল সাদা ঘোড়াটার ওপর জিন আঁটা হয়েছে। রনির দিকে চেয়ে সে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'আমার অবস্থা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে খারাপের দিকেই যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ।' আহত লোকটাকে তুলে একটু আরামদায়ক ভাবে বসাল সে। 'সেভেন পাইনসটা কত দূরে? তোমার একজন ডাক্তার দরকার।'

'বারো মাইল। ডাক্তার হ্যাডলের খোঁজ কোরো–লোকটা ভাল।'

ক্ষতগুলো আবার ধুয়ে দিল রনি। তারপর প্রিকলি-পেয়ারের পাতা দিয়ে বেঁধে দিল। ক্ষতগুলো এখন আর ততটা খারাপ দেখাচ্ছে না।

'আমি ডাক্তারকে আনতে যাচ্ছি। তুমি ঠিক থাকবে তো?'

জেমসের চোখে হাসিমাখা বিদ্রূপের ছায়া পড়ল। 'মনে হয় না এই অবস্থায় কোথাও গিয়ে আমার হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে। আর ডাক্তার ছাড়া আমার ভাল হওয়ার সুযোগ কম।' আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে রনির দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমাকে যেতে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে, বন্ধু।'

আহত লোকটার একটা পিস্তল বের করে ওর হাতে দিয়ে সে বলল, 'সাবধানের মার নেই। তুমি কিছু জানো মনে করে ওরা হয়তো আবার ফিরে আসতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে ওরা আর ফিরবে না। তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

ট্রেইল ধরে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রনি। টপার দৌড়াতে ভালবাসে। এখন সে দৌড়াচ্ছে। চার মাইলের বেশি এগোয়নি–ট্রেইলের ওপর দূরে একটা কালো কি যেন ওর চোখে পড়ল। দ্রুত ওটা একটা বাকবোর্ডের রূপ নিল। পিছনে ছয়জন আরোহী। বাকবোর্ডে দুজন আরোহী, শক্ত গড়নের একজন কালো চুল আর কালো গোঁফের অধিকারী; অন্যজন লম্বা গড়নের যুবক, ওর সোনালি গোঁফ ছোট করে ছাঁটা। নীল চোখ দুটো ঠাণ্ডা কিন্তু বন্ধুসুলভ। রনি হাত তুলে ইশারা করায় ওরা থেমে দাঁড়াল।

'সামনে একজন আহত মানুষ রয়েছে,' বলল সে। 'তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। ডাক্তার হ্যাডলে কি এখানে আছে?'

সোনালি চুলের যুবক মাথা ঝাঁকাল। 'আমি হ্যাডলে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথে এগোল রনি। ওদের একজনের বুকে স্টার শোভা

পাচ্ছে। লোকটা বয়স্ক, লম্বা গড়ন। ওর গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নিচে নেমেছে। 'জীবিত লোকটা কে?'

'হার্ট নামের একজন।'

'সে কিছু বলেছে?'

রনি অনুভব করছে চারপাশ থেকে সবাই ওকে ঘিরে রেখেছে–মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছে। 'খারাপ ভাবে আহত হয়েছে সে।' প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেল ও। 'ওরা কিছু নিতে পেরেছে?'

'সবই নিয়েছে,' বাকবোর্ডের শক্ত গড়নের মানুষটা জবাব দিল। 'আমাকে প্রায় দেউলে করে দিয়েছে। আমার তিরিশ হাজার ডলারের সোনা নিয়ে গেছে। এমন আর একটা ডাকাতি হলে আমি শেষ হয়ে যাব।'

ক্যানিয়নের ভিতর ঢুকে রনির ইশারায় সবাই থামল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর রনি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ওর চেহারাটা ফ্যাকাসে হলো।

মারা গেছে জেমস হার্ট। পিস্তলটা ওর হাতেই ধরা। নলটা কপালের ওপর।

'আত্মহত্যা!' একজন বলে উঠল। 'নিজেকে গুলি করেছে সে।'

'দেখে তাই মনে হচ্ছে,' আর একজন বলল। ধীরে মাথা তুলে বক্তার দিকে তাকাল রনি। লোকটার স্বরে যেন সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল।

'কিন্তু এমন একটা কাজ সে কেন করল?' এই লোকটাই আত্মহত্যার কথা প্রথম উল্লেখ করেছিল। 'এর কোন মানেই হয় না।'

রনি ওদের পাশ থেকে সরে গেল। তার কঠিন নীল চোখ মেঝেটা খুঁটিয়ে দেখছে। ব্যর্থতায় ওর ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু সে কি করতে পারত? লোকটার ডাক্তারের চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল।

'নিশ্চয় দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ছিল সে,' একজন মন্তব্য করল। 'মনে হয় সে আর সহ্য করতে পারেনি।'

শেরিফ কোন মন্তব্য করেনি। রনি ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল। বুড়ো যখন কোন কথা বলল না, রনি শান্ত স্বরে বলল, 'আত্মহত্যা করেনি সে। ওকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন?' সবাই ওর দিকে চোখ ফেরাল।

'হ্যাঁ, খুন,' পুনরাবৃত্তি করল রনি। 'আমি যখন ওকে ছেড়ে যাই তখন সে জীবিত আর আশাবাদী ছিল। নিজেকে সে হত্যা করেনি।'

'তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে, রবার্ট?' বক্তা একজন পুষ্ট, লম্বা মানুষ, চওড়া লাল মুখ ওর। 'যদি আত্মহত্যা না হয় তবে এটা কি? পিস্তলটাও ওর হাতেই রয়েছে।'

রবার্ট চতুর চোখে রনির দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে নিজের গোঁফ টানল। 'তুমি যখন যাও তখন সে জীবিত ছিল? পিস্তলটা কি ওর হাতের কাছে ছিল?'

'ওটা আমিই ওর হাতে তুলে দিই। আমি যেতে চাইনি, কিন্তু ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল ওর। আমার বিশ্বাস সে বাঁচত।'

ডাক্তার রবার্ট ওর দেহটা পরীক্ষা করে মুখ তুলে চাইলেন। 'কথাটা সত্যি। ক্ষতগুলো বেশ সুস্থ অবস্থাতেই আছে। ওর জখমের ওপর ওটা কিসের পট্টি?'

'প্রিকলি-পেয়ার, ইণ্ডিয়ানরা ওটা ক্ষতের উন্নতির জন্যে ব্যবহার করে।'

'দেখো!' লাল মুখের লোকটা পিস্তলের অবস্থান দেখিয়ে বলল, 'এটা যদি আত্মহত্যা না হয় তবে এটা কি?'

রনির রাগ তেতে উঠছে। চোখ তুলে চাইল সে—কঠিন শীতল চোখ। 'আমি যখন যাই তখন লোকটা জীবিত ছিল,' পুনরায় বলল সে। 'ওর জখম কঠিন হলেও ও সামলে উঠতে শুরু করেছিল। ওর মধ্যে,' কঠিন সুরে কথাগুলো বলল সে, 'বিন্দুমাত্র কাপুরুষতার লক্ষণও ছিল না। সে কিছুতেই আত্মহত্যা করেনি।'

'নিশ্চয় সে আবার জ্ঞান-হারিয়েছিল, কেউ এখানে সেই সুযোগে ঢুকে ওর পিস্তল দিয়েই ওকে খুন করে পিস্তলটা ওর হাতেই ধরিয়ে দিয়ে গেছে। দেখো ওর পিস্তলটা কোথায় আছে। নিজেকে গুলি করলে পিস্তলটা ওর হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ত!'

ডাক্তার হ্যাডলে মাথা ঝাঁকালেন। 'ভদ্রলোক ঠিকই বলেছে, গুলির পিছু-ধাক্কায় ওটা দূরে ছিটকে পড়ত। তাছাড়া এত কাছ থেকে গুলি করলে কপালে বারুদের পোড়া দাগ থাকত। কিন্তু চামড়ার ওপর আমি তেমন কোন দাগই দেখতে পাচ্ছি না।'

লাল মুখো লোকটা রনির ওপর নজর রেখেছিল। ধীরে ওর নজর কালো সমব্রেরো, শার্ট, বুটের ভিতরে ঢুকানো প্যান্ট আর উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা পিস্তল দুটোর উপর পড়ল। 'এতে তোমার পরিস্থিতি কিছুটা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। তুমিই ওকে শেষ জীবিত দেখেছ।'

'না,' বরফ শীতল চোখে ওর দিকে চাইল রনি। 'খুনীই ওকে শেষ দেখেছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রেইলের পিছন দিকটা দেখাল সে। 'ওখানে আরও একজন আছে। ফ্রক কোট পরা বিশাল দেহ মানুষ।'

রনি মানুষগুলোকে চিনতে শুরু করেছে এখন। যে লোকটা বাকবোর্ড চালাচ্ছিল তার নাম হ্যারিংটন। মাইনের সুপার আর আংশিক মালিক। ক্ষতির ভারটা ওর ঘাড়েই পড়বে। লাল মুখো মানুষটার নাম অ্যাডাম। ঘোড়া বেচা-কেনার ব্যবসা ওর। একটা লিভারি আস্তাবলও আছে। তিরিশ মাইল দূরে মাইনে সে গরুও সরবরাহ করে। আরেকজন হলুদ চোখের গাল বসা লোক, উরুর সাথে বাঁধা ওর পিস্তল, নাম রেড। ফ্রককোট পরা মৃত লোকটার খোঁজে গিয়েছিল সে।

'ওর সবকিছু লুটে নিয়েছে কেউ,' জানাল রেড।

'তবে কি আশা করেছিলে তুমি?' শুষ্ক স্বরে প্রশ্ন করল রবার্ট। 'এটা একটা ডাকাতি।'

রনি কোন মন্তব্য করল না। জেমস হার্টের কপালে যা ঘটেছে, এরপর নিরিবিলি কাগজ-পত্রগুলো নিজে পরীক্ষা না করে, ওগুলো কারো কাছে হস্তান্তর করতে সে রাজি নয়।

শহর থেকে আরও একজন লোক এসে হাজির হলো। সুগঠিত গড়ন, প্রিয়দর্শন, চল্লিশ মত বয়স। 'কি খবর, কেসি?' মৃত লোকটার দিকে মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিত করল রবার্ট। 'কেউ ওকে আগে দেখেছ?'

'আমি দেখেছি।' সিগারেট তৈরি করার জন্যে কাগজের আঠার ওপর জিভ

ঠেকাল রেড। 'লোকটার নাম সায়মন। নামকরা একজন গানফাইটার।'

'সায়মন!' লাশটার দিকে চেয়ে বলল বেন কেসি। 'মারা গেছে! কে করল এই কাজ?'

'সেটা জানলে অনেক প্রশ্নেরই জবাব মিলত,' মন্তব্য করল রবার্ট। 'মনে হচ্ছে কাজটা যে করেছে সে তাকে পুরো সুযোগই দিয়েছিল, তারপর ওকে ছ্যাঁদা করে দিয়েছে।'

'মাথায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে বাকি কাজটা শেষ করেছে,' বলল রনি। 'মনে হচ্ছে ডাকাতের দলটা কোন সাক্ষীই রাখতে চায় না। ভয় পাচ্ছে হয়তো লোকজন ওদের চিনে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ডাক্তার হ্যাডলে লাশটাকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন। 'এখানে আমার আর কিছুই করবার নেই,' বলল ডাক্তার। 'তোমার কি মত হ্যারিংটন?'

'লাশগুলো নিয়ে সেভেন পাইনসের পথে রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল,' বলল মাইন সুপার।

রনির দিকে ফিরল রবার্ট। 'তুমি থাকছ তো? আগামীকালের বিচার আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তোমার উপস্থিতি জরুরী।'

'আমি আছি। ওখানেই যাচ্ছি আমি।'

সেভেন পাইনসের পথে আর বিশেষ কোন কথা হলো না সবাই ওই ডাকাতের দল সম্পর্কে বেশ বিব্রত। গত কয়েকটা স্টেজ ডাকাতিতে ওরা একশো হাজার ডলারেরও বেশি সোনা লুটেছে। সবই ভারি বার। ওগুলো কোথায় খালাস করা যেতে পারে এ'নিয়ে বেশ কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বিক্রির সম্ভাব্য সব কয়টা জায়গাকেই খবর দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

রনিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল হ্যারিংটন। 'তুমি যেভাবে পিস্তল ঝুলিয়েছ তাতে মনে হয় ওগুলোর ব্যবহার তুমি জানো। জেমসের জায়গায় আমার একজন লোক দরকার।'

শব্দ করে হাসল রনি। 'যা শুনলাম তাতে মনে হয় না ওটা খুব জনপ্রিয় কাজ। শুনেছি শটগান মেসেঞ্জাররা নাকি খুব দ্রুত পটল তোলে।'

শান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল হ্যারিংটন। 'তা ঠিক। আমি অস্বীকার করছি না। আমি এমন মানুষ চাই যে সহজে ভয় পায় না। জেমসের গোলাগুলির হাত ভালই ছিল। আমার ধারণা ছিল, এ-সব ডাকাতির পিছনে কারা আছে, তা সে আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু বেশি কথা বলার অভ্যাস ছিল না ওর। এখন তো সে আর কোন কথাই বলবে না।'

'ও বলেছিল রবার্টস রেঞ্জে নাকি ওর এক ভাই আছে। খবরটা ওকে পৌঁছাতে বলেছিল।'

'হ্যাঁ। ফিনলে হার্ট।' মাথা নাড়ল হ্যারিংটন। 'এটা সে সহজ ভাবে নেবে না। বললে ভুল হবে না যে এখন ওই খুনীদের দুশ্চিন্তার কারণ আছে। ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ সে নিয়েই ছাড়বে।'

উপত্যকাটা পিছনে ফেলে বাকবোর্ডটা একটা সরু ক্যানিয়ন ধরে এগোল।

ছাড়াছাড়া পরিত্যক্ত মাইন আর ছাপরা নজরে পড়ছে। তারপর ট্রেইল শেষ হলো একটা সরু রাস্তায়–দুপাশে ফল্‌স্ ফ্রন্ট দেয়া বাড়ি-ঘর। ওগুলোর পিছনে সিকি মাইল দূরে পাহাড়টা ঢালু হয়ে নিচে নেমেছে, দুপাশে প্রচুর বাড়ি-ঘর। কিছু মাইনিঙ ক্লেইম আর কুঁড়ে-ঘরও রয়েছে।

এক্সপ্রেস অফিসটা লিভারি আস্তাবলের ঠিক উল্টো দিকে। এক্সপ্রেস অফিসের পাশেই একটা সেলুন। ওটার বাতির আলো গিয়ে পড়েছে ওপাশের জেনারেল স্টোরের ওপর। সামনে ঘোড়ার জিনের দোকান, বুটের দোকান, কামারের দোকান, নাপিত আর দাঁতের ডাক্তারের পিছনে আইনজীবীর অফিস রনির নজরে পড়ল। জেল, হোটেল, বিভিন্ন দোকান আর জুয়া খেলার জায়গাও আছে ওখানে। গুনে দেখল মোট নয়টা সেলুন। শেষ মাথায় সোনার আকর মূল্যায়নের অফিস।

লিভারি আস্তাবলের দিকে এগোল রনি। ওর দিকে চেয়ে আছে হ্যারিংটন। 'ভুলো না! কাজটা এখনও তোমার!'

অ্যাডাম আর রেডও ওই দিকে মোড় নিল। অ্যাডাম রনির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল রেড। অ্যাডাম লিভারি স্টেবলে ঢুকলে সে নিচু স্বরে বলল, 'শটগান মেসেঞ্জারের কাজটা নেয়ার আগে ভাল করে চিন্তা করে দেখো। ওরা বেশিদিন টেকে না।'

'ঠিক,' জবাব দিল রনি। 'মনে হয় কেউ ওদের মৃত্যু চায়।'

'এই শহরটায় থাকলে মানুষের ঝামেলাই বাড়ে,' মন্তব্য করল রেড। 'মনট্যানা ভাল জায়গা। কখনও ওখানে গেছ?'

'হয়তো। অনেক জায়গাই ঘুরেছি আমি।'

বুটের মাথা দিয়ে মাটিতে একটা লাথি মেরে টপারের পিঠ থেকে জিন নামানো লক্ষ করল রেড। 'তোমাকে কেমন যেন চেনা ঠেকছে।'

'তাই নাকি?'

'মনে হয় তোমাকে মন্ট্যানায় দেখেছি। কিংবা টেক্সাসে।'

'কে বলতে পারে? হয়তো।'

কথাটা হজম করতে রেডের কষ্ট হচ্ছে। এই এলাকায় কঠিন মানুষ হিসেবে ওর নাম আছে। এটা অক্ষুণ্ন রাখতে চায় ও। ওর প্রশ্নের জবাব কেউ এড়িয়ে যাবে, এটা ওর পছন্দ নয়। কিন্তু ওর ধারণা হচ্ছে এই লোকটাকে জানা ওর দরকার। একান্ত প্রয়োজন। একটা সিগারেট তৈরি করে, আড়চোখে রনির দিকে একবার চেয়ে, এক মুঠো খড় নিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে ঘষতে শুরু করল সে।

'হার্ট কি অনেক কথা বলেছে?' খবর বের করতে চাইছে সে।

'বলল ওর এক ভাই আছে,' স্বীকার করল রনি। 'ওকে আমার খুঁজে বের করতে হবে।'

'জনাব, তোমার কেটে পড়াই ভাল। এই শহরটা মোটেও সুবিধের না।'

'ভাল,' রনির চোখ কৌতুকে একটু চিকচিক করে উঠল। 'আমি কারও সাথে ঝগড়া-বিরোধ করার জন্যে এখানে আসিনি।' ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো সে। 'আবার দেখা হবে।'

'থামো!' রেড এখন খেপে গেছে। 'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। সেটার জবাব চাই আমি!'

রনি ধীরে আস্তাবলের আধো আলোয় ঘুরে দাঁড়াল।

'হার্ট কি বলেছে তা আমি জানতে চাই। প্রয়োজন হলে পিটিয়ে আমি তোমার থেকে সেটা বের করব।'

কথাটা বলেই সে বুঝতে পারল ভুল কথা বলা হয়েছে। ওর দিকে এক পা এগিয়ে গেল রনি। 'ঠিক আছে,' স্বীকার করে নিল সে। 'তুমি তাহলে পিটিয়েই তা বের করো। কিন্তু জলদি করো, অপেক্ষা করার সময় নেই আমার।'

ঢোক গিলল রেড। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল একবার। সে বুঝে নিয়েছে এই লোককে ধমক দিয়ে কাজ আদায় করা যাবে না–ওর ভয়-ডর বলতে কিছু নেই। পাল্টা চ্যালেঞ্জের মুখে সিঁটিয়ে গেল সে। গোলমাল চাচ্ছে না ও। অন্তত এখন, এখানে নয়।

'আরে ছিঃ!' বলল সে। 'তুমি কি আমার কথা সিরিয়াসলি নিলে নাকি? আমি তো ঠাট্টা করছিলাম।'

কথার কোন জবাব না দিয়ে রনি ওর দিকে চেয়ে রইল, অপেক্ষা করছে। অস্বস্তিভরে একটা পা সরাল রেড। ওর ছুটে এগিয়ে এসে আঘাত করতে, কিংবা গুলি চালাতে ইচ্ছে করছে। এগুলো চাইছে বটে, কিন্তু ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সাবধান করছে, বলছে, এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ওকে আর একটা চাহনি দিয়ে রনি বাইরে বেরিয়ে এল। একবারও পিছন ফিরে চাইল না।

কঠিন চোখে ওর প্রস্থান দেখল রেড। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'দেখে নিও! তুমি চব্বিশ ঘণ্টাও টিকতে পারবে না এই শহরে!'

দুই

রনি আস্তাবল থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গেসঙ্গেই অ্যাডাম গভীর ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। রাগে লাল হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। 'হাঁদা রাম!' গর্জে উঠল সে। 'তোমাকে কে বলেছিল জেমস সম্পর্কে ওকে প্রশ্ন করতে? সে কিছু বলেছে বা বলেনি, তাতে কি আসেযায়? এসব প্রশ্ন ওকে কেবল সন্দিগ্ধই করে তুলবে।'

'কী বলো!' জবাবে বলল রেড। 'ও কে, যে কিছু সন্দেহ করবে?'

'লোকটা কে তা আমিও জানি না, কিন্তু এটুকু বুঝি ওর সাথে লাগতে গেলে পিস্তল ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হয়ে যেতে হবে। এবং তাতে ফলাফল ভাল হবে না। আমার ধারণা লোকটা পিস্তল চালাতে জানে–ধাপ্পা দিচ্ছে না।'

গোড়ালির ওপর ঘুরে রাগত গানম্যানকে পিছনে ফেলে অ্যাডাম এগিয়ে গেল। কিন্তু মুখে যা'ই বলুক ওর মাথা থেকে দুশ্চিন্তা দূর হচ্ছে না। জেমস যে কথা বলেছে সেটা জানা কথা। মরার আগে সে যদি ওকে তার ভাইয়ের কথা বলে থাকে–হয়তো আরও অনেক কথাই বলেছে। তবু, অন্ধকার রাতে ও কি'বা এমন

দেখে থাকতে পারে? ওর বলার কি থাকতে পারে? এটা প্রায় অসম্ভব যে ও কাউকে চিনতে পেরেছিল। সুতরাং এখন টাইট হয়ে বসে থাকা ছাড়া ভিন্ন উপায় নেই। দেখতে হবে পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায়।··· স্ট্রেঞ্জার লোকটাকে এই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়াই ভাল।

কিন্তু জেমসের মৃত্যুর ধরনটা অস্বাভাবিক। ওরা কি তার উদ্দেশ্য টের পেয়েছিল? কিংবা সে কি কোন কথা বলেছে?

নিকটস্থ সেলুনের দিকেই পা বাড়িয়েছিল রনি, কিন্তু মলির স্টেক, ডিম আর পাইয়ের লোভ ওকে ওদিকেই টেনে নিয়ে গেল। কাঠের ফুটপাথে উঠে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে। কেবল একজন কাউবয়কেই ওখানে দেখতে পেল। লোকটার বুট ক্ষয়ে গেছে–হ্যাটটারও খারাপ অবস্থা।

ওর ঢোকার সময়ে দরজার বেলের ঘণ্টায় কাউবয়ের কোন বিকার দেখা গেল না–কিন্তু ঘণ্টার আওয়াজে রান্নাঘর থেকে একজন সুন্দরী যুবতী বেরিয়ে এল। কালো চুল মাথার ওপর খোঁপা করে বাঁধা। গাঢ়ো নীল চোখ। কৌতূহলী চোখে মেয়েটা ওকে দেখছে। জবাবে সে হেসে বলল, 'হাওডি! আমি স্টেক, ডিম আর পাই চাই।'

মেয়েটা বড় একটা কাঠের চামচ হাতে এগিয়ে এল। সামনে হেলে পড়া একগোছা চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'তা হবে না। হয় স্টেক আর পাই, নয়তো ডিম আর পাই–দুটোরই দাম দুই বিট!'

'দুটোই দাও আমাকে।' বলল রনি। 'সবথেকে বড় আর রসালো স্টেক, দুটোর বদলে চারটে ডিম! কিছু বীনস্ যদি থাকে, সাথে ওটাও কিছু দিও।'

'বীনস দুটো অর্ডারের সাথেই আসে। কিন্তু এতে তোমার দাম পড়বে ছয় বিট। এত পয়সা তোমার আছে?'

'যদি না থাকে,' হেসে বলল রনি, 'তাহলে আমি তোমার থালা-বাসন ধুয়ে দেব।'

'তা হবে না!' পাকা ব্যবসায়ীর মত জবাব দিল মেয়েটা। 'ড্যাকোটার এপাশে সব কাউবয়ই ওই চেষ্টা করেছে, কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে ডিশ ধোয়ার চিন্তা আর কেউ করে না! তোমাকে পয়সা দিতে হবে–ক্যাশ!'

'ঠিক আছে, মলি,' সশব্দে একটা ডলার টেবিলের ওপর ফেলল রনি। 'আমাকে খাওয়াও।'

দ্রুত ডলারটা তুলে নিয়ে এপ্রোনের পকেটে রাখল মেয়েটা। 'বসো আমি এখনই খাবার নিয়ে আসছি,' বলেই আবার ফিরল সে। 'মাংসটা তুমি কেমন চাও?'

'কেবল শিঙ দুটো কেটে ভেজে আনলেই চলবে–বাকিটা আমি সামলাব।'

মাংস ভাজার শব্দ পাওয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সে গরম কফি নিয়ে এল। মেয়েটা লম্বা–চমৎকার ফিগার কাউবয়রা যে কেন রান্না ঘরে ডিশ ধোয়ার বাহানা করে সেটা আঁচ করা কঠিন নয়

'এখানে তুমি নতুন?' কিছু খবর জানতে চাইছে মেয়েটা। 'তুমিই কি জেমস হার্টকে পেয়েছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'খবর দ্রুত ছড়ায়। ওকে তুমি চিনতে?'

'হ্যাঁ, চিনতাম। টেক্সাসের এপাশে ওর মত কাউবয় আর দুটো পাওয়া যাবে না। আর পিস্তল-বন্দুকেও ওর হাত ছিল ভাল। তবে ওর ভাই ফিনলের তুলনায় ওটা কিছু না।'

আরও শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে রনি। কিছু সময় আছে যখন, চুপ করে শোনা ভাল। এই ব্যাপারে ওর আরও কিছু জানা দরকার। প্রাথমিক গুলির ক্ষত থেকে যদি ওর মৃত্যু হত তাহলে রনির এতে নাক গলাবার কিছু ছিল না। কিন্তু এটা এখন ওর জন্যে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। ওকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু যুবককে অন্যায় ভাবে খুন করা হয়েছে। ও দেখতে চায় কে এমন গর্হিত কাজটা করেছে।

'শটগান রাইডারের ব্যাপারে হ্যারিংটন এখন কি করবে?' কথা বাড়াতে চাচ্ছে রনি।

রনির দিকে তাকাল মলি। 'শুনেছিলাম তোমাকেই ওরা ওই কাজের প্রস্তাব দিয়েছে।'

'কথাটা ঠিক। কিন্তু আমি এখন কাজের ধান্ধায় নেই। আর কাজ করলেও সেটা কাউবয়ের কাজই হবে।'

রান্নাঘরে ঢুকে রনির জন্যে স্টেক আর ডিম নিয়ে এল মেয়েটা। ওর খাওয়ার মাঝে কথা বলে চলল মলি। 'এখন কেউই তেমন কাজের লোক খুঁজছে না। একমাত্র বেন কেসির কাজের লোক দরকার, কিন্তু ওর দুই বোনের জন্যে সে কাউকে টেকাতে পারে না।'

'বেন কেসি?' মুখ তুলে চাইল রনি। 'আজ রবার্ট আর অ্যাডামের সাথে সেও ছিল।'

'হ্যাঁ, ওই লোকই। সে রকিঙ কে র‍্যাঞ্চের মালিক। তবে শোনা যায় এখন ওর টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে।'

'তুমি মেয়েদের কথা কি যেন বলছিলে?'

ঝট করে আড়চোখে রনির দিকে তাকাল মলি। 'বুঝেছিলাম ওটা তোমার মনে ধরবে। এ দেশের সব কাউবয়ই ওখানে কাজ নেয়ার জন্যে পাগল। সবাই দুজনের কারও সাথে ঝুলে পড়তে চায়। তবে শেলীই বেশি জনপ্রিয়। লিসার মধ্যে কিছু একটা আছে যার জন্যে লোকজন ওকে একটু ভয় পায়। যা'হোক, মেয়েটার একজন মনের মানুষ আছে।'

boighar

'ওরা দেখতে ভাল?'

'ভাল মানে? অত্যন্ত সুন্দরী।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল রনি। বেন কেসির বোনদের কথা ভাবছে না সে। এই এলাকার লোকজনের মতিগতির কিছুটা ধারণা নিতে চায় মাত্র। কোথায় কি চলছে জানতে ইচ্ছুক। শেরিফ রবার্ট লোকটা যে ভাল এটা সে বাজি ধরে বলতে পারে। কিন্তু ওর বিবেচনা শক্তি যে কতটা, সেটা সন্দেহের বিষয়।

খাওয়ার মাঝে মলিকে কথায় ব্যস্ত রাখল রনি। এখানকার লোকজন আর পরিবেশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে উঠছে ওর মনে।

এখানে মাইনার আর র‍্যাঞ্চারদের নিয়ে এই সমাজ। বেন কেসিই এখানকার সবথেকে বড় র‍্যাঞ্চার। আর মাইন বলতে হ্যারিংটনের সোনার খনিটাই উল্লেখযোগ্য। বেন তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে র‍্যাঞ্চটা পেয়েছে। ওর বাবা ছিল একটা পাহাড়ী বাঘ। দাঁত ছিল ওই বুড়োর–প্রয়োজনে ওগুলো ব্যবহার করতেও সে জানত। লোকটা তার আদান-প্রদানে ছিল সৎ–কিন্তু সেইসাথে ব্যবসায়ী বুদ্ধিও ছিল তার। রকিঙ কে র‍্যাঞ্চের বন্ধুর চেয়ে শত্রুই ছিল বেশি। বুড়োর মৃত্যুর পর রাসলাররা লুটেপুটে র‍্যাঞ্চটার আর কিছু রাখেনি।

এক বছরের মধ্যেই র‍্যাঞ্চের দুজন কর্মচারী গুপ্তঘাতকের গুলিতে মারা পড়ল। রাসলাররা এক হাজার গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেল। বাধা দেয়ার কেউ ছিল না।

আশপাশের ছোট র‍্যাঞ্চগুলো ওদের গরু চুরি করেই সমৃদ্ধ হলো। রকিঙ কে দিনদিন গরীব হতে থাকল। চারপাশে আরও নতুন মুখ দেখা দিতে শুরু করল। বুড়ো কেসি জানত কিভাবে শহরের আবর্জনা পরিষ্কার রাখতে হয়, কিন্তু এখন চোর-ডাকাত আর ফটকাবাজে শহর ভরে গেছে। ঠেকাবার কেউ নেই।

সোনার খনি থেকে প্রচুর সোনা বেরোচ্ছে। ওরা চোখ রাখে কখন স্টেজে করে সোনা কোনদিকে যায়। ওদিকে, যদিও এখনও রকিঙ কে-তে গরুর সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু দিনদিন তা আরও পাতলা হয়ে আসছে। কে চুরি করবে, এই নিয়ে রাসলারদের মধ্যে মারপিট চলছে। পুরানো রাসলার নতুন রাসলারদের হাতে মারা পড়ছে।

ছোট মাইনগুলোর উৎপাদন বাড়লে, দুটো মাইন লুট হয়ে গেল। একটার মালিকই মারা পড়ল। অরাজকতার চরম। আগের শেরিফ গুলি খেয়ে মারা পড়ার পর রবার্ট এখন শেরিফের কাজ চালাচ্ছে।

'সবখানেই একজন পালের গোদা থাকে,' বলল রনি। 'এই শহরটাকে কে চালাচ্ছে?'

'আসলে কেউই না। র‍্যাঞ্চাররা সবাই বুড়ো কেসিকে মানত, কিন্তু এখন লোকজন অ্যাডামের কথা শুনতে শুরু করেছে।'

'ঘোড়ার ব্যবসায়ী?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওর একটা ছোট র‍্যাঞ্চও আছে। লোকটা কিছু গরুও কেনা-বেচা করে।'

কাঠের ফুটপাথে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। 'ওই যে, জেরি সমার্স আসছে,' পাশ থেকে সরে যেতেযেতে বলল মলি। 'ও এখানে নতুন, কিন্তু অনেক খোঁজ-খবর রাখে।'

মলি কি বোঝাতে চাইল সেটা জিজ্ঞেস করার আগেই দু'জন লোক দোকানে ঢুকল। প্রথমজনের কালো ভুরু, ধনুকের মত বাঁকা পা, পুষ্ট দেহ, চোখ দুটো যেন একটু গর্তে ঢোকা। কিন্তু ওর পিছনের লোকটাই রনির দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

জেরি সমার্স লোকটা সুদর্শন, ধূসর চোখ আর লালচে চুল। লোকটার বেপরোয়া চলার ভঙ্গি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'কি খবর, মলি?' বিশদ হাসির সাথে সম্ভাষণ জানাল জেরি। 'আমাদের

দু'কাপ কফি আর কিছু খাবার দাও!'

'বসো, জেরি,' কঠিন স্বরে বলল মলি। 'আর সবার মত তোমাকেও অপেক্ষা করতে হবে। তোমার বন্ধু,' রনির দিকে এক ঝলক চেয়ে সে আবার বলল, 'ডাকি কেও।'

জেরির দিকে তাকাল রনি। সেও ওকে দেখছে। 'এখানে নতুন?' প্রশ্ন করল জেরি।

'তুমি আগে কখনও এদিকে দেখেছ আমাকে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল রনি।

'না, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'আগে আমাকে দেখে না থাকলে আমি নিশ্চয় স্ট্রেঞ্জার।' হাসল রনি। তারপর মলির দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকেও এক কাপ কফি দিও। চমৎকার কফি বানাতে পারো তুমি।'

নিজের গুরুত্ব এভাবে খর্ব হতে দেখে রুষ্ট হয়েছে সে। ওর চেহারায় সেটা প্রকাশ পাচ্ছে।

কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল সে। উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা পিস্তল দুটো ওর নজরে পড়েছে। সে বুঝেছে এই লোকটা যে'ই হোক, ফেলনা মোটেও নয়।

মানুষ চিনতে রনিরও ভুল হয়নি। সে জানে ওই সহজ হাসির পিছনে আছে একজন ভয়ঙ্কর মানুষ। কফি শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এল রনি। লোকটা পিস্তলবাজিতেও ওস্তাদ। বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু বিপদকে কোনদিন ভয় পায়নি, রনি। সরাসরি মোকাবিলা করেছে।

'হাই-গ্রেড' সেলুনটা কয়েক দরজা পরেই। ওদিকেই রওনা হলো রনি।

মলির দরজা দিয়ে ওকে লক্ষ করল ডাকি। ওর চওড়া কাঁধ, উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা দুইটা পিস্তল, সবই দেখল। জেরি ওর পাশে এসে দাঁড়াল, 'ওকে কি ভয় পাও তুমি?'

'হোহ্, কাউকে ভয় পাই না আমি।'

'হয়তো ওকে ভয় করে চললে আরও কিছুদিন বাঁচবে তুমি। ওকে সহজ লোক মনে কোরো না। শক্ত লোক সে। ওর থেকে সাবধানে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'আমার সামনে ও দাঁড়াতেই পারবে না।'

ধপ করে টুলের ওপর বসে নিজের কফিতে চিনি মেশাতে ব্যস্ত হলো ডাকি। 'ভয় কিছু না। তবে লোকটাকে খুব পরিচিত ঠেকছে। ওকে আমি আগেও কোথাও দেখেছি, কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারছি না।'

কাঁধ উঁচাল জেরি। 'কালের স্রোতে ভেসে বেড়ানো এক কাউবয়। থাকবে না–চলে যাবে।'

'যাবে না,' রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মন্তব্য করল মলি। 'অন্তত কিছুদিন থাকবে। ছেলেটার খুন হওয়া সে সহজ ভাবে নিতে পারেনি।'

'সে কিভাবে শেরিফের থেকে ভাল করতে পারবে?' প্রশ্ন করল সমার্স।

'জানি না সে রবার্টের চেয়ে ভাল করতে পারবে কি না,' সহজ সুরে মেয়েটা বলল, 'কিন্তু আমি খুনী হলে খুব চিন্তায় পড়তাম।'

বিভিন্ন সেলুন আর আড্ডাখানায় ঘোরার কালে চোখ-কান খোলা রাখছে রনি। বহু আগেই সে শিখেছে কঠিন শহরের হাওয়া কিভাবে আঁচ করতে হয়। শহরটা প্রায় টগবগ করে ফুটছে। কয়েকটা খুনের খবর সে শুনেছে। গত রাতেও মাথায় বাড়ি দিয়ে একটা ডাকাতি করা হয়েছে। একজন প্রসপেক্টারকে তার ক্লেইমে মৃত পাওয়া গেছে। দেখার কেউ নেই, নেকড়েরা এখন নির্ভয়ে শিকার ধরছে।

বুড়ো কেসি যতদিন বেঁচে ছিল শক্ত হাতে শহরটাকে সে কাবুতে রেখেছিল। সে আর তার কর্মচারীরা শহরের আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু এখন সে আর নেই। তার ছেলে বেন কেসি চমৎকার কাউম্যান, কিন্তু লড়তে জানে না। এখন যে যার খেয়াল-খুশি মত চলছে–বাধা দেয়ার কেউ নেই। এখানেই হাঙ্গামার শুরু।

এক বোতল মদ নিয়ে বুড়ো কাউহ্যাণ্ডের সাথে কথা বলছে রনি। লোকটা মাথা হেলিয়ে জন মার্সারকে দেখাল। বেঁটে মোটা একটা লোক। সামনের দিকে চুল উঠে মাথার অনেকখানি জায়গায় টাক পড়েছে। বিশাল বপুর ওপর ঘড়ির সোনার চেইনটা শোভা পাচ্ছে। 'বুড়ো কেসি মারা যাওয়ার পর জন এখন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে!' নাক সিটকে বলল সে। 'কেসি বেঁচে থাকতে ওর মুখ থেকে কেউ টুঁ-শব্দটিও শুনতে পায়নি। কিন্তু এখন ওর দাপটে মানুষের টেকাই দায় হয়ে উঠেছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বারের দিকে এগোল রনি। হ্যারিংটন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘুরে রনিকে দেখে সে হাসল। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, বন্ধু,' বলল সে। 'আমার হয়ে শটগান মেসেঞ্জার হওয়ার ব্যাপারে তোমার মত পাল্টাল?'

মাথা নাড়ল রনি। 'এখনও পাল্টায়নি। এখানে আমি কিছুদিন থাকতে চাই, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাজই আমার পছন্দ। হয়তো বেন কেসিকে তার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব আমি দিতে পারি। ওখানে ফোরম্যান কে?'

'নিজের কাজ নিজেই দেখে বেন। গরু আর র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে হয়তো ওর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। কিন্তু বাপের সেই শক্ত শিরদাঁড়াটা সে পায়নি। এটা যে কেন তা বোঝা কঠিন নয়।' বিশাল কামরার লোকজনের দিকে রনির দৃষ্টি আকর্ষণ করাল হ্যারিংটন। 'কামরায় অন্তত ষাটজন লোক আছে এখন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওদের অন্তত বিশজন মানুষ হত্যা করেছে। কয়েকজন একাধিক। ওদের বেশির ভাগ লোকই গরু চোর। হয়তো দশজন অসৎ জুয়াড়ী। এদের সামলানো কোন কচি ছেলের কাজ নয়।

'ওদিকে,' জন মার্সারকে দেখাল সে, 'লোকটা শহর চালাতে চায়, কিন্তু এত বড় সে নয়।'

'কে বড়?'

রনির দিকে তাকিয়ে হাসল হ্যারিংটন। 'বন্ধু, ওটা একটা ভাল প্রশ্ন। কিছু লোক মনে করে, আমি। কিন্তু আমি এসবের মধ্যে জড়াতে চাই না। প্রয়োজন

হলে আমি নিজেই আমার শিপমেন্ট বাঁচাতে শটগান রাইড করব–কিন্তু ওটা নয়।'

মাথা নাড়ল হ্যারিংটন। 'উপযুক্ত লোক আসলে বর্তমানে কেউই নেই। ডাক্তার হ্যাডলে বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু নেতৃত্ব দেয়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই তার নেই। ডাক্তারি করেই সে সন্তুষ্ট আর রবার্ট এটা পারবে না।'

'অ্যাডাম কেন হাল ধরছে না?' প্রশ্ন রাখল রনি।

একটু ইতস্তত করল হ্যারিংটন। 'হ্যাঁ,' শেষ পর্যন্ত বলল সে। 'কিন্তু ওকে বোঝা সত্যিই কঠিন।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রনি 'তোমার সোনার ব্যাপারে কি বুঝছ? সোনা সহজে পাচার করা সম্ভব না। বিশেষ করে এত সোনা।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি যতটা খবর পেয়েছি চুরি করা সোনার এক তোলাও কোন বাজারে এখনও বিক্রি হয়নি। আমার বিশ্বাস চুরি করার আগেই ওরা কি ভাবে কি করা হবে, সব ভেবেই কাজে নেমেছে। তবে কাজটা বেশ কঠিন হবে। কিন্তু কাকে সন্দেহ করব?' হাত ঘুরিয়ে কামরার সবাইকে দেখাল সে। 'এদের সবাই চোর আর হত্যাকারী–কাকে সন্দেহ করব?'

হঠাৎ খুশির স্বরে কেউ একজনকে সংবর্ধনা জানাল। 'ওই যে! বেন কেসি এসেছে। চাকরি চাইলে এখনই প্রস্তাব দাও,' বলল হ্যারিংটন।

লম্বা গড়নের লোক বেন কেসি। বন্ধুসুলভ চেহারা। সোজা বারের কাছে হ্যারিংটনের দিকে এগিয়ে এল সে। 'কেমন আছ, বিল?' রনিকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই না হার্টকে খুঁজে পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ,' বলল রনি। 'আমি তোমার ওখানে একটা কাজ নিতে চেয়েছিলাম।'

হাসল বেন কেসি। 'আমার অনেক লোক দরকার,' বলল সে, 'কিন্তু রকিং কে-তে কাজ নেয়া এখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজের লোকেরা পটপট মারা পড়ে।'

'আমার দিকে লোকে গুলি আগেও করেছে, কিন্তু ওরা কেউ বাঁচেনি।'

'ঠিক আছে, আগামীকাল সকাল থেকেই তুমি কাজে আসতে পারো।' ঘুরে চলে যেতে গিয়েও সে দাঁড়াল। 'তোমার নামটা কি?'

'রনি ড্যাশার, কিন্তু বন্ধুরা আমাকে রনি বলেই ডাকে।' ওই নাম উচ্চারণে ওখানে অনেকের চোখই ছানাবড়া হয়ে গেল। নামটা জোরে বলেনি সে–তবু। সবাই ওদের কথাই কানপেতে শুনছিল।'

কথাটা ডাকির কানেও গিয়েছে। পিলে চমকে গেছে ওর। টেক্সাসে ওকে অ্যাকশনে দেখেছে সে। এমন তুখোড় পিস্তলবাজ সে আগে কখনও দেখেনি। কখন যে ওর হাতে পিস্তল উঠে আসে আর কখন সে গুলি করে, তা পরপারে পৌঁছার আগে কেউ বোঝে না।

'রনি ড্যাশার…' অবাক চোখে তাকাল বেন। 'সকালেই তুমি চলে এসো। আমার র‍্যাঞ্চে তোমার কাজ পাকা!'

ডাকি দ্রুত ঘুরে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আড়চোখে ওকে লক্ষ করল রনি। রোদে পোড়া গানম্যানকে বেশ বিচলিত মনে হলো। হ্যারিংটন সবই খেয়াল

করল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। অ্যাডাম কাছেই দাঁড়িয়ে আছে–কিন্তু ওদের দিকে পিছন ফেরা। সে শুনেছে কি না ঠিক বোঝা গেল না।

'ঠিক আছে,' বলল রনি, 'তাহলে সকালে দেখা হবে কামরার লোকজন পেরিয়ে সে দরজার দিকে এগোল

রকিঙ কে 'অ্যান্টিলোপ'এর একটা খাঁজের ভিতর। বিশাল স্প্যানিশ স্টাইলের একটা বাড়ি। কটনউড গাছগুলোর ভিতর তৈরি। পাশেই বিরাট একটা গুদাম ঘর। পাশে এক সারি করাল। সামনে একটা বিরাট পুকুর। ওটার পানি একেবারে স্বচ্ছ। টপারের পিপাসা পেয়েছে। পানিতে নাক ডুবিয়ে সে তৃষ্ণা মেটাল। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজে মুখ তুলে চাইল রনি।

একটা মেয়ে হরিণীর মত লঘু পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ব্রাউন চুল, কিন্তু সূর্যের আলোয় একটু যেন লালচে আভা ছড়াচ্ছে। বয়স সতেরো হবে। অপূর্ব সুন্দরী। কেঁটি যা বলেছিল তা সম্পূর্ণ সত্যি।

মেয়েটা হাসল, ওর সবুজ চোখ দুটো রনিকে খুঁটিয়ে দেখছে। 'তুমিই ড্যাশার? বেন তোমাকে বলতে বলেছে, একটা বাক্স বেছে নিয়ে জিনিস-পত্র রেখে, এলাকাটা একটু ঘুরে দেখতে। রেঞ্জের অন্য মাথায় গেছে সে, ফিরতে রাত হবে। বলেছে, তুমি হয়তো র‍্যাঞ্চটার সাথে কিছুটা পরিচিত হতে চাইবে।'

'ধন্যবাদ।' রনি হাসল। 'ঠিকই বলেছে বেন। এলাকার সাথে পরিচিত না হতে পারলে কারও স্বস্তি পাওয়ার কথা নয়। তোমাদের কি অনেক গরু আছে?'

ওর হাসিটা উবে গেল। 'এক সময়ে ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। তবু বেশ কয়েক হাজার হবে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই চুরি শুরু হয়েছে।'

'শুনেছি। কিন্তু কর্মচারীরা এটা থামাবার চেষ্টা করে না?'

'ওরা চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু যারা চেষ্টা করল, তারা বেশিদিন টিকল না। পটাপট মারা পড়ল।' মেয়েটার স্বরে তিক্ততা। 'এই র‍্যাঞ্চে একজন শক্ত ফাইটিঙ ফোরম্যানের দরকার। যে এটাকে সত্যিই চালাতে পারবে।'

'হয়তো। আবার হয়তো না। ওই ধরনের জিনিসে অনেক ঝামেলা আসতে পারে, যদি তোমার ফোরম্যানের ভাল বিবেচনাও না থাকে।'

'শেলী যদি সব সময়ে বেন-এর পক্ষ না নিত তাহলে আমরা একজন পেতাম।' মেয়েটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'জেরি সমার্সকে কাজে নেয়ার জন্যে বেনকে আমি বহুবার বলেছি। উপযুক্ত লোক। সবাইকে ঠাণ্ডা করতে ওর বেশি সময় লাগত না। তখন আর কেউ আমাদের ওপর কথা বলতে পারত না।'

'সমার্স?' অবাক হলো রনি। সতর্ক নজরে মেয়েটাকে দেখল সে। 'হয়তো কাজটার জন্যে ও-ই ঠিক মানুষ হবে। কিন্তু আমার তা মনে হয়নি, ম্যাম। অবশ্য আমি এখানে নতুন। লোকটা কি করে?'

'করে?' মুহূর্তের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে রনির দিকে চেয়ে থাকল লিসা। 'কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

'ওর পেশাটা কি? ও কি কাউহ্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ, ওই কাজও করেছে সে। কিন্তু বর্তমানে কিছু করছে না।'

বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রনি। 'বুঝলাম।' টপারের পিঠ থেকে জিন নামাল সে। 'হ্যাঁ, ওটা খুব ভাল পেশা–কিন্তু ওতে টাকা নেই। মানুষ ওটা বেশিদিন করতে পারে না। টাকা ফুরিয়ে যায়। অন্য কোন পেটের ধান্ধা করতে হয়। কিন্তু হয়তো ওর বেশি টাকার প্রয়োজন নেই–বন্ধু-বান্ধবের থেকেই সেটার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।'

মেয়েটা খেপে উঠল। 'কী? কেন, ওর সম্পর্কে এমন একটা কথা তুমি কিভাবে বললে?'

নিষ্পাপ চেহারা রাখার চেষ্টা করল রনি। কঠিন কথাটা সে কেন যে বলেছে, তা সে নিজেও জানে না। মুহূর্তের জন্যে তার খারাপ লাগল। কে জানে? জেরি সমার্স হয়তো এই সমাজের একজন মাথাও হতে পারে। কিন্তু ওর সহজাত প্রবৃত্তি বলছে লোকটা নীচ। এমন মনে হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নেই–তবু মনে হচ্ছে।

'হয়তো আমি ভুল বলেছি, ম্যাম।' আন্তরিক হৃদ্যতার সাথেই বলল সে। 'কিন্তু মানুষের পেট চালাবার জন্যে সবাইকেই কিছু না কিছু করতে হয়। সে কাউবয়ের কাজ করে কোথাও, বা র‍্যাঞ্চের মালিক, প্রসপেক্টার, কিংবা মাইনে কাজ করে, বারটেণ্ডার কিংবা আর কিছু। ওর কিছু একটা রোজগার থাকতেই হবে। নইলে কারও পেট চলে না। জানি না, হয়তো ওর অন্য কোন আয় আছে।'

নিরাসক্ত চাহনিতে রনির দিকে তাকাল লিসা। ওর প্রিয় লোক জেরি ওর ভাইয়ের বিরক্তির কারণ–আর বোনের দুশ্চিন্তা। কিন্তু যে যা'ই বলুক তুখোড় গানম্যান জেরিকে ওর ভাল লাগে। কাউকে ভয় পায় না, অথচ হাসি-খুশি। ভাইয়ের মত মনের জোরের কমতি ওর নেই। লিসার মনে জ্বালা, কারণ সবাই ওদের র‍্যাঞ্চ লুটেপুটে খাচ্ছে–ওর ভাই কিছু করছে না।

ওদের তিনজনেরই র‍্যাঞ্চে সমান শেয়ার আছে। সেটা বেন দিয়েছে। কিন্তু বোন শেলী সব কিছুতেই ভাইয়ের পক্ষ নেয়। এতে যে ওর মনের ভিতরে আগুন ধরে যায়, সেটা কেউ বোঝে না। র‍্যাঞ্চে চুরি হচ্ছে, কিন্তু ভাই কিছুই করছে না।

'তোমার ঘোড়াটা সত্যিই চমৎকার।' প্রসঙ্গ পাল্টাল সে।

সত্যিকার সন্তুষ্টির সাথে মাথা ঝাঁকাল রনি। 'ওর চেয়ে ভাল ঘোড়া আর হয় না। আজ পর্যন্ত অনেক ঘোড়াই আমি চড়েছি। অনেক মানুষের থেকে ওর বেশি বুদ্ধি।'

'তুমি কি অনেকদিন থাকবে? নাকি বেন তোমাকে কেবল গরু জড়ো করার জন্যে কাজে নিয়েছে?'

'সেটা আমি নিজেও ঠিক জানি না,' জানাল রনি। 'ওই বিষয়ে আমাদের কোন কথা হয়নি। শুনলাম ওর লোক দরকার তাই কাজের জন্যে ওকে বললাম–সে'ও রাজি হয়ে গেল।'

'তুমি কি জানো আমরা কিছু লোক হারিয়েছি?' প্রশ্ন করল লিসা। 'বেন তোমাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ, সে এবং আরও কয়েকজনে বলেছে।' রোদে উজ্জ্বল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে লম্বা একটা বড় শ্বাস নিল রনি। 'তবে আমার বিশ্বাস সব রেঞ্জেই কিছু না কিছু ঝামেলা থাকে।'

জিনটা বয়ে নিয়ে শেডের ভিতর নির্দিষ্ট জায়গায় ঝুলিয়ে রাখল রনি। 'বর্তমানে কতজন লোক কাজ করে এখানে?'

'মাত্র পাঁচজন। একটা সময় ছিল যখন বারো থেকে বিশজনও এখানে কাজ করেছে।' লিসার স্বরটা একটু তেতো। 'এটাই এখানকার সব থেকে বড় র‍্যাঞ্চ।'

'ওরা কি এখানে অনেক দিন থেকে আছে?'

'মাত্র দু'জন। টেরি আর হ্যারি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই টেরি আছে। হ্যারি এসেছে বছর চারেক আগে।'

'আর বাকি তিনজন?'

'তোমাকে ওদের সাথেই কাজ করতে হবে–তুমি নিজেই বিচার করে নিতে পারবে। ওরা সবাই ভাল, আর কাজের লোক বলেই আমার বিশ্বাস। কিড লেকার মাত্র দু'হপ্তা হলো আছে। বাকি দুজন মাসখানেক আগে কাজে এসেছে। রজার আর হেনরি স্যাড্‌ল্ পার্টনার।'

মেয়েটা কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখছে রনি। দালান আর জমি পরিপাটি ভাবে রাখা হয়েছে। গরু যা দেখা যাচ্ছে ওগুলোর চেহারাও ভাল। বেন কেসি ফাইটার না হলেও র‍্যাঞ্চিঙ বোঝে।

'রাউণ্ড-আপের সময়ে ঝামেলা হবে,' শান্ত স্বরে বলল লিসা। 'তোমাকে আগে থেকে সাবধান না করাটা আমাদের অন্যায় হবে। পুবে একটা র‍্যাঞ্চ আছে–ওদের দৌরাত্ম্য দিনদিন বেড়েই চলেছে। ওরা তিন ভাই, ব্লু মাউন্টিনের কাছে থাকে।'

'ঝামেলাটা কি?'

'ওরা রেঞ্জ চায়। বেনের ধারণা, গরু চুরিতে ওদের হাত আছে। হ্যারিরও তাই ধারণা। বিশ বছর ধরে আমাদের গরু যে জমিতে চরেছে সেখান থেকে ওরা তাদের খেদিয়ে দিচ্ছে। হ্যারি ওদের মুখোমুখি হলে ওরা তার মুখের ওপর হেসেছে। বলেছে মুরোদ থাকলে সে কিছু করার চেষ্টা করতে পারে। ওরা তিনজনই উপস্থিত ছিল। হ্যারিকে উস্কে পিস্তল বের করাতে চাচ্ছিল, তাহলে ওকে মেরে ফেললেও কেউ ওদের দোষ দিতে পারত না।

'লঙই সবথেকে পাজি, আমার বিশ্বাস। কিন্তু ওদের মধ্যে বাছাবাছিতে লাভ নেই, কারণ কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। ওরা বড়াই করে বলেছে আমাদের ওরা ভিটেছাড়া করবে।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল রনি। দেখল তিনজন কাজের মানুষের পাশে বেন ঘোড়ার পিঠে এসে হাজির হলো। রোদে পোড়া চতুর চোখের লোকটাই টেরি হবে বলে আঁচ করল রনি। সরু কোমরের লোকটার চেহারায় পুরোপুরি টেক্সাসের ছাপ রয়েছে–ও হ্যারি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ওদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল বেন। শেষ লোকটার বিশাল দেহ–নাম হেনরি।

'আজ থেকে রনি তোমাদের সেগুন্দো (ফোরম্যান)। তোমরা আমাকে যেমন মানো, ওকেও তেমনি মানবে। ওর আদেশকে আমারই আদেশ মনে করবে। ড্যাশার! এসো আমরা ভিতরে বসে কথা বলব।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে।

ভিতরে ঢুকে পকেটে হাত ঢুকাল বেন। ওর চোখ দুটো চকচক করছে। 'ড্যাশার,' বলল সে, 'তোমার সম্পর্কে আমি অনেক শুনেছি। থ্রী J-এর জনসন তো কেবল তোমার গল্পই করে। এখন তুমি এখানে এসেছ, এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ওরা তোমার সম্পর্কে যা বলে তা যদি ঠিক হয় তাহলে আমরা এবার সত্যিই ত্রাণ পাব।

'তুমি ফাইটার। আমি মানুষ চিনি, তুমি একাই একটা যুদ্ধ জিততে পারো। যুদ্ধ হলে তুমি আদেশ দেবে। র‍্যাঞ্চ আমি সামলাতে পারি–কিন্তু ফাইটিঙ যা হয় সেটা তোমাকে সামলাতে হবে। তোমাকে সেগুন্দো করে আমার কাঁধ থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি র‍্যাঞ্চের কাজ দেখতে পারব। হোল্ড-আপের পর ওখানে তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি, জনসন ঠিকই বলেছিল–আমি দুর্বল মানুষ ফাইটিঙ সামলাতে পারি না।'

'তুমি কি ব্লু মাউন্টিনের ওই তিন ভাইয়ের সাথে ঝামেলার আশা করছ?'

'ওদের কথা তুমি শুনেছ? হ্যাঁ, অন্য সূত্র থেকেও ঝামেলা আসতে পারে। এখানে আমরাই হচ্ছি তরমুজ, সবাই আমাদের কেটে খেতে চায়।'

পাতলা গড়নের র‍্যাঞ্চারের প্রতি রনির শ্রদ্ধা আরও বাড়ল।

'ঠিক আছে,' বলল সে, 'আমি গোলাগুলি ছাড়াই সব সামলাবার চেষ্টা করব। কিন্তু সেটা যদি সম্ভব না হয়?'

'তোমার নিজস্ব বিবেচনা ব্যবহার কোরো।' অস্থির ভাবে পায়চারি করছে বেন। 'ওরা ঝামেলা করতে চাচ্ছে, যদি চায় ওদের শিক্ষা দিয়ে দিও। কিন্তু'–ওর চোখ কঠিন হলো। 'ওরা শুরু করলে তবেই কেবল আমরা ফাইট করব। বুঝেছ?'

সত্যি কথা হচ্ছে, রনি র‍্যাঞ্চের জীবন পছন্দ করে। গরু আর ঘোড়া ওর অত্যন্ত প্রিয়। ঘোড়া খারাপ হোক বা ভাল কোনটাতেই তার আপত্তি নেই। ওদের সাথে খেলতে ওর ভাল লাগে।

এমনও একসময় ছিল যখন এদেশে অফুরন্ত বসতি ছাড়া রেঞ্জ ছিল। এখন সেখানে পুব থেকে মানুষ এসেছে, বসবাস করছে। কিছু নেস্টারও জুটেছে, বড় র‍্যাঞ্চারদের একটা-দুটো গরু চুরি করে খায়। সুযোগ পেলে পনেরো-বিশটা বা একশোটা তাড়িয়ে নিয়ে আর কোথাও বিক্রি করে দেয়।

অবশ্য ওদের মাঝে অনেক সৎলোকও আছে, যারা কেবল থাকার একটা জায়গা ছাড়া আর কিছু চায় না। এদের খারাপ চোখে দেখে না রনি। কিন্তু কিছু ক্ষমতাশালী র‍্যাঞ্চার, গুণ্ডা ভাড়া করে ওদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করে।

কোন খবরের কাগজে ছাপানো হয়নি। কিন্তু বুড়ো কেসির মৃত্যুর খবর মুখে-মুখে ঠিকই অনেক দূর পৌঁছেচে। খামচি দিয়ে একটু লাভ করার আশায় অনেকেই এখানে এসে হাজির হয়েছে।

প্রথম কয়েকটা রেইড ছিল মৃদু। ওরা পরীক্ষা করে দেখছিল বাঘের বাচ্চাও বাঘ কি না। যখন বুঝল সে দুর্বল–সবাই ওকে পেয়ে বসল।

আউট-ল-দের মাঝে ওই তিন ভাইই শ্রেষ্ঠ। কঠিন বলে ওদের নাম আছে। একসাথেই বসে খাচ্ছে। খবর পৌঁছল। রনি এসেছে। খাওয়া ছেড়েই উঠে দাঁড়াল

মিক। 'আমার কাজ আজই শেষ। আমার টাকা মিটিয়ে দাও। রনির বিরুদ্ধে দাঁড়াব না আমি। ও যে কি তা আমি টেক্সাসেই দেখেছি। পিস্তল দেখা যায় না, কিন্তু গুলি ছোটে। যেখানে মারে সেখানেই বেঁধে গুলি।'

লঙ এর গুরুত্ব বুঝছে না। ড্যাশারের নাম সে আগে কখনও শোনেনি। 'তুমি কি ওই লোকের নাম শুনেই ভেগে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ওকে চিনলে তুমিও দেশ ছেড়ে পালাতে। লোকটা সৎ। কোন রকম অন্যায় সে সহ্য করে না। নির্মম ভাবে গুলি করে হত্যা করে।'

'পালিয়ে যাচ্ছ?' অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল লঙ। 'ঘটনাটা কি?'

'ঘটনা?' লঙের দিকে তাকাল মিক। 'শোনো, লঙ। আমার সাহস কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু আমি বোকা নই। কোন মূল্যেই আমি ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াব না। যা'হোক, আমার ইচ্ছে আমি দক্ষিণে যাব, যেখানে রোদ আছে।'

'আশ্চর্য, কি আবোল-তাবোল বলছ? এখন বসন্ত চলছে, মাসখানেক পরে এখানেই তুমি অনেক সূর্য পাবে।'

'হতে পারে। কিন্তু এখন আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে।'

'মিছেই ভয় পাচ্ছ তুমি,' একটু কঠিন স্বরেই বলল সিলভার। 'মনে হচ্ছে তোমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

সিলভারের দিকে ফিরল মিক। 'তুমি ঠিকই বলেছ সিলভার। আমার পকেটে এখন চল্লিশ ডলার আছে। এখানে থাকলে, হয়তো চারশো ডলার থাকবে। কিন্তু মারা পড়লে ওই চারশো ডলার আমার কি কাজে আসবে? মনে হয় এমনও দিন আসবে যখন তুমিও ভাববে আমার সাথে চলে গেলেই তুমি ভাল করতে!'

তিন দিন রেঞ্জটা ঘুরে ভাল করে চিনে নিল রনি। একবার ব্ল্যাক স্যাণ্ড ডেজার্টের দিকেও গেছিল। কিন্তু ঘাস নেই বলে গরু ওদিকে যাবে না। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই সে কাটাল, হে স্ট্যাক ভ্যালি, আর দূরের ব্লু মাউনটিনের আশেপাশে। পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখছে সে। রেঞ্জের পুরোটাই সুন্দর করে রাখা হয়েছে। শান্তি পেলে বেন কেসি উন্নতি করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

র‍্যাঞ্চ বাড়িটা অ্যান্টিলোপের পশ্চিম ঢালে। কিন্তু ছোট একটা গিরিপথ ধরে সহজেই পুবের বিশাল রেঞ্জে পৌঁছানো যায়। ওখানে ওদের প্রচুর গরু চরে। ওই রেঞ্জ নিয়েই তিন ভাইয়ের সাথে কে-র‍্যাঞ্চের বিরোধ। কেবল গরুই চুরি করছে না—ওরা নিজেদের গরু কে-রেঞ্জে চরাতে শুরু করেছে।

দক্ষিণে কে-র‍্যাঞ্চের গরু পোকার গ্যাপ আর কাউ ক্রীক ক্যানিয়ন, আর পশ্চিমে ব্ল্যাক স্যাণ্ড ডেজার্ট পর্যন্ত চরে বেড়ায়। টেরির কথায় রনি জানল দক্ষিণ-পুবে কর্ন প্যাচ্ নামে একটা আউটল গ্রাম আছে। মাঝেমাঝে ওটা শূন্য থাকে, আবার কখনও লোক গিজগিজ করে। 'আর এখন?' প্রশ্ন করল রনি।

'লোকজনে ভরা,' বিষণ্ন মুখে জানাল টেরি। 'নতুন শিকার ধরার আগে কয়োটিরা যেমন একজোট হয়, ঠিক তেমনি। কিন্তু হিউবার্ট ভাইয়েরা আমার মতে সাধারণ আউটলর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। ওরা প্রত্যেকেই শক্ত লোক, আর জঘন্য রকম নীচ। বিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওরা ওস্তাদ। ওদের দৌরাত্ম্যে ব্লু ক্লে সাইডহিলে কেউ টিকতে পারেনি!'

'ওদের দেখা পেলে আমরা ওদের সাথে কথা বলব,' সহজ স্বরে বলল রনি।

'তোমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না,' টেরি শুষ্ক স্বরে বলল। 'ওই যে ওরা আসছে।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এল হ্যারি। 'ওই যে, লঙ হিউবার্ট তার লোকজন নিয়ে আসছে,' জানাল সে।

ওরা সংখ্যায় চারজন। আরোহীরা দ্রুত এগিয়ে এল। রনি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

'হাওডি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'আমি ধরে নিচ্ছি তুমিই লঙ হিউবার্ট।'

ওদের মধ্যে সবথেকে লম্বা আর চিকন লোকটা মুখ বাঁকিয়ে ওর দিকে বিদ্বেষের চোখে তাকাল। 'তুমি ঠিকই ধরেছ, কিন্তু তোমরা থ্রী-এইচ এর রেঞ্জে রয়েছ।'

'আমি যতদূর জানি এটা কে-রেঞ্জ,' হেসে জবাব দিল রনি। 'শুধু এটাই নয়, ব্লু পর্যন্ত পুরোটাই ওদের জমি। থ্রী-এইচ আসার বহু আগে থেকেই ওরা এখানে আছে। রেঞ্জটা তোমাদের কি করে হলো?'

'কৈফিয়ত আমি দেব না!' বিচ্ছিরি শব্দ তুলে জোরে হেসে উঠল লঙ। 'বুড়ো কেসি বেঁচে থাকতে সে গায়ের জোরে প্রতিবেশীদের সব জায়গা কেড়ে নিয়েছিল। এখন বুড়ো মরেছে, সুতরাং তোমরা যেতে পারো—আর ফিরো না!'

ঘোড়ার পিঠে বসেই ঠাণ্ডা নীল চোখে থ্রী-এইচ রাইডারদের একেএকে খুঁটিয়ে দেখল রনি।

'লঙ,' নিচু স্বরে বলল সে, 'এটা রকিঙ কে-রেঞ্জ। আগেও ছিল, এখনও আছে। ব্লু মাউনটিনসের ওপাশে প্রচুর জমি রয়েছে। তোমরা গরু চরাতে চাইলে, আর কেউ নিয়ে নেয়ার আগেই তোমাদের ওখানে যাওয়া উচিত। তুমি আর তোমার ভাইয়েরা শান্তিতে থাকতে চাইলে সেটা সম্ভব। কিন্তু তোমরা যুদ্ধ চাইলে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই—এখনই শুরু করতে পারো।'

'অ্যাঁ?' কথাগুলো রনি এত নিচু স্বরে বলেছে যে কথার মর্ম উপলব্ধি করতে লঙের কিছুটা সময় লাগল। যখন বুঝল, রাগে ওর মুখটা লাল এবং ভীষণ হয়ে উঠল। কিন্তু সেই সাথে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতিও জাগল। পরিস্থিতিটা ওদের অনুকূলে আছে বলা যায় না। সাঙ্ঘাতিক লোক বলে রনির নাম আছে। টেরি আর হ্যারির থেকেও কোন দুর্বলতা আশা করা যায় না। গানম্যান না হলেও ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইট করবে। লঙ বোকা নয়। সে'ই যে ওদের তিনজনেরই প্রথম টার্গেট হবে এটা সে জানে। ইতস্তত করছে হিউবার্ট।

ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে রনি ওর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'আমার কথা কানে গেছে তোমার? যুদ্ধ, না শান্তি, কোনটা চাও তোমরা? যুদ্ধের কথা তুমিই প্রথম তুলেছ। অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। মনস্থির করে নাও। যুদ্ধ চাইলে তোমাদের তা'ই দেয়া হবে।'

লঙের পিছনে, একটু বাম দিকে বিষণ্ন চেহারার একটা লোক গোড়ার পিঠে বসে আছে। উঁচু গালের-হাড়ের ওপর ছোটছোট দুটো চোখ। চোয়ালটা ভারি আর নিষ্ঠুর। 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, লঙ,' অনুনয় করে বস্-এর অনুমতি চাইল

সে। 'অনেক বড় বড় কথা– '

ওর কথাটা শেষ হলো না। রনির উল্টো হাতের ঘুসি খেয়ে জিনের ওপর টলে উঠল আংশিক টাক-মাথা লোকটা। পাদানি থেকে ওর ডান পা ছুটে গেছে। একটু ঝুঁকে ওর পা'টা হেঁচকা টানে উপরে তুলল ড্যাশার। আছাড় খেয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ল সে। লোকটা সামলে ওঠার আগেই লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল রনি। পরক্ষণেই শার্টের কলার ধরে ওকে ধুলো থেকে টেনে তুলে প্রচণ্ড একটা ডান-হাতি ঘুসি মেরে লোকটাকে আবার মাটিতে ফেলে পিছিয়ে এল।

প্রচণ্ড ঘুসিতে কুতকুতে চোখের লোকটার ধাঁধা লেগে গেছে। মাথা ঝাঁকাল সে। পরিস্থিতিটা কিছুটা পরিষ্কার হতেই মুখ দিয়ে 'ঘোঁৎ' করে একটা শব্দ তুলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত ঘুরিয়ে বাম হাতের ঘুসিতে ওর গাল হাড় পর্যন্ত চিরে গেল। ডান হাতের বিরাশি-সিক্কা ঘুসিটা থুতনির ওপর পড়তেই মুখ থুবড়ে ধুলোর ওপর পড়ল সে।

পিছিয়ে এসে রনি দেখল, হ্যারির রাইফেলটা জিনের ওপর রাখা। বিপক্ষ দলের বাকি লোকজনকে কাভার করে রেখেছে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটানো লোকটার দিকে দেখিয়ে সে বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ, লঙ, ও লড়তে চেয়েছিল– মনে হচ্ছে ওর সাধ মিটেছে।'

'রেহাই পাবে না তুমি!' ভীষণ খেপেছে লঙ, কিন্তু সতর্কও হয়েছে। এখন ওর জেতার সম্ভাবনা আরও কমেছে। ধুলোয় লুটানো লোকটা নড়ছে না। যদি সে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতেও সক্ষম হয়, গোলাগুলির যুদ্ধ সামলাতে পারবে না।

'তোমার ভাইদের জানিও, এখানে সবার জন্যেই যথেষ্ট রেঞ্জ আছে। তোমাদের গরু ব্লু-র ওপাশে চরালে, আর আমাদের গরু খেদিয়ে না নিলে, কোন বিরোধ হবে না। আমরা বিরোধ চাই না, কিন্তু ঝামেলা সামলাবার ক্ষমতা আমাদের আছে।'

মার-খাওয়া লোকটা উঠে বসেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে কুয়াশা কাটাবার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর রোষের সাথে রনির দিকে তাকাল। 'পরেরবার,' রাগী কুকুরের মত দাঁত বের করল সে, 'গুলির লড়াই হবে!'

'অপেক্ষা কেন?' ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ড্যাশার। 'তোমার কোমরে পিস্তল রয়েছে। মরতে চাইলে ওদিকে হাত বাড়াও।'

অনেকক্ষণ রনির দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। খুনের নেশা ওর চোখে। আগ্রহ আর উত্তেজনায় হাতের আঙুল মাঝেমাঝে লাফাচ্ছে। ধীরে চোখ থেকে খুনের নেশাটা কেটে গেল। 'এখন না,' বলল সে। 'পরে।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।' লঙের দিকে চোখ ফেরাল ড্যাশার। 'আমি যদি তোমাদের কোন রাইডারকে কখনও এই রেঞ্জে দেখি, ঘোড়া হারাবে সে। হেঁটে ফিরতে হবে। কথাটা মনে রেখো!'

'কি?' হুঙ্কার ছাড়ল লঙ। আগুন ঝরছে ওর চোখে। 'আস্পর্ধা! তোমাকে আমি–'

রনির হিম-শীতল নীল চোখের দিকে চেয়ে ঢোক গিলল লঙ। কথাটা শেষ করতে পারল না। 'ঠিক আছে,' আমন্ত্রণ জানাল ড্যাশার, 'ইচ্ছে থাকলে কিছু শুরু

করো। তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে, নাকি তার পিঠে উপুড় হয়ে ফেরো, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

ওরা ফিরে গেলে খিলখিল করে হেসে উঠল হ্যারি। 'ওহ্! লঙের চেহারাটা লক্ষ করেছিলে? এই প্রথম কেউ একজন হিউবার্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে ভয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল। এটা ওরা সহজ ভাবে নেবে না!'

টেরি দাঁত বের করে হাসল, কিন্তু ওর চোখে দুশ্চিন্তা। 'উচিত শিক্ষা হয়েছে ওদের,' স্বীকার করল সে। 'কিন্তু ওরা এখন লোকজন নিয়ে গোলাগুলির জন্যে তৈরি হয়ে আসবে। ওদের কাউহ্যাণ্ডের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি।'

ওরাও নিজেদের র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হলো। রেঞ্জের চারপাশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছে রনি। এই নেভাডা স্টেটটা অন্যান্য স্টেটের তুলনায় শুকনো। বসন্ত কালটাই এখানকার সব থেকে ভাল সময় হলেও ততটা সবুজ নয়। যেসব জায়গায় উইটার ফ্যাট জন্মেছে সেগুলো হালকা ধূসর রঙ দেখে দূর থেকেই চেনা যায়। ওগুলোই এসব এলাকার সবচেয়ে ভাল চারণভূমি। কেসির রেঞ্জে উইন্টার ফ্যাট বেশি জন্মায়। ওগুলোর দখল, বিরোধের একটা মূল কারণ। সাথে কিছু অন্যরকম স্বার্থও জড়িত আছে।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলার পর রনি প্রশ্ন করল, 'শহরে কোন বেকার ভাল রাইডার আছে? আমি এমন লোক কাজে নিতে চাই যারা ফাইট করবে।'

কাঁধ উঁচাল হ্যারি। 'হয়তো দু'জন পাওয়া যাবে। শর্টি মাইক শহরেই আছে। দারুণ ফাইটার। কিন্তু বেন কেসির হয়ে কাজ করবে না সে। দু'বার প্রত্যাখ্যান করেছে। বুড়ো কেসির সাথে ওর কিছু সংঘর্ষ ঘটেছিল।'

'কঠিন কিছু?'

'না, কিছু কথা কাটাকাটি মাত্র। শর্টির ভয়-ডর বলতে কিছু নেই। যেকোন বিপদের মুখে গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সে এগিয়ে যেতে পারে। জেমস হার্টের সাথে ওর খুব ভাব ছিল। ওর একটাই দোষ কাজ না থাকলে মদে চুর হয়ে থাকে।'

'আর যখন কাজ করে?'

'কখনও ছুঁয়েও দেখে না। মানুষটা ঝগড়া-প্রিয়। কিন্তু ফাইটিঙের জন্যে ওর মত লোক তুমি কমই পাবে।'

'জেতে?'

'ফিফটি-ফিফটি। কিন্তু তাতে ওর কোন আক্ষেপ নেই। ওর রক্তের সাথেই মিশে আছে মারপিট। ইউনিয়নভিলে একটা লোক ওকে তিনবার হারিয়েছিল। এর পর থেকে প্রতি শনিবারে ওখানে লোকটার বিরুদ্ধে লড়তে যেত শর্টি। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে লোকটা ওর থেকে দূরে থাকার জন্যে দেশ ছেড়েই চলে গেছে।'

হাসল রনি। হয়তো শহরে গিয়ে শর্টির সাথে কথা বললে কিছু কাজ হতে পারে।

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'মলি ব্রাউনের ওখানেই ও বেশি সময় কাটায়। বাকিটা নেভাডা সেলুনে।'

একটা সরু ধোঁয়ার রেখা উঠতে দেখে, আকৃষ্ট হয়ে ওরা ওদিকে এগোল।

কিড লেকার তার আগুন থেকে মুখ তুলে চাইল। রাইফেলটা ওর পাশেই

রাখা–কোমরেও পিস্তল ঝুলছে, পাতলা গড়নের কম বয়সী বেঢপ একটা ছেলে। কিন্তু ওর হাসিটা সরল আর বিশদ। 'হাওডি!' বলল সে। 'নেমে, বসো! কফি গরম আছে–খাবারও তৈরি হচ্ছে।' রনির দিকে একটা চোরা-চাহনি দিল। 'ওখানে কি ঘটেছে তা আমি দেখেছি। আমি কাছেই ছিলাম।'

মনোযোগ দিয়ে নতুন চোখে রনি ছেলেটাকে খুঁটিয়ে দেখল। 'কাছেই মানে? কোথায় ছিলে তুমি?'

'তিনশো গজ দূরে একটা পাথরের আড়ালে। আমার রাইফেল সর্বক্ষণ লঙ হিউবার্টের দিকে তাক করা ছিল।'

মাথা হেলিয়ে কিড লেকারের দিকে ইঙ্গিত করল টেরি। 'রাইফেলে ছেলেটার হাত ভাল, রনি। ওকে আমি তিনশো গজ দূরে ছুটন্ত অ্যানটিলোপ শিকার করতে দেখেছি। ঠিক মাথায় লেগেছে গুলি।'

'ওটা কিছু না।' লজ্জা পেয়েছে লেকার। 'শুটিঙ করেই সারা জীবন কেটেছে আমার।'

টিনের কাপে কফি ঢেলে ড্যাশারের দিকে এগিয়ে দিল হ্যারি। 'এই কফি সম্পর্কে তোমাকে আগেই সাবধান করছি,' বলল সে। 'একবার, কফি শেষ হওয়ার পর তলানিটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। দেখা গেল চল্লিশ ভাগ কফি, চল্লিশ ভাগ ক্ষার, দশ ভাগ সোনা আর বাকি দশ ভাগ মিশ্র পদার্থ আছে ওর ভিতর।'

'এদিককার লোকজন,' গম্ভীর সুরেই বলে চলল সে, 'এই কারণেই সব সময়ে কফির শেষে তলানিটা পরীক্ষা করে দেখে। অনেক কাউহ্যাণ্ডই এভাবে সোনা পেয়ে বড়লোক হয়ে গেছে।'

নাক দিয়ে অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করল টেরি। 'ওর কথায় তুমি কান দিও না। উদ্ভট সব গল্প বানিয়ে বলা ওর অভ্যাস।'

'আমি গল্প বানাই? কক্ষণও না!' প্রতিবাদ জানাল হ্যারি।

'চুপ করে বসে তোমার কফি খাও,' বিরক্ত টেরি বলল।

একটু হেসে রনি তার নিজের কফিতে চুমুক দিল। কফির স্বাদ আর গন্ধে নাক কুঁচকাল সে। ওতে সোনা আছে কি না সেটা বোঝা না গেলেও, ক্ষার যে প্রচুর আছে এটা সত্যি। মনেমনে হাসল আবার। ক্যাম্পে কফি থেকে যত সোনার গুঁড়ো সে গিলেছে, তা একসাথে জড়ো করলে তার আজ নিজেরই একটা র‍্যাঞ্চ হতে পারত।

রনির দিকে ফিরল টেরি। 'ড্যাশার, আমি এই টেক্সান টার্কির সাথে একটানা দু'বছর কাজ করেছি। এখন আমাকে কিড বা আর কারও সাথে জুটি বেঁধে কাজ করতে দেয়া যায় না? ওর গন্ধে আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে।'

'ভাল কথা,' হঠাৎ মুখ তুলে মন্তব্য করল লেকার, 'আমি শুনলাম জেরি সমার্স নাকি গোস্ট মাউন্টিনে সোনা পাওয়ার আশায় কিছু জমি কিনেছে! ওটা কর্ন প্যাচের পুবে।'

'সমার্স?' ভুরু কুঁচকাল টেরি। 'আমি ধারণাই করতে পারিনি সে একজন মাইনার।'

'গোস্ট মাউন্টিন?' কৌতূহল মেটাতে প্রশ্ন করল ফোরম্যান। 'এমন অদ্ভুত

নাম কেন?'

'ওখানে নাকি ভূত আছে। স্টার সিটি ছিল ওখানকার একটা মাইনিঙ টাউন। ১৮৬৮তে ওটা খালি হয়ে গেল। কিন্তু দু'জন লোক মাইন শাফট দিয়ে নিচে পড়ে যায়–ওদের খুঁজে পাওয়ার আগেই ওরা খাবারের অভাবে মারা পড়েছিল। লোকে বলে ওখানে নাকি ভূত দেখা গেছে। আমার ধারণা ওটা কর্ন প্যাচের লোকেরাই রটিয়েছে।'

'শুনেছি কর্ন প্যাচ নাকি কঠিন জায়গা,' মন্তব্য করল রনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল টেরি। 'যেকোন সময়েই বিপজ্জনক। ওখানে বিল ওয়াটসন, একটা স্টোর, সেলুন আর জুয়ার আড্ডা চালায়। আউটলদের একটা নিরাপদ আখড়া। লোকটা সাপের থেকেও বিষাক্ত। নল কাটা একটা শটগান সবসময়েই কাছে রাখে। লোকে বলে ড্র-পোকারে বিল ওস্তাদ।

'চার, কি পাঁচজন আউটল ওখানে থাকে। তিনজন সবসময়েই থাকে। কিন্তু ওদের সংখ্যা বর্তমানে বিশেরও বেশি। সবাই কঠিন লোক।'

'বিদ্যুত লেফটি বর্তমানে ওখানে এসে হাজির হয়েছে,' জানাল হ্যারি। 'টেক্সাসের বিগ বেণ্ডের লোক সে।'

'ওকে আমি চিনি,' রনি বলল, 'ট্যালি মাউন্টিন দলের লোক।'

টেক্সাসের হ্যারির চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'তুমি এলাকাটা চেনো? শাফটার থেকে একটু নিচে বান্ট ক্যাম্পে আমার জন্ম।'

'চিনি,' মুচকি হেসে বলল ড্যাশার। 'ওটা ফ্রেসনো ক্যানিয়নের কাছে।'

'ঠিক বলেছ,' দাঁত বের করে হাসল হ্যারি। যেন একজন দেশী ভাইয়ের দেখা মিলেছে। 'আশ্চর্য!'

কাপটা ধুয়ে উঠে দাঁড়াল রকিঙ K-র ফোরম্যান। 'তুমি কি টহল দিয়ে এই এলাকার দেখাশোনা করছ, বাছা?'

'হ্যাঁ।' অন্য কাউহ্যাণ্ডদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, ওরা ঘোড়ার পেটি বাঁধায় ব্যস্ত। হঠাৎ সে নিচু স্বরে বলল, 'রনি, হয়তো কথাটা তোমাকে বলা আমার ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এটা তোমার জানা উচিত। মিস লিসা কেসি মাজুবা ক্যানিয়নে এটা লোকের সাথে প্রায়ই দেখা করতে যায়। আমি ঝামেলা শুরু করতে চাইনি বলেই ভয়ে বেনকে জানাইনি।'

'সেটা ওর নিজস্ব ব্যাপার,' মন্তব্য করল সে। 'এখানে আমাদের কাজ কেবল রেঞ্জ আর গরু দেখা।'

'হ্যাঁ।' ছেলেটার মুখ লাল হলো। 'কিন্তু লোকটা সত্যিই খারাপ–সে হচ্ছে পিস্তলবাজ, জেরি সমার্স!'

নামটা শুনে একটু থমকাল ড্যাশার। কিড লেকারের অনুভূতি বুঝতে পারছে সে। সমার্স লোকটা হয়তো ভাল হতে পারে, কিন্তু মলির দোকানে দেখা সুদর্শন লোকটাকে তারও ভাল মনে হয়নি। মানুষ চিনতে তার কদাচিৎ ভুল হয়।

'আমি–র‍্যাঞ্চে কিছু কথা আমার কানে এসেছে,' যেচেই সে রনিকে জানাল। 'মেয়েটা ওর সাথে দেখা করুক এটা বস্ মোটেও চায় না। কথাটা কিছুদিন আগে বেন নিজেই বলেছে। জেরিকে র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দিয়েছিল সে। বেনের

মুখের ওপরই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বেরিয়ে গেছিল সমার্স।'

মাথা ঝাঁকাল রনি। 'ঠিক আছে, কিড। এ'সম্পর্কে আর কারও সাথে আলাপ কোরো না। ব্যাপারটা আমার একটু ভেবে দেখতে হবে।'

র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে রনি আপন মনেই ভাবছে এটা তার কোন ব্যাপার নয়। এতে নাক গলানো তার উচিত নয়–কোন মতেই না। পুরোটাই হয়তো ছেলেটার কল্পনা। লিসার প্রতি লেকারের দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর লিসা যে সুদর্শন সমার্সের প্রতি কেন আকৃষ্ট, সেটা বোঝা খুব সহজ।

ট্রেইল ধরে দু'মাইল পথ নীরবে চলার পর রনিই প্রথম মুখ খুলল। 'জেরির সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো?'

'লোকটা খারাপ,' নিচু স্বরে জানাল টেরি। 'গত বছর ইউনিয়নভিলে সে একজনকে মেরেছে···বিনা কারণে লোকটার সাথে ঝগড়া করে খেপিয়ে ওকে হত্যা করেছে। এর আগে তিনজনকে যে ও হত্যা করেছে, সেটা আমি জানি। এমন আরও দু'জন আছে, যাদের ব্যাপারে আমার ওকেই সন্দেহ হয়। ওর পার্টনার ডাকি–সেও প্রায় ওর মতই খারাপ।'

গরু জড়ো করার কাজ শুরু হতে এখনও কয়েকদিন বাকি, এবং তার প্রস্তুতিতে ওদের হাতে অনেক কাজ। সবাই মিলে কাজ করেই তা শেষ করতে হবে। রাউণ্ডআপে ঝামেলা হতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে রনির ভাবনা নেই। সব শেষ হলে পরে, হিসেব মিলিয়ে দেখবে সে। রকিঙ কে কত গরু হারাল, আর অন্যান্য র‍্যাঞ্চাররা কতটা লাভ করেছে, তা থেকেই ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে যাবে। তবে রাউণ্ডআপের সময়ে এমন কিছু ঘটতে পারে, যার ফলে খুব দ্রুত পরিস্থিতি র‍্যাঞ্চ-ওয়ারের দিকে এগোবে।

সাবধানের মার নেই, তাই সবদিক বিচার করে আগে থেকে তৈরি থাকাই ভাল। শহরে গিয়ে শর্টি মাইকের সাথে কথা বলে দেখতে দোষ নেই। যতটুকু সে শুনেছে, তাতেই বুঝেছে সত্যিকার ফাইটার শর্টি। বর্তমানে এমন লোকই তার দরকার। যত ফাইটিঙ লোককে সে রকিঙ কে-তে নিতে পারবে, বিপদের সম্ভাবনাও ততই কমবে।

তাছাড়া লঙের রাইডারকে পিটানো, আর লঙকে সবার সামনে ওভাবে অপমান করায় ওদের সাথে মোকাবিলা ইতোমধ্যেই আসন্ন হয়ে উঠেছে। তবে এটা ওদের বুঝিয়ে দেয়া গেছে যে রকিঙ কে, ওট খাওয়া মোটা ভেড়া পোষে না-কিছু চাইলে সেটা ওদের লড়েই নিতে হবে। এতে যারা কঠিন তাদের চেষ্টায় ভাটা পড়বে না, কিন্তু রাউণ্ডআপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুরিটা কমবে।

এর মধ্যে জেরির ভূমিকা যে কি সেটা আঁচ করতে পারছে না। এবং পরের ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যেস ওর নেই।

র‍্যাঞ্চে যাওয়ার পথে স্টেজ ডাকাতি নিয়ে ভাবতে গিয়ে সায়মন হত্যার কথা মনে হলো ওর। সে জেনেছে সায়মন মারাত্মক পিস্তলবাজ ছিল। লোকটা কোথায় যাচ্ছিল? কে মেরেছে ওকে? কে এমন লোক, যে সায়মনের মত তুখোড় লোককে গুলি করার সুযোগ দিয়েও নিশ্চিত ছিল, সে ওকে সহজেই হারাতে পারবে? এমন লোক ক'জন থাকতে পারে? বেশি নয়। ওকে খুঁজে বের করা তাই কঠিন হবে

না। লোকটা চরম আত্মবিশ্বাসী এবং প্রচণ্ড অহঙ্কারী। সে নিষ্ঠুরও বটে। সম্ভবত একই লোক জেমসকেও হত্যা করেছে।

র‍্যাঞ্চের কাছে এসে পড়েছে রনি। টেরি আর হ্যারি ওকে ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। রিজের মাথায় উঠে, থেমে, একটা সিগারেট তৈরি করার ফাঁকে, পুরো পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবছে সে—গভীর চিন্তায় মগ্ন। সমস্যাটার অনেকগুলো দিক রয়েছে। খ্রী এইচ র‍্যাঞ্চের তিন ভাই, কর্ন প্যাচের আউটল-এর দল, জেরি সমার্স, স্টেজ ডাকাতি এবং জেমস হার্টের খুন হওয়া।

এগুলোর মাঝে কি কোন যোগাযোগ আছে? সেটাই প্রশ্ন, কিন্তু সম্ভাবনা কম। পশ্চিমের অনেক শহরেই জেরি সমার্সের মত লোক বাস করে। সামান্য কিছু থাকলেও বড়লোকি চাল দেখিয়ে চলে। কাজ কিছুই করে না—আলস্যে, পোকার খেলে দিন কাটায়। মাঝেমাঝে ওরা রাস্‌লিঙও করে। জেরি লোকটা আবার নিষ্ঠুর গানফাইটার। তবে কি সে'ই সায়মন আর জেমসকে মেরেছে?

'এত বেশি চিন্তা করছ, নিশ্চয় সিরিয়াস কিছু?'

ঘুরে সে একজন লম্বা মহিলার মুখোমুখি হলো। মনে ছাপ রাখার মত চেহারা। নীরব একটা সম্ভ্রান্ত ভাব, আর আকর্ষণ আছে মেয়েটার মধ্যে।

'এটা, আমার ধারণা,' রনি সরল সুরে বলল, 'তুমি নিশ্চয় শেলী কেসি?'

'হ্যাঁ। তুমি এই র‍্যাঞ্চটা সম্পর্কে ভাবছিলে? আমি প্রায়ই এখানে এই রিজের ওপর আসি। জানি, যখন চলে যাব, এর জন্যে আমার মন কাঁদবে।'

'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'কেবল শহর পর্যন্ত। সেভেন পাইনসের ডাক্তার হ্যাডলের সাথে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে।'

'লোকটা ভাগ্যবান।'

'মাঝেমাঝে মনে হয় আমি বিশ্বাসঘাতক।' আশপাশের পাহাড়গুলোর দিকের সে চোখ তুলে চাইল। 'এতসব ঝামেলার মধ্যে র‍্যাঞ্চটার কি হবে ভেবে আমার খুব ভয় হয়।'

'আমরা একে রক্ষা করব,' শান্ত স্বরে রনি বলল, 'তোমার ভাই একজন ভাল মানুষ।'

তারপর বিকেলে যা যা ঘটেছে সব ওকে শোনাল। কেবল লিসা আর জেরির সম্পর্কে কিড তাকে যা বলেছে, সেটা চেপে গেল। মনোযোগ দিয়ে মেয়েটা সব শুনল। কেবল মাঝেমাঝে নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

'হিউবার্টদের সাথে যে আমাদের লড়াই অনিবার্য এটা আমরা সবাই জানতাম,' বলল সে। 'লিসা ওখানে জেরিকে পাঠাতে চেয়েছিল, সেও সানন্দেই যেতে রাজি ছিল। বেন কিছুতেই মত দিল না।'

মনে মনে বেনকে সুবিবেচক বলে মানল রনি, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। হঠাৎ ঘুরে ড্যাশারের মুখোমুখি হলো শেলী। 'তোমার এখানে একজন শত্রু আছে,' নিচু স্বরে বলল সে, 'আমার বলতে লজ্জা লাগছে যে তোমার সেই শত্রু, আমারই বোন। তোমাকে আমার ভাই কাজে নেয়ায় সে ভীষণ খেপে গেছিল। ওকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু লিসা খুব একগুঁয়ে। ওর বদ্ধমূল ধারণা সমার্স

ছাড়া আর কারও এই র‍্যাঞ্চ চালাবার ক্ষমতা নেই।'

'কিন্তু আমি তো এটা চালাচ্ছি না,' প্রতিবাদ জানাল সে। 'আমি কেবলমাত্র সেগুন্দো–বিপদ ঠেকানোর দায়িত্ব আমার।'

'জানি, কিন্তু লিসার সেটা মোটেও পছন্দ হয়নি। সে ভাবছে ওকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। বেন আর আমার চিন্তাধারায় খুব মিল। কিন্তু লিসা···সে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় ভাবে।'

পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে দু'জনেই ফিরল। মেয়েটার চুলে বিকেলের রোদ পড়ায় মনে হচ্ছে যেন আগুন ধরেছে। লিসা ঘোড়ার পিঠে বসেই ওদের দেখল। গম্ভীর মুখে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক, আমি গেছিলাম। আমার মতে রনি ড্যাশারকে কখনোই কাজে নেয়া ঠিক হয়নি!'

আড়চোখে রনির চোখের দিকে চেয়ে বরফ-শীতল হলো ওর চোখ। 'তুমি জানো ওরা কি বলছে? তুমিই জেমস হার্টকে হত্যা করেছ! তুমিই স্টেজ লুট করেছ! সায়মনকেও তুমিই খুন করেছ!' একটু থামল সে। 'ওরা ঠিক এই কথাই বলছে, এবং ফিনলে হার্টকেও ওরা খবরটা দিয়েছে। শহরে এসেছে সে, তোমাকে খুঁজছে! তোমাকে হত্যা করবে ফিনলে! আর আমি'–আগুন ঝরল মেয়েটার চোখে–'আমি এতে খুব খুশি হব!'

তিন

রনি যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, নেভাডা সেলুন তখন আলোয় ঝলমল করছে। ঘোড়ার পেটি ঢিলে করার অবসরে রাস্তাটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। মলির ওখানে এখন আর রাতের খাবার পাওয়া যাবে না–সময় পেরিয়ে গেছে। রাতের বেলা সেলুনের ব্যবসা জমে উঠেছে। পাহাড়ের দিক থেকে ঠাণ্ডা বইছে। তাই রাস্তায় একটা লোকও নেই। সবাই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কেবল একজন অন্ধকার স্যাডল শপের সামনে একটা পোস্টের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। মাইনারদের বুট পরেছে সে। হ্যাটটা সাধারণ।

লিসা যা বলেছে, সেটা স্মরণ করেই মলির খাবার দোকানের দিকে পা বাড়াল সে।

ফিনলে কি তার খোঁজেই শহরে এসেছে? সে কি তাকে সত্যিই মেরে ফেলবে বলেছে? নাকি লিসা তাকে নিছক একটু বিব্রত করার জন্যেই ও'কথা বলেছে? লোকটা পারিবারিক লড়াই করা পরিবার থেকে এসেছে। কে বলতে পারে, হয়তো সে আগে গুলি কোরে, পরে প্রশ্ন করবে? রাস্তা পেরিয়ে মলির দোকানের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

ওকে দেখেই মিষ্টি করে হাসল মলি। একাই ছিল সে।

'মলি,' চট করে জিজ্ঞেস করল সে, 'ফিনলে কি এখন শহরে?'

মুহূর্তে গম্ভীর হলো ওর মুখ। 'হ্যাঁ, আছে। তোমার সাথে সে কথা বলতে

চায়।'

'লোকটা কেমন?'

ইতস্তত করল মলি, তারপর বলল, 'আমি–আমি জানি না। তিরিশের নিচে ওর বয়স, একটু রুক্ষ হলেও দেখতে ভাল। হাসে কম। জেমস ওকে দেবতার মত ভক্তি করত। আমার কাছে সবসময়ে কেবল ভাইয়ের গল্পই করত। ফিনলে এটা করেছে, ফিনলে সেটা করেছে, এইসব।

'এখানে আসার আগে ওরা মিসৌরিতে একটা গৃহ-যুদ্ধে জড়িত ছিল। ওদের বাবা আর চাচাকে হত্যা করা হলো। প্রতিশোধে ফিনলে বিপক্ষ দলের সবাইকে শেষ করে দিল। তারপর দু'ভাই একসাথেই এখানে চলে এল। কঠিন পরিশ্রম করে সে। আমার বিশ্বাস লোকটা অত্যন্ত সৎ। এবং ভাইকে সে খুব ভালবাসত।'

চিন্তাযুক্ত ভাবে মাথা ঝাঁকাল রনি। 'আমাকে কিছু কফি দাও,' বলল সে; তারপর আবার বলল, 'কফি আর পাই।'

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। মুখ তুলে তাকাল ড্যাশার। অ্যাডাম আর জেরি সমার্স ভিতরে ঢুকেছে। ওকে দেখে দুজনেই হেসে সামান্য একটু মাথা ঝুঁকাল। 'হাওডি, রনি,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি যে এখানে আছ, সেটা শহরের সবাই জানে! এই শহরে গত ছয় মাসে এটাই সম্ভবত সবথেকে বড় খবর!'

'স্টেজ লুট হওয়ার থেকেও বড়?' শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞেস করল রনি।

কাঁধ উঁচাল অ্যাডাম। 'ওগুলো এখন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। অহরহই ঘটছে, তাই ওটা আর এখন গরম খবর নয়।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ড্যাশারের দিকে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, ভাল খবর। আজ এখানে ইলেকশন হলো। আজ থেকে আমি এই শহরের নতুন মেয়র। শহরে একজন টাউন মার্শাল নিযুক্ত করার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রথমেই তোমার কথা আমার মনে এসেছে। ওই কাজের জন্যে তুমিই সব থেকে উপযুক্ত। তুমি কি বলো?'

'বর্তমানে একটা চাকরি করছি আমি,' হেসে মাথা নেড়ে জবাব দিল ড্যাশার। 'যাহোক, অফার করার জন্যে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু এই চাকরিতে তুমি ডবল পাবে!' প্রতিবাদ জানাল অ্যাডাম। 'আমরা তোমাকে মাসে একশো-পঞ্চাশ ডলার করে দেব। এ'ছাড়া যত অ্যারেস্ট হবে, তাদের মধ্যে যারা জেলে যাবে, সেই টাকা আমরা আধাআধি ভাগ করে নেব। আরও অনেক উপরি পাওনাও আছে।'

'আমার চাকরি একটা রয়েছে,' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'আসলে আমি একজন র‍্যাঞ্চরাইডার, আইনরক্ষী নই।'

'দুঃখের কথা!' অ্যাডাম বিরক্ত হলো। 'তোমাকে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম।'

boighar

কফিতে চুমুক দিয়ে মলির দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'ম্যাম,' বলল সে, 'আমি মনে-প্রাণে কামনা করছি, আমি শহর ছাড়ার আগে কোন কাউবয়ের সাথে যেন তোমার বিয়ে না হয়! চমৎকার কফি তৈরি করতে পারো তুমি। টেক্সাস ছাড়ার পর যত কফি খেয়েছি, এর সাথে তার তুলনা হয় না!'

আবার দরজা খুলল। খাটো একটা মানুষ ভিতরে ঢুকল। পিপের মত বুক,

চওড়া চোয়াল–নাকটা ভাঙা। চোখ দুটো নীল। অনেক মদ খেলেও, ওর চেহারা ঝাপসা হয়নি। ওর হাতের পাঞ্জা দুটো বড়। দুটো পিস্তল ঝুলছে ওর কোমরে, বেশ নিচুতে। দুটোই উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা।

'শর্টি,' কঠিন স্বরে বলল মলি, 'আবার মাতাল হয়েছ তুমি!'

একটা বিশদ নির্লজ্জ হাসি দিল লোকটা। 'এখনও হইনি! আমার হাঁটা এখনও স্বাভাবিক আছে, কথাও জড়ায়নি। কিন্তু'–অ্যাডাম আর জেরির দিকে তাকাল সে–'কেমন যেন একটা বোটকা গন্ধ নাকে আসছে।'

শর্টি একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওদের দিকে। 'ঠিক! খাটাসের মত গন্ধ। একটা নয়, দুটো!' কপট বিস্ময়ে চারপাশে তাকাল সে। 'তৃতীয়টা কই?'

অ্যাডামের চেহারা কঠিন হলো, ঠোঁট পরস্পরের ওপর চেপে বসল। জেরি সমার্সের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চোখ দুটোর পিছনে যেন সাক্ষাৎ শয়তানের বাসা। রনি আঁচ করতে পারছে, জেরি অপমানিত হওয়ার পরও কেন কিছু করতে ইতস্তত করছে। শর্টি এখানে জনপ্রিয়। জেরির হাতে সে মারা পড়লে, হাটে অনেক হাঁড়িই হয়তো ভাঙবে। এতে ওর ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। আর অ্যাডাম কোন অবস্থাতেই শর্টির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজি নয়। দৃশ্যটা থেকে অনেক কিছুই রনির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে সব খেয়াল করছে সে। শর্টি যে ওদের দু'জনের কাউকেই ভয় পায় না, এটা পরিষ্কার। কারণ ওদের খোঁচাতে সে ইতস্তত করেনি। কিন্তু বিবাদে যাওয়াটা অ্যাডাম বা জেরি কারও জন্যেই লাভজনক হবে না।

টেবিলের ওপর বিশাল থাবা দুটো রেখে একটু সামনে ঝুঁকল শর্টি। 'আমি জিজ্ঞেস করছি অন্য খাটাসটা কোথায়?'

'শর্টি!' ধমকের সুরে তীক্ষ্ণ স্বরে চ্যাঁচাল মলি। 'শর্টি, এদিকে এসে তোমার কফি খাও! ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

মাতাল লোকটা অ্যাডাম আর জেরির দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করল, তারপর ধপাস করে বসে পড়ল। মাথা নেড়ে সে বিড়বিড় করে বলল, 'নারী! নারী! ওরা পুরুষকে কোনদিনই শান্তি দিল না। কেবলই বাধ সাধে। ওদের জ্বালায় একটা ভাল ফাইটও কেউ করতে পারে না। দুটো খাটাসের সাথে একটু মারপিট করব, ওটাও ওরা সহ্য করবে না! এক জোড়া খাটাসের সাথে লড়ব, তারও উপায় নেই!'

দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু শব্দে রনি তাকাল। দেখল ওরা দু'জন বেরিয়ে গেছে। বাইরে থেকে কথাবার্তার মৃদু আওয়াজ আসছে। তেতো কথা কাটাকাটি। অ্যাডাম সত্যিই রনিকে টাউন মার্শাল হিসেবে চেয়েছিল, এটা ওর মনে হয় না। কেউ তাকে রকিঙ কে থেকে সরাতে চাইছে। কিন্তু কে? এবং কেন?

পাই খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল রনি। পাই শেষ করে মুখ তুলে দেখল, শর্টি স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে।

নিচু স্বরে রনি বলল, 'বেন আমাকে তার ফোরম্যান করেছে। ঝামেলা সামলানো আমার কাজ।'

'এমন একজন ওর দরকার,' শর্টি শুষ্ক স্বরে বলল। ওর স্বরে মাতাল ভাবটা

আর নেই।

'তা ঠিক।' ওর সাথে একমত হলো ড্যাশার। 'হিউবার্টরা ওর রেঞ্জ দখল করে নিতে চাচ্ছে।'

'হিউবার্টদের সেই শক্তি আছে,' মন্তব্য করল শর্টি।

'ওদের একজনের সাথে আজ আমার মোকাবিলা হয়েছে।' বিকেলের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল সে। 'ওরা এখন লড়াইয়ে নামবে সন্দেহ নেই। আমার এখন কিছু ভাল কাউহ্যাণ্ড দরকার। শুনেছি তুমি মারপিট পছন্দ করো। তোমাকে আমার এই কাজের জন্যে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে আমি চাই। তোমার কি মত?'

ইতস্তত করল শর্টি। তারপর ধীরে মাথা নাড়ল। 'বুড়োর সাথে কথা কাটাকাটির পর আমি শপথ করেছি ওই র‍্যাঞ্চে আর কখনও কাজ করব না।'

'যে কেউ মত পাল্টাতে পারে,' বলল রনি। 'বেন কেসি জানে সে কোন ফাইটার নয়, কিন্তু লড়াই আসন্ন। ওকে পছন্দ করি আমি। তাই লড়াইয়ের দিকটা আমি দেখছি। তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

নীরবে কফিতে চুমুক দিল মাইক। শেষে সে বলল, 'রজার আর হেনরি এখনও ওখানে আছে?'

'আছে।'

'তাহলে আমি নেই।'

'ওদের পছন্দ করো না?'

উঠে দাঁড়াল শর্টি মাইক। 'রজারকে হয়তো সহ্য করা যায়। আর সবার মত হেনরি কেন শনিবার শহরে আসে না? কোথায় যায় সে?'

কৌতূহলী চোখে শর্টিকে খেয়াল করে দেখছে। এই লোকটাকে তার চাই। ওর সম্পর্কে যা শুনেছে, আর আজ যা দেখেছে, তাতে বুঝেছে মারপিটে শর্টি একাই ছয়জনের সমান। 'কোথায় যায় সে?'

হাসল শর্টি। 'ঘোড়ায় চেপে লম্বা রাইডে যায়। বুঝে নাও কোথায় যেতে পারে এবং কেন। তাহলেই বুঝবে কেন ওকে আমি অপছন্দ করি।'

তার পিছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শর্টি বেরিয়ে গেল। চিন্তাযুক্ত মনে সিগারেটে টান দিয়ে রনি বলল, 'দারুণ ভাল একটা লোক। ওকে পেলে আমি খুশি হতাম।'

'পাবে।' মলি নিশ্চিত। 'ওটা আমার আর শর্টির নিজের ওপরই তুমি ছেড়ে দাও। মারপিট ওর প্রিয়, আর আমি জানি এটাতে ঢোকার জন্যে সে পাগল। তাছাড়া, তোমাকে ওর পছন্দ হয়েছে।'

'আমাকে?' অবাক হয়ে মলির দিকে চাইল সে।

'হ্যাঁ, তোমাকে। শর্টিকে আমি চিনি। এখন সে খোঁজ-খবর নিচ্ছে আজ লঙ হিউবার্ট আর তোমার মাঝে কি ঘটেছে। যা শুনবে, সেটা যদি ওর পছন্দ হয়, কাল সকালেই সে কাজে যোগ দেবে। কেবল সে যখন আসবে, কোন প্রশ্ন তুলো না।'

বাইরে বেরিয়ে রাস্তাটা খুঁটিয়ে দেখল রনি। স্যাডল শপের সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সে এখন আর একটু দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কেবল ওর পা দুটো দেখা যাচ্ছে।

ধীর পায়ে রাস্তা ধরে এগোল রনি। পিছন ফিরে না তাকিয়েও সে বুঝতে পারছে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। লোকটা তাকে গুলি করার কয়েকটা ভাল সুযোগ পেয়েছে; সুতরাং হয় সে কথা বলতে চায়, অথবা গুলি করে গোপনে পালিয়ে যাবার মত সুযোগ খুঁজছে।

হঠাৎ লোকটা দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। ঘুরে দাঁড়াল রনি। তৈরি।

'ড্যাশার?' প্রশ্ন নয় বক্তব্য। 'আমি কার্প। তোমার সাথে নির্জনে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি।'

'কেন?'

'আমি রাসলার হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ফাঁসি না দিয়ে তুমি আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছিলে। তাই তোমাকে ফাঁদ থেকে সাবধান করতে এসেছি।'

'কেমন ফাঁদ?'

'অ্যামবুশ! রোউজবাড ক্যানিয়নে। ওখানে সাত বা আটজন লোক প্রস্তুত হয়ে লুকিয়ে থাকবে। তোমারই একজন লোক তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবে। ওরা সবাই একসাথে গুলি করে তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে আউটল দল।'

'ধন্যবাদ, কার্প।' একটু ইতস্তত করল ড্যাশার। 'তুমি কি করবে?'

শুকনো একটু হাসল কার্প। 'আমি? আমি কাল সকালেই মনট্যানার পথ ধরব। যখন শুনলাম তুমি এখানে এসেছ, বুঝলাম রাসলিঙের খেলা শেষ।'

রাস্তা ধরে কয়েকজন আরোহীকে এগিয়ে আসতে দেখে দেয়াল ঘেঁষে একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল রনি। দেখল, ওরা পাঁচজন। ওদের মধ্যে লঙ হিউবার্ট আর টাক-মাথা কাউহ্যাণ্ডকে চিনতে পারল।

রাস্তার উল্টো পাশে অন্ধকারে সামান্য নড়াচড়া লক্ষ করে খুব খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করল সে। চিনতে পারল—ওটা শর্টি মাইক।

কাউহ্যাণ্ড হিউবার্টদের পিছুপিছু হাই-গ্রেড সেলুনে ঢুকল। একটু ভেবে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ঘুরে পিছন দিকে চলে এল রনি।

হাই-গ্রেড শহরের প্রধান হোটেল। দোতালা কাঠের দালানে বার্, আর জুয়া খেলার টেবিল রয়েছে একতালায়, আর দোতালায় করিডরের একপাশে রয়েছে পর্দা দেয়া বুথ—অন্যপাশে এক-সারি ছোটছোট কামরা। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় ওঠা যায়। একতালাতেও পিছনের একটা দরজা আছে।

ড্যাশার সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে এল। করিডর ধরে হালকা পায়ে এগিয়ে শেষ বুথে ঢুকে পর্দাটা একটু ফাঁক করে দিল। নিচের বারটা ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

থ্রী এইচ র‍্যাঞ্চের লোকজন বারের সাথেই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। লঙকে সে চেনে; জনিকেও অল্পক্ষণের মধ্যেই চিনল ওকে নাম ধরে ডাকতে শুনে। লোকটার চওড়া কাঁধ আর বুক, একটু মোটাসোটা, লালচে গোঁফ আর ছোটছোট দুটো নিষ্ঠুর চোখ। সিলভারও জনির মতই বিশাল, কিন্তু মেদ বলতে ওর দেহে কিছু নেই। সবটাই পেশী। পরিষ্কার করে কামানো মুখ। তিনজনেরই শক্ত চেহারা, সবার

কোমরেই দুটো করে পিস্তল ঝুলছে।

শর্টি মাইক ভিতরে ঢুকেছে। ধীর পায়ে ওদের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে সে। টাক মাথা লোকটার পাশে এসে থামল। ঝুঁকে ওর বিকৃত ফোলা মুখটা খুঁটিয়ে দেখল। ঘুরে তাকাল টেকো। ভিতরে-ভিতরে রাগ তেতে উঠছে ওর।

'ঘটনাটা কি?' জানতে চাইল সে।

'কিছু না।' শর্টির বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের পিছনে গোঁজা, 'আমি কেবল অবাক হয়ে ভাবছিলাম।'

'কি বিষয়ে?' সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল সে।

একটা নিষ্পাপ হাসি দিল শর্টি। 'কোন এমন জন্তু আছে যে মাড়িয়ে তোমার মুখের এমন অবস্থা করতে পারে। ঘোড়ায় টেনে নিলে চামড়া উঠত আর আঁচড় পড়ত।'

'শাট আপ!' খেঁকিয়ে উঠল বলডি। 'ইট্স্ নান্ অব ইওর বিজনেস!'

'খুবই সত্যি কথা,' বিনীত ভাবে স্বীকার করল শর্টি। 'ইট শিওর ইজ নান অব মাই বিজনেস। কিন্তু কথা হচ্ছে কেউ কি বন্ধুসুলভ কৌতূহলও ব্যক্ত করতে পারবে না? তুমি মানুষকে কিউরিয়াস হওয়ার জন্যে দোষ দিতে পারো না। আমি টুম্বস্টোনের একজনকে চিনি গাধার লাথি খেয়ে লোকটার চেহারা ওইরকম হয়েছিল।

'ওই চোখ,' বলে চলল শর্টি, 'ওটার কাটাটা বেশ গভীর। ওটা খচ্চর বা গাধার লাথিতে হয়ে থাকতে পারে, এটা ঠিক। তোমার ঠোঁট আর মুখ যেভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে–মনে হয় না ওটা–'

'শাট আপ!' বলডি খেপে উঠল। 'চুপ করো, নইলে আমিই তোমার মুখ বন্ধ করাচ্ছি!'

ভয় পাওয়ার ভান করে দু'পা পিছিয়ে গেল শর্টি। 'এই! কি ব্যাপার? আমি গোল পাকাতে চাইনি, বলডি! কেবল জানতে চেয়েছিলাম কি ঘটেছে।'

'অনেক বকর-বকর করেছ। যথেষ্ট হয়েছে!' বারের শেষ-মাথা থেকে হঠাৎ ধমকে উঠল অ্যাডাম। 'আমরা এখানে ঝামেলা চাই না, শর্টি। আমি সেটা সহ্য করব না!'

'আহা, উত্তেজিত হয়ো না, অ্যাডাম।' হাসি মুখে প্রতিবাদ করল শর্টি। 'আমি একটু হাসি-ঠাট্টা করছিলাম মাত্র! দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে জেনে থ্রী এইচের সবাইকে আমি বিদায় জানাতে এসেছি।'

বারে যারা ছিল তাদের সবার কথা বন্ধ হয়ে গেল। কান খাড়া করে শুনছে সবাই। 'চলে যাচ্ছে?' অবাক হয়েছে অ্যাডাম। লঙের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, 'তল্পিতল্পা গুটাচ্ছ নাকি তোমরা?'

'না!' রাগে ফেটে পড়ল হিউবার্ট। স্তম্ভিত হয়েছে সে। 'এমন একটা উদ্ভট আইডিয়া তুমি কোথায় পেলে, শর্টি?'

'কেন, আমি শুনলাম ড্যাশার এখন রকিঙ কে-র ফাইটিঙ সেগুন্দো। তাই ধরে নিলাম তোমরা এখন লেজ তুলে ছুটে পালাবে। আমি ভাবিনি,' গম্ভীর ভাবে বলল সে, 'তোমরা ওর মোকাবিলা করার মত বোকামি করতে পারো!'

'ওহ, কি দুঃসাহস!' গ্লাসটা সশব্দে ঠুকে বারের ওপর রাখল সে। 'ওর মত তুচ্ছ একজন গানফাইটারকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি, শর্টি! আমরা এখানে থাকতে এসেছি, এবং বিশ্বাস করো, আমরা থাকব।'

সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল শর্টি। 'পিম,' বারটেণ্ডারকে বলল সে, 'থ্রী এইচের সবাইকে আমার নামে এক রাউণ্ড ড্রিঙ্ক দাও।' একটা সোনার মুদ্রা বারের ওপর ফেলল মাইক। তারপর ওদের গ্লাস ভরা হলে নিজের গ্লাস শূন্য তুলে টোস্ট করল। 'থ্রী এইচ আউটফিটের সম্মানে! যারা সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে লড়ে বুট পায়েই মারা পড়বে, তবু পিছাবে না!'

রাগে লাল হয়ে শর্টির দিকে ফিরল লঙ। 'তুমি ভাবছ এটা খুব ফানি, মাইক?' ওর চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। 'আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে ছিঁড়ে দেখি কোন যন্ত্র তোমাকে চালাচ্ছে!'

'ভুলেও চেষ্টা কোরো না, লঙ!' শর্টি সাবধান করল। হঠাৎ ওর স্বরটা সিরিয়াস হলো। 'তোমার সেই মুরোদ নেই! তাছাড়া'—হাসল সে—'অ্যাডাম এটা পছন্দ করবে না। ওর মেঝে রক্তাক্ত হোক এটা সে মোটেও চাইবে না।'

জনি হিউবার্ট বোকা নয়। সে জানে শর্টি আগে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছে, সেটা শ্রোতারা মনে রাখবে। সে এটাও বোঝে যে জনমত উপেক্ষার জিনিস নয়।

'আমরা ট্রাব্‌ল্ চাচ্ছি না,' বলল সে। সাবধানে শব্দ-চয়ন করছে জনি। 'এটা ঠিক যে আমরা রকিঙ কে র‍্যাঞ্চের কিছু জমিতে আমাদের গরু চরাচ্ছি। কিন্তু ব্লুজ থেকে অ্যান্টিলোপ পর্যন্ত জমি যতক্ষণ খালি পড়ে রয়েছে, আমি এতে কোন অন্যায় দেখি না।'

কথাটা যে মিথ্যা, এটা সে জানে। কিন্তু এটাও জানে যে শ্রোতাদের কেউ বুড়ো কেসি মরার পর ওদিকে যায়নি। তাই ওর বক্তব্যের প্রতিবাদ কেউ করতে আসবে না। রকিঙ কে র‍্যাঞ্চ ওর চাই। যদি শক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাও সে করবে, কিন্তু সবটার দখল তার চাই।

'ফ্রী রেঞ্জ,' বলে চলল সে, 'এটা যতক্ষণ ওই জমিতে গরু চরানো হবে, ততক্ষণই কোন নির্দিষ্ট আউটফিটের দখলে থাকে।'

বুথ ছেড়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রনি। সবার চোখ শর্টি আর হিউবার্টদের ওপর থাকায় কেউ ওর নেমে আসা খেয়াল করল না। এবার সে মুখ খুলল।

'তুমি ভুল ধারণা করেছ,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'রকিঙ কে কোন অধিকারই ছাড়েনি। আমাদের গরু এখনও ওই রেঞ্জে চরছে এবং ভবিষ্যতেও চরবে। আরও বলছি, তোমাকে তোমাদের গরু ব্লুর ওপাশে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিল। এখন সবার সামনে সেই আদেশের পুনরাবৃত্তি করছি আমি।'

মুহূর্তের জন্যে বার্‌টা একেবারে নীরব হলো। জনি হিউবার্ট ভিতরে-ভিতরে প্রচণ্ড রেগেছে। কিন্তু আর সবার থেকে সে ভাল বুঝছে কিভাবে ড্যাশার পুরো ব্যাপারটাই উল্টে তার বিপক্ষে নিয়ে গেছে। এখন তার কোন কাজে যদি দাঙ্গা হয়, তবে সবাই তাকেই দুষবে। তিক্ত মনে বারের দিকে চেয়ে রইল সে। একটু পরে মুখ তুলে চাইতেই অ্যাডামের চোখে চোখ পড়ল ওর। দেখল অ্যাডামের

চোখ হোটেলের অফিসের দিকে সামান্য কাত হলো।

ওর সাথে অ্যাডামের মৌখিক আলাপের বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল না। লোকটাকে তার পছন্দ হয় না। এখন নতুন করে পছন্দ করারও কোন কারণ সে দেখছে তবু ওই ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, যা ওকে আকৃষ্ট করল। দু'এক মুহূর্ত অপে করে ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো। রনির নীল চোখ দুটো ওকে অনু । করল। ইশারাটা সেও লক্ষ করেছে। ওপাশে কি আছে সে জানে না। তবে এর মানে যে বাড়তি ঝামেলা, এটা নিশ্চিত।

শর্টি মাইক রনির পাশে সরে এল। 'মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তোমার ইচ্ছাই টিকল,' বলল সে। 'সকালে আমি কাজে রিপোর্ট করলে ঠিক আছে?'

'অবশ্যই। সেটা তুমিও জানো!' জোর দিয়ে বলল রনি।

শর্টি বলল, 'একটা কথা, যতক্ষণ থ্রী এইচ আউটফিট, এবং আরও কিছু লোককে শেষ না করা হচ্ছে, ততক্ষণ এখানে শান্তি আসবে না।'

'ঠিকই বলেছ, আমি ভাবছি।' চিন্তাযুক্ত ভাবে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'মনে হচ্ছে আমার কিছু রাইডিঙ করার সময় এসেছে।'

কামরা ছেড়ে বেরোবার জন্যে ঘুরে রওনা হলো ড্যাশার। শর্টি ওর পিছু নিল। 'আমাকে সকালে র‍্যাঞ্চে না পেলে বেন কেসিকে বোলো আমি তোমাকে কাজে নিয়েছি। তারপর কাজ শুরু কোরো। তুমি তো জানো র‍্যাঞ্চে কোথায় কি করা দরকার।'

'তুমি কোথায় যাবে?' জানতে চাইল মাইক।

একটু ইতস্তত করল রনি। 'ভাবছি কর্ন প্যাচের ওদিকে যাব। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই ওখানে কি ঘটছে।'

মাথা নাড়ল শর্টি। 'রনি, তুমি সাবধান থেকো। ওই লোকগুলো একেবারে বিষাক্ত। বিশেষ করে ওই বিল ওয়াটসন। ওকে এক ফোঁটা বিশ্বাস কোরো না। মাছি মারার মতই নির্বিকার ভাবে সে মানুষ মারতে পারে!'

চার

বিল ওয়াটসন কর্ন প্যাচের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ওর আগের জীবন সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। তবে মনে হয় আর সবকিছুর সাথে, নিষ্ঠুর খুন, দাঙ্গা, আর বিভিন্ন রকম ডাকাতিতে একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীও সে করেছে।

খালি পায়ে সে ছয় ফুট চার ইঞ্চি উঁচু। ওজন, দু'শো ষাট পাউণ্ড। একটা পিস্তল সে কোমরে ঝুলায় বটে, কিন্তু ওর প্রধান অস্ত্র হচ্ছে নল কেটে ছোট করা একটা শটগান। বাঁটটা বদলে ওটাকে পিস্তল গ্রিপ করে নেয়া হয়েছে। ওর এই অস্ত্রটাই আশপাশের সবাইকে সন্ত্রস্ত করে রাখে। পিস্তলের গুলিতে দেহে একটা ফুটো হবে। জায়গা-মত না লাগলে প্রাণের আশঙ্কা নেই। কিন্তু কাছে থেকে শটগানের গুলিতে দেহ দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে।

বছর পঞ্চাশেক আগে এক ভবঘুরে মাইনার এখানে এসে, একসারি কর্ন

দেখতে পায় ওয়াটার হোলের চারপাশে। বোঝা যায় কেউ এই শস্য বুনে কিছুদিন ভোগও করেছে–কিন্তু তারপর হয়তো নিজের কাজে কোথাও চলে গেছে, অথবা কোন বিজন এলাকায় মারা পড়েছে। সুযোগ পেলে কর্ন (ভুট্টা) খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু কাটা না হলে দানাগুলো মাটিতে ছড়ায় এবং আরও কর্ন জন্মায়।

কর্নে আকৃষ্ট হয়ে মাইনার একটা ছাপরা তৈরি করে ওখানেই থেকে গেল। ঝর্নায় কিছু সোনাও পেল। কপাল-গুণে ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে হারানো দুটো গরুও মিলল। অল্পদিনের মধ্যেই বেশ একটা সচ্ছন্দ জীবন যাপন করা সম্ভব হলো। আরও মাইনার এল, কিছুদিন থাকল, তারপর তাদের ছাপরা ছেড়ে অন্যদিকে কোথাও চলে গেল। পরে হঠাৎ করেই কিছুদিনের জন্যে এলাকাটা জম-জমাট হলো। একটা সেলুন আর চলনসই একটা হোটেলও তৈরি হলো। ছাপরার মলিকানা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিমাসে বদলাচ্ছে। কোন লেখা-পড়া নেই–যে থাকছে সে'ই মালিক, এই রকম ব্যবস্থা। তারপর বিল ওয়াটসন এল, এবং থাকল।

আদি মাইনার বাসিন্দা অদৃশ্য হলো। দুটো গরু এখন বেড়ে বারোটা হয়েছে। ওগুলোর মালিকানা বিলের নামে লিখে দেয়া হয়েছে। শটগানের হুমকি দেখিয়ে কর্ন প্যাচের পুরো মালিকানাই সে নিয়ে নিল। কেউ কোন বিবাদ বা প্রতিবাদ করলে 'বুটহিলে' তাদের জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থা হয়।

এর কিছুটা রনি জানে। কিন্তু আরও অনেককিছুই সে আগামীতে জানবে।

বিল যেখানে বসে সেখান থেকে প্রত্যেকটা ছাপরার ওপরই সে নজর রাখতে পারে। সে নিজেই নিজের সিকিউরিটি এজেন্ট। কোথায় কি চলছে সবই সে জানে। ওকে ফাঁকি দিয়ে কারও কিছু করার উপায় নেই।

লোকজন দুই রকম ধারায় কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছে। প্রথমটা চারবার চেষ্টা করা হয়েছে–ফলে চারটা কবর ওদের জন্যে খোঁড়া হয়েছে বুট হিলে। পরে আরও আরও দু'বার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ফলাফল ভাল হয়নি। সাতটা বাড়তি কবর খুঁড়তে হয়েছে ওদের জন্যে। আরও চারজনকে ওখানে কবর দেয়া হয়েছে, যারা বিল ওয়াটসনের ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। প্রত্যেকেই একক ভাবে যুঝতে গিয়েছিল–কিন্তু সবার একই পরিণতি ঘটেছে। বিল ওয়াটসন সীসা দিয়ে সবার সন্দেহের অবসান ঘটায়।

সেলুনে জনাবারো লোক অলসভাবে খুবই অল্প পয়সায় পোকার খেলছে। বিল ওয়াটসন ঝিমাচ্ছে বারে। মাঝেমাঝে জাগছে। একবার জেগে সে খেয়াল করল একজন আরোহী সাদা স্ট্যালিয়নে চড়ে এগিয়ে আসছে। আরোহীর মাথায় একটা কালো হ্যাট, কালো প্যান্ট উঁচু বুটের ভিতরে গোঁজা। পরনে কালো গেঞ্জি। দু'পাশে দুটো পিস্তল, ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা।

রাইফেলের খাপে উইনচেষ্টার দেখে বিভ্রান্ত হলো বিল ওয়াটসন। ওখানে যদি ·৫০ শাপর্স থাকত, তাহলে ওকে রনি ড্যাশার বলেই সন্দেহ করত সে।

বিল ওয়াটসন মানুষকে জিনিসের সাথে বিচার করে চিনতে অভ্যস্ত। ড্যাশার যে শার্পস ভালবাসে সেটা প্রতি কাউক্যাম্প আর ক্যাটল ড্রাইভের সবারই জানা আছে। হাড়ের হাতলওয়ালা কোল্ট দেখেই বিল বুঝল লোকটা ওগুলোর ব্যবহার

জানে। এই লোকটা কর্ন প্যাচে এসেছে, যে জায়গা আউটলদের জন্যে নিরাপদ, আর আইনের অফিসারদের জন্যে নিশ্চিত মৃত্যু। সুতরাং এই লোকটা নিশ্চয় আউটল। তবু, বিল ওয়াটসন সতর্ক রইল।

দরজা ঠেলে রনি লম্বা কামরাটায় ঢুকল। লোকগুলো মুখ তুলে তাকাল, তারপর যে যা করছিল সেদিকে মন দিল। ওয়াটসনই সব সামল্যাবে। সবসময়েই সে তা করেছে। ওদের মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই।

'পানি,' প্রস্তাব রাখল রনি। হাত বাড়িয়ে বারের পিছন থেকে একটা গ্লাস নিয়ে পানি ভরে ড্যাশারের দিকে ঠেলে দিল বিল। পানিটা চেখে দেখে পুরোটা শেষ করে ফেলল। 'ভাল,' বলল সে।

'ঝর্নার পানি,' গর্বের সাথে বলল বিল। 'কোন ক্ষার নেই।'

যারা কম কথার মানুষ, বিল ওয়াটসন তাদের পছন্দ করে। ঠাণ্ডা নীল চোখ ওকে যাচাই করে দেখছে। অস্বস্তি বোধ করছে ওয়াটসন। এটা ওকে কিছুটা বিচলিত করে তুলল, কারণ নিজের ওপর তার এতটা আস্থা আছে, যে কোন কিছুতেই অস্বস্তি বোধ করে না।

পোকার খেলোয়াড়দের দিকে তাকাল ড্যাশার। 'ড্র পোকার খেলোয়াড় কেউ আছে?'

বিলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'কয়েকজন। আমি নিজেও মাঝেমধ্যে খেলি।'

'খেলাটা আমার পছন্দ,' স্বীকার করল রনি। 'তবে একটু ফাস্ট গেমই আমি ভালবাসি।'

টুলটা একটু এগিয়ে আনল বিল। 'আমি একটা নতুন প্যাকেট খুলব।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'ঘোড়াটাকে ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া ভাল। বাইরে খুব গরম।'

ঘুরে, সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল ড্যাশার। ওয়াটসন চেয়ে আছে। ওর মনে হচ্ছে ওই লোকটাকে তার চেনা উচিত। দারুণ বিরক্তিতে মাথা নাড়ল সে। পরে মনে পড়বে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে না নিয়ে, রনিকে ওর পিঠে চেপে বসতে দেখে হাসল। রাইডার, সন্দেহ নেই।

আস্তাবলটা লম্বা, প্রশস্ত, আর ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ঘোড়াটাকে একটা স্টলে নিয়ে, পিঠ থেকে জিন নামিয়ে খড় দিয়ে ওর গা ডলে দিল। তারপর ওকে কিছু চানা খেতে দিয়ে, দ্রুতপায়ে এগিয়ে আস্তাবলের সবগুলো ঘোড়া চেক করে দেখল। স্টেজ ডাকাতিতে দেখা ঘোড়াটা এখানে নেই। হয়তো কর্ন প্যাচে আরও আস্তাবল আছে, অথবা পাহাড়ে কোন গুপ্ত জায়গা আছে যেখানে ঘোড়া রাখা সম্ভব। ফিরে চলল সে। রোদে-পোড়া রাস্তা পার হয়ে সেলুনে গিয়ে ঢুকল।

'বিল মুখ তুলে তাকাল। 'তুমি না খেলতে চেয়েছিলে? খেলবে?'

'নিশ্চয়! প্রথম রাউণ্ড রাইও?'

'আমিও তাই খেলি।' টুল থেকে উঠে বার ঘুরে একটা খালি টেবিলে গিয়ে বসল সে। চেয়ারটা বিশাল, বোঝাই যায়, ওর নিজের আরামের জন্যে বিশেষ

ভাবে তৈরি। একটু ঘুরে অন্যান্য লোকজনের দিকে ফিরল। 'তোমাদের কেউ যোগ দিতে চাও?'

কঠিন চোখ আর কালো চুলওয়ালা একটা লোক মুখ তুলে চাইল। 'তোমার সাথে খেলায় আমি নেই! তুমি যেমন ফাস্ট খেলো তাতে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে!'

শব্দ করে হাসল ওয়াটসন। 'ওই লোক খুব সাবধানী খেলোয়াড়।'

সরু চেহারার একটা লোক, অস্থির, বিরক্তিভরা মুখ, এগিয়ে এল। 'নামটা ট্রয়। আমি খেলব।'

আরও দু'জন, একজন মোটাসোটা কাউবয়, হ্যানকিন্‌স্, হাতের নখগুলো ময়লা আর ভাঙা, কঠিন সতর্ক চোখ; এবং লম্বা, পাকা চুলওয়ালা লোক, কালো চোখ আর মসৃণ হাত। 'ব্লাইণ্ড ওপ্‌নার?' পাকা চুলের লোকটা হাসল। 'ওটা ক্ষতিকর হতে পারে।'

বিল বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে লোকটাকে দেখাল। 'নাম ড্রেনান, তোমার?'

'রেড রিভার রেগান।' হাসল ড্যাশার।

'সবাই কেটে হাই কার্ড বাঁটবে?' সবার দিকে তাকাল সে। কিন্তু সম্মতির জন্যে নয়, কে কোথায় বসেছে মনে গেঁথে নেয়াই উদ্দেশ্য। রেড রিভার রেগানের কাছে নোটের একটা মোটা বাণ্ডিল দেখা যাচ্ছে। বিল আজ ওকেই টার্গেট করবে। হাবা লোক আজকাল কমই পাওয়া যায়।

রনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সেলুনকীপারের পটু হাতে তাস শাফল করা সে লক্ষই করছে না। তাসের প্যাকেটটা রনির দিকে বাড়িয়ে দিল বিল। কেটে আট তুলল সে। ড্রেনান ছয় তুলল। হ্যানকিনস আর ট্রয় দু'জনেই দশ তুলল, আর বিল তুলল সাহেব।

আর একবার তাস ফেঁটে ট্রয়ের সামনে রাখল। কাটা হলে বিল বাঁটল। দ্রুত এগিয়ে চলল খেলা। কয়েকটা ছোট পট (বা কিটি) জিতল রনি। ড্রেনান আর বিল জিতছে। ট্রয় আর হ্যানকিনস দু'জনেই হারছে। ট্রয় ভাল তাস পাচ্ছে না বলে গজর-গজর করছে। রনির পোকারের দক্ষতা, টেক্স ইউয়াল্টের ট্রেইনিঙের ফল। অসাধারণ পোকার খেলোয়াড় টেক্স। সে যা জানে না তা কেউ জানে না। বিল ভালই, তবে টেক্সের তুলনায় কিছুই না। রনি সাবধানে খেলে চলল, একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। হঠাৎ সুযোগটা এল।

ড্রেনান আর হ্যানকিনস দু'জনেই বসে গেছে। ট্রয়, বিল, আর রনি খেলায় রয়েছে। বিল রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নিজের তাস দেখল। ওয়াটসন অলস ভাবে চোখ তুলে ট্রয়ের দিকে তাকাল। একই সাথে ওর মুঠো করা বাম হাতের বুড়ো আঙুল উপরে উঠল।

রনির চোখের কোনে ইশারাটা ধরা পড়ল। মনে মনে হাসল সে। তাহলে এই ব্যাপার? ওরা রেইজ করতেই থাকবে? ঠিক আছে, ওদের সাথে সে'ও থাকবে এবার। নিজের ফুল হাউসের দিকে আর একবার তাকাল সে—তিনটে কুইন আর দুটো ছয়। তিনটে নীল চিপ মাঝখানে রেখে বিল বলল, 'তিরিশ রেইজ করলাম।'

হ্যানকিনস ট্রয়ের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে রনির দিকে

তাকাল। ঠোঁট চাটল ট্রয়। 'তোমার তিরিশ এবং আরও দশ।'

একবার মাঝখানে চিপসের স্তূপটা দেখল রনি, তারপর চারটে নীল চাকতি কিটিতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আছি।'

বিলের কাছ থেকে ট্রয়কে দেয়া গোপন সঙ্কেত রনির তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। 'চারটে রাজা,' শান্ত স্বরে বলল বিল। তারপর তাসগুলোকে একত্র করে টেবিলের ওপর চিত করে রাখল—কেবল উপরের তাসটা দেখা যাচ্ছে।

ট্রয় তাসগুলো ছড়াবার জন্যে দ্রুত ডান হাত বাড়াল, কিন্তু রনির বাম হাত তার আগেই বিলের তাসের ওপর পৌঁছে গেছে। চট করে তাসগুলো ছড়াল সে। মাত্র চারটে তাস দেখা যাচ্ছে—এবং কেবল তিনটে কিঙ।

ট্রয়ের মুখটা কুৎসিত হয়ে উঠল, এবং বিলের চোখ কঠিন হলো। রনি কেবল হাসল। 'তোমার একটা তাস নিশ্চয় হাত ফসকে নিচে পড়ে গেছে, বিল। এখানে আমি কেবল তিনটে সাহেব দেখতে পাচ্ছি।'

গলা লম্বা করে টেবিলের তলাটা দেখল ওয়াটসন, তারপর নিচু হয়ে একটা তাস তুলে আনল। ওটা একটা তিন। ওর মুখ লাল হলো। 'ভুল,' বলল সে, 'আমি নিশ্চিত ভেবেছিলাম আমার চারটে কিঙ আছে।'

কাঁধ উঁচাল রনি। 'ভুলে যাও—ও'কিছু না। ভুল আমাদের সবারই হয়। দেখা যাচ্ছে'—নিরীহ স্বরে সে বলল, 'আমার ফুল হাউসই পট জিতেছে।'

ট্রয় তার হাত সরিয়ে নিয়েছে। চিপসগুলো টেবিলের মাঝখান থেকে শান্ত ভাবে নিজের দিকে টেনে নিল ড্যাশার। চতুর্থ সাহেবটা ট্রয়ের হাতে ছিল। ছড়াবার সময়ে ওটাও সে বাকিগুলোর সাথে মিশিয়ে দিত। একটা পুরানো চালাকি।

এবার রেড রিভার রেগানের ডীল। অপটু হাতে তাস জড়ো করে নিজের দিকে নিয়ে এল সে। ডিসকার্ড করা তাসের ভিতর দুটো টেক্কা ছিল। কৌশলে ওগুলোকে নিচে নিয়ে এল। ফেঁটার সময়ে আরও একটা টেক্কা ওর চোখে পড়ল। দুই শাফলের পরে ওটাও নিচে চলে গেল। টেক্কা তিনটে হাতের তালুতে লুকিয়ে রেখে বিলকে বাকি তাস কাটতে দিল। কাটার পর টেক্কাগুলো আবার নিচেই স্থান পেল। শান্ত ভাবে পাঁচ হাত বাঁটল। বটম ডীল করে নিচে থেকে দুটো টেক্কা সে নিজে রাখল।

ড্রেনান নিজের তাস দেখে ওগুলো ছুঁড়ে একপাশে ফেলে দিল। হ্যানকিনস পাঁচ ডলার বাজি ধরল। ট্রয় ওটাকে বাড়িয়ে দশ করল। 'এবার দেখব এটা তোমার কেমন পছন্দ হয়, রেড! ওই দশের সাথে আরও চল্লিশ।'

রনি নিজের তাসের দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করে পঞ্চাশের ওপর আরও বিশ বাড়াল। হ্যানকিনস নিজের তাস ভাঁজ করে রেখে দিল। ট্রয় আরও বাড়াল, বিল বাড়াল আবার। আরও এক রাউণ্ড স্টেক বাড়ানো চলল।

ড্র-এর সময়ে বিল নিল দুই তাস এবং ট্রয় আর রনি দু'জনেই তিনটে করে তাস নিল। নিজে যে তিনটে নিল তার মধ্যে নিচের বাকি টেক্কাটাও ছিল।

ট্রয় দুটো নীল কাউন্টার দিয়ে শুরু করল। বিল দুটোর সাথে আরও তিনটে যোগ করল। রনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ওদের দিকে চেয়ে হাসছে। ওর

কঠিন নীল চোখ দুটোও চোখের গভীরের বরফ ভেদ করে হাসছে। ড্রেনান হঠাৎ পা সরিয়ে বিলের দিকে তাকাল। কিন্তু বিশাল লোকটা রেডের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। হ্যানকিনস চুপ করে চেয়ারের হাতলে হাত রেখে বসে আছে। রনিকে দেরি করতে দেখে নার্ভাস ভাবে দেহ মোচড়াচ্ছে ট্রয়, আর সেইসঙ্গে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রেড রিভারের দিকে চেয়ে আছে।

হ্যানকিনসের গানগুলো চেয়ারের হাতলের নিচে, ঝট করে বের করা অসম্ভব-খেয়াল করেছে ড্যাশার। ড্রেনানের কাছে দৃশ্যত কোন গান দেখা যাচ্ছে না। ঝামেলা এলে সে পক্ষ নেবে কি না সেটা বিবেচনার বিষয়। লড়াই বাধলে ট্রয়ই সবথেকে প্রথম অ্যাকশনে যাবে। আর, বিল হচ্ছে সবথেকে শক্ত লোক।

'এসো আমরা পট লিমিটে খেলি।' হাসিমুখে বলল রেড। 'উত্তেজনা না থাকলে খেলায় মজা আসে না!'

তিক্তভাবে গাল দিল ট্রয়-মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ওয়াটসন। নিজের হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারটাকে একটু পিছিয়ে নিল। প্রয়োজন হলে রেডকে সে কাভার করতে পারবে।

কৌতূহলী চোখে ওপাশে বসা লোকটাকে বিল ওয়াটসন খুঁটিয়ে দেখছে। হতে পারে গত হাতের খেলায় ওদের চালাকিটা রেড রিভার আঁচ করেছে। তাই যদি হয় তবে তাসে চুরির ব্যাপারে কিছুটা জ্ঞান অন্তত তার আছে। তাস বিছানোয় ট্রয়কে হারানো, হয়তো একটা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু সে নিঃসন্দেহ নয়, আর অনিশ্চয়তা তার পছন্দ নয়। অন্যের মধ্যেও না, আর নিজের মধ্যে হলে তো আরও খারাপ।

'পট লিমিট,' মন্তব্য করল সে, 'অনেক টাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। তোমার কাছে তা আছে?'

জবাবে পকেট থেকে নোটের একটা মোটা বাণ্ডিল বের করে সামনে রাখল। 'তুমি যতই বাজি ধরো আমি তা কাভার করতে পারব, বিল,' বেপরোয়া ভাবে বলল সে। 'তুমি যত খুশি উঁচুতে উঠতে পারো।'

'একটা কাউহ্যাণ্ডের রোজগারের তুলনায় অনেক টাকা,' মন্তব্য করল বিল।

'আমি ভালই কামাই।' বিশদ ভাবে হাসল রনি।

এই রেড রিভার রেগানই তাস বেঁটেছে। কিন্তু যেভাবে সে তাস গুছিয়ে শাফল করেছে তাতে মনে হয় খেলাটা সে নতুন শিখেছে। আর লোকটা যদি গ্যাম্বলার হয়-জীবনে অনেক পেশাদার জুয়াড়ি সে দেখেছে-রেডকে তেমন মনে হয় না।

'না,' বিল বলল, স্পট লিমিটের প্রয়োজন নেই। পটে যা আছে তার ওপর আমি আরও পাঁচশো ডলার বাজি ধরছি। তোমার চেয়ে বড় তাস আমার আছে।'

'শো,' বলল রনি, এখনও হাসছে। নিজের তাসগুলো উল্টে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল-চারটে টেক্কা। তিনটে নিচের থেকে আর একটা কপাল গুণে।

বিস্ফারিত হলো বিলের চোখ। চেয়ার ছেড়ে অর্ধেকটা উঠেছে, গলার শিরাগুলো ফুলে গেছে। 'পাজি শয়তান!'

পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল ট্রয়। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল রনি। ওর

চেয়ারটা উল্টে পড়ল। কোল্ট দুটো উঠে এসেছে ওর হাতে।

পিস্তলের বাঁটের ওপরই ট্রয়ের হাত জমে গেল। ওয়াটসন জায়গাতেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ড্যাশার হাসল। 'ঘটনাটা কি? তোমরাও কি চারটে টেক্কা নাকি?' পিস্তল দিয়ে ইশারা করল রনি। 'পিছিয়ে যাও!'

বাম হাতের পিস্তলটা খাপে ভরে বিলের তাসগুলো উল্টে দিল। তারপর হাসল। 'তোমার টেক্কাগুলো নতুন ডেক থেকে এসেছে। সমান-সমান ডেক ব্যবহার করা উচিত ছিল তোমার। খেলা তাস আর নতুন তাসের তফাত সহজেই ধরা যায়।' শান্তভাবে টাকাগুলো পকেটে ভরতে শুরু করল সে। 'সরি, খেলাটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তোমরা রাফ্ খেলতে শুরু করলে। আমিও জবাব দিলাম।' নড করে নিজের তাসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'চারটে বুলেট। এর বেশি ব্যবহার করতে আমাকে বাধ্য কোরো না।'

রাগে ফুঁসছে ট্রয়, বিল ওয়াটসন নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রেখেছে, কেবল ওর চোখে রাগের আভাস। হ্যানকিনস পিস্তল ড্র করতে গিয়ে, ওই অবস্থান থেকে সেটা মারাত্মক হবে বুঝে জায়গাতেই বসে আছে। কেবল ড্রিনানের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, ব্যাপারটাকে যেন উপভোগই করছে সে।

'খেলাটা উপভোগ করলাম,' নিচু স্বরে বলল রনি। 'তোমরা চুপচাপ বসে একটু বিশ্রাম নাও, আমি বিদায় নিচ্ছি।

'এক মিনিট!' বিল নিজের চেয়ারে আয়েশ করে বসেছে। 'যাবে কেন? আমার ধারণা তুমি নিজেরটা নিজেই সামলাবার ক্ষমতা রাখো, তাছাড়া তোমার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। পিস্তলের ড্র দেখেই বুঝেছি ওগুলোর ব্যবহারও তুমি ভালই জানো। পিস্তল এত ফাস্ট ড্র করতে আমি আর কাউকে দেখিনি–একজন ছাড়া। কাজ করবে?'

রনি পকেটের টাকার দিকে ইঙ্গিত করল। 'এত থাকার পরেও? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?'

'ওটা চিকেন ফীড। এখানে আশপাশে প্রচুর আছে।'

'বস্–' ট্রয় প্রতিবাদ জানাল।

'শাট আপ্!' বিরক্ত হয়ে ধমক দিল বিল। 'তোমার মত একজন শক্ত মানুষকে আমি অনেক কাজে লাগাতে পারব।'

রেড রিভার রেগান কাঁধ উঁচাল।'বিজনেসের আলাপে আমি সব সময়েই আগ্রহী।'

'তাহলে ওখানে একটা বাঙ্ক বেছে নাও। নো হার্ড ফিলিঙস। সকাল পর্যন্ত থাকো। সকালে কথা হবে।'

'নিশ্চয়।' ঠাণ্ডা মাথায় পিস্তলটা খাপে ভরল ড্যাশার।

ট্রয়ের চোখ দুটো জ্বলছে। 'তোমাকে আমি হত্যা করব!' বলল সে। 'তুমি আমার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না!'

শান্ত স্বরে রনি বলল, 'মরতে চাইলে যেকোন সময়ে ড্র করতে পারো।'

ট্রয়ের হাতের আঙুল পিস্তলের বাঁটের কাছে কাঁপছে। এক ঝটকায় পিস্তল বের করার পূর্বাভাস। এমন লোক আগেও দেখেছে রনি। এরা খুনের নেশায়

এমনই বিভোর, যে আর কিছুই তাদের এই ভাবটা মুছে দিতে পারে না।

'ট্রয়!' গালি দিয়ে ধমক দিল ওয়াটসন। 'বোকার মত কাজ কোরো না! এসব বন্ধ করো!'

রোষের সাথে থুতু ফেলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। ওর যাওয়া চেয়ে দেখল ড্যাশার, তারপর কাঁধ উঁচাল। কিন্তু ওর মুখ চিন্তামগ্ন।

রনি বুঝতে পারছে, সে বা তার টাকা এখানে সকাল পর্যন্ত কিছুতেই নিরাপদ থাকতে পারে না। কিন্তু ঝামেলা ছাড়াই এখান থেকে সে বেরিয়ে পড়তে চায়। বিল ওয়াটসনের দিকে ফিরল সে। বলল, 'ঠিক আছে, কাল সকালে দেখা হবে। আমার ঘোড়াটা কেমন আছে খবর নিয়ে আমি ঘুমোতে যাব।'

বেরিয়ে এল সে। ছায়ায় দাঁড়িয়েছে । তাকিয়ে দেখল লিভারি আস্তাবলের দরজার সামনে কিছু নড়ল। কিন্তু ও ট্রয় নয়। রাস্তা পার হলো রনি। একজন বিশাল লোক ওকে পেরিয়ে গেল। লোকটাকে খুব পরিচিত মনে হলো ওর। লোকটা যে ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছে এটা খেয়াল করল না সে। দ্রুত আস্তাবলে গিয়ে টপারের ওপর জিন চাপিয়ে, মাথার সাজ পরিয়ে ওকে তৈরি করল।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আস্তাবলের দরজায় এসে দাঁড়াল রনি। বিশাল লোকটা সেলুনে ঢোকার আগে সিঁড়ির ওপর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল। বুঝতে পারছে না ওর পরিচয় ফাঁস হয়েছে কি না। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে।

'হাওডি, বিল' বলল সে। হ্যাটটা পিছন দিকে ঠেলে দিল। 'ও এখানে কি করছিল?' বিল ওয়াটসনকে প্রশ্ন করল সে।

'কেন, তুমি ওকে চেনো?' হেনরির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওয়াটসন।

'চিনি?' ফেটে পড়ল হেনরি। 'অবশ্যই চিনি! ও রকিঙ কে-এর নতুন ফোরম্যান। রনি ড্যাশার।'

'কি!' প্রথমে ওয়াটসনের মুখটা বিবর্ণ হলো, তারপর প্রচণ্ড রাগে লাল হলো। 'কি বললে? রনি ড্যাশার?'

একটা গালি দিয়ে নিজের অস্ত্র তুলে নিল বিল। ওর পিছনে আরও দু'জন লোক বেরিয়ে এল। ওরা বাঙ্ক হাউসের দিকে ছুটল। কিন্তু ওখানে কেবল তার নিজের লোকজনই রয়েছে। দ্রুত আস্তাবলে পৌঁছল ওরা, সাদা ঘোড়াটা ওখানে নেই!

ওয়াটসন খেপার মত চিৎকার করছে, কিন্তু হেনরি তার সিগারেট ধরাল। 'উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই,' বলল সে। 'সে চলে গেছে। আর ওকে যদি চেনো, তাহলে জানবে, এখন সারারাত ঘুরলেও ওকে খুঁজে পাবে না তুমি!'

যখন হেনরি ওখানে ওয়াটসনের সাথে কথা বলছিল ততক্ষণে ঘোড়াটাকে ক্যানিয়ন ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল রনি। কিন্তু সে রকিঙ কে-এর পথ না ধরে, দক্ষিণে স্টেজ কোচ পথের দিকে এগোল। স্টেজ হোল্ড আপের জায়গাটা আরেকটু ভাল করে দেখার এটাই ভাল সময়। কর্ন প্যাচে যাওয়ায়, জুয়ায় জেতা ছাড়াও ওর আরও কিছু লাভ হয়েছে। সে জেনেছে ওখানকার কে কেমন।

বিল ওয়াটসন চতুর, সক্ষম, এবং ভয়ানক রকম বিপজ্জনক। ট্রয় সাইড ওয়াইণ্ডার সাপের মতই বিষাক্ত। ওকে কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। হ্যানকিনস হচ্ছে ওয়াটসনের পর সবথেকে শক্ত লোক। আর ড্রেনান–ড্রেনান অনিশ্চিত মানুষ।

হিউবার্টরা চায় রকিণ্ড কে, কর্ন প্যাচের ওরা চায় গরু, আর স্টেজ ডাকাতরা নিয়েছে সোনা। এই তিনটের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু আকাশের একটা-দুটো তারা দেখে দিক চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওর। দক্ষিণে এগোলে একসময়ে স্টেজ-ট্রেইলে সে নিশ্চয় পৌঁছবে। পোকার গ্যাপের কাছে একটা ছোট্ট গর্তে রাত কাটাবার জন্যে ক্যাম্প করল। আগুন জ্বেলে কিছু খাবার আর কফি তৈরি করে, খেয়ে, আগুন নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

সম্পূর্ণ নীরবতা হঠাৎ রনিকে জাগিয়ে দিল। এমনকি ঝিঁঝি পোকাগুলোও স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাতাস বইছে না। ঝোপের ভিতর কোন জীবজন্তুর নড়াচড়ার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে পুরো এলাকাটাই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ডান হাতে পিস্তলের হাতলটা ধরে টপারের দিকে তাকাল সে। আবছা দেখা যাচ্ছে ওকে। ঘোড়াটা কান খাড়া করে দূরে কোন কিছুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আকাশের দিকে চেয়ে সে বুঝল রাত তিনটে হবে।

পিস্তল বের করে, হাতলটাকে আঁকড়ে ধরে গড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে এল। কিছুই নড়ছে না, রাত স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন কোন ভয়ানক ঘটনার আশঙ্কায়। কোল্টটাকে খাপে ভরে বুট পরার কথা ভাবছে, এই সময়ে দূর থেকে একটা গুড়গুড় আওয়াজ এল। কেউ যেন মাইনে ডাইনামাইট ফাটাচ্ছে। শব্দটা কাছে, আরও কাছে আসছে।

রনির পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। তারপর ধাক্কা দিল। টপার নাক ঝাড়া দিয়ে একটু পিছিয়ে গেল। ওর ডান দিকে শব্দ তুলে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল। তারপর সব চুপ। অস্থির হয়ে উঠেছে টপার। কাছে গিয়ে ঘোড়াটাকে শান্ত কবল রনি। আদর করে কাঁধ চাপড়ে বলল, 'ওটা একটা ভূমিকম্প, বাছা, ভয়ের কিছু নেই, ওটা শেষ হয়েছে। এখন দেখি আমরা আরও দু'ঘণ্টা ঘুমাতে পারি কি না।'

দিনের আলো ফোটার আগেই উঠল রনি। চারপাশ ভাল করে একবার দেখে একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে নিল। জানে সে এখন প্রতিপক্ষের এলাকায় রয়েছে। স্টেজ ডাকাতের গোপন আস্তানা এখানে যেকোন জায়গায় হতে পারে। এখন থেকে ওকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। জিনে চেপে রওনা হলো। যতদূর সম্ভব ওয়াশ বা নিচু জমি দিয়ে চলছে। রিজ বা পাহাড়ের চূড়া এড়িয়ে চলছে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সে। মাটিতে টাটকা ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। পরীক্ষা করে বুঝল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের ছাপ। ওর মধ্যে ছেঁটে সরু করা খুরের ঘোড়াটাও রয়েছে। ওটা স্টেজ ডাকাতির সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল! একেই বলে কপাল! ওটার সাথে বাকি তিনটে ট্র্যাকও সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। কারণ ভবিষ্যতে হয়তো ওই বিশেষ ঘোড়াটা নাও থাকতে পারে।

হ্যাটের তলা দিয়ে পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল রনি। ওর অভ্যস্ত নীল চোখ দুটো মরুভূমি বা রেঞ্জে কোথায় কি দেখতে হবে জানে। এবং যেকোন অস্বাভাবিক কিছু সে মুহূর্তেই চিনতে পারে। দেখা শেষ হলে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল। কিন্তু সরাসরি ট্যাক অনুসরণ না করে মোটামুটি ওই দিকেই এগোল। পথে আরও একবার ওই ট্রেইল পার হলো সে।

ট্রেইলটা পাহাড়ের একটা সরু খাঁজে ঢুকেছে। ওই পথে না এগিয়ে রিজের ধার ধরে বাইরে দিয়ে আধ মাইল গিয়ে সে থামল। জুনিপার গাছের সাথে ঘোড়াটাকে বেঁধে রিজের ওপর উঠল। উপরে উঠে মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে ওপাশে উঁকি দিল।

সরু পাথুরে তলায় একটা ক্ষীণ ট্রেইল দেখতে পেল। ওটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে একটা সরু উপত্যকায় পৌঁছেচে। ওখানে পাথর, মাটি, আর কাঠ দিয়ে তৈরি কয়েকটা অস্থায়ী কেবিন দেখা যাচ্ছে। পোল দিয়ে আটকানো একটা করালে তিনটে ঘোড়া রয়েছে। ওর চোখের সামনেই একটা কেবিন থেকে একজন লোক বেরিয়ে, বালতি থেকে পানি ফেলে খালি বালতি নিয়ে পিছন দিকে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলো। কিছুক্ষণ পরেই ওকে পানি ভরা বালতি নিয়ে কেবিনে ঢুকতে দেখা গেল। ট্রেইলটা কেবিন ছাড়িয়ে এঁকেবেঁকে আরও এগিয়ে গেছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে পশ্চিমে এগোল রনি। কিছুদূর এগিয়ে যেখানে কেবিনগুলো দেখেছে সেটা ছাড়িয়ে আরও দূরে একটা জায়গায় এসে থামল।

রিজ পার হয়ে ট্রেইলে নামল সে। পিছন দিকে কয়েকটা ছাপরা ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু সামনে পাইন আর ফার গাছের ফাঁকে পাহাড়ের গায়ে একটা পাথরের তৈরি কেবিন দেখা যাচ্ছে। ওটা নিশ্চয় পুরানো ইণ্ডিয়ানদের তৈরি–সংস্কার করা হয়েছে। কাছেই একটা করাল, পাঁচটা চমৎকার ঘোড়া রয়েছে ওখানে। ঝর্না বয়ে যাওয়ার শব্দ আসছে ওর কানে। আরও একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। করালে, যেটার নাকের পাশটা সাদা, সেই ঘোড়াটাও আছে–ওটাকে সে স্টেজ হোল্ড আপের সময়ে দেখেছে!

পাঁচ

ডাক বেইলি পাগল হয়ে উঠেছে। প্রায় পুরোপুরি পাগল। হোল্ড আপের তিন দিন আগে থেকে আজ পর্যন্ত সে এখানেই আবদ্ধ আছে। অথচ সঙ্গ ছাড়া সে টিকতে পারে না। কথা বলতে না পারলে ওর পেট ফেঁপে ওঠে।

ট্রেসার মফিট্ অবশ্য ওখানেই আছে, কিন্তু ওকে ভাল সঙ্গী কেউ বলবে না। বেশির ভাগ সময় সে ঘুমিয়েই কাটায়। নিজের শেয়ারের কাজটুকু করতে হচ্ছে বলে গজর-গজর করে, আর বাকি সময় একা বসে পেশেন্স খেলে। ডাক কথা বলতে পছন্দ করে বলেই লোকজন ওকে ওই নাম দিয়েছে। আরেকটা কারণ হচ্ছে ওর নাকটা লম্বা আর ঠোঁটগুলো হাঁসের মত।

আজ সকালে ওর মেজাজ খুব খারাপ। ট্রেসার কোনমতে চারটে খেয়েই আবার শুয়ে পড়েছে। এখন দিব্যি নাক ডাকছে ওর। লারামি আসছে না কেন?

লারামি চমৎকার সঙ্গী। ওর সাথে কথা বলে মজা পাওয়া যায়–সে ভাল ফাইটারও বটে। ফাইটার সম্পর্কে ডাক বেইলির কিছু নিজস্ব মতামত আছে, এবং ওর মতে লারামিই হচ্ছে দলের সবার থেকে টাফ। পিস্তলে ওর দারুণ হাত, রাইফেলও সে ভাল চালায়। একদিন লারামি বস্-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে; ডাক এই ব্যাপারে নিশ্চিত। কিভাবে জেমস হার্ট খুন হয়েছে শুনে লারামি মনে খুব কষ্ট পেয়েছে।

'এটা মোটেও শোভন হয়নি,' বেলকে একা পেয়ে মন্তব্য করেছিল সে। 'হার্ট ভালমানুষ ছিল এবং ভাল একটা ফাইট দিতে চেষ্টা করেছিল। ওভাবে একটা আহত লোককে হত্যা করা কোনমতেই ঠিক হয়নি।'

'বস্ তোমাকে ও'কথা বলতে শুনলে বিপদ আছে,' সাবধান করেছিল ডাক। 'তুমি তো জানো সে কেমন!'

'তা জানি,' একমত হয়েছিল লারামি। ওর চোখের ভাব কঠিন।

মনে মনে ডাক বেইলি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল লারামির কথাই ঠিক। বস্-এর হৃদয় বলতে কিছু নেই। ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুর ভাবে মানুষ খুন করতে তার মোটেও বাধে না। লারামি এখন এখানে থাকলে ভাল হত। সোনা যে এখন আর এখানে নেই এটা ওকে জানাতে চাইছে সে। হয়তো ওগুলো পাচার করার কোন উপায় বের করেছে বস্। যাহোক রাতের বেলা ওগুলো বাসা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বিরক্ত হয়ে ট্রেসারের দিকে তাকাল সে। টাক-মাথা গানম্যান হাত-পা ছড়িয়ে বাঙ্কে শুয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডাকছে। সকালে দু'জনের মধ্যে চিৎকার করে এক দফা ঝগড়া হয়ে গেছে। ট্রেসার ওকে পছন্দ করে না, এবং ট্রেসার অলস। গত চার দিনে সে একবারও বিছানা ঠিক করেনি। ঘর পরিষ্কার করাতেও সে সাহায্য করেনি। ওকে দিয়ে কখনোই বিশেষ কাজ করানো যায় না।

বাইরে বেরিয়ে গুদামের দিকে যাওয়ার সময়ে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ডাক। বস্ বা লারামিকে দেখতে পাবে মনে করে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল সে। ওদের কেউ নয়। সাদা গেল্ডিঙের ওপর বসে আছে একজন অপরিচিত লোক। ঘোড়া থামিয়ে লোকটা হাসল। 'নামটা ঠিকই মেলে। তুমি ডাক বেইলি?'

'হ্যাঁ।' ডাকের হঠাৎ মনে পড়ল ওর গান-বেল্টটা বাঙ্ক-হাউসে চেয়ারের পিছনে ঝুলছে। 'তুমি কে?'

'আমার নাম রেড রিভার রেগান।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রেড। 'সে বলেছিল, সুন্দর গুছানো একটা জায়গা এটা, এবং কথাটা সত্যি। এটা খুঁজে বের করতে আমার বেশ সময় লেগেছে।'

ডাক বেইলি দুশ্চিন্তায় পড়ল। নতুন মানুষ আসার ব্যাপারে কোন কথাই হয়নি, অথচ লোকটা তার নাম জানে। এখানে আসার পথটাও চেনে দেখা যাচ্ছে। কোমরে পিস্তল ঝোলাবার কায়দা দেখে বোঝা যাচ্ছে সে ওগুলোর ব্যবহার জানে। 'তুমি এটা কিভাবে খুঁজে পেলে?' প্রশ্ন করল সে।

'বস্ আমাকে বলেছে।' আবার চারপাশ দেখে নিয়ে আস্তাবলের কাছে কতগুলো গাছের ছায়ায় নিয়ে ঘোড়াটাকে বাঁধল। 'সে বলেছিল এখানে আরও একজন আছে। ট্রেসার কি যেন নাম।'

'ট্রেসার মফিট। ও ঘুমাচ্ছে। সবসময়েই ও কেবল ঘুমায়।' ওর স্বরে প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ পেল।

রনি লোকটাকে ঠিকই যাচাই করতে পেরেছে। একটা হাসি চাপল সে। 'তুমি কি ঘোড়াগুলোকে খাওয়াতে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ। ওটা ট্রেসারের কাজ। কিন্তু ওর মত অলস লোক আমি সারা জীবনে আর দুটো দেখিনি।'

'ফর্ক আছে? আমি সাহায্য করছি। খড় কোথায় আছে দেখিয়ে দাও।'

ডাকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রনির আগেআগে আস্তাবলে ঢুকল সে। পিছন দিকে বড় একটা খড়ের গাদা রয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব ক'টা ঘোড়াকে খড় আর কিছুটা করে কর্ন দেয়ার কাজ শেষ হলো।

ডাকের সন্দেহ পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু রেডের জড়তাহীন সহজ সরল ব্যবহারে সে ধাঁধায় পড়েছে। বস্ না পাঠালে জায়গাটা রেড কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারত না। এটাকে নিজের বাড়ি বলেও মনে করতে পারত না। কথা বলার লোক, আর কাজেও সাহায্য পেয়ে সে খুশি। তাই বেশি প্রশ্নের মধ্যে গেল না। বস্ পাঠায়নি এমন কোন লোক আজ পর্যন্ত এখানে আসেনি। তাছাড়া বস্ না বললে লোকটার ওদের নাম জানার কথা নয়। আজ সকালে উঁচু স্বরে ঝগড়া করার সময়ে যে নামগুলো রনি শুনতে পেয়েছে, এটা সে আঁচ করতে পারল না।

'খেয়েছ?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ডাক। 'রান্না করা কিছু বাড়তি খাবার রয়েছে, যদি চাও খেতে পারো। কফিও আছে।'

'নিশ্চয়!' রনি একটা লম্বা শ্বাস নিল। বুঝতে পারছে ঘরের ভিতর ঢুকলে হঠাৎ বস্–লোকটা যেই হোক–এসে হাজির হলে সে পালাবার সুযোগ পাবে না। অন্য কেউ এসে পড়লেও বিপদ হতে পারে। সে হয়তো ডাক বেইলির চেয়ে চতুর হবে। যা জানার তা তাকে ঝটপট জেনে নিতে হবে। এখানে সে যতক্ষণ থাকবে, প্রতি মিনিটে ওর বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে।

'জায়গাটা সত্যিই দারুণ, তাই না?' ডাক হাসিমুখে ওর দিকে চেয়ে বলল। 'বস্ গোপন আস্তানা একটা খুঁজে বের করেছে বটে! ভেবে অবাক হতে হয় এটার কথা সে জানল কিভাবে। তবে তার ভাবসাব দেখে মনে হয় এই জায়গার কথা সে বহু আগে থেকেই জানত! অনেক আগে থেকে।

'হয়তো আমরাই এটা প্রথম ব্যবহার করছি না। যাহোক, একটা পাসিকে এখানে ঢোকার মুখের বারো ফুট দূর দিয়ে গিয়েও এটা মিস্ করতে দেখেছি।

'এখানে খাবারের ভাল সাপ্লাই রাখা হয়, সাথে বাড়তি ঘোড়া, আর প্রচুর গুলি। একটা আর্মি দল এলেও এটা দখল করতে পারবে না।'

'দেখে মনে হয় না পারবে।' কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রনি। 'তবে এখানে অনেকদিন থাকাটা বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে।' সরল ভাবেই মন্তব্য করল সে–যেন সকালে ওকে গজর-গজর করতে শোনেনি। 'সঙ্গী হিসেবে ওকে আদর্শ বলে মনে হয় না।' ঘুমন্ত আউটলর দিকে সে ইঙ্গিত করল। 'আমি ফ্রেণ্ডলি লোক। কথা বলতে আর শুনতে পছন্দ করি।'

ওর কথায় গলে গেল ডাক। নতুন লোকটা সত্যি আলাপী। ওর মত আরও

কিছু লোককে দলে নেয়া উচিত। লারামি ওদের মধ্যে সবথেকে ভাল। কিন্তু লোকটা সবসময় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়–আস্তানায় খুব কমই থাকে। কেবল ডাককেই সর্বক্ষণ হাইড-আউটে আটকা পড়ে থাকতে হয়। ওর বেশি কথা বলাই যে এর কারণ, এটা সে আজও বোঝেনি। বস্ ওকে অনেক আগেই বিদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু লারামি ওকে পছন্দ করে। তাছাড়া লোকটা ঘোড়ার ভাল যত্ন নিতে পারে। পিস্তলবাজ না হলেও ওর সাহসের অভাব নেই।

'তুমি কোথাকার লোক, রেগান?' প্রশ্ন করে জবাবের অপেক্ষা না রেখেই সে আবার বলল, 'আমি মনট্যানা থেকে এসেছি। কিন্তু অনেকদিন দেশে ফেরা হয়নি। ওয়াইওমিঙের আউলহুটে (Owlhoot–আউটলদের একটা নিরাপদ আস্তানা) ছিলাম কিছুদিন। তারপর নেব্রাসকার ওগালালায় গরু চুরি শুরু করি। একটা শহর বটে! কখনও গেছ ওখানে?'

ওগালালায় তার গত যাত্রায় কি ঘটেছিল মনে পড়তেই সে হাসল। ওর সাথে ডাগ মারফি আর ডেড শট ওয়াইল্‌সও ছিল। স্নান করতে নেমে ওরা সাতার কাটছিল। এই সময়ে তিনজন আউটল ওদের নাগাল পায়। বিনা অস্ত্রে অল্পের জন্যে ওরা বেঁচে যায়। এক সময়ে অ্যাবিলিন আর ডজ সিটি যা ছিল, ওই সময়ে ওগালালাও ছিল ওই রকম।

'হ্যাঁ, গেছি। টেক্সাস থেকে গরুর একটা দলকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছিলাম।'

'ওটা আমি দু'বার করেছি। একবার কোমাঞ্চির একটা দলের সাথে যুদ্ধও করতে হয়েছে। বিশ্বাস করো, ওই ট্রেইলটায় অনেক ঝামেলা। আমার বাবা ছিল টেনেসির লোক। কিন্তু আমি যখন ছোট, তখন সে মিসৌরিতে যায়। বল্ড নবের পাশেই আমরা সেটল্ করি–ওদের নাম তুমি শুনেছ?'

রনির মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়ায় সে আবার বলে চলল, 'ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পশ্চিমে মোষ শিকারে গেলাম। লারামির সাথে আমার পরিচয় হয় টাসকোসায়। একই সাথে আমরা পশ্চিমে গেলাম। এখানে-সেখানে কিছু গরু আর ঘোড়া তুলে নিলাম। কিন্তু জেমস ব্রাদার্সের চিন্তা মাথায় ঘুরঘুর করছে–তুমি তো জানো, ট্রেন ডাকাতি–এইসব। ওতে পয়সা ভালই রোজগার হয়।'

'ওটা চেষ্টা করে দেখিনি,' রনি সত্যি কথাই বলল। 'এখানেও তো ভাল রোজগার হওয়ার কথা। ভাগে কেমন পড়ে?'

ডাকের চেহারা কিছুটা উত্তেজিত হলো। 'ভাগ? কোন ভাগই হয়নি। সব সোনা বস্ নিজেই নিয়ে গেছে! সবই সোনার বার, সহজে পাচার করা অসম্ভব। তবে মনে হয় এগুলো ঝাড়ার একটা উপায় সে বের করেছে।'

ইতস্তত করছে রনি। সে বুঝতে পারছে না আর কত প্রশ্ন ডাক বিনা সন্দেহে সহ্য করবে। শেষে সাবধানে এগোনোর সিদ্ধান্তই নিল। 'হয়তো এমন একটা ব্যবস্থা হতে পারে–যে জানে এটা চুরি করা সোনা, সেও তিরিশ বা চল্লিশ পারসেন্ট কমে পেলে কিনতে রাজি হতে পারে।'

'জানি। বস্‌ও একই কথা বলেছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে সে নতুন একটা লাইন খুঁজে পেয়েছে। মনে হয় শীঘ্রি আমরা কিছু টাকা পাব।

'একটা স্টেজ কাজের ঘটনা ইদানীং শুনলাম। দু'জন লোক মারা পড়েছে।'

'হ্যাঁ।' টোপ গিলল না ডাক সরে গিয়ে অন্য কথায় এল। ওর সন্দেহ না জাগিয়ে ওই কথায় ফিরে যাওয়ার আর সুযোগ রইল না। রনি চুপ করে বসে ওর কথা শুনছে, মাঝেমাঝে দু'একটা মন্তব্যও করছে। একজন ভাল শ্রোতা পেয়ে উৎসাহের সাথে সে কথা বলে চলল।

ট্রেইল ড্রাইভ, গরু চুরি, কঠিন মার্শাল আর শেরিফ–নানান বিষয়ে সে অবিরাম কথা বলে চলেছে। গুপ্ত আস্তানা, অজানা ট্রেইল, যদিও এর বেশির ভাগই সে চেনে, তবু কিছু আছে, যার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু ডাকের ধারণা সে সবই চেনে–আপন মনে কথা বলে চলল সে। রনি অপেক্ষা করছে, কোনমতে সেভেন পাইনসের স্টেজ হোল্ড-আপের দিকে ওর কথার মোড় ঘোরাতে চাইছে।

লারামির প্রতি ডাকের এমন প্রচণ্ড টান, এটা বারবার ঘুরে ফিরে ওর কথায় ফুটে উঠছে। তাই ওই ব্যাপারেই কথা বলতে উৎসাহিত করল ওকে। 'লারামি কি শেষ কাজটায় সাহায্য করেছিল?'

'নিশ্চয়। আমাদের সবথেকে ভাল লোক ওই একটাই আছে। কিন্তু ও ওই খুনের কথা জেনে খুব দুঃখ পেয়েছে।'

'সায়মন?' কিন্তু যা শুনেছি, ওকে ওর সুযোগ দেয়া হয়েছিল।'

না, সায়মন না। হার্ট।

'কিন্তু সায়মনকে ডেকে হত্যা করায় বুকের পাটা দরকার।' এই কথায় রনির দিকে অবাক দৃষ্টিতে চাইল ডাক। পুরো বুঝতে পারছে না সে। 'সায়মন এখানে কি করছিল?' প্রশ্ন করল রনি।

'জানি না, কিন্তু ওকে দেখেই কেন যেন খেপে উঠল বস্। ডাবল ক্রসের ব্যাপারে কি যেন বলল, তারপর ওকে ডেকে একপাশে নিয়ে গেল। গুলি করে মারার উদ্দেশ্যে!'

'সায়মনের মত মানুষকে এভাবে ডেকে নিয়ে হত্যা করা, এটা একটু বেখাপ্পা না? লোকটা নাম করা গানম্যান ছিল। কিন্তু মনে হয় ওকেও সুযোগ দেয়া হয়েছিল।'

'তা ঠিক, মনে হয় এর পিছনে বসের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে এতই ভাল যে ওর চিন্তার কোন কারণ ছিল না।'

'খুব ফাস্ট?'

'আমার বিশ্বাস, হার্ডিনের থেকেও ফাস্ট। ক্লে অ্যালিসন, ব্যাট মাস্টারসন, ওরা কেউ ওর সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। এবং খেপলে, ওর মত নিষ্ঠুর আর কেউ হতে পারে না।' হাই তুলল ডাক। 'লারামির তক্ষণে এসে পৌছবার কথা,' বলল সে, 'ও এসে পৌছলেই বাঁচি। আমার সিগারেটের তামাক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

ডাক বেইলি আরেকটা সিগারেট তৈরি করার ফাঁকে ট্রেসার নড়েচড়ে জেগে ওঠার জোগাড় করল। ওর সম্পর্কে যা শুনেছে, তাতে মনে হয় না ওই লোক ওকে ডাকের মত সহজে মেনে নেবে। এই এলাকায় ঢুকে সে যা জেনেছে, তাতে মনে হয় ট্রেসারও ওই হোল্ড-আপে জড়িত ছিল।

সে যা শুনেছে তাতে বসের সঠিক পরিচয় না পেলেও কিছু লোকের পরিচয়

সে পেয়েছে। কিন্তু ওই বস্‌কে ওর চাই–যে ঠাণ্ডা মাথায় হার্টকে ওভাবে হত্যা করেছে। রনির এখানকার কাজ শেষ হয়েছে; এখন যত জলদি বেরোনো যায় ততই ভাল। কিন্তু হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এখান থেকে চলে গেলে, ডাকের কাছে সেটা অদ্ভুত ঠেকবে। পিস্তলের ব্যবহার না করে এখান থেকে বেরোতে পারলেই সবথেকে ভাল হয়। অবশ্য পরিচয় ফাঁস না করে যদি এখানে থাকা সম্ভব হত, তাহলে বস্–যেই হোক–তার দেখা পাওয়া সম্ভব হত। হার্টের হত্যাকারীকে সে চায়।

'আমার ঘোড়াটাকে একটু পানি খাওয়ানো দরকার,' বলে উঠে বেরিয়ে এল সে। পিছনে চেয়ার ঠেলে সরাবার আওয়াজে বুঝল ডাক চেয়ার ছেড়ে উঠে ওকে লক্ষ করে দেখছে। নির্বিকার ভাবে সে খোলা জায়গা দিয়ে এগিয়ে ঘোড়াটার পাশে হাজির হলো। ওকে দেখে ঘোড়াটা খুশির একটা ব্রেসা ধ্বনি করল। সে যদি পিস্তল ব্যবহার না করে এখান থেকে বেরোতে পারে, সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে। ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াবার জন্যে নিয়ে গেল সে। লক্ষ করল, পিছন থেকে ডাক ওর ওপর নজর রেখেছে। ঘোড়াটা নাক ডুবিয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি খেলো। রনি পাশেই একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসল। কেবিনের দরজা থেকে ওকে দেখা যাচ্ছে না। হ্যাটটা খুলে পোস্টের ওপর এমন ভাবে বসাল, যে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে সে'ই ওখানে বসে আছে। হামাগুড়ি দিয়ে করাল পার হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর হালকা পায়ে কেবিনের পিছনে এসে দাঁড়াল।

ওর ধারণা ডাক এখন ট্রেসারকে জাগাবে। ওর ধারণা যে ঠিক তা একটু পরেই বোঝা গেল। একটা বিরক্ত স্বর খেঁকিয়ে উঠল। 'কি হয়েছে? আমাকে খামোকা কেন ওঠালে?'

'আমাদের এখানে একজন নতুন মানুষ কাজে এসেছে।'

ট্রেসার যে চমকে বিছানায় উঠে বসেছে সেটা ওর খাটটা ককিয়ে উঠতে শুনেই বোঝা গেল। 'কি বললে?'

'একটা নতুন মানুষ। ঘণ্টা দেড়েক আগে এখানে এসেছে। ওর নাম রেড রিভার রেগান। চেনো?'

'মনে হয় না। কোথায় সে?'

'ঘোড়াকে পানি খাওয়াচ্ছে। লম্বায় আমার সমানই হবে, কিন্তু আমার চেয়ে একটু ভারি। বলল, বস্ ওকে পাঠিয়েছে। সোজা ঢুকে এসেছে–মনে হলো কোথায় আছে সে জানে। আমার নাম সে ঠিকই বলল, তোমারটাও।'

'নতুন মানুষ নেয়ার কোন কথাই হয়নি। আমাদের যথেষ্ট লোক আছে।'

'ওটা বস্‌কে বোলো।' ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিল ডাক। 'লোকটা সত্যিই ভাল মনে হয় টেক্সাসের লোক।'

'বসের আরও লোক কিসের দরকার? এমনিতেই ভাগে টাকা কম পড়বে। লারামি, হেনরি, তুমি, আমি আর বস্–যথেষ্ট। এই লোকের এখানে নাক গলানো আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'ওকে কঠিন লোক বলেই মনে হয়।'

'আমার গান-বেল্টটা কই? ওকে আমি দেখতে চাই।'

দ্রুত ছুটে ফিরে হ্যাটটা মাথায় পরে ঘোড়াটাকে আবার গাছের নিচে নিয়ে গেল রনি।

ট্রেসার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে–ওর বিশাল দেহ দরজাটা প্রায় ভরে ফেলেছে। ওর পরনে ময়লা শার্ট আর তালি দেয়া জিনস। ওর বুট গোড়ালির দিকে অনেকটা ক্ষয়ে নিচু হয়ে এসেছে। ওর পিস্তলটা একটু নিচুতে উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা। দাড়ি কামায়নি, চুল উষ্কখুষ্ক, শক্ত লোকটার চোখে বিদ্বেষ। ধীর পায়ে সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এসে সে চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই, শোনো!'

রনি ওকে উপেক্ষা করল। আরও কয়েক পা ত্রগিয়ে এল সে। 'অ্যাই! আমি যখন কথা বলি, জবাব আশা করি!'

টপারের লাগামটা ছেড়ে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ড্যাশার। ওর নীল চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে। কারও থেকে এমন ব্যবহার সে সহ্য করতে রাজি নয়। ট্রেসার যদি ঝামেলা চায় তবে সে উচিত জবাবই পাবে। 'আমার সাথে ভাল ভাবে কথা বললে আমি জবাব দিই। নইলে আমার ইচ্ছা হলে জবাব দেব।'

খেপল ট্রেসার। 'কঠিন লোক, হ্যাঁহ্? তোমাকে কে এখানে পাঠিয়েছে?'

'বস্ পাঠিয়েছে।'

'কে পাঠিয়েছে? কোন বস্?'

বিপদের আশঙ্কায় রনির পেশীগুলো শক্ত হলো। 'আমি নাম বলব না। মানা আছে।'

আঘাতটা ঠিক জায়গাতেই পড়েছে বোঝা গেল, কারণ ইতস্তত করছে ট্রেসার। তারপর বলল, 'ওর চেহারার বর্ণনা দাও।'

'কোন বর্ণনা আমি দেব না!' সরাসরি জবাব দিল রনি। 'আমি জানি না তুমি কে। ডাক কে তাও আমি জানি না, তবে আমাকে যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তার সাথে ওর সবই মেলে। ওকে সহজেই চেনা যায়।'

এই লোকটাকে যদি বস্ পাঠিয়ে থাকে, তবে ঝামেলা করতে চায় না ট্রেসার। ইতস্তত করছে সে। কিন্তু লোকটা যদি স্পাই হয়? ফিনলে হার্ট শহরে এসেছে, এটা সে জানে। ফিনলের কথা শুনে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওর মুখোমুখি হতে চায় না। এই লোকটাই ফিনলে হতে পারে।

'তোমার ভাবনার কিছু নেই!' শক্ত স্বরে জবাব দিল ট্রেসার। 'আমি এখানকারই মানুষ! তুমিও কি তাই?'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল রনি। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ট্রেসার। মুহূর্তের জন্যে গুলি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর–কিন্তু মনটা যেন কেমন দুর্বল হয়ে এল–মনে হলো এই লোকের বিরুদ্ধে পিস্তলের খেলায় নামলে তাকে মরতে হবে। কিন্তু ভয় ওর ধাতে সয় না। ভয় কাটিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। কঠিন লোক বলে ওর অহঙ্কার আছে। কেবল বসের কাছেই সে একটু নিচু হয়ে থাকে। এমনকি লারামিও ওকে ঘাঁটাতে চায় না। এড়িয়ে যায়। জানে লোকটা সহজেই খেপে ওঠে। অযথা হত্যা লারামির নীতি-বিরুদ্ধ।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ইতস্তত করছে রনি। বোকা নয় সে। জানে সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। দলের লোকজন ফিরবে। ওদের কেউ হয়তো ওকে সেভেন

পাইনসের শহরে দেখে থাকতে পারে। তাছাড়া ওরা সবাই আসবে সরাসরি বস্-এর কাছ থেকে। সুতরাং ওরা জানবে নতুন কাউকে নিয়োগ করা হয়নি।

ট্রেসার সন্দিগ্ধ ভাবে ওকে লক্ষ করছে। মনে মনে নিজেকে দুষছে রনি। এই লোকটা জেগে ওঠার আগেই তার সরে পড়া উচিত ছিল। ধীরে ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে সরতে শুরু করল। একটা সংঘর্ষ ছাড়া এখান থেকে বেরোনো যাবে না বুঝে মনে একটা জ্বালা বোধ করছে রনি। সাধারণত সহজে রাগে না সে। কিন্তু এখন ওর ভিতরটাও খেপে উঠছে।

দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসার। রনিকে সরাসরি কেবিনের দিকে আসতে দেখে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে। ভিতরে ঢুকে রনি কফি পটটা পরিষ্কার করে আগুনে চাপাল।

'কফি আমি সব সময়েই পছন্দ করি,' অনিশ্চিতভাবে মন্তব্য করল ডাক।

ট্রেসার কিছুই বলল না, দরজা ছেড়ে ভিতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল সে। চেয়ারটা ঘুরিয়ে রনির মুখোমুখি করে নিল।

টপারের কথা ভাবছে রনি। পিঠে চড়লে ওই ঢাল বেয়ে উঠতে পারবে না ও। কিন্তু অন্য কোন পথে গেলে প্রহরীর গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ট্রেইল ধরে এগোনোও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ওদিক থেকে কেউ এসে পড়তে পারে। তখন গোলাগুলি ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। হয় মারতে হবে, নইলে মরতে হবে।

'তোমরা কেউ পোকার খেলো?'

'হ্যাঁ, খেলি। ড্র পোকার আমার খুব পছন্দ। ট্রেসারও খেলে।'

'তবে'—ট্রেসার খোঁচা দেয়ার সুযোগটা ছাড়ল না—'আমি কার সাথে খেলব, এতে আমার বাছ-বিচার আছে!'

রনি নীরবে, ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। কফি পটটা হাতে তুলে নিয়েছিল সে, ওটা এখন নামিয়ে রাখল। 'মনে হচ্ছে তুমি গায়ে-পড়ে ঝামেলা করতে চাইছ, বন্ধু? আমি কিন্তু ঝামেলা চাচ্ছি না। বস্ যখন আমাকে এই আউটফিটের কথা বলেছিল তখন ভাল লোকজনের কথাই বলেছিল। তোমার মত বিষাক্ত মানুষের কথা সে বলেনি। আমি যদি থাকি, তাহলে তোমাকে আমার নিশ্চয় মেরে ফেলতে হবে!'

ট্রেসারের ঠোঁট চিকন হলো। 'আমাকে মারবে?' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে। 'তুমি নিশ্চয় নিজেকে একজন বড় গানম্যান মনে করো।'

'বোঝার একটাই উপায় আছে,' বলল রনি। 'তুমি যে কোন সময়ে চেষ্টা করে দেখতে পারো।' ঠাণ্ডা নীল চোখের লোকটা ট্রেসারকে পাল্টা হুমকি দিল। 'মরতে চাইলে কেউ তোমাকে ঠেকাবে না!'

ট্রেসারের আঙুলগুলো ওর পিস্তলের বাঁটের ওপর ছটফট করছে। চোখ দুটো সচেতন। তবু রেড রিভার রেগানের নীল চোখের দিকে চেয়ে ওর ভিতরটা কেমন যেন কুঁকড়ে এল। একটা মাছি উড়ে গিয়ে ওর নাকের ওপর বসল। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। 'আমি কে তুমি জানো?'

'তাতে কিছু আসে যায় না। মরা মানুষের পরিচয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'কী, এত বড় কথা?'

মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনা। খাপ থেকে পিস্তল বের করার আগেই দুটো গুলি বিঁধল ট্রেসারের বুকে। প্রায় একই জায়গায়, বুকের বাম দিকে–এক ইঞ্চি ব্যবধানে।

চিত হয়ে পড়ল সে, মৃত।

একবার বেইলির দিকে চাইল সে। লোকটা দ্রুত এগিয়ে সঙ্গীকে পরীক্ষা করে দেখল। সন্দেহ নেই সে মৃত। অথচ এদিককার সবথেকে নামজাদা গানম্যান ছিল সে। নবাগত লোকটা ওকে এভাবে সুযোগ দিয়ে···ভাবতে পারছে না ডাক। চোখের সামনে এভাবে ট্রেসার···অবশ্য ট্রেসারেরই দোষ, সে'ই আগে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। সবটাই সে নিজে দেখেছে। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ও পিস্তলের বাঁটে হাত দেয়ার আগে পিস্তল তোলেনি রেগান। তাই সে কিছুই বলল না। বলার উপায়ও নেই–কারণ সবটাই সে দেখেছে। লড়াই ট্রেসারই প্রথম শুরু করেছে। এটা ওরই দোষ।

রেড রিভার রেগান নীল চোখে ওদিকে চাইল। 'ওকে সুযোগ আমি দিয়েছিলাম। নিজের মৃত্যু সে নিজেই ডেকে এনেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ডাক। 'ও–ও সবসময়েই ছিল ঝগড়াটে। সবটাই আমি দেখেছি। তোমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না।'

এবার যাবার একটা ভাল সুযোগ দেখে তা ছাড়ল না রনি। 'মনে হয়,' বলল সে, 'এখন আমার বসের সাথে দেখা করে ওকে সব কথা জানানো দরকার। এটা সে পছন্দ করবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ডাক। 'হ্যাঁ। তোমার ওর সাথে দেখা করা দরকার। তবে সে খুব বিরক্ত হবে বলে মনে হয় না। তুমি আছ, ওর চেয়ে অনেক ভাল পিস্তলবাজ তুমি। অনেক ফাস্ট।'

পিস্তলে দুটো গুলি ভরে নিল রনি, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ঘোড়ায় চড়ে যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকেই রওনা হলো রনি। ডাক বেরিয়ে ওকে উল্টো পথে যেতে দেখে খুব অবাক হলো। কিন্তু রনি সোজা পথে বেরোতে চায় না, কারও সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে–তাহলে ঝামেলা হবে। ঝামেলা নিজে ডেকে আনতে চায় না সে। ওটা যদি সেধে ওর কাছে আসে, সে তার ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে রিজ পার হলো সে। কারণ ওকে পিঠে নিয়ে ওই ঢালু রিজ পার হতে পারত না টপার। ওপারে পৌঁছে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো রনি।

সেভেন পাইনস আজকে জম-জমাট। কারণ আজ সবাই বেতন পেয়েছে। রনিকে নিয়ে ক্লান্ত গেল্ডিঙটা সেভেন পাইনসে ঢুকল।

আস্তাবলে পৌঁছে ঘোড়াটাকে রাখল সে। আস্তাবলরক্ষীই ওটার যত্ন নেবে। সেলুনগুলো ভর্তি। সবাই আনন্দ করছে–পে ডে। পিয়ানো বাজছে। সেইসাথে বাইরে কিছু মাতালও ওই সুরে বেসুরো গলায় গান গাইছে। পিয়ানো আর

চিৎকারের আওয়াজ শহরটাকে যেন মাতিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে পিস্তলের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে–কিন্তু সেটা কাউকে মারার জন্যে নয়–স্ফূর্তিতে। অ্যাডাম বারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা সতর্ক চোখে সে সব খেয়াল করে দেখছে।

ওরা হৈচৈ করে বটে। কিন্তু ক্যাশ টাকা দিয়ে মদ কিনে খায়।

একটা চতুর কল্পনা এটা। একটা ভুয়ো ক্লেইমে কিছু সোনা ছড়িয়ে রেখে–হ্যাঁ, এতে অন্য সোনাগুলো পাচার করা সহজ হবে। ওগুলো নিজের মাইন থেকে এসেছে বলে দাবি করা যাবে।

সোনা সোনাই। খনি থেকে একবার বেরিয়ে এলে, কোন খনি থেকে এল, এটা বোঝার কারও উপায় নেই।

একটা লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। শান্ত ঠাণ্ডা চোখ। ওর পরনে মাইনারের পোশাক। কিন্তু দুটো গান ঝুলছে ওর দু'পাশে। ভুরু কুঁচকাল অ্যাডাম। লোকটা নতুন–তারপর সে চিনতে পারল।

লোকটা ফিনলে হার্ট।

জেমস অনেক কথাই বলেছে ওর ভাই ফিনলের সম্পর্কে। পিস্তলে জেমস্-এর হাত ভাল ছিল, একথা সবাই জানে। কিন্তু সে সবসময়েই বড়াই করত যে তার ভাইয়ের হাত আরও ভাল। এই ছিপছিপে লোকটার দিকে এক নজর দেখলেই বোঝা যায় এই লোকের একটা লক্ষ্য আছে। সেটা থেকে ওকে কেউ নড়াতে পারবে না।

বারের মাথায় নিজের আসন পেরিয়ে ঘুরে এগিয়ে এল অ্যাডাম। 'সেভেন পাইনস-এ ওয়েলকাম!' স্বাগত জানাল অ্যাডাম। 'স্ট্রেঞ্জার, তাই না?'

'না।' স্বরটা নিচু আর ঠাণ্ডা।

'সরি,' সহজ স্বরে বলল অ্যাডাম। 'তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি আমি। তোমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব।

চারপাশে একবার চেয়ে দেখল লোকটা। তারপর অ্যাডামের চোখে চোখ রাখল। 'রনি ড্যাশারকে কোথায় পাওয়া যাবে?' প্রশ্ন করল ফিনলে।

জয় হয়েছে–একটা পুলক অনুভব করল অ্যাডাম। 'ড্যাশার?' ভুরু উঁচাল সে। 'মানে যে লোকটা ডাকাতির পরে দেখা দিয়েছিল? ও তো রকিঙ কে-তে গানম্যানের কাজ নিয়েছে।'

'আজ রাতে সে কি শহরে এসেছে?'

'হয়তো। আমার সাথে ওর দেখা হয়নি।' সাবধানে কথা বলছে অ্যাডাম। 'আমার নাম অ্যাডাম। আমি এই সেলুনের মালিক।'

লোকটার মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। 'আমার নাম হার্ট,' তরুণ লোকটা বলল। 'আমার একটা ভাই এখানে থাকত।'

'জেমস। ওকে আমি ভালভাবেই চিনতাম। চমৎকার মানুষ!'

দীর্ঘ এক মিনিট অ্যাডামের দিকে চেয়ে থাকল হার্ট। 'তোমার সম্পর্কে সে ওই কথা বলেনি।'

অ্যাডাম ওর কথায় খুব ক্ষুব্ধ হলো। ফিনলের ব্যবহারে সে অত্যন্ত বিরক্ত

বোধ করছে। হাজার হলেও সে এই শহরের মেয়র। এই লোকটা তাকে এভাবে অগ্রাহ্য করছে, এটা ওর সইছে না। জেমসের কাউকে তোয়াক্কা না করে চলাফেরা করা। এটাও ওর খুব অপছন্দ ছিল। ওর ভাইও ওর চেয়ে কিছু কম যায় না–বরং একটু বেশিই। দু'জন একই রকম।

'খুব খারাপ কথা!' ফেটে পড়ল অ্যাডাম। 'আমাকে অপছন্দ করার ওর কোন কারণ দেখি না। আর ও কে, যে আমার মত মানুষকে বিচার করবে?' অ্যাডাম মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না। সে নিজেই সবার বড়। মেয়র।

'ওহ্, ওসব কথা ভুলে যাও।' বিষয়টা যে কেমন বিচ্ছিরি আকার নিয়েছে, এটার সে প্রতিবাদ করল না। ওর একটাই প্রশ্ন–'ড্যাশার কই?'

'জানি না। হয়তো শহরেই আছে। আসলে কি যে ঘটেছে সেটা কেউ জানে না। ড্যাশার আসার পরে আমরা কোন গুলির শব্দ শুনিনি।'

'তাহলে বলতে চাও, ড্যাশারই মেরেছে ওকে?'

'না, তা বলছি না, তবে ঘটনা যেন একটু কেমন। বলা যায় না, হয়তো রনিও জেমসকে মেরে থাকতে পারে।'

'ঠিক আছে, ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি।' অ্যাডাম বুঝতে পারছে এটাই জেমসের ভাই ফিনলে হার্ট। ও যে পিস্তলবাজিতে দক্ষ এটা সবাই জানে। ওদের মধ্যে একটা গান-ফাইট হোক এটাই সে চাইছে। 'আমি ওকে চাই। ও কি শহরে আছে?'

'হয়তো, জানি না আমি।' জবাব দিল সে। আসলেই সে জানে না, ও শহরে আছে কিনা।

'আমার ওর সাথে দেখা করা দরকার।'

'তোমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না।' অ্যাডামের স্বরটা সন্তুষ্টিতে একটু কঠিন শোনাল। 'আর, সায়মন, কোন গান-ফাইটারের হাতে মারা পড়েছে। ও নিজেও ভাল গানম্যান ছিল। কিন্তু যে ওকে মেরেছে সে আরও ভাল। ওকে যথাযথ সুযোগ খুনী দিয়েছিল।'

'তাই?' গ্লাসটা বারের ওপর রাখল হার্ট। 'আমি ভাবছি,' শান্তস্বরে সে বলল, 'রনি ড্যাশারের সাথে আমার কিছু কথা হওয়া দরকার।'

'তোমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না।' অ্যাডামের গলার স্বর একটা বিকৃত আনন্দে ফ্যাঁসফ্যাসে শোনাল। 'ওই যে, দরজায় ওকে দেখা যাচ্ছে!'

ফিনলে হার্ট ঘুরে ট্রেইলের সবথেকে নামকরা পিস্তলবাজের মুখোমুখি হলো। লোকটা ওয়াইল্ড বিল হিককের মতই নামকরা ফাইটার। বারে বসা লোকজনের মাথার উপর দিয়ে ওর দিকে তাকাল হার্ট। সতর্ক নীল চোখ, কঠিন চোয়াল, সুদর্শন লোকটা কালো চওড়া হ্যাটের তলা দিয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে। উরুর সাথে বাঁধা দুটো সাদা হাতলের পিস্তল ওর দু'পাশে ঝুলছে। লোকটা ওই সময়ের একজন ভয়ঙ্কর আর সম্মানিত মানুষ।

বার থেকে কিছুটা দরজার দিকে এগিয়ে পরিষ্কার গলায় সে বলল, 'ড্যাশার, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

কিছুক্ষণ লম্বা গড়নের যুবকটাকে দেখল রনি, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চয়! তুমি কি এখানেই কথা বলতে চাও, নাকি আর কোথাও যেতে চাও?'

হার্ট এগিয়ে গেল স্থির দৃষ্টির নীল চোখের লোকটার দিকে। লোকটা ভয়ানক, কিন্তু উগ্র নয়। হার্ট বুঝল, ঝামেলা হলে রনি তা সামলাবে, কিন্তু গায়ে পড়ে লাগতে যাবে না। 'যেকোনখানে,' বলল হার্ট 'শুনলাম তুমিই আমার ভাইয়ের সাথে শেষ কথা বলেছ।'

'ঠিকই শুনেছ।' লোকটা কে তা বুঝতে পারছে রনি। কিন্তু রটনা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারছে, ওর সাথে তার বিরোধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। 'ও খুব খারাপ ভাবে আহত হয়েছিল, কিন্তু আমি যখন ওর জন্যে ডাক্তারের খোঁজে আসি তখন সে বেঁচেই ছিল। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ ওকে গুলি করে হত্যা করেছে।'

শহরে ওই ঘটনার অন্তত ছয়-সাত রকম বিভিন্ন বর্ণনা চালু আছে। একটার সাথে আরেকটার কোন মিল নেই। ড্যাশারকে অভিযুক্ত করার সব রকম চেষ্টাই চলছে। ওর মৃত ভাইয়ের সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য ব্যাপারটা সহজ করে দিল। 'এটা, ও বেঁচে না থাকলে, আমি বানিয়ে বলতে যাব না।'

ওর মন্তব্যটার মধ্যে নির্ভেজাল সত্যের একটা গন্ধ রয়েছে। কয়েকজন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। কিন্তু অ্যাডাম, ঘটনা ও মত এগোল না দেখে অস্থির বোধ করছে। ওরা দু'জন একটা টেবিলে গিয়ে বসল কথা বলছে কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছে না অ্যাডাম। ড্যাশার আর হার্টের সাক্ষাতে সে যা ঘটবে আশা করেছিল তার কিছুই ঘটল না। এই সময়ে ডাক বেইলি বারে ঢুকল।

অ্যাডামই ওকে প্রথম খেয়াল করেছে–ওর ভুরু একটু কুঁচকাল। রনিও ওকে লক্ষ করল। এবং সাথেসাথেই সাবধান হলো।

আউটল লোকটা সোজা বারে গিয়ে একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। ওর চোখ দুটো বারের চারপাশে একবার ঘুরে এল। কিন্তু কাউকে ইশারা দিল বলে মনে হলো না। সে রনিকে চিনতে পারলেও তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। হার্ট খেয়াল করেছে কিনা জানে না রনি।

'আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি, আমি ওদের গোপন আস্তানাও খুঁজে বের করেছি। আমি ওদের ট্র্যাকও দেখেছি।'

কোন লোকেশন না দিয়ে, গত দু'দিনের ঘটনা সে ফিনলেকে বলল। ওর কথা শুনে যেটুকু সন্দেহ ছিল ওর মনে, সেটাও দূর হয়ে গেল। হার্ট ওর সরাসরি বক্তব্য পছন্দ করেছে। কঠিন লোক সে। ওর ভাইকে যে মেরেছে সে এ নয়। এই ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

সকাল হওয়ার আগেই সেভেন পাইনসের লিভারি আস্তাবলের খড়ের বিছানা ছেড়ে রকিঙ কে-এর দিকে রওনা হলো রনি। টপার সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দ্রুত ছুটল। নাস্তা খাওয়ার সময় মতই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেল সে। দেখল শর্টি মাইক ওর

আগেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেছে। করালে কাজ করছে সে। শর্টি আড়চোখে ওর দিকে চাইল। 'তুমি যখন বলেছিলে এখানে অনেক কাজ আছে–ঠাট্টা করোনি, বুঝতে পারছি। অ্যান্টিলোপের পুবে অনেক গরু ক্যানিয়নের ভিতরে আছে।'

'চোখ দুটো খোলা রেখো,' পরামর্শ দিল রনি। 'তুমি হ্যারি আর কিডের সাথে কাজ করবে। কোন ঝামেলা শুরু করতে যেয়ো না। কিন্তু কারও দুর্ব্যবহারও সহ্য করতে বলছি না। থ্রী এইচের কোন গরু দেখলে ওদের পুব দিকে তাড়িয়ে দিও।'

হেনরি বাঙ্ক-হাউস থেকে বেরিয়ে এল। ওর চাল-চলন একটু উদ্ধত, খেয়াল করল রনি। অল্পক্ষণ ওকে লক্ষ করে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। রজার কাজের মানুষ, কিন্তু হেনরির সাথে ওর মোটেই বনে না। রজারকে সে খেয়াল করেছে–কিন্তু হেনরির থেকে দূরে থাকলেই সে ভাল কাজ করে। 'রজার তুমি আজ টেরির সাথে কাজ করবে। গরুগুলোকে তাড়িয়ে ম্যাণ্ডালে স্প্রিংসের কাছে জড়ো কোরো। তোমরা যারা খড়ের গাদা নিয়ে কাজ করছ, তোমাদেরও ওই একই কাজ।'

'আর আমি?' হেনরি জানতে চাইল।

'তুমি আমার সাথে যাবে। আমরা রোউজ বাডের দিকে যাব।'

ওর চেহারায় কিছু চকচক করে উঠল। 'কিন্তু আমি তো রজারের সাথেই কাজ করি। আমরা দু'জনে চমৎকার আছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আজকে তুমি আমার সাথে যাবে। আমরা রোউজ বাডের দিকে যাব। তুমি আর আমি একসাথেই যাব। রোউজ বাড, র‍্যাবিটহোল, আর শুগারলোফের কাছে মরুভূমিটাও একটু দেখে আসব।'

কার্প ওকে সাবধান করেছে যে রোজে বাডের কাছেই কোথাও ওকে অ্যামবুশ করে হত্যা করার চেষ্টা করা হবে। এটা খুবই সম্ভব যে হেনরি নিজেই এর সাথে জড়িত আছে। কিন্তু লোকটা যদি তার সাথেই থাকে তবে তার পক্ষে হত্যাকারীদের গোপনে খবর দেয়াটা সম্ভব হবে না। সেই সাথে ওই বিশাল লোকটা সম্পর্কে, আর অচেনা এলাকা সম্পর্কেও তার জ্ঞান বাড়বে।

পুবের আকাশে রিজের মাথায় সূর্যটা মাত্র উঁকি দিয়েছে, এই সময়েই ওরা রওনা হয়ে গেল। হেনরিকে কিছুটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে–কোন কথাই বলছে না সে। ওর পাশাপাশি রোউজ বাড ক্যানিয়নের দিকে এগোচ্ছে রনি।

'গরু চুরি,' হঠাৎ বলে উঠল রনি, 'ওটা এই এলাকার জন্যে শেষ। এক মাসের মধ্যেই আমরা ওটার শেষ দেখে ছাড়ব এই দলটা খুব অসাবধান হয়ে উঠছে। স্টেজ ডাকাতদের থেকেও ওরা খারাপ।'

'এখন পর্যন্ত ওদের কেউ কিছু করতে পারেনি,' মন্তব্য করল হেনরি। ওর মুখের ভাবে কৌতুক।

'এখনও পারেনি, এটা ঠিক,' স্বীকার করল রনি। 'কিন্তু ওদের গোপন আস্তানা এখন আর ওদের কোন কাজে আসবে না।'

'কোন আস্তানা?' অবাক হয়েছে হেনরি। 'আর ওটা কেন কাজে আসবে না?'

'গতকাল আমি ওখানে গেছিলাম।' যেন কোন গুরুত্বই নেই এভাবে কথাটা বলল সে। 'ওখানে দু'জনের সাথে দেখা হলো। একজন ডাক বেইলি, অন্যজন ট্রেসার। লারামি ওখানে ছিল না।

হেনরি যে অবাক হয়েছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। 'তার মানে তুমি ওদের গোপন আস্তানা খুঁজে পেয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রনি। ইচ্ছে করে খুব সাধারণ ভাবেই কথাটা বলল সে। 'ওখানে ডাক আর ট্রেসার ছিল।'

'বেইলিকে চিনি না। কিন্তু ট্রেসারকে চিনি। খুব সাংঘাতিক লোক।'

'হ্যাঁ, কঠিন লোকই ছিল সে।' স্বীকার করল ড্যাশার। 'খুব খারাপ লোক। কিন্তু সে এখন কবরে।'

'কি বললে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে। 'ট্রেজার মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, সে নিজেকে যতটা ফাস্ট মনে করেছিল, তা সে ছিল না। তাই মারা পড়েছে।'

এই ব্যাপারে কিছুই সে শোনেনি। কর্ন প্যাচের পোকার খেলার কথা সে শুনেছে। কিন্তু ট্রেসারের মত ফাস্ট গানকে হারানো–এটা একটা অচিন্তনীয় ঘটনা।

এদেশে ঢোকার পথে এদেশের সবথেকে ফাস্ট পিস্তলবাজকে ড্যাশার প্রায় ঠেকিয়ে দিয়েছিল। লঙ হিউবার্টও শক্ত মানুষ–কিন্তু এর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। এই লোকই স্বেচ্ছায় কর্ন প্যাচের মত জায়গায় গিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে সে নিশ্চয় ডাকাতদের গোপন আস্তানায় গিয়েছিল। এবং ট্রেসারের মত লোককে হত্যা করে বেরিয়ে এসেছে।

একটু অস্বস্তিভরেই নিজের অবস্থাটা বিচার করে দেখল সে। বছরখানেক ধরে গরু চোরদের সাথে সহযোগিতা করে লাভের অংশ নিয়েছে হেনরি। কিন্তু আজ সত্যিই সে ভয় পেয়েছে। রনি কি ওর সম্পর্কে জানে? এত কিছু সে এই অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে জানল? এবং রোউজ বাডে যাবার সঙ্গী হিসেবে তাকেই কেন সে বেছে নিল? ও কি সবই জানে?

হয়তো ড্যাশার তাকে মারার প্লট সম্পর্কেও জানে। তাই ইচ্ছে করেই ওকে সাথে নিয়ে রোউজ বাডের দিকে যাচ্ছে–হয়তো ওকেই কোন ফাঁদে ফেলার মতলব আছে ওর। কাপুরুষ নয় হেনরি। কিন্তু তবু কেন যেন ওর ভয় করছে। লোকটা কি ওকে কোন ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় আছে? অজ্ঞ মানুষের সন্দেহ অনেক বিচিত্র দিকেই যায়। রনি কি, আর কতটা জানে, তা হেনরি আঁচ করতে পারছে না। এই লোকটা আসার পর থেকে যা ঘটেছে, আর ওর সম্পর্কে যা শুনেছে, তাতে সে ঘামতে শুরু করল।

তাছাড়া রোউজ বাডের দিকে যাওয়ায় সে নার্ভাস বোধ করছে। সে ওদের খবরটা না দিতে পারলে ফাঁদটা কার্যকর হবে না। কিন্তু পোকার হ্যারিস ওর ওপর প্রচণ্ড খেপেছে, কারণ ওর কাছে তার দারুণ হার হয়েছে। নিজেকে হেনরি প্রচণ্ড শক্ত লোক মনে করে। কিন্তু একে সে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে। ভীষণ ভয়। তার জীবন নাশেরও সম্ভাবনা রয়েছে। যে ট্রেসারের মত ফাস্ট লোককে যে শেষ করতে পারে সে অনেক কিছুই করতে পারে। ঘামছে সে।

এই লোকের সাথে রোউজ বাডে যেতেও ওর ভয় করছে। সন্দেহ নেই লোকটা ভয়ানক। ওর ভয় হচ্ছে কেউ হয়তো পাহাড়ের মাথা থেকে ওদের লক্ষ করছে। যে কোন সময়ে গোলাগুলি আরম্ভ হতে পারে। রনিকে মারতে গিয়ে যদি

হেনরিও মরে, তাতে বিলের ঘুম নষ্ট হবে না।

বিশাল লোকটার শঙ্কা ক্রমাগত কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার কারণ আঁচ করতে রনির মোটেও অসুবিধা হচ্ছে না। ওর চোখ দুটো এখন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে। মাটিতে কোন ট্র্যাকই দেখা যাচ্ছে না। তবে যে কোন গুপ্তঘাতক অবশ্যই চক্রাকারে ঘুরে সুবিধা মত জায়গায় লুকিয়ে অবস্থান নেবে।

'জানো,' হঠাৎ বলে উঠল ড্যাশার, 'কেউ যদি একটা মানুষকে অ্যামবুশ করে মারতে চায়, তবে সামনের ড্রটাই হবে উৎকৃষ্ট জায়গা।'

চমকে উঠল হেনরি। ওর মুখটা ফেকাসে হয়ে গেছে। রনির চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না। কাঁধ উঁচাল সে। 'হতে পারে। কিন্তু এখানে কেউ কাউকে মারতে আসবে কেন?'

'খবর পেয়েছি আমি, এখানে কিছু লোক আছে যারা আমাদের মারতে চায়।'

'আমাদের?' আবার নতুন করে চমকাল হেনরি।

'হ্যাঁ, রাসলাররা রকিঙ কে-এর সব গরুই চায়। আমরা বিরোধিতা করাতেই পারছে না। ওরা তাই সব ফাইটিঙ হ্যাণ্ডকেই শেষ করতে চায়। তার মধ্যে তুমি আর আমিও পড়ি।

'স্বভাবতই আমাকে ওরা চায়। আর ওরা ভাবছে তুমি এই এলাকা এত ভাল করে চেনো যে তুমি হয়তো আমাকে বলে দিতে পারো গরুগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু ইউনিয়নভিলের মাইনে যায়, কিছু যায় সেভেন পাইনসে। তবে একটা বিরাট অংশ অন্যখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার বিশ্বাস ওগুলো উত্তরে আর পশ্চিমে যায়।'

কথাটা যে কতটা সত্যি এটা হেনরির চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। সে নিজেই ওই ড্রাইভে কয়েকবার সাহায্য করেছে। কিন্তু ড্যাশার এটা কেমন করে বুঝল? সরাসরি প্রশ্নই করে বসল সে।

'সহজ। এখানকার পুবে কি? ওয়াইওমিঙ আর ইউটাহ। ওদের কি গরুর কোন দরকার আছে? ওদের প্রচুর আছে। বাকি রইল কি? অরিগন, ক্যালিফোর্নিয়া, এবং হয়তো পশ্চিম মনট্যানার মাইন। পুবে অল্পই দাম পাওয়া যাবে। কিন্তু উত্তরে বা পশ্চিমে দেড় থেকে দুইগুণ দাম মিলবে।'

'কিন্তু গরু নেবে কোন পথে?'

'জেসি অ্যাপলগেটের নাম কখনও শুনেছ? কিংবা লাসেন? ওদের একটা জায়গা আছে উত্তর-পশ্চিমে। কয়েকটা খারাপ প্যাচও আছে, কিন্তু শুনেছি হাই রক ক্যানিয়নে প্রচুর ঘাস আর পানি আছে। রাসলাররা অনায়াসেই ওই পথে গরু পাচার করতে পারবে।'

ক্যানিয়নের সরু গিরিপথটার দিকে চেয়ে একটা ময়লা রুমাল বের করে ভুরুর ঘাম মুছল হেনরি। ওরা যদি আজই অ্যামবুশ করার পরিকল্পনা নিয়ে থাকে, তবে সামনের গিরিসঙ্কটের মাথা থেকেই গুলি আসবে। ঘোড়ার পিঠে সে ওর ভিতরেই ঢুকতে যাচ্ছে। ড্যাশার ঠিক কথাই বলেছে বলে মনে হচ্ছে–এই এলাকা থেকে রাসলিঙ সে বন্ধ করেই ছাড়বে। রকিঙ কে-এর এই সেগুন্দো যদি এত ভালভাবে সব কিছু আঁচ করতে পারে, তবে ঝুঁকি নেয়াটা তার কোন মতেই সঙ্গত

হবে না।

ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে হেনরি। অস্বস্তিভরে আড়চোখে একবার রনির দিকে তাকাল সে। কিন্তু ওস্তাদ পিস্তলবাজ লোকটা শান্তভাবেই সামনে এগিয়ে চলেছে। ওর জন্যে সামনে কি অপেক্ষা করছে, সেটা যদি আঁচ করেও থাকে, ওর চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

কয়েকবার গরুকে ঘাস খেতে দেখে, যেখানে গরু জড়ো করা হবে, সেদিকে তাড়িয়ে দিল ওরা।

এবং তারপর গিরিসঙ্কটে মুখের কাছে পৌঁছে, হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একটা ক্ষীণ ট্রেইল ধরে সোজা উত্তর দিকে রওনা হলো রনি।

ওর এই কাজে হেনরি নিশ্চিন্ত হওয়ার চেয়ে দুশ্চিন্তাতেই পড়ল বেশি। সে নিজেও এই ট্রেইল সম্পর্কে কিছু জানে না, অথচ ড্যাশার কিভাবে এর অস্তিত্ব জানল? আসলে কয়েক মাইল দূর থেকেই একটা সবুজ এলাকা রনির চোখে পড়েছে। পানির এমন সুন্দর একটা উৎসে পৌঁছার একটা ট্রেইল থাকতেই হবে, এটা সে পুরানো অভিজ্ঞতা থেকে জানে।

আরও অনেক গরু ওদের চোখে পড়ল। ওরা দু'জনে কঠিন পরিশ্রম করল। হেনরি রাসলার হলেও, অনেক রাসলারের মত সে ভাল কাউহ্যাণ্ডও বটে। দুই ঘণ্টার মধ্যেই ওরা দুশোর বেশি গরু ম্যাণ্ডালে ট্রিপ্রিংসের দিকে পাঠাল।

এর মাঝেও রনি সতর্ক নজর রেখেছে কিন্তু আশপাশে কোন রাইডারের চিহ্ন সে দেখতে পেল না।

মনে হচ্ছে ওই ট্রেইলটা একজন লোকেরই তৈরি। ওর খোঁজেই রওনা হবে ড্যাশার। হেনরিকে গরু তাড়িয়ে নেয়ার কাজে রেখে, সে ট্রেইল ধরে এগোল।

ঘোড়ার পিঠে চলার সময়েই সে লক্ষ করেছে বেশিরভাগ গরুই রকিঙ কে র‍্যাঞ্চের। তবে থ্রী এইচ র‍্যাঞ্চেরও কিছু গরু এত ভিতরে চরছে। ওদের সাথে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। বুড়ো কেসি মারা যাওয়ার পর থেকেই কঠিন লোকের অভাবে রকিঙ কে র‍্যাঞ্চ দুর্বল হয়ে পড়েছে। বুড়ো ছিল বাঘ। আর ছেলেটা হচ্ছে ভেড়া। কোন সাহস নেই। শক্ত নয় সে।

চলার পথে বারবার উত্তর-পশ্চিমের দিকে দেখছে রনি। ওখানেই একক রাইডারের ট্রেইলটা হারিয়ে গেছে। ওদিকে মরুভূমি। কিন্তু ওদিকেই কোথাও আছে হাই রক ক্যানিয়ন, যেখানে ভাল ঘাস আর পানি আছে। কয়েকটা ছোট লেকও আছে ওখানে। এটা পার হওয়া কঠিন কাজ নয়। যে জানে কোথায় পানি আছে, সে সহজেই পার হতে পারবে। কিন্তু যে জানে না, সে পানির থেকে দশ গজ দূরেও তৃষ্ণায় মারা যেতে পারে। কারণ ওগুলো পাহাড়ের ভাঁজে এমন সব জায়গায় আছে যে আগে থেকে না জানলে খুঁজে বের করা অসম্ভব।

এদিকে লোকের অভাবে রকিঙ কে-এর লোক নজর রাখতে পারে না। এখান থেকে যে অল্পদিন আগেই গরু চুরি করা হয়েছে তার চিহ্ন সে সব জায়গাতেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

ছোটছোট পাহাড় পার হয়ে চলেছে ও। সামনে ঘোড়ার গাড়িতে একটা লোককে যেতে দেখল। সাবধানে এগিয়ে নড় করল রনি।

'হাওডি!' খুশি মনেই লোকটা বলল। 'অনেক দিন হলো এদিকে কোন মানুষের দেখা পাইনি।'

'তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?'

'ওই রকগুলোর দিকে। ওই পাহাড়ে অনেক সোনা আছে। কেবল খুঁজে বের করাটাই সমস্যা। ওর খোঁজেই আমি যাচ্ছি।'

'এখানে কতদিন আছ?'

'তিরিশ বছর। পাহাড়ের প্রতিটা ইঞ্চি আমি চিনি, কিন্তু কোন সোনা এখনও পাইনি।'

'নিশ্চয় এলাকাটা বুনো ছিল তখন। অনেক আউটল।'

'বুনো ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিছু খারাপ লোকও ছিল। পুবের দিকে দেখাল সে। আমি বুড়ো কেসিকে ওদিক দিয়ে রাসলারদের তাড়িয়ে নিয়ে মারতে দেখেছি।'

'তুমি দেখেছ? কিন্তু ড্যাকোটা জ্যাক তো খুব শক্ত মানুষ ছিল।'

'তুমি যদি নিজের চোখে দেখতে–দুটোই ছিল শক্ত দল। কিন্তু রাসলারের দলকে ওরা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল। শক্ত লোক ছিল বুড়ো কেসি। ড্যাকোটা জ্যাক মরেনি, প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছিল ভাস্কো গ্রেহাম আর তার দল নিয়ে। কিন্তু বুড়ো গুলি করে ঘোড়ার থেকে ভাস্কোকে ফেলে দিল। সবই আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভাস্কোর ঘোড়া গুলি খাওয়ায় সে পড়ে গেল। ড্যাকোটা জ্যাক ওর জন্যে ফিরে এল। গুলি করে ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে, ওর ঘোড়া নিয়েই পালাল ভাস্কো।'

ড্যাকোটা জ্যাক ওকে সাহায্য করতে ফিরে আসছিল?'

'হ্যাঁ। এমন ঘটনা আমি আর দুটো দেখিনি। আমার বিশ্বাস সে বুঝেছিল এক ঘোড়ার পিঠে দু'জনে চাপলে বুড়ো কেসির ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে ওরা পারবে না তাই এমন জঘন্য একটা কাজ করল।'

'এটা হজম করা কঠিন···সত্যিই খুব শক্ত।' মন্তব্য করল রনি।

'তা ঠিক। কিন্তু ওটা ছিল ভাস্কো। প্রায়ই ভাবি লোকটার পরে কি হলো। এই এলাকার প্রতিটা ইঞ্চি লোকটার মুখস্থ ছিল। পিস্তলেও ওর হাত ছিল খুব চালু। এবং এর ব্যবহারে সে মোটেও দ্বিধা করত না।'

'হ্যাঁ, ওর কথা আমি শুনেছি,' মন্তব্য করল রনি। 'মনট্যানায় একজন শেরিফকেও সে হত্যা করেছে।'

ব্যাঞ্চে ফিরতে ওর বেশ রাত হলো। চীনা রাঁধুনী ওকে রান্নাঘরের দিকে আসতে দেখে বিরক্ত হয়ে তাকাল। 'সাপার, সে ঠাণ্ডা,' অসন্তোষভরে সে বলল। 'সময় মত কেন আসোনি?'

'ব্যস্ত, চায়না,' হেসে জবাব দিল রনি। 'একটু কফি দিলেই চলবে বাকিটা ভুলে যাও।'

'কিছু ভুলব না,' জবাব দিল রাঁধুনী। 'তুমি কাজ করো, তোমাকে খেতে হবে।'

দরজা খুলে গেল। চোখ তুলে তাকিয়ে লিসাকে দেখতে পেল রনি। 'ওহ,

তুমি?' মনে হলো নিরাশ হয়েছে মেয়েটা। 'শুনলাম তুমি বেশ ব্যস্ত ছিলে।' ওর স্বরটা ঠাণ্ডা। 'ঝামেলা পাকানোটা তোমার স্বভাব।'

'কেউ-কেউ করে,' স্বীকার করল রনি। 'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এর পক্ষপাতি নই।'

'একজন লোক যে দাবি করে ঝামেলা অপছন্দ করে তার পক্ষে সর্বক্ষণ বিপদের মাঝখানে কাটানোটা মানায় না!' ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল মেয়েটা। 'আমি জেনেছি কর্ন প্যাচে গিয়ে তুমি গোলমাল বাধিয়ে এসেছ!'

মুহূর্তে সতর্ক হলো রনি। 'আমি আবার ওখানে কি করলাম? আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।'

'একটা মানুষকে মেরেছ। ট্রেসারকে তুমি খুন করেছ!'

পুরো এক মিনিট লিসার দিকে তাকিয়ে থাকল রনি। হেনরি ছাড়া আর কাউকে সে কথাটা জানায়নি। এবং লোকটা রাত করেই ফিরেছে। সুতরাং কথাটা লিসা ওর কাছ থেকে শোনেনি। তাছাড়া ঘটনাটা ঘটেছে ওদের গোপন আড্ডায়। কেবল বেইলি ছিল তার একমাত্র সাক্ষী। মেয়েটাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইল সে।

'তুমি এটা শুনেছ? কি জানো তুমি? এর থেকেই বোঝা যায় লোকজন যে বিষয়ে কিছুই জানে না সেই সম্পর্কেও কথা বলে!'

'এটা আমি নিশ্চিতভাবে জানি!' প্রতিবাদ করল লিসা। 'তুমি ওর সাথে একটা ঝগড়া বাধিয়ে ওকে মেরেছ।'

'শহরের সবাই বুঝি এই কথাই বলছে?'

'আমি শহরে যাইনি। কিন্তু ওরা সবাই কথাটা অবশ্যই শুনবে। এবং ওরা সবাই বলবে আমরা একজন খুনীকে ভাড়া করেছি!'

'হতে পারে।' নিজের কাপে আবার কফি ঢেলে নিল সে। 'কিন্তু আমি তো শুনলাম জেরি.সমার্সকে তোমার ভাই কাজে নিক, এটাই তুমি চেয়েছিলে। সে কি খুনী নয়?'

রাগে ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'সে তা নয়!' প্রতিবাদ করল সে। 'মানুষকে গুলি করেছে সে, কিন্তু সে একজন–' ইতস্তত করছে লিসা। কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারল সে যা বলছে সেটা কতটা অবাস্তব। নিজের মনেই ওকে স্বীকার করতে হলো অনেক মানুষ হত্যা করেছে সমার্স। তার মধ্যে কিছু প্রায় বিনা কারণে। এটা নিয়ে ওকে অনেকবার দোষারোপও করেছে লিসা। কিন্তু ওর মুখের ওপরই হেসেছে জেরি।

'যাহোক,' বলল সে, 'যদি সে তা করেও সেটা প্রশ্রয়ের যোগ্য কোন কাজ হলো না। অযথা হত্যা আমি মোটেও দেখতে পারি না।'

'আমিও না,' শান্ত স্বরে রনি বলল, 'কিন্তু তাই বলে ভাল লোকের অস্ত্র ছেড়ে দেয়ার কোন অর্থ হয় না, যখন অন্যেরা তা করছে না। শান্তির কথা দুই পক্ষ থেকেই আসতে হবে।'

'তোমার বাবা সুন্দর একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছিল। এখানে শান্তিও সে রক্ষা করেছে, মাঝেমাঝে কঠিন হাতে, কিন্তু সে তা রক্ষা করেছে। মানুষ শান্তিতে বাস

করেছে।

'তোমার ভাইয়ের অনুভূতিও তোমারই মত। সেও হত্যার বিরোধী, কিন্তু তাতে কি ঘটছে? আর সবাই কি সে ভাল বোলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসছে? তার বদলে ওকে নরম পেয়ে র‍্যাঞ্চটাকে লুটেপুটে খাচ্ছে। এখন তোমার ভাই আমাকে কাজে নিয়েছে, এক মাসের মধ্যেই যে এখানে আবার শান্তি ফিরে আসবে, তার নি য়তা আমি দিতে পারি।'

আবার খাওয়ার দিকে মন দিল রনি। লিসা চিন্তামগ্ন ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। জেরির বদলে তার ভাই ড্যাশারকে কাজে নেয়ায় সে খাপ্পা হলেও এই নীল চোখের গানম্যানকে ওর পছন্দই হচ্ছে। নিশ্চয়তা নিয়ে লোকটার ওপর নির্ভর করা যায়।

'তুমি জেরিকে পছন্দ করো না, তাই না?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

ইতস্তত করল ড্যাশার। জানে ওই বিষয়ে লিসার সাথে আলাপ করা বিপজ্জনক ব্যাপার। 'লিসা,' ধীরে আরম্ভ করল সে, 'ওকে আমি চিনি না। কিন্তু ওর সম্পর্কে যা শুনেছি তা আমার মনকে নাড়া দিতে পারেনি। হয়তো আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে। অনেকবারই তা আমি করেছি। তোমার নিজেরই অনেক বুদ্ধি আছে। তুমি তো ওকে চেনো। ও কেমন, আর তোমার বিচারে মানুষের কেমন হওয়া উচিত, সেটা তুমি নিজেই সৎভাবে বিচার করে দেখো।'

উঠে দাঁড়াল লিসা। 'মনে হচ্ছে আমিই তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।'

দরজা দিয়ে বেরোবার সময়ে একটু ইতস্তত করল রনি। 'হ্যাঁ, ভাল কথা, সন্ধ্যায় তুমি হেনরিকে ফিরতে দেখেছ?'

'না তো?' জবাব দিল লিসা, 'ওর সাথে গত দু'দিনে আমার একবারও দেখা হয়নি। ও কি কোথাও গেছে?'

'না, ঠিক মত ফিরল কিনা জানতে চাচ্ছিলাম।' বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ির ওপর একটা সিগারেট তৈরি করার জন্যে থামল সে। তাহলে ট্রেসার মফিটকে হত্যার কথা হেনরি মেয়েটাকে বলেনি। তাহলে কে ওকে খবরটা দিল। আর ঘটনা কর্ন প্যাচে ঘটেছে, এটাই বা কেন বলেছে?

boighar

হেনরি জেগেই তার বাঙ্কে শুয়ে আছে–ভাবছে। আজকের দিনটা ওর ব্যস্ততা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। সন্দেহ আর চিন্তা ওর মাথায় ভিড় করে আছে

ড্যাশার কতটা জানে? স্টেজ ডাকাতদের গোপন আস্তানাই বা সে কিভাবে চিনল? রাসলাররা অবশ্য অন্য দলটার সম্পর্কে জানে। কিন্তু ওরা কে বা কারা তা কেউ জানে না। জানলে, কেবল বিল ওয়াটসন জানতে পারে।

হেনরি হঠাৎ টের পেল সে ভয় পেয়েছে- দারুণ ভয়। মৃত্যুকে সে আগে কখনও ভয় করেনি। গুলি খেয়ে মৃত্যু, স্ট্যামপিড, বা খ্যাপা ষাঁড় কিছুই সে কেয়ার করেনি। ওর কেবল একটাই ভয়, সেটা ফাঁসির দড়ি। সারা জীবন সে কাউহ্যাণ্ড হিসেবেই কাজ করেছে। ওর ভাল করেই জানা আছে রাসলিঙ করে ধরা পড়লে ফাঁসি অনিবার্য। রনি ড্যাশার আসার পর থেকেই তার ভয়টা দ্বিগুন

হয়েছে। হেনরির দেশ ছাড়ার সময় হয়েছে। কাউকে কিছু না জানিয়ে সে সরে পড়বে। হেনরি সিদ্ধান্ত নিল, সকালেই চুপিচুপি অরিগনের পথে রওনা হবে

সাত

চলিত প্রথা অনুযায়ী বেন কেসি আর ড্যাশার গরু জড়ো করার ব্যবস্থা নিয়েছে, সেটা পুরোপুরি একটা স্থানীয় ব্যাপার। রকিঙ কৈ-এর যেসব গরু-বাছুর ব্র্যাণ্ড করা হয়নি সেগুলোকে ব্র্যাণ্ড করা আর স্টকের সংখ্যা গুণে দেখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে ঘাস খেতেখেতে অন্য র‍্যাঞ্চের কিছু গরুও এই দলের সাথে যোগ দেয়াই স্বাভাবিক বলে, প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চগুলোকেও ব্র্যাণ্ডিঙ দেখার জন্যে লোক পাঠাতে বলা হয়েছে। ওদের র‍্যাঞ্চের গরুগুলোকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়ার কারণেই এই ব্যবস্থা।

গত সপ্তাহের পুরোটাই ওরা র‍্যাঞ্চের দূর সীমানা থেকে গরু তাড়িয়ে আনার কাজে ব্যস্ত ছিল। লোকবলের অভাবে, একেকবারে গরুর ছোটছোট দলকে সামলাচ্ছে ওরা। কাজের চাপে হেনরি আর সরে পড়ার সুযোগ পায়নি।

ড্যাশার আজ তার প্রিয় গেল্ডিঙ টপারের পিঠেই আরোহী হয়েছে। টেরি, হ্যারি, কিড লেকার, রজার, শর্টি মনট্যানা, হেনরি–সবাই কাজে ব্যস্ত। ভালই এগোচ্ছে কাজ।

চাক ওয়্যাগনের পাশ থেকে জনি হিউবার্ট বিরক্ত চোখে সব খেয়াল করছে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না ওর কি করা উচিত। সিলভার হিউবার্টের মনে কোন সন্দেহ নেই। সে লড়তে চায়, এবং সেজন্যে সে তৈরি। লঙ হিউবার্ট কাজে সাহায্য করছে। থ্রী এইচের কিছু গরু পাওয়া গেছে, একটা জেএ কানেকটের এবং একটা বার এল ইউ র‍্যাঞ্চের।

রনি কঠিন পরিশ্রম করছে, নিজের অংশের পরেও আরও করছে। দিনের তাপমাত্রা বেড়ে উঠেছে। বেন কেসি চিন্তাযুক্ত ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, পেনসিলটা চোখা করে নিয়ে, হিসাবের খাতার পাতা উল্টাল।

চাক ওয়্যাগন থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে হ্যাট থেকে ধুলো ঝেড়ে রনি চিৎকার করল, 'সবাই চলো, খাবার তৈরি।'

ঝট করে লাগাম টেনে পিছনের দুই পায়ের ওপর বে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হ্যারির সাথে পাল্লা দিয়ে চাক ওয়্যাগনের দিকে ছুটল কিড লেকার। ওদের পিছনেই টেরি। হেনরি এতক্ষণ আগুনের পাশে ব্র্যাণ্ডিঙ করছিল। আগুনের তাপে ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়িয়ে রনির দিকে চেয়ে সে হাসল

'কাজ ভালই এগোচ্ছে,' বলল হেনরি। 'কিন্তু অপেক্ষা করো, শুগারলোফের ল্যাণ্ডিনো গরুগুলোকে কাবু করা যে কি কঠিন তা বুঝবে।'

'খারাপ?'

'প্রত্যেকটাই প্রিকলি পেয়ার খায়। একেবারে বুনো। ওরা হাঁটুতে ভর দিয়ে

ঝোপের ভিতর ঘুরে বেড়ায়! সত্যি! মাসখানেক আগে আমি একটাকে দেখেছি, ওর হাঁটুতে একটা লোমও নেই, আর ওর নাকমুখ পেয়ারের কাঁটায় বোঝাই!'

'বয়স্কগুলো অনেক স্মার্ট,' রনি সায় দিল। 'কাঁটার খোঁচা না খেয়েই ওরা বেশিরভাগ প্রিকলি পেয়ার খেতে পারে। টেক্সাসের বিগ বেণ্ডে আমি দেখেছি। মাসের পর মাস ওরা কোন ওয়াটার হোলের কাছে না গিয়েও থাকতে পারে। পেয়ারের পানিই ওদের জন্যে যথেষ্ট।'

'ওটা ল্যাসের কাজ,' একমত হলো জনি হিউবার্ট। 'ওদের দল বেঁধে বের করা অসম্ভব। দড়ি দিয়ে একটা একটা করে টেনে বের করতে হয়।'

'রাতের বেলা দড়ি ছুঁড়ে কখনও গরু ধরেছ?' টেরি প্রশ্ন করল। 'ওটা একটা ভয়ঙ্কর কাজ! টেক্সাসে আমি তা করেছি। বুনো বিশাল মসি-হর্নস। রাতের বেলা জঙ্গলের গভীর থেকে বেরিয়ে ওয়াটার হোলের দিকে যায়। চুপিসারে ওদের পিছু নিয়ে বিকট চিৎকার দিয়ে চার্জ করে ওদের ভিতর ছুটে যেতাম!

'অন্ধকারে কেউ ভাল দেখতে পেতাম না। সামনে কালো যা কিছু দেখা যায় সেটাই হয়তো গরু হতে পারে আমি শুনেছি একবার এক মেক্সিকান একটা ভালুককেই গরু মনে করে দড়ি ছুঁড়ে আটকে ফেলেছিল।'

'অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না,' মন্তব্য করল হেনরি। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় ভ্যাকেরোরা (কাউবয়) নিছক আনন্দের খাতিরেই সেটা করত। মাঝেমাঝে বিশাল লঙহর্ন ষাঁড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়েও মজা দেখত।'

'বাজে কথা,' প্রতিবাদ করল লঙ হিউবার্ট। 'গ্রিজলির বিরুদ্ধে ষাঁড় কিছুই করতে পারবে না!'

'সেটা তোমার কথা,' কিড লেকার আপত্তি জানাল। 'একবার আমি একটা বিরাট লঙহর্নকে ঝোপের ভিতর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। একটা চোখ নেই, ক্ষতবিক্ষত দেহ, কিন্তু সে নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে ছিল কিছু খোঁজাখুঁজির পর দেখলাম একটা গ্রিজলি মরে পড়ে আছে। বিশাল আকার।

'সপ্তাহখানেক পরে আমি আবার ওদিকে গেছিলাম, দেখলাম ওই লঙহর্ন খ্যাপার মত ঘুরছে। মনে হলো সে আরেকটা গ্রিজলি শিকার করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে।'

লঙ একদৃষ্টে কিড লেকারের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল 'যত সব আষাঢ়ে গল্প,' বলে, অবজ্ঞা প্রকাশ করল সে। 'এমন গল্প কেবল কচি ছেলেরাই বড়দের আসরে বলতে পারে!'

সহসা সবাই নীরব হলো। রনির চোখ বিশাল জনি হিউবার্টের ওপর। লোকটা সতর্ক চোখে মাথা তুলে দেখছে। ম্যাজিকের মতই সবাই ছড়িয়ে পড়ল। কেবল রান্নার আগুনটার পাশে কিড লেকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে লঙ। হিউবার্টকে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে, চেহারায় হেলার ভাব।

লেকারের গড়ন পাতলা, এবং সে কম কথার মানুষ মাথায় সরু প্রান্তের হ্যাটটা পুরানো আর তোবড়ানো। মুখে দাড়ি নেই বটে, কিন্তু ওর চোখ দুটোয় অভিজ্ঞতার ছাপ। হঠাৎ রনি উপলব্ধি করল লঙ বোকামি করতে যাচ্ছে।

'আমার বিশ্বাস,' ধীর স্বরে বলল কিড, 'আমার ট্র্যাকও তোমার মতই বড়,

লঙ। তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চাইলে, বলতে পারো–কিন্তু তা বলতে হবে পিস্তল ড্র করে!'

অবাক হয়েছে লঙ এবং ভীষণ খেপেছে! 'পুঁচকে ছেলের সাহস।' দ্রুত ওর হাত পিস্তলের বাঁটের দিকে নামল। মুহূর্তে কিড লেকার বাম হাতে ড্র করে ওর মাথা ফুটো করে দিল।

লঙ হিউবার্ট আধ-পা এগিয়ে মুখ থুবড়ে আগুনের পাশে পড়ল। ওর মাথা আর ঘাড়ের পিছন দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

কিছুক্ষণের জন্যে সবাই স্তব্ধ। তারপর সিলভার হিউবার্ট আগুনের চক্রটার পাশে এসে দাঁড়াল। ওর চেহারা নিষ্ঠুর আর কঠিন। 'হতচ্ছাড়া, ডেঁপো ছোকরা! তুই আমার ভাইকে মেরে ফেলেছিস!'

কিড তার খোলা পিস্তলটা স্থির হাতে ধরে আছে। ওর স্বরটা ঠাণ্ডা। 'সে নিজেই তার মৃত্যু ডেকে এনেছে,' শান্ত স্বরে সে বলল। 'ওর বড়াই-এর মুখটা একটু বড়ই ছিল, এটা সবাই জানে। আমাকে হারাতে পারবে মনে না করলে লড়তে আসত না। হত্যা করাটা আমার স্বভাব নয়,' সে আরও বলল, 'হিউবার্টদের বিরুদ্ধে আমার কোন বিরোধ নেই–তোমরা পাহাড়ের ওপাশে থাকলেই হলো। ওখানে যদি ওর বদলে আজ আমি পড়ে থাকতাম, তাহলে কি তুমি এত হৈচৈ করতে? মনে হয় না!'

'কিড ঠিকই বলেছে,' শান্ত স্বরে বলল বেন। 'লঙই এটা শুরু করেছিল, কিন্তু সে স্লো বলে হেরে গেছে।'

'হয়তো পরেরবার যখন দেখা হবে!' চিৎকার করে বলল সিলভার। 'আমি এতটা স্লো হব না!'

'হয়তো।' লেকারের চেহারা একটু ফেকাসে, কিন্তু শান্ত। 'আমি ঝগড়া বা লড়াই চাচ্ছি না। তোমার যেমন খুশি তাই হবে।' ঠাণ্ডা ভাবে পিস্তল খাপে ভরে পিছন ফিরল কিড। ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে নিজের কাপে কফি ভরার আগে সিলভার বা জনির দিকে ফিরল না। মৃত লোকটার দিকে একবারও তাকাল না।

রনি সহজ ভঙ্গীতে আগুনের পাশে এসে দাঁড়াল। 'আমাদের অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। আমরা লড়াই করলে কোন কাজই এগোবে না।

'আমরা সবাই দেখেছি কি ঘটেছে। লঙ তোমার ভাই ছিল এবং তোমার একটু উত্তেজিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা ভুলে যাওয়াটাই এখন সব থেকে ভাল।'

'আমরা কিছুই ভুলব না!' গর্জে উঠল সিলভার।

'তাহলে মনে রেখো ওই ছেলেটা রকিঙ কে-এর রাইডার!' বব কেসি কথা বলল ওর স্বরে হঠাৎ কঠিন চ্যালেঞ্জের সুর বেজে উঠল। 'মনে রেখো হিউবার্ট! তোমরাই এর শুরু করেছ। আমি বেঁচে থাকতে রকিঙ কে-এর কোন রাইডারের কেউ ক্ষতি করবে, এমন লোকের জন্মই হয়নি। তোমরা যদি ফাইটই চাও, এখন বা যেকোন সময়ে শুরু করতে পারো।'

রনির দেহ বেয়ে উত্তেজনার ছোট একটা ঢেউ খেলে গেল। ওখানকার সবার চেহারায় দারুণ একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখল সে। অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল, বব কেসির মত ঠাণ্ডা লোক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে কিছুতেই নামবে না।

কিন্তু ওর আজকের এই শক্ত চেহারা আগে কেউ কখনও দেখেনি। হিউবার্টরা যে এটা আশা করেনি এ'সম্পর্কে রনি নিশ্চিত। রকিঙ কে-এর কিছু লোকও এতে অবাক হয়েছে। এখন বব নিজেকে স্পষ্টই ব্যক্ত করেছে। জনি হিউবার্ট সবথেকে অবাক হয়েছে। ভুরু কুঁচকে তরুণ র‍্যাঞ্চারের দিকে অস্বস্তিভরে তাকাল সে।

'এখনই আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি, রেঞ্জ-ওয়ার শুরু হলে আমরা শেষ ডলার আর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব।' সে একটু থামল। 'চলো আবার আমরা কাজে নামি।'

কফির কাপ নামিয়ে রেখে কিডের পাশে এসে থামল টেরি। 'আজ বিকেলে আমি তোমার সাথে রাইড করব, লেকার।'

'তোমাদের দু'জনের কাউকে আজ রাইডিঙে যেতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল ড্যাশার। 'তোমরা হেনরি আর রজারের কাজটা করবে। কিড ব্র্যাণ্ডিঙ করবে, আর আগুন জিইয়ে রাখবে।'

এতক্ষণ জনি হিউবার্ট একটা কথাও বলেনি। কেবল একবার ভাইয়ের মৃতদেহটার দিকে তাকাল, ঠাণ্ডা চোখে যাচাই করল। কিডকে পাত্তাও দিল না। ওকে মনেমনে আগেই জরিপ করেছে। ওর ওপর জীবন নাশের হামলা আসতে পারে বুঝেই যে ওকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না ড্যাশার, সেটা বুঝতে এক সেকেণ্ড দেরি করেনি। পরিস্থিতির টেনশন এখনও কমেনি।

'তোমাদের রাউণ্ডআপ আমরা শেষ করে দেব, বাছারা। কিন্তু কোন ঝামেলা নয়। আমরা কোন বিপদ চাই না!'

ওরা তাজা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রনিকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে বব এগিয়ে এল। 'রনি, তোমার কি মনে হয় ওরা সরে থাকবে? নাকি ঝামেলা করার ফন্দি আঁটছে?'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে আমাদের কপালে লড়াই করাই আছে,' জবাব দিল রনি। 'তবে আমার বিশ্বাস রাউণ্ডআপ ওরা শেষ করবে–কিন্তু পরে ঝামেলা করবে।'

প্রায় এক ঘণ্টা পর হেনরি ছয়টা গরু তাড়িয়ে নিয়ে হাজির হলো 'ওই হিউবার্টদের আমার মোটেও বিশ্বাস হয় না,' হঠাৎ মন্তব্য করল সে। 'ওরা ঝগড়াটে পরিবার থেকে এসেছে। কিড না মরা পর্যন্ত ওরা এখন শান্ত হবে না। সাথে আমাদেরও অনেককেই শেষ করবে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে রনি ওর দিকে তাকাল। 'তুমি "আমাদের" বললে, হেনরি। তার মানে তুমি থাকছ?'

হেনরির চেহারাটা সামান্য লাল হলো। 'তোমার কি করে ধারণা হলো আমি চলে যাচ্ছি?'

'আঁচ করেছিলাম। গতরাতে তোমাকে খুব অস্থির আর চঞ্চল দেখলাম। তুমি যদি থাকো, আমি খুব খুশি হব।'

একটু থমকাল হেনরি। কিছুক্ষণ রনির দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, 'কিন্তু আমি রাসলারদের সাথে কাজ করেছি।'

'তা আমি জানি। অনেক ভাল লোকই সময় কালে কিছু গরু চুরি করে। কিন্তু

সঙ্কটের মুহূর্তে সে কোন পক্ষ নেয়, তাতেই মানুষ চেনা যায়। শোনো, হেনরি। এই রেঞ্জের ওপর অনেক আক্রমণ আসবে। লড়াই হবে–আমি হিসেবে যদি খুব ভুল না করে থাকি, রকিঙ কে-কে একাই ওদের মোকাবিলা করতে হবে।'

'আমারও তাই ধারণা। তাহলে আমি থাকতে পারি?'

হাসল ড্যাশার। 'নিশ্চয়! তবে তুমি যে পরিমাণ খাও, তাতে আমাদের প্রতিদিন একটা করে আস্ত গরু লাগবে!'

প্রাণ খুলে হাসল হেনরি। 'আমার চিরকালই একটু বেশি খাওয়ার অভ্যাস।' এক টুকরো তামাক দাঁত দিয়ে কেটে নিল সে। 'রনি, রজার আমার সাথে এর মধ্যে ছিল না। সে জানত আমি কিছু কিছু গরু সরাই, কিন্তু সে এতে কোন অংশই নেয়নি। কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।'

'ধন্যবাদ।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওয়াশ ধরে রওনা হলো ড্যাশার। 'খাবার টেবিলে দেখা হবে।'

জনি হিউবার্ট তৃতীয় দিন শহরে পৌঁছল। সতর্ক চিন্তা-ভাবনা করেই সে এসেছে। ওর প্ল্যানের কথা সে কাউকে জানায়নি। এমনকি সিলভারকেও না। এক নজর দেখেই বুঝল যার খোঁজে সে এসেছে, সে নেভাডা সেলুনে নেই। রেড রয়েছে। অ্যাডামের গানম্যান বারে হেলান দিয়ে সতর্ক চোখে হিউবার্টকে লক্ষ করছে। ওর চাহনিটা খেয়াল করেছে জনি। লোকটাকে সে মোটেও পছন্দ করে না। তবু শেষে ওর দিকেই এগোল।

'ডাকি বা জেরিকে শহরে দেখেছ?' প্রশ্ন করল জনি।

একটু ইতস্তত করল রেড, দ্রুত চিন্তা চলেছে ওর মাথায়। তারপর সে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, একটু আগেই মলির ওখানে ঢুকেছে ওরা। ওদের বেরোতে দেখিনি।'

সেলুন থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল জনি। ঝট করে ঘুরে পিছনের অফিসের দরজায় দুটো হালকা টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রেড।

'বস্,' উত্তেজিত স্বরে বলল সে, 'জনি হিউবার্ট শহরে এসেছে। ডাকি আর জেরি সমার্সের খোঁজ করছিল সে।'

সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়াল অ্যাডাম। ওর চোখ দুটো বিজয় উল্লাসে ঠাণ্ডা আর কুৎসিত হয়ে উঠেছে। 'হতে পারে,' মন্তব্য করল সে। 'জেরি সমার্স, তাই না? রনি ড্যাশারের বিরুদ্ধে জেরি! ওটা একটা দেখার মত দৃশ্যই হবে।'

'শুধু তাই না,' শব্দ করে হাসল রেড। 'ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে ব্যস্ত থাকবে। দুটো রেঞ্জেই অনেক ভাল স্টক আছে।'

'ঠিক তাই।' দাঁত দিয়ে অ্যাডাম চুরুটের গোড়া কাটল। 'ঘোড়া নিয়ে ওদিকে যাও, হেনরির দেখা না পাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থেকো। ওকে বলো, সে যেন আমার সাথে দেখা করে।'

জনি হিউবার্ট রাস্তা পার হয়ে মলির রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল। দেখল জেরি সমার্স আর ডাকি ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই। কফি আর পাই ওদের সামনে। জনিকে

ঢুকতে দেখে নড করল জেরি। হিউবার্টকে ওর দিকেই আসতে দেখে সমার্সের চেহারা থেকে হালকা ভাবটা মিলিয়ে গেল। 'তুমি কি ড্যাশারকে ভয় পাও?' জানতে চাইল জনি।

রান্নাঘরে পাথর হয়ে জমে গেল মলি ব্রাউন। ওর ময়দা মাখা হাত দুটো মাখানো ময়দার ওপর শূন্যে ঝুলে আছে।

কৌতুকে মিটমিট করে জ্বলল জেরির চোখ; তারপর সে হাসল। 'ড্যাশার? আমি ওকে ভয় করব কেন?'

'তাই যদি হয়, তোমার একটা কাজ জুটল। কিড লেকার আমার ভাইকে হত্যা করেছে।'

'শুনেছি,' জেরি স্বীকার করল। 'ভাবিনি কিড এতটা ফাস্ট। তবে কাজের চেয়ে লঙের মুখটা একটু বেশি চলত।'

জনি হিউবার্টের ঠোঁট দুটো পরস্পরের ওপর চেপে বসে সরু হলো। তার নিজেরও একই ধারণা, কিন্তু অন্যের মুখ থেকে কথাটা শুনতে খারাপ লাগে।

'আমি তোমাকে দু'শো দেব,' ঠাণ্ডা ভাবেই বলল জনি। 'এবং লেকার, ড্যাশার, বা কেসির জন্যে একটা বোনাস।'

কফির কাপে চুমুক দিল জেরি, ওর চোখ সতর্ক, ঠাণ্ডা এবং সন্তুষ্ট। 'ডাকির কি হবে? সে শক্ত লোক।'

'ওর কথাও আমি বিচার করেছি। একশো। বোনাস রোজগার সেও একই হারে পাবে।'

মাথা ঝাঁকাল জেরি। 'আগামীকালই আমরা রওনা হব।'

রান্নাঘরে নীরবে দ্রুত কাজ করছে মলি, ওর মাথাটাও সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। তাহলে গুজবগুলো সত্যি। একটা রেঞ্জ ওয়ার লাগতে যাচ্ছে। হিউবার্ট, রাসলারস আর অ্যাডামসের বিরুদ্ধে রকিঙ কে একা। ওদের মানুষও অনেক কম। বুড়ো কেসি মারা যাওয়ার পর থেকেই নেকড়েরা এগিয়ে আসছে। ছিঁড়েখুঁড়ে রকিঙ কে ধ্বংস করে দিতে চাইছে ওরা।

রনি ড্যাশারের কথা মনে পড়তেই সে ভাবল, ওরা হয়তো বিফলও হতে পারে। শর্টি মাইণ্ড ওখানে আছে জেনে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে। শর্টি শীঘ্রি ওর সাথে দেখা করতে আসবে। ওই ছেলেটার মাধ্যমেই হিউবার্ট আর জেরির চুক্তি সম্পর্কে রনির কাছে খবর পৌঁছনো যাবে। হঠাৎ আর একজনের কথা তার মনে পড়ল। লোকটা ভাল। ওই লোকের সম্পর্কে মলির নিজস্ব কিছু প্ল্যান আছে।

আইন-শৃঙ্খলাহীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা লাভ করতে চায়, তারা সবাই একজোট হতে শুরু করেছে। ওদের ভয়, রনি ড্যাশারের নেতৃত্বে রকিঙ কে হয়তো আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এবং আগে ওরা যেমন শক্ত হাতে আইন বজায় রেখে অপরাধীর শাস্তি দিয়েছে, সেই অবস্থাও আবার ফিরে আসতে পারে। বিল ওয়াটসন তার সেলুনে নিজস্ব প্ল্যান আঁটছে। অ্যাডামও তার সেলুনে বসে কিছু গভীর চিন্তা-ভাবনা করছে। তার বিশ্বাস, ড্যাশার যেটা শুরু করেছে, সেটা সে শেষ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এবং সেও নিশ্চিত করবে রনি যেন

এটা শেষ করতে না পারে।

জেরি সমার্স শহরেই আলস্যে সময় কাটাচ্ছে। ওর মুখে চট করেই হাসি ফোটে, কিন্তু চোখে তার কোন ছাপ পড়ে না। সবার আলোচনা শুনে খবর সংগ্রহ করছে সে। হিউবার্টের প্রস্তাব গ্রহণ করার পিছনে ওর নিজস্ব কিছু মতলব আছে। এই দুই দলের খুনাখুনিতে সে বেশ কিছু মুনাফা লুটে নিতে পারবে।

জনি একাই কর্ন প্যাচে হাজির হলো। বিল ওয়াটসনের সাথে অনেকক্ষণ গোপনে আলাপ হলো ওর। সে যখন কর্ন প্যাচ ছাড়ল তখন ওর সাথে এল আরও তিনজন। ড্রিনান, হ্যানকিনস আর ট্রয়। প্রত্যেকেই সশস্ত্র এবং প্রস্তুত। জনি হিউবার্ট ওই পরিবারের সবথেকে স্থির মস্তিষ্কের প্ল্যানার, ঝুঁকির মধ্যে সে যেতে রাজি নয়। ফিফটি-ফিফটি চান্সেও নয়। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে।

লঙ মারা যাওয়ার চতুর্থ দিন ফিনলে হার্ট মলি ব্রাউনের রেস্টুরেন্টে ঢুকল। কিছুক্ষণ আগেই একটা শীপ ক্যাম্পে সে পেট ভরে খেয়ে এসেছে। কিন্তু ইদানীং সে লক্ষ করছে পেট যতই ভরা থাকুক, মলির রেস্টুরেন্টে না এলে ওর যেন ঠিক পেট ভরে না। মনও না।

ফিনলে যখন এল, মলির রেস্টুরেন্টটা তখন একেবারে খালি। কফির কাপটা প্রায় শেষ করে মেয়েটার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। 'মলি, তুমি একটা জুয়েল। তোমাকে যে পাবে সে সত্যিই ভাগ্যবান পুরুষ।'

কথাটা শুনে সে কেবল হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হলো। 'লঙ হিউবার্ট কিড লেকারের মোকাবিলা করে মারা পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে পুরো কাউন্টিটাই ওদের বিরুদ্ধে চলে গেছে।'

খবরটা শুনে একটু চিন্তা করল ফিনলে। রনি ড্যাশার ওর ভাইকে বাঁচাতে চেয়েছিল। ডক্টর হ্যাডলের কাছ থেকেও সে একই খবর পেয়েছে। যদি সন্দেহ ওর মনে থেকেও থাকে–এতে তার সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। ডক্টর হ্যাডলে ওর কাছে মিথ্যে কথা বলবে না।

'ড্যাশার একজন সত্যিকার পুরুষ,' মন্তব্য করল সে।

'হ্যাঁ, সে সত্যিই ভাল,' মলি বলল। 'কেসি আর শর্টিও তাই।'

'শর্টি তোমার খুব প্রিয়, তাই না? ওর সম্পর্কে তুমি অনেক ভাব।'

ক্ষণিকের জন্যে ওদের চোখ মিলল। 'আমি তা করি। খাঁটি সোনা সে। সত্যিই আমি ওর জন্যে অনেক ভাবি।'

জীবনে এই প্রথম ঈর্ষা যে কি তা বুঝল ফিনলে। শর্টি মাইক এখানে প্রচুর সময় কাটায়। মাতাল হলেও সে এখানেই আসে, এবং মলি সব সময়েই ওর যত্ন নেয় এই সম্পর্কে কিছু রটনা সে শুনেছে, কিন্তু ওসবে কান দেয়নি। তবু মনটা কেন ব্যথা পায়? দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ার মাঝে জেরি সমার্স ভিতরে ঢুকল।

অল্পক্ষণের জন্যে ওদের চোখাচোখি হলো। দু'জনের দেহেই কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। তবে দু'জনের দুই কারণে।

'তুমি হার্ট, তাই না? জিজ্ঞেস করল জেরি।

মুখ তুলে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নড় করে সম্মতি জানাল সে।

'শুনলাম তুমি তোমার ভাইয়ের খুনীকে খুঁজছ। গুডলাক।'

'ধন্যবাদ। আমি ওকে বের করব।'

'হয়তো এতে অনেক সময় লাগতে পারে।'

হার্ট কাঁধ উঁচাল। 'মনে হয় আমার জীবনের এখনও তিরিশ-চল্লিশ বছর বাকি আছে। আমার বিশ্বাস এটা যথেষ্ট সময়।'

লোকটাকে আবার নতুন চোখে বিচার করে দেখল জেরি। না, সে বড়াই করছে না। সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই খুঁজবে; সন্দেহ নেই। একটু অস্বস্তি অনুভব করছে জেরি। 'ড্যাশারের সাথে কথা বলেছ?' একটু অপেক্ষা করল জেরি। 'তোমার জানা উচিত ওই জেমসকে শেষ জীবিত দেখেছে। জেমস হয়তো ওকে কিছু বলেছে যেটা সে প্রকাশ করছে না।'

'হতে পারে।'

'সে তোমাকে নতুন কিছু বলেছে?'

হঠাৎ কেন যেন সতর্ক হলো হার্ট। ঠাণ্ডা মাথায় সে পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখা শুরু করল। জেরি কি নিজেও এই ঘটনার সাথে জড়িত? লোকটা খুনী– এবং সন্দেহ নেই লোকটা তার কার্যকলাপের অনেক কিছুই গোপন রাখে।

'নতুন তেমন কিছুই না।' প্লেট থেকে ডোনাটটা তুলে নিল হার্ট। 'মনে হচ্ছে এখন চারদিক থেকে ওকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে।'

জেরির ঠোঁট বাঁকা হলো। 'সে বেঁচে থাকতেই ওর সাথে তোমার আরেকবার কথা বলা ভাল।'

'সে হয়তো সহজে মরবে না। এই লড়াইয়ে সে জিততেও পারে। ধরো সে তার পুরানো বার ২০ দলকে ডাকল, তখন?'

মনের ভিতরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো জেরি। এই সম্ভাবনার কথা তার একবারও মনে আসেনি। জনি হিউবার্ট যখন ওর সাথে যোগ দিয়ে ড্যাশারকে হত্যা করার প্রস্তাব দিয়ে এসেছিল তখন সে অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। নিশ্চিত ছিল রকিঙ কে কিছুতেই জিততে পারবে না। নিজের প্ল্যানের সাফল্য সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত ছিল। লড়াইয়ে দুই পক্ষই দুর্বল হবে। বার ২০-র কঠিন লোকগুলোর দুঃসাহসিক অনেক কর্মকাণ্ডের কথাই সে কার্পের মুখে শুনেছে।

'ওসব বার ২০ কিছুই না,' টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল জেরি। 'এই লড়াইটা স্থানীয়, এবং আমার মনে হয় বাইরের কোন সাহায্য পৌঁছার বহু আগেই এটা শেষ হয়ে যাবে।'

'হয়তো, কিন্তু ড্যাশার জানে সে কি করছে। লোকটা যে কঠিন আর অভিজ্ঞ, তাতে সন্দেহ নেই। শুনলাম ট্রেসার নামের এক আউটলকে সে পাহাড়ের ভিতর তাদের হাইডআউটে ঢুকে মেরে এসেছে। যে স্টেজ ডাকাতের দলটা আমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, লোকটা তাদেরই একজন ছিল।'

স্থির দাঁড়িয়ে রইল সমার্স। ট্রেসার মারা পড়েছে এটা সে জানে। ড্যাশারই যে ওকে মেরেছে এটাও তার অজানা নয়। কিন্তু ওরা কিভাবে জানল ট্রেসার ট্রেজ-ডাকাত দলের একজন?

ঝট করে ঘুরে সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তা পেরিয়ে নিজের কামরায় ফিরে চমৎকার বাটের উইনচেস্টার রাইফেলটা নামাল। 'মনে হচ্ছে এবার আমার খেলায় নামার সময় এসেছে,' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল জেরি। 'এরপর ড্যাশার যে কি খুঁড়ে বের করে ফেলবে, কিছুই বলা যায় না!' বেরিয়ে আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করল সে।

আট

কাজের সময়ে জনি হিউবার্ট ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত সাবধানে প্ল্যান করে। কাজের লোকগুলো রেঞ্জে গেলে রকিঙ কে র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করে দখল করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু মাত্র দু'জন ওখানে থাকলেই এমন আক্রমণকে খুব ক্ষতিকর করে তুলতে পারে। তাছাড়া লিসা আর শেলী ওখানে থাকে–কোন ভদ্রমহিলার জীবন বিপন্ন হয়, এমন কিছু শুধু পশ্চিমেই নয়, সেভেন পাইনসের লোকজনও সহ্য করবে না।

ওর যুদ্ধ-কৌশল হবে, কাউহ্যাণ্ডরা রেঞ্জে কাজে বেরোলে, ওদের একজন-দু'জন করে শেষ করা। তার পরিকল্পনায় কোন ফাঁক নেই। একদল কঠিন রাইডার তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। সে জানে কোথায়-কোথায় রকিঙ কে-র রাইডাররা থাকবে। কিছু তাজা-ঘোড়া সে বিশেষ-বিশেষ এলাকায় লুকিয়ে রেখেছে। তাতে তার কঠিন আরোহীরা দ্রুত রাইড করে ওদের সবাইকে শেষ করতে পারবে। এতে একদিনেই লড়াই শেষ হবে। কিন্তু সে যে আর একজনের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করছে, এটা সে বুঝল না

রজারের সাথে রাইড করছিল হেনরি। স্মোক সিগন্যাল দেখতে পেল ওরা। বিশাল লোকটা জানে ওই সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ। ওকে ওখানে যেতে বলা হচ্ছে। কর্ন প্যাচে এই মুহূর্তে যাওয়ার কোন বাসনা নেই ওর। কি করবে বুঝে পাচ্ছে না সে। শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, 'আমি ওখানে যাচ্ছি, রজার। ওরা যা চায় তা আমাকে করতে হবে, কিন্তু রনিকে সাহায্য করবে এমন কিছু তথ্য হয়তো আমি সংগ্রহ করতে পারব।'

'ওদের থেকে তোমার দূরে থাকাই ভাল,' রজার ওকে সাবধান করল। 'ওই বিশ্ব ওয়াটসন লোকটা যে শয়তানের হাড্ডি তা তুমি ভাল করেই জানো।'

'আমি যে দল বদল করেছি এটা সে আঁচই করতে পারবে না,' জোর দিয়ে বলল হেনরি। 'এই সবকিছুর পিছনে আর কেউ আছে। লোকটা কে জানতে পারলে ভাল হত। ওয়াটসন তারই নির্দেশে কাজ করে। আমার বিশ্বাস স্টেজ ডাকাতির পিছনেও ওই একই লোকের হাত আছে।'

সিগারেট মুড়ানোর পর জিভ দিয়ে কাগজের আঠাটা ভিজিয়ে পুরো রেঞ্জটার ওপর রজার একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল। 'হতে পারে,' বলল সে। 'কিন্তু আমি বলব ওই সাপের গর্ত থেকে তোমার দূরে থাকাই ভাল।'

*

হেনরি ঘোড়ার পিঠে কর্ন প্যাচের সেলুনে পৌঁছল। এলাকাটা নীরব। সেলুনটাও

খালি। বারের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওর দিকে চেয়ে নড় করল বিল।

'চারদিক একেবারে চুপচাপ দেখাচ্ছে?' প্রশ্ন করল হেনরি। 'লোকজন সব কোথায়?'

'সব থ্রী এইচে,' জবাব দিল বিল। 'এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই আমরা ছিলাম। রকিঙ কে আর থ্রী এইচের লড়াইয়ে রকিঙ কে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে–তখন আমরা সহজেই ওদের গরুগুলো সব লুটে নিতে পারব।'

'থ্রী এইচ হয়তো নাও জিততে পারে।'

'পাগল হয়েছ? হিউবার্টদের নিজের লোক তো আছেই, সাথে আছে জেরি সমার্স, ডাকি, ড্রিনান; হ্যানকিন্স, ট্রয়, আর আরও ছয়জন লোক। ওরা একদিনেই সব শেষ করে ফেলবে। ফিরে লড়ার মত একজনকেও জ্যান্ত রাখা হবে না।'

'এর ভিতর আমার কাজটা কি হবে?'

দরজা ঠেলে জনি হিউবার্ট ভিতরে ঢুকল। একটু আড়ষ্ট হলো হেনরি। বুঝতে পারছে এই সবই আগে থেকে প্ল্যান করা।

'তুমি ড্যাশারকে আমাদের কাছে পোকার গ্যাপে নিয়ে আসবে।' কথাটা জনি হিউবার্ট বলল।

হেনরি জনির দিকে তাকাল। এই–প্রথমবারের মত ওদের গোলামিতে তার মন বিষিয়ে উঠেছে। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। কিছু রাসলিঙ করেছে সে, কিছু লোককে হাইজ্যাক করে টাকাও লুট করেছে। কিন্তু সে কখনও একটা সৎ আর নির্ভীক লোককে মৃত্যুর ফাঁদে টেনে নিয়ে যায়নি। হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওকে গ্রাস করল। মনে হচ্ছে দিন ফুরিয়েছে এটাই তার জীবনের শেষ দিন। অবান্তর হলেও অনুভূতিটাকে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে আর একটা রোল করল। 'ড্যাশার,' বলল সে, 'লোকটা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলে। ওকে আমি বা আর কেউ লীড করতে পারবে না।'

'চেষ্টা করো,' দৃঢ়স্বরে বলল ওয়াটসন। 'ওকে কেবল একবার পোকার গ্যাপে নিয়ে এসো, বাকিটা আমরা সামলাব।'

'কোন সম্ভাবনা নেই!' ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল হেনরি। ওর ভারি মোটাসোটা আঙুলের হাত দুটো বারের ওপর। শক্ত লোকটার চেহারা এখন আরও কঠিন হয়েছে। 'ও এত বোকা নয়।' ওর চোখ এবার ওয়াটসনের দিকে ঘুরল। 'লোকটা পোকার খেলায় তোমাকে হারিয়েছে–যেটা কেউ কোন দিন পারেনি। দু'বার সে হিউবার্টদের মোকাবিলায় ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, অথচ দু'বারই ওরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্বাস করো সে এবারও তাই করবে চাইলেও আমি ওকে ফাঁদে ফেলতে পারব না। এবং আমি সেটা চাইও না!'

ওদের মুখের ওপর কথাগুলো বলে দিতে পেরে ওর মন তৃপ্তি আর প্রশান্তিতে ভরে উঠল। দেখল হিউবার্টের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ওয়াটসনের মুখটা মনে হচ্ছে পাথরে খোদাই করা। 'বোকামি করছ তোমরা!' হেনরির স্বরটা এখন কর্কশ 'তোমাদের জেতার কোন সম্ভাবনাই নেই! তোমরা যার বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছ, সে বুড়ো কেসির থেকেও অনেক কঠিন, আর স্মার্ট!'

ওর কথার শেষে কামরায় নীরবতা বিরাজ করছে। বাইরে একটা সিকাডা পাখি গ্রীজউড বনে ডাকছে। একটা ব্লুবট্‌ল্‌ মাছি ভিতরে ঢোকার জন্যে ময়লা জানালাটার কাঁচে বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সিগারটা দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে জনি বলল, 'তুমি বলেছিলে এই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু মনে হচ্ছে ও ড্যাশারের দলেই যোগ দিয়েছে।'

'কথায় তাই মনে হচ্ছে,' স্বীকার করল বিল। 'বলো, হেনরি, এখন তুমি কোন দলে?'

জীবনে অনেক লোকের অনেক আদেশই হেনরিকে পালন করতে হয়েছে। কিছু ভাল, কিছু খারাপ। হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, নিকৃষ্ট হয়েই তার সারাটা জীবন কেটেছে। তৃতীয় শ্রেণীর। জানে, কথা বলে সে এর থেকে বেরোতে পারবে। মাফ চেয়ে, ওদের প্ল্যানে সম্মতি জানিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে খবরটা সে রনির কাছে পৌঁছে দিতে পারবে কিংবা ওদের দু'জনের মোকাবিলা এখনই এখানে করতে পারে।

এই দুটো লোক যদি মরে, হয়তো লড়াইয়ের এখানেই ইতি ঘটবে। যদি শেষ নাও হয়, তবে চাপ কিছুটা যে কমবে তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষতি কি?

মুখ তুলে চাইল সে। হেনরি প্রায় ওয়াটসনের মতই বিশাল। শেভ করেনি। পোশাকও অগোছাল। তবু ওই মুহূর্তে সে ভাল বোধ করছে। এত ভাল সে আগে কখনও বোধ করেনি।

'আমি ফাইটে ড্যাশারের পাশেই দাঁড়াব।' হেনরির স্বরটা শান্ত। 'আমি রকিঙ কে-এর লোক।

'কোনদিন এমন একটা লোকের সাথে রাইড করার সুযোগ আমি পাইনি। এখন দেখছি এটা আমার ভালই লাগছে। খুব ভাল। তুমি সব সময়েই কিঙ-র‍্যাট ছিলে, বিল, আর এই জনি হচ্ছে দুই পয়সার মানুষ, যে তার নিজের লড়াইয়ের জন্যে লোক ভাড়া করে। আমার মনে হয় না তোমাদের কারও মধ্যে একটুও মনুষ্যত্ব আছে।'

হেনরি ধারণা করেছিল এই কথার পর ওরা পিস্তল ড্র করবে। কিন্তু ওরা কিছুই করল না। একটু রাগ, তাও না। পুরো এক মিনিট ওরা চুপচাপ বসে রইল। তারপর হিউবার্ট উঠে দাঁড়াল। 'বোঝা যাচ্ছে আমাদের প্রশ্নের একটা জবাব পাওয়া গেল, বলল সে। 'তুমি কিভাবে এর নিষ্পত্তি করো সেটা আমাকে জানিও।' দরজার দিকে এগোল সে। হেনরি মনে করেছিল লোকটা চলেই যাচ্ছে। ওর চোখ জনিকে অনুসরণ করছে। হঠাৎ কি ভেবে বিলের দিকে ফিরল সে। দেখল ওর ডবল-ব্যারেল শটগানটা থেকে লালচে আভা বেরোল। আঘাতটা হেনরির পেটের মাঝখানে লাগল। পড়ে যাচ্ছে সে।

পড়ার মধ্যেই পিস্তল বের করে পরপর তিনটে গুলি করল। কিন্তু ওগুলো লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলি নয়। অবশ্য তা হতেও পারে না। প্রথমটা ওয়াটসনের পিছনে একটা বোতল ভাঙল। দ্বিতীয়টা বারের কোনায় লাগল, তৃতীয়টা ওর গলায় বিঁধে মেরুদণ্ডের কিছুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল।

জনির কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে। ঠোঁট দুটো পরস্পরের চাপে সাদা

হয়ে গেছে। ওয়াটসন বারের পিছনে লম্বা হয়ে পড়েছে। সে যে মারা গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে হেনরি। দেহটা রক্তে লাল।

বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল জনি। লোকটা সাহসী বটে–কিন্তু চোখের সামনে দু'দুটো লোককে মুহূর্তে মরতে দেখে ওর পেটটা গুলাচ্ছে। নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে ট্রেইল ধরে রওনা হলো সে।

হেনরি মরেনি, কিন্তু মারা যাচ্ছে। ধীরে, অনেক ব্যথা সহ্য করে নিজেকে একটু-একটু করে টেনে বারের পিছনে রাইফেলের র‍্যাকটার সামনে নিয়ে এল হেনরি। ঝাঁকি দিয়ে শার্পস .৫০ রাইফেলটা তুলে দিল।

জনিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তিনশো গজ দূরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে।

রাইফেলটা ওর দিকে তাক করল হেনরি। কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। ঠিক লক্ষ্য করতে পারছে না। লক্ষ্যটা দুলছে, নাচছে, তারপর স্থির হলো ট্রিগার টিপল সে।

বাফেলো গানটা ওর হাতে লাফিয়ে উঠল। কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। তিনশো গজ দূরে জনি অনুভব করল তার ঘোড়াটা আড়ষ্ট হলো। তারপর পড়ে গেল। লাফিয়ে নেমে ছুটে পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল হিউবার্ট।

সেলুনের ভিতর রাইফেলটা ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। অনুভব করার শক্তি আর নেই–মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে।

রকিঙ কে-তে ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে রনি। অপেক্ষা করছে লিসা। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সারারাত মেয়েটা ঘুমায়নি। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'রনি, এখন কি ঘটবে?'

গম্ভীর ভাবেই ওর দিকে তাকাল ড্যাশার। 'আমি ঠিক বলতে পারছি না, লিসা। তবে মনে হচ্ছে যুদ্ধ আসন্ন। হিউবার্টরা এখন আর থামবে না। কিডকে ওদের হাতে তুলে দিলেও হয়তো ওরা থামবে না।'

'ঠিকই বলেছ। রক্ত ক্ষয় ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।'

হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল লিসা। 'তুমি–তুমি কেন জেরি সমার্সকে কাজে নিচ্ছ না?'

'সে আগেই বিপক্ষ দলে যোগ দিয়েছে।'

'বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করো আর না করো, কথাটা সত্যি! সে জনির পক্ষ নিয়ে কাজ করেছে। আমাদের বলার কিছুই নেই।'

'সে–সেকি সত্যিই ওদের দলে যোগ দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, কথাটা তোমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকলেও সত্যি।'

ওর ঠোঁট জোড়া শক্ত হলো। ভিতরটা একেবারে খালি বোধ হচ্ছে। তবু সে মনে মনে জানত, হয়তো এমনই ঘটবে। আগে কখনও স্বীকার করেনি। নাচের সঙ্গী হিসেবে সে সবার থেকে ভাল। এটা স্বীকার না করে উপায় নেই।

'রনি,' বলল লিসা, ওর গলার স্বরটা সিরিয়াস। 'জেরি সমার্স যদি হিউবার্টদের সাথে যোগ দিয়ে থাকে, তবে সে আর আমার বন্ধু নয়। আমি–আমি এখন বুঝতে পারছি; লোকটা যে বিশ্বাসযোগ্য নয় এটা আমি আগে থেকেই জানতাম।'

নীরবে একটা সিগারেট রোল করছে রনি। অনেক সমস্যার সমাধানই সে পেয়েছে, কিন্তু প্রমাণ নেই। নিশ্চিত ভাবেই সে জানে জেমস হার্টকে কে মেরেছে। সে জানে ডাকাতিগুলো কে করাচ্ছে। ওরা দু'জনেই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ–ওদের কাছে মানুষের জীবনের কোন দাম নেই। জেরিকে লিসা ভাল করে চেনে, হয়তো লোকটা এমন কিছু মন্তব্য করেছে যেটা জানতে পারলে অনেক সুবিধা হত।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে লিসা বলল, 'এই এলাকাটা সে ভাল করে চেনে–খুব ভাল। আমি যখন ওকে প্রথম দেখি তখনই সে চিনত। অথচ মাত্র শহরে এসেছে সে।

'ডাকি একবার বলেছিল জেরি প্রভাবশালী লোক ছিল। ও যখন কথা বলত সবাই সন্ত্রস্ত থাকত। কর্ন প্যাচের লোক–এমনকি শহরের গণ্যমান্য লোকেরাও।'

আগের মন্তব্যে ফিরে গেল রনি। 'তোমার ধারণা সে এখানে আগেও এসেছে?'

লিসার চোখ অলস ভাবে টেরি, কিড লেকার; আর মিলিগানের ওপর ঘুরে আসল। বাঙ্ক-হাউসের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে ওরা। শর্টি মাইক রিজের মাথায় শুয়ে দূরবীন দিয়ে রেঞ্জের ওপর কড়া নজর রেখেছে।

'লিসা,' বলল রনি, 'একজন, বা বড় জোর দু'জন, এইসব ঘটনার পিছনে রয়েছে। আমার ধারণা অ্যাডাম ওদের একজন। হয়তো বিল ওয়াটসন আর একজন। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওই লোকটা চুনো পুঁটি। কর্ন প্যাচটাকেই সবাই বড় করে দেখছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ওটা একটা ভাঁওতা। জেরি সমার্স হয়তো জানে এর মূলে কে আছে। তোমার যদি এমন কিছু মনে পড়ে যেটা আমাদের সাহায্য করতে পারে, তবে জানিও। জেরি কোন কাজ করে না, অথচ ওর টাকার অভাব নেই–কিভাবে? আমি জানতে চাই কার সাথে ওর যোগাযোগ আছে।'

মুখ বাঁকাল সে। 'একটা লোক আছে–সে বলেছিল ওর নাম লারামি। মাঝেমধ্যে ওরা কথা বলত, কিন্তু আড়ালে।'

লারামি!

ওই মুহূর্তে রজার ঘোড়া ছুটিয়ে রনির কাছে এসে থামল। 'ওরা আসছে!' বলল সে। 'আরোহীরা থ্রী এইচ ছেড়ে এগিয়ে দক্ষিণ দিকে আর একটা দলের সাথে যোগ দিয়েছে। ওরা আমাদের লাইন কেবিন উইলো স্প্রিংসের দিকে যাচ্ছে!'

'হেনরি কোথায়?'

রজারকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হলো। 'কর্ন প্যাচ থেকে একটা ধোঁয়ার সঙ্কেত পেয়ে সে ওখানেই গেছে কিন্তু সেটাও অনেকক্ষণ আগে।'

'কর্ন প্যাচের থেকে কোন সাড়া দেখা যাচ্ছে?'

'না, কিন্তু ওদের সাথে হ্যানকিনসের রোন ঘোড়াটাকে আমি চিনতে পেরেছি।'

'ঠিক আছে, রজার; তুমি এখানে বেন কেসি আর চায়নার সাথে থাকো। আমরা থ্রী এইচ আর কর্ন প্যাচ হয়ে আসছি। ওদিকে কিছু ঘটলে সেটা আমাদের জানা দরকার। এদিকে যদি আক্রমণ আসে, তবে রিজের ওপর ধোঁয়ার সঙ্কেত দিও–আমরা দেখতে পাব।'

বেসিন ধরে এগোল রনি। ওর সাথে আরও চারজন রাইডার। রেঞ্জ ওয়ার পছন্দ করে না রনি। কিন্তু এটা ওকে লড়ে জিততেই হবে। আসলে, বহু দক্ষিণে কর্ন প্যাচের বিরুদ্ধে একটা বিরাট আঘাত আগেই হানা হয়েছে।

হেনরি মরেছে। কিন্তু ওর মৃত্যু বৃথা যায়নি। নিজের সাথে ওয়াটসনকেও সে নিয়ে গেছে। শেষ শক্তি দিয়ে রাইফেলটা কাঁধে তুলে গুলি করেছিল সে। কাউকে মারার জন্যে নয়–কেবল একটা ওয়ারনিং শট। কিন্তু সেটাই থ্রী এইচকে ঠেকাল।

জনি হিউবার্ট ওদের বস্। সিলভারও ওকে কখনও রাগাতে সাহস পায়নি। জনি ওদের লীডার, কিন্তু সে ওখানে উপস্থিত নেই। দ্রুত আক্রমণকারী দলটা ওর আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু সে কর্ন প্যাচ থেকে ফেরেনি। হেনরির গুলিতে সে আহত হয়নি, তবে ওর ঘোড়াটা মারা পড়েছে। হেনরি যে বাফেলো গানটার পাশে মরে পড়ে আছে, এটা সে বুঝতে পারেনি। জনি সাবধানী লোক। নিজের ঘোড়াটা মারা পড়ার তিন ঘণ্টা পরে সে হেনরির ঘোড়াটা নিয়েই ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু বিগত রাসলারের মাসট্যাঙটা বুনো। জনিকে গুঁড়ি মেরে ওর দিকে এগোতে দেখে ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেল। ওকে ধরার জন্যে ওর পিছনে ছুটল জনি।

সতর্কতার সাথে তৈরি করা আক্রমণের প্ল্যানটা ওর অপেক্ষায় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুপুরের পর লাইন কেবিনের লোক দু'জনকে মারার উদ্দেশ্যে ওরা রওনা হলো। কিন্তু ওরা যে ভোর বেলাতেই র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে এটা ওদের জানা ছিল না। সিলভারের নেতৃত্বে ওরা রাইড করছে এখন।

একটা সরু ড্র ধরে রনির পিছুপিছু মরুভূমিতে বেরিয়ে এল ওরা। কিছু ট্র্যাক দেখতে পেয়ে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ড্যাশার। 'দু'জন লোক কিছু ঘোড়াকে লীড করে উত্তর দিকে নিয়ে গেছে। এর মানে কি হতে পারে?'

'ঘোড়াগুলোকে লীড করে নেয়া হয়েছে এ বিষয়ে তুমি কি নিশ্চিত?' প্রশ্ন করল হ্যারি। 'সম্ভবত ওরা উইলো স্প্রিংসের দিকে গেছে।'

'দু'জন আরোহী ওই ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে,' অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলল রনি।

ওরা পুব দিকে এগোল। আবার থামল সে। 'আরেকটা দল, একজন রাইডার।' ওর চোখের পাতা পড়ল। কপালের ঘাম বেয়ে চোখে পড়েছে। হ্যাটটা ঠেলে একটু পিছনে সরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রেঞ্জটা পুরো খুঁটিয়ে দেখল। নীল হ্রদটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওটা মরীচিকা হতে পারে–কিন্তু ট্র্যাকগুলো তা নয়।

'ডোনাটের সাথে ডলার বাজি রেখে বলতে পারি ওরা, ফ্রেশ ঘোড়া নিয়ে গেছে। ওরা আমাদের শেষ করে দূরে কোথাও যেতে চাচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে এটা হিউবার্টের প্ল্যান,' মন্তব্য করল টেরি।

রনি ড্যাশার পুব দিকে ফিরল। থ্রী এইচ মরুভূমির মধ্যে। করালের গেট খুলে সবগুলো ঘোড়াকে তাড়িয়ে দিল সে। 'টেরি, তুমি খেয়াল রেখো। কেউ আসলে আমাদের সাবধান করবে।'

টেরি তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে খেয়াল রেখেছে। ওর চোখ এড়িয়ে কারও আসার উপায় নেই।

হ্যারি আর শর্টি মাইক, তোমরা আমার সাথে এসো। আমরা ওদের সব খাবার এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব যে ওরা কেউ তা খুঁজে পাবে না। গোলাগুলিও। আমরা এদের এমন অসহায় অবস্থায় ফেলব যে ওরা বুঝতেই পারবে না আঘাতটা কে হেনেছে।

খিলখিল করে হাসতে হাসতে হ্যারি আর শর্টি ওদের খাবার রাখার তাক আর স্টোররুম রেইড করল। টিনের খাবার সহ সব খাবার আর কার্তুজ ওরা পাহাড়ের একটা গর্তে লুকিয়ে রাখল। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে আবার উত্তর দিকে রওনা হলো ওরা।

এক খসড়া প্ল্যান করে ফেলেছে রনি। ঘোড়াগুলোকে উত্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্ভবত ম্যাগ্দালি স্প্রিংসের দিকে।

দিন শেষ হয়ে আসছে। বাতাসে এখন আর তাপ নেই। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। উঁচু জায়গায় বাতাসটা পাতলা। আকাশে মেঘ নেই। খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে।

রাইড করতে করতে চিন্তা করছে রনি। ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ায় থ্রী এইচের লোকজনকে এখন পায়ে হেঁটেই চলতে হবে। একটা দুটো ঘোড়া যদি ওরা ধরতেও পারে, কঠিন রাইডিঙের জন্যে ওরা উপযুক্ত থাকবে না।

জনি হিউবার্ট যে কি প্ল্যান করেছে তার একটা আঁচ করতে পারছে রনি। বিকেলের আগেই ঘোড়ার আরও দুটো দল দেখতে পেয়ে ওদের পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে দিল।

'ধোঁয়া!' হঠাৎ বলে উঠল রজার। 'ওটা কি আমাদের র‍্যাঞ্চের দিক থেকে উঠছে?'

তীক্ষ্ণ নজরে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে রনি বলল, 'মনে হচ্ছে ওরা আমাদের লাইন কেবিনটা জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

'ইশ! গেল,' বলল কিড। 'আমার নতুন শার্টটা ওখানে ছিল।'

'বাজে কথা,' হ্যারি বলল। 'তোমার বাড়তি শার্ট কোনদিনই ছিল না।'

'কী,' প্রতিবাদ জানাল কিড। 'নিশ্চয় ছিল! তুমি কি জানবে? তুমি তো জীবনে কোনদিন বুটের সাথে মোজাই পরোনি।'

'ওটাই বুট পরার সবথেকে ভাল উপায়,' উৎফুল্ল স্বরে বলল হ্যারি। 'অনেক ঠাণ্ডা।'

'হ্যাঁ, তোমার মত কর্নওয়ালা মানুষের জন্যে তাই।'

ওদের কথা শুনে সশব্দে হাসল রনি। এটা ওকে পুরানো বার ২০-র কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। রেড কনরস, জনি নেলসন, আর বাকি সবাই।

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাতাসটাতে এখন আর তাপ নেই। ঠাণ্ডা। উঁ

এলাকায় বাতাসও পাতলা। দিনের শেষে খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আকাশে মেঘও নেই।

রাইড করতে করতে রনি ভাবছে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ায় একটা দুটো ঘোড়া ধরতে পারলেও বেশিরভাগ লোককেই এখন পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে।

বিশ্রাম পেলে ওদের ঘোড়াগুলো একটু তাজা হবে বটে, কিন্তু কঠিন রাইডিঙ করতে পারবে না। ওরা জানে না রনি কি প্ল্যান করেছে।

জনি কি করতে চাইছে সে সম্পর্কে রনির একটা আন্দাজ আছে।

রনি যে বার ২০-র দু'জন রাইডারকে আসতে বলেছে এটা ওরা জানে না। ওদের দ্রুত শেষ করে ফেলতে চায় জনি। একএক করে, দু'তিনজন করে। ওদের শেষ করে ফেলবে।

দিনটা প্রায় কেটে গেছে। বাতাসে আর তাপ নেই। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মরুভূমি এলাকায় এত উঁচুতে খুব দ্রুত সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সবদিক চিন্তা করে রনি মোটামুটি আঁচ করতে পারছে জনির মতলবটা কি। কিন্তু সে জানে না সব কর্মচারীকে সে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে। লাইন কেবিনে কেউ নেই। স্পষ্টতই কিছু গলদ হয়েছে। ওর আঁচ যদি ঠিক হয় তবে ওরা উইলো স্ট্রিংস থেকে হয় উত্তরে ম্যাণ্ডালে কিংবা দক্ষিণে পোকার গ্যাপে গেছে। ওরা যদি ম্যাণ্ডালেতে যায় ওখানে ওরা কোন তাজা ঘোড়া পাবে না। র‍্যাবিট হোলেও কোন ঘোঁড়া নেই।

ঠিক আঁচ করতে পেরেছে কিনা তা রনি নিজেও জানে না। এটাও সে জানে না ওদের প্ল্যান মত হেনরির সাথে ওর গ্যাপে যাওয়ার কথা। এটাই যে জনি হিউবার্টের প্ল্যান, এটা সে তার রাইডারদের সাথে আগেই আলাপ করেছে। জনি পুনরায় দেখা না দিলে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে এটা সে নিজেই জানে না।

থ্রী এইচ রাইডাররা বিকেলের দিকে ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে পোকার গ্যাপে পৌঁছল। ঘোড়াগুলোকে একটা কানা ক্যানিয়নে রেখে আগুন জ্বেলে সাপার তৈরি করল। পাহাড়ের মাথা থেকে হ্যানকিনস রনি ড্যাশারের অপেক্ষায় ট্রেইলের ওপর নজর রেখেছে। পোকার গ্যাপের দিকে রনির দেখা দেয়ার সময় হয়ে এসেছে। একজন একাকী রাইডারকে আসতে দেখল হ্যানকিনস।

লোকটাকে চিনতে পারল না সে। কারণ এখনও অনেক দূরে রয়েছে সে। ওর পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তাই পাহাড় থেকে নেমে সিলভার হিউবার্ট আর জেরি সমার্সকে সে কথাটা জানাল। আঁচ করছে ওই লোকটা হয়তো ড্যাশার হতে পারে।

'মনে হয় লোকটা ঝর্নার ধারে ক্যাম্প করবে। মন্তব্য করল সিলভার। এই অন্ধকারে সে এদিকে আসবে না–এলে মারা পড়বে।'

'ওর সাথে হেনরির থাকার কথা ছিল না?' প্রতিবাদ করল ট্রয়।

'হয়তো এমন কিছু ঘটেছে যাতে প্ল্যানটা বদলেছে। কিন্তু যাই হোক, সে আসছে, এটাই বড় কথা। চুপচাপ থাকো, ওকে ক্যাম্প করার সুযোগ দাও। ঝর্নাটা এখান থেকে কত দূরে?'

'আধ মাইল মত হবে,' বলডি বলল। 'এর বেশি হবে না।'

'উইলোতে যাদের থাকার কথা ছিল তাদের কি হলো?' জানতে চাইল ডাকি। 'আমরা দেরিতে রওনা হয়েছি, মনে হচ্ছে ড্যাশারের কোন বিশেষ মতলব আছে।'

পিছনে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল জেরি। 'চুপ করো, ডাকি, তুমি বেশি চিন্তা করো। আমরা সবাই এখানে আছি না? একা ও কি করতে পারবে?'

'জনি এখানে নেই,' বলল বলডি। 'এটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'ওহ, এতক্ষণে সে হয়তো বাড়িতে,' বলল সিলভার। 'সে জানবে আমরা ট্রেইলে আছি। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।'

জনি হিউবার্ট তখন কর্ন প্যাচে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। গরমে ক্লান্ত আর ধুলোময় অবস্থায়, ফোস্কা পায়ে সে পাহাড় থেকে কর্ন প্যাচে ফিরেছে। ঘোড়াটাকে ধরতে পারেনি।

সেলুনে দু'জন মরে পড়ে আছে। ওদের এড়িয়ে তাড়াতাড়ি নিজের জন্যে কিছু খাবার তৈরির দিকে মন দিল সে।

এর মধ্যে ফিনলে হার্টও বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পৌঁছল পোকার গ্যাপে। জনি যা বুঝেছে, সেও সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে। ওই দিনই সে শুনেছে স্টার সিটির কাছে নাকি জেরি সমার্স একটা মাইনে অনেক সোনা পেয়েছে। চোরাই সোনা পাচার করতে হলে আরেকটা সোনার খনি আবিষ্কার করার চেয়ে ভাল উপায় আর নেই।

সোনা গলিয়ে নতুন বার তৈরি করলে সেটা চেনার কোন উপায় থাকবে না। এই উপায়ে সহজেই নতুন খনির সোনা বলে সোনা পাচার করা যাবে। খনির কথাটা বিল ওয়াটসনই বেশি প্রচার করেছে। সে বুঝেছে সারাদিন আলস্য করে শহরে কাটিয়ে এখন হিউবার্টদের সাথে যোগ দিয়ে সোনা খুঁজে পাওয়ার সময় সে পায়নি? ওর জানা মতে, জেরি স্টার সিটির ধারে কাছেও কখনও যায়নি।

রনির মত সেও বুঝেছে এটা সোনা পাচার করারই একটা ফন্দি। সোনার বার এত সহজে সরানো অসম্ভব। শহরে গুজবটা প্রধানত অ্যাডামই ছড়িয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হয় অ্যাডাম আর জেরি সমার্সের সাথে কোন রকম সম্পর্কই নেই, কিন্তু ওদের মধ্যে যে জোরাল একটা গোপন আঁতাত রয়েছে, এবিষয়ে হার্ট নিশ্চিত। এবং থ্রী এইচ আউটফিটটা ওদের হাতের পুতুল। জনি হিউবার্ট একজন ভীষণ বদরাগী মানুষ। ভাবে মনে হয় জেরি সমার্সের তোয়াক্কা সে করে না। কিন্তু সে বুঝতে পারছে না সহজ হাসি আর সুদর্শন চেহারার আড়ালে অত্যন্ত চতুর একটা মগজ কাজ করছে।

কর্ন প্যাচের ফাইটের পর রাতে জেরি শহরে এসেছিল। অল্প সময়ের জন্যে সে পিছনের গলির দরজা দিয়ে অ্যাডামের অফিসে ঢুকেছিল। ওই দরজাটার ওপর নজর রেখেছিল হার্ট। মুহূর্তে সে বুঝে নিল অ্যাডাম একজন পলিটিশিয়ান এবং প্রথম শ্রেণীর একজন জোচ্চোর। সমার্স শহর ছেড়ে রওনা হলে হার্ট ওকে অনুসরণ করেছিল। ট্রেইলটা পোকার গ্যাপের।

অন্ধকারে এলাকাটা শত্রুর আভাসে যেন জীবন্ত। জনি হিউবার্ট কর্ন প্যাচের

রান্নাঘরে খাবার খাচ্ছে। একই সময়ে পোকার গ্যাপ ঝর্নার ধারে ক্যাম্প করল হার্ট। ওকে দেখেই থ্রী এইচের লোকজন ওকে ড্যাশার মনে করেছিল। রনি চারজন রাইডার সহ উত্তরপশ্চিম দিক থেকে এগোচ্ছে। থ্রী এইচের লোকজন যখন অপেক্ষা করছে, জেরি সমার্স ডাকিকে বিড়বিড় করে কিছু বলে ঘোড়া নিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে এগোল।

জেরি সমার্সের পশুর মতই আবহাওয়ার পরিবর্তন টের পাওয়ার শক্তি আছে। পারিপার্শ্বিক মানুষের মনোভাবও তাই জানতে পারে। সে বুঝতে পারছে রনি মারা গেলেও এই এলাকাটা অনেকদিন বিপজ্জনক থাকবে।

ডাকিকে সে পছন্দ করে ওর সাহসিকতার জন্যে। নিজে সে কোন নীতি বা বিবেকহীন মানুষ। একটা জিনিসই এখন চায় সে–প্রথমে সে রকিঙ কে-ও চেয়েছিল–কিন্তু এখন সে সোনা ছাড়া আর কিছুই চায় না। এবং সবটা সে একাই নিতে চায়। এটাই স্বাভাবিক যে রনির চেয়ে অ্যাডামকে সামলানো ওর পক্ষে কঠিন হবে, এটা সে বুঝতে পারছে।

একবার থেমে সে পিছন দিকে চাইল। ওকে কেউ অনুসরণ করছে না। হিউবার্টরা রনিকে শেষ করতে চাইছে। হয়তো পারবে। কিন্তু ওর কাছে এর বিশেষ কোন দাম নেই। সোনা পাচার করার প্ল্যান ওকে আপাতত বাদ দিতে হবে। ওকে এখন হাইডআউটে গিয়ে দামী যা কিছু আছে তা নিয়ে আসতে হবে। তারপর স্টার সিটিতে গিয়ে সোনা উদ্ধার করতে হবে। কি যে করবে এটা এখনও স্থির করে উঠতে পারছে না সে। আবার নিজের পথ ধরল সে। হিউবার্ট যে রনিকে শেষ করে ফেলতে চাচ্ছে, এতে আসলে তার কিছু আসে যায় না। এই যুদ্ধে যদি হিউবার্টরা জেতে তবে হয়তো সে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সে কোনরকম অযৌক্তিক হত্যায় অংশ নিতে চায় না। বিশেষ করে রনির মত লোকের। কারণ এতে বার ২০-র সব লোক ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে–বার ২০-র লোকজন সম্পর্কে সে যা শুনেছে, তাতে ওর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। কঠিন লোক ওরা।

থ্রী এইচ থেকে তাজা ঘোড়া ধার নিয়ে রনি ড্যাশার তার লোকজনকে নিয়ে এগিয়ে চলল। উপরে এক ফালি আকাশে কিছু তারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওদের সামনে আর পিছনে সবই অন্ধকার। ঘোড়ার খুরের শব্দ, জিনের চামড়া ককানো, আর মাঝে মাঝে ঘোড়ার নাক ঝাড়া ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

রেঞ্জ যুদ্ধে অভিজ্ঞ রনি এত বোকা নয় যে সরাসরি পোকার গ্যাপে ঢুকবে। ঘুরে রকি ক্যানিয়ন পার হয়ে সে গ্যাপে ঢোকার প্ল্যান নিয়েছে। এদিক দিয়ে এলে কেউ ওদের অবস্থান টেরই পাবে না। গ্যাপের কোন প্রহরী ওদিকে খেয়াল করবে না। ঘণ্টাখানেক পরে সে তার নিজস্ব ক্যাম্প করল।

টেরি এগিয়ে গিয়ে এলাকাটা ঘুরে দেখে এল। ফিরে সে রিপোর্ট করল, 'কাছাকাছি আরও দুটো ক্যাম্প রয়েছে। আমরা উপর থেকে ওদের দিকে নজর রাখতে পারি। একটা ক্যাম্প গ্যাপ স্প্রিংসের পাশে, কিন্তু ওই লোকটা আরও একটা আগুন জ্বেলেছে ওর থেকে প্রায় তিরিশ ফুট দূরে।'

রনি নিজেই ওটা চেক করে দেখতে গেল। টেরি যা রিপোর্ট করেছে, ঠিক তাই। লোকটা খাবার তৈরির জন্যে কিছুটা দূরে আরও একটা ছোট আগুন জ্বেলেছে। প্রথমটা বড়। কিন্তু ক্যাম্প-ফায়ারের আগুনে সে নিজেকে দেখা দিতে চায় না। একই সময়ে সে বড় আগুনটার ওপরও নজর রাখতে পারবে।

'ওহ, অবাক কাণ্ড,' বলল টেরি। 'সাবধান লোক। কিন্তু লোকটা কে?'

'অন্য ক্যাম্পটা একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

আগুনটা একটু ছোট। আগুনের আলোয় কয়েকজনের ছায়া দেখা যাচ্ছে। 'ওই যে, ওরা সবাই রয়েছে!' ফিসফিস করে বলল হ্যারি। 'ওখানে নয় থেকে দশজন লোক আছে!'

পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখল রনি। লোকগুলো সতর্কতার সাথে ক্যাম্প-সাইট বেছে নিয়েছে। সম্ভবত একাকী লোকটা ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত নয়। ওই লোকগুলোও জানে না আশপাশে আর কারও ক্যাম্প রয়েছে। এই অন্ধকারে কোন ফাইটিঙ শুরু করলে, সেটা মিত্র আর শত্রু, দুই পক্ষেরই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রনি এটা চায় না।

রিজের থেকে একটু নেমে পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ড্যাশার। 'নিচে ওখানে রয়েছে একগাদা ঝামেলা,' বলল সে। 'এখন কথা হচ্ছে, নিজেরা গুলি না খেয়ে পরিস্থিতিটা কিভাবে সামলানো যায়।'

শর্টি মাইক বলল, 'দু'হাতে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদের আক্রমণ করি। ওরা এমন হকচকিয়ে যাবে যে একটা গুলিও ছোড়ার সুযোগ পাবে না।'

'হয়তো,' স্বীকার করল রনি, 'কিন্তু আমার মাথায় আরেকটা প্ল্যান এসেছে। যদিও সেটা তেমন কিছু নয়, তবু এতে হয়তো কাজ হবে।'

নিচু স্বরে প্ল্যানটার ব্যাখ্যা দিল সে। শুনতে শুনতে লোকগুলো খিকখিক করে হাসতে শুরু করল। ওদের চারজনই ফাইট-প্রিয় লোক। রকিঙ K-এর জন্যে শেষ বিন্দু রক্ত দিতেও ওরা কেউ দ্বিধা করবে না। তবে প্রত্যেক কাউহ্যাণ্ডেরই প্র্যাকটিক্যাল জোকের একটা রুক্ষ সেন্স অব হিউমার থাকে। একে ঠিক হাস্যরসের পর্যায়ে ফেলা না গেলেও এটা যে তাদের শত্রুর ওপর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তা ঠিক।

'প্রথমে,' প্রশ্ন করল রনি, 'তোমাদের মধ্যে সবথেকে ভাল ইণ্ডিয়ান কে? আসলে দু'জন দরকার।'

'আমি,' লেকার চট করে জবাব দিল। 'ইউটের সাথে বড় হয়েছি আমি। একটা লঙহর্ন চামড়া আমি চুরি করে আনতে পারি, গরুটা টেরও পাবে না আমি কাছে আছি।'

'অও!' বাধা দিল হ্যারি। 'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না, রনি। দিনের বেলাতেও সে একটা গুদাম খুঁজে পাবে না। গুদামের সাথে দড়ি বাঁধা থাকলেও না। তাছাড়া ও বেশি ছোট। কিড বেশি বড়াই করছে।'

'হ্যাঁহ্! বড়াই আমি মোটেও করছি না,' প্রতিবাদ জানাল লেকার।

'ঠিক আছে, তোমরা দু'জনেই যেতে পারো। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। গা যদি ভেজা নাও থাকে ওদের লোম শুকিয়ে শক্ত হয়ে

থাকবে। চেনা কঠিন হবে না।'

'ঘোড়ার লাথি খেয়ে মাথা খুইয়ে এসো না যেন,' উপদেশ দিল শর্টি। 'অবশ্য তোমাদের দু'জনের মাথায় কি প্রয়োজন সেটাই আমি বুঝি না।'

বিড়বিড় করে শর্টির মুণ্ডুপাত করে, ওরা অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। টেরি ওদের দিকে নড করে বলল, 'আসলে কিড অত্যন্ত পটু ছেলে। হ্যারিও ভাল, তবে লেকারের তুলনায় সে কিছুই না।'

রনিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে শর্টি প্রশ্ন করল, 'তুমি আবার কোথায় চললে?'

'ঘুরে দেখে আসি ওখানে ওই লোকটা কে। তোমরা দু'জন এখানেই থাকো। প্রয়োজন হলে কিড আর হ্যারিকে কাভার দেয়ার জন্যে তৈরি থেকো। আমি ফিরে এলে আমরা বাকি ব্যবস্থা নেব।'

রনির সামনের ঢালু ঢালটা পাথরে ভরা, ঝোপ ঘাসও জন্মেছে। মাঝে মাঝে গ্রীজউড গাছ আর জুনিপার। এগুলো নিচে নামার পথে ওকে কিছুটা আড়াল দিল। অন্ধকারে নিচে নামাটা খুব কঠিন কাজ।

দ্বিতীয় আগুনটা এখন প্রায় নিভে এসেছে। কিন্তু প্রথমটায় আবার কাঠ চাপানো হয়েছে। চক্রাকারে ঘুরে সতর্ক ভাবে আগুনের দিকে এগোল রনি। বারো গজ দূরে থাকতে একটা হালকা খসখস শব্দ ওর কানে এল। আড়ষ্ট হয়ে কান পেতে অপেক্ষা করছে সে। শব্দটা আবার শুনতে পেল! ঘাস কিংবা ঝোপের সাথে খসখসে কাপড় ঘষার শব্দ। বাম দিকে আরও একটা শব্দ হলো। বুঝল ওর পাশাপাশি আরও কয়েকজন লোক বুকে হেঁটে আগুনের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু ওরা কি ছোট আগুনটা দেখেছে? মনে হয় না। ওটা কেবল উপর থেকেই দেখা যায়। একটু একটু করে বুকে হাঁটা লোকটার কাছে সরে এল রনি। মুহূর্তের জন্যে তারার আলোয় ওর মাথাটা দেখতে পেয়ে পিস্তল দিয়ে কষে বাড়ি মারল। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে ওখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে থাকল লোকটা।

নীরবতা।

হঠাৎ বুনো একটা চিৎকারে সঙ্কেত পেয়ে লোকগুলো একসাথে ধাওয়া করে আগুনের দিকে ছুটে এগোল। তারপর সবাই থমকে দাঁড়াল। যেটাকে ঘুমন্ত মানুষ মনে করেছিল সেটা দুই সারি পাথরের ওপর একটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই নয়। বোকার মত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে ওরা।

'চলে গেছে!' একটা গালি দিল হ্যানকিনস। 'পাজি ড্যাশার আমাদের ফাঁকি দিয়েছে!'

অন্ধকারে মনে মনে হাসল রনি। আগুনের আলোয় কয়েকজনকে চিনতে পারল সে। জনি হিউবার্ট, ডাকি, ড্রেনান, হ্যানকিনস, আর রেড!

'আরে। ট্রয় কোথায়?' চিৎকার করল হ্যানকিনস। 'ওর কি হলো?'

'সে কিছুক্ষণ আগেও আমাদের সাথে ছিল। ও করছে কি? লুকিয়েছে?'

রনি অন্ধকারে মিশে দ্রুত ঢালের উদ্দেশে রওনা হলো। লোকটা যে কে তা আর জানা হলো না। সে কাছেই কোথাও আছে। পালায়নি। নইলে রনি ওকে দেখতে পেত বা তার আওয়াজ শুনতে পেত। পাহাড়ের মাথায় উঠে হ্যারি আর কিডকে ফিরতে দেখে অবাক হলো। দু'জনেই হাসি চাপার চেষ্টা করছে।

'আমরা ওদের সব ঘোড়াই নিয়ে এসেছি,' জানাল হ্যারি। 'এখন পায়ে হেঁটে ফেরা ছাড়া ওদের উপায় নেই।'

'জানো,' হঠাৎ বলল রনি, 'আমি জেরিকে দেখলাম না, কিন্তু ওর সাগরেদ ডাকি স্মিথ ওখানে ছিল।'

'তাহলে ওটা নিশ্চয় জেরিরই ঘোড়া ছিল!' সামনে ঝুঁকে এল লেকার। 'একটা ঘোড়া ওখানে কম দেখলাম। ঘোড়া বাঁধার দড়িটা মাটিতে পড়ে আছে।'

'ও কোথায় যেতে পারে?' প্রশ্ন করল টেরি।

রনি ভাবছে লোকটা হয়তো অ্যাডামের সাথে দেখা করতে যেতে পারে। হঠাৎ আর একটা চিন্তা ওর মাথায় এল। সে হাইডআউটে যায়নি তো? হয়তো সেই ওদের লীডার!

যে লোক সায়মনকে মেরেছে, পিস্তলে তার হাত খুব দ্রুত চলে। জেরির হাতও তাই। মুহূর্তে রনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তার কি করতে হবে।

হঠাৎ রনি বলল, 'থ্রী এইচ এখান থেকে তিরিশ মাইলের উপরে। পায়ে হেঁটে ওরা আগামীকাল রাতের আগে র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তোমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল টেরি।

'আমার একটা ছোট্ট কাজ রয়েছে। তোমরা ফিরে যাও। কাল বা পরশু আমি র‍্যাঞ্চে ফিরব।' হাই তুলল সে। 'আমাদের সবারই এখন ঘুমানো দরকার। কাল সকালে রওনা হলেই চলবে।'

ভোর হতেই ওরা রওনা হয়ে গেল। রনি একা পুব দিকে এগোল। সতর্ক ভাবে এগোচ্ছে সে। কারণ সামনে কোথাও একজন গানম্যান আছে, যার পিস্তলে দক্ষতা ড্যাশারের সমান, কিংবা বেশিও হতে পারে।

কিছুদূর এগিয়ে রনি আউটল লোকটার ট্র্যাক দেখতে পেল। সে নিশ্চিত লোকটা কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে।

আরও এগিয়ে আরেকটা ঘোড়ার ট্র্যাক ওর চোখে পড়ল। ঘোড়ার খুরে নাল নেই। কিন্তু আরোহী কোন ইণ্ডিয়ান নয়।

তাহলে লোকটা কে? ক্যানিয়নের সেই রহস্যময় ক্যাম্পার?

একজন বন্ধু, নাকি শত্রু?

নয়

সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে অ্যাডাম বিচলিত। এতক্ষণে কিছু খবর আসা উচিত ছিল। কয়েকজন রাইডার, যারা শহরে এসেছে, তারা জানিয়েছে রকিঙ কে বা থ্রী এইচ রেঞ্জে কোন কাউহ্যাণ্ডের ছায়া পর্যন্ত ওরা দেখতে পায়নি।

ঘটনাটা অদ্ভুত আর অযৌক্তিক। রেঞ্জ-ওয়ারে কেমন সাংঘাতিক দাঙ্গা হয় এটা সে জানে। এই নীরবতা ওকে অস্থির করে তুলেছে। সায়মন মারা যাওয়ার পর, ওর পকেট সম্পূর্ণ খালি পাওয়া গেছে শুনে, তখন থেকেই সে দুশ্চিন্তায়

ভুগছে। যদি খুনী ওগুলো নিয়ে থাকে, আর ওর পকেটে তাকে অভিযুক্ত করার মত কাগজ থাকে, সেটা এখন খুনীর হাতে–এবং অ্যাডাম জানে খুনী কে।

শেষে খবর এল চারজন রাইডার রকিঙ কে-তে ফিরেছে। কিন্তু ওদের সাথে ড্যাশার ছিল না। সে যদি আবার হাইডআউটে যায়? কিংবা স্টার সিটির মাইনে? সে কি প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবে তা কিছুই বলা যায় না। লোকটা যে বোকা নয়, সেটা জেমস হার্টকে যে খুন করা হয়েছে, এটা ধরে ফেলা থেকেই বোঝা যায়।

অ্যাডাম অনুভব করছে ভাগ্য চারপাশ থেকে ওকে যেন ঘিরে ফেলছে। অথচ সবকিছুই এত সুন্দর ভাবে এগোচ্ছিল! অবশ্য আউটফিটের যদি কিছু হয়, ওদের সাথে সমার্সও মারা পড়তে পারে। কিন্তু ওর মন থেকে সংশয় দূর হলো না। লোকটার বেঁচে থাকার ক্ষমতা অসাধারণ। ড্যাকোটা জ্যাকের ভাগ্যে কি ঘটেছিল? নিজের লোকই ওকে গুলি করে মেরে ওর ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিল। জেরি সমার্স নিঃসন্দেহে ভয়ানক।

জন মার্সার বারে অ্যাডামকে পার হওয়ার সময়ে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে হ্যারিংটনকে দেখাল। 'ও তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

অ্যাডাম যখন ওর পাশে এসে দাঁড়াল হ্যারিংটন তখন হাসছে। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল অ্যাডাম। 'গরম,' বলল সে।

'হ্যাঁ।' বিল হ্যারিংটনের উৎফুল্ল ভাব। 'এবং আরও গরম হবে। ওরা হেনরি আর ওয়াটসনকে পেয়েছে–দু'জনেই মৃত। মনে হয় ওরা দু'জন নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি করে মরেছে।'

'আমার ধারণা ছিল ওরা একসাথেই কাজ করত।'

'হয়তো। কিন্তু আজকাল মানুষ যে কে কোনদিকে যাবে তা বলা মুশকিল।'

'কর্ন প্যাচে আর কেউ আছে?'

'একেবারে খালি।'

'জনি হিউবার্ট যদি মারা গিয়ে থাকে, তাহলে ফাইট হয়তো এখানেই শেষ।'

হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত আর ভীত বোধ করছে অ্যাডাম। ওর সব প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে গেল–সম্পূর্ণ ব্যর্থ!

সোনা নিয়ে আরেক দুশ্চিন্তা। ওগুলো স্টার সিটির মাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেডও নেই যে ওগুলো পাহারা দেবে। বোকার মত জেরির সাথে ওকে থ্রী এইচে যোগ দেয়ার অনুমতি দিয়েছে সে। ভেবেছিল ওখানে সে সমার্সের ওপর নজর রাখতে পারবে। কিন্তু বিগ গানফাইটার নিজের ইচ্ছামত কোনদিকে গেলে ওকে অনুসরণ করার মত যুক্তিসঙ্গত কোন অছিলাই রেডের থাকবে না। অ্যাডাম ভেবেছিল জেরিকে সে বাগে রাখতে পারবে। কিন্তু এখন ভাবতে গিয়ে মনে পড়ছে, লোকটা তার কথা আপাত সম্ভ্রমের সাথে শুনলেও সবসময়ে নিজের ইচ্ছে মতই চলেছে। অ্যাডাম তার শুকনো ঠোঁট চাটল।

রাতে যে ওর ভাল ঘুম হয়নি, তার চেহারায় এর স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। দরজার কাছে এগিয়ে লিভারি আস্তাবলের দিকে তাকাল সে। শহরে কেউ এলে ওখানেই প্রথম থামে।

'কোন খবর না পেলে আমি শান্তি পাচ্ছি না,' রাগের সাথে বলল সে। 'এই নীরবতা আমাকে টেনশনের মধ্যে ফেলে রেখেছে।'

চিন্তাযুক্ত ভাবে ওর দিকে চাইল বিল। 'এর ভিতর তোমার স্বার্থটা কোথায়? তুমি হিউবার্টদের সাথে নেই, এবং আর যাদের ক্ষতি হতে পারে তারা হচ্ছে রাসলার। যদি না,' সে সাবধানে যোগ করল, 'যদি না সেটা স্টেজ ডাকাতি সম্পর্কিত হয়।'

'তুমি কি ইঙ্গিত করছ ওদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে?'

'তুমি?' নিরীহ সুরে প্রশ্ন করল সে। 'এমন কথা কে ভাবতে পারবে?' একটু থেমে আবার বলল, 'সমার্স? এখন সেটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। ওর কাছে সব সময়েই টাকা থাকে, কিন্তু কোথা থেকে সে তা পায়, সেটা আমি কখনও বুঝে পাইনি।' একটা চুরুট ধরাল সে। 'আসি, পরে আবার দেখা হবে, অ্যাডাম।'

ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল অ্যাডাম, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ওকে এখন থেকে আরও সাবধান থাকতে হবে।

জন মার্সার ওকে লক্ষ করছিল, গোপনে হাসল সে। অ্যাডাম যদি সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়, তাতে ক্ষতির চেয়ে তার লাভই হবে বেশি। রনি ড্যাশার আসার পর থেকেই, নিজে নগণ্য খেলোয়াড় বলে জন মনেমনে খুশি। ছোট বলে তাকে কেউ খেয়াল করবে না, এবং সে সাধারণত আড়ালেই থাকে। এটাই ওর পছন্দ। নগণ্য হয়েও বেঁচে থাকাটা ওর কাছে অনেক বেশি কাম্য।

জনি হিউবার্ট শেষ পর্যন্ত একটা ঘোড়া ধরতে সক্ষম হলো। জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে থ্রী এইচে পৌঁছে খালি করাল আর নীরবতাই কেবল দেখতে পেল। র‍্যাঞ্চে কোন খাবার বা গোলাগুলি নেই। তার ভাই বা লোকজনের কোন চিহ্নও নেই। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে দূরবীন নিয়ে কাছেই একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল। প্রথমে কিছুই দেখতে পায়নি, তারপর দেখল একটা সরু কালো রেখা যেন নড়ছে। হয়তো একটা গরুর দল—ওয়াটারহোলের দিকে যাচ্ছে।

চেষ্টা করেও ওটা কি বা কে বুঝতে পারল না সে। আসলে, ওরা তারই লোকজন। গরমে আর পিপাসায় ওদের ঠোঁট ফেটে গেছে। পুরু ধুলোয় ঢাকা সারা দেহ—মেজাজ চড়া।

দ্রুত চিন্তা করছে জনি। একটা ঘোড়া ওর এখন সব থেকে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু র‍্যাঞ্চে কোন ঘোড়া নেই। ম্যাণ্ডালেই সবচেয়ে কাছে যেখানে ঘোড়া পাওয়া যাবে। সে জানে না যে ওগুলোকেও তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যে মাসট্যাঙটার পিঠে চড়ে সে র‍্যাঞ্চে ফিরেছে, সেই ক্লান্ত ঘোড়াটার পিঠেই আবার চাপল জনি। হঠাৎ তার মনে পড়ল ম্যানডালের থেকে রকিঙ কে অনেক কাছে। রাইডাররাও সব বাইরে থাকবে।

ঘোড়ার মুখ পশ্চিমে ঘুরাল সে। ম্যাণ্ডালেতে গেলে ওর নিশ্চিত মৃত্যু হত না। যেটাকে সে খালি র‍্যাঞ্চ মনে করেছিল, সেখানে কেবল দু'জন ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত। শর্টি মাইক সঙ্গীদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছিল। এখন সে রনিকে ট্রেইল করছে। ওর সাহায্যের দরকার হতে পারে মনে করে শর্টি পিছু নিয়েছে।

*

তপ্ত সূর্যের নিচে পুব দিকে যাচ্ছে ড্যাশার, তারপর দক্ষিণে ফিরল। দক্ষিণে কতগুলো ছোট টিলার পরেই ট্রিনিটি পর্বত-শ্রেণীর প্রথম উঁচু চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। চওড়া হ্যাটের ধারের তলা দিয়ে কঠিন নীল চোখে সে পুরো এলাকাটা সার্চ করে দেখল। প্রথমে কাছে থেকে শুরু করে পরে দূরে–আরও দূরে সবই সে খুঁটিয়ে দেখল। ফোঁটাফোঁটা ঘাম ওর ঘাড় বেয়ে নিচে নামছে। ঘোড়ার প্রতি পদক্ষেপে চিকন ধুলো আকাশে উড়ে টপার আর রনির ওপরই পড়ে স্থির হচ্ছে।

হঠাৎ সায়মনের পকেটে পাওয়া কাগজগুলোর কথা ওর মনে পড়ল। ঘটনার চাপে ওগুলোর কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। বর্ষাতির পকেট থেকে সব বের করে পরীক্ষা করে দেখল। কয়েকটা চিঠি রয়েছে ওখানে। প্রথম চিঠিটার ঠিকানা: সিম সায়মন, মবীটি, টেক্সাস।

চিঠির বক্তব্য:

একশো ডলার পাঠাচ্ছি। পৌঁছলে তুমি আরও চারশো পাবে। বাকি পনেরোশো কাজ শেষ হলে পাবে। জেরি সমার্সের নাম হয়তো তুমি শুনেছ। কেমন করে, কোথায়, এবং কখন সেটা তোমার ওপর। কিন্তু যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

'এ'

ওই 'এ'টা হয়তো অ্যাডামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে জেরি সমার্সকে হত্যা করার জনেই গানম্যানকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। রনির বিশ্বাস অ্যাডাম স্টেজ ডাকাতিতে জেরির সাথে জড়িত। হয় সে ওকে সোনার ভাগ দিতে চায়নি, কিংবা ভেবেছিল সমার্সের বেঁচে থাকা তার জন্যে বিপজ্জনক। সায়মনকে হত্যা করার কারণটা পরিষ্কার হলো। কিন্তু কে কিজন্যে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে জেনেও কেন সে অ্যাডামকে মারেনি? এর কারণ একটাই হতে পারে– নিজের স্বার্থেই ওকে ব্যবহার করার জন্যে অ্যাডামকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চায় সে।

দ্বিতীয় চিঠিটা শেরিফের অফিস থেকে এসেছে।

চিঠির বক্তব্য:

জেরি সমার্স সম্পর্কে তোমার প্রশ্নের জবাবে বলছি, নামটা আমার কাছে অপরিচিত। কিন্তু ওর বিবরণ বল্ড নব পরিবারের ভাস্কো গ্রেহামের সাথে মেলে। দু'জন যদি একই লোক হয় তবে জেনো ভাস্কো একজন নিষ্ঠুর খুনী এবং পিস্তলে ওর হাত ভয়ানক চালু।

বাকি চিঠিগুলো ব্যক্তিগত। তবে ওতে সায়মনের টাকা পাঠাবার একটা ঠিকানা পাওয়া গেল। ওকলাহোমায় ওর মেয়ে থাকে।

এই ভাস্কো গ্রেহামই তার পার্টনার ডেকোটা জ্যাককে খুন করে ওর ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিল। এই জন্যেই এলাকাটা জেরির এত পরিচিত!

ছয় মাইল পিছনে রনিকে ট্র্যাক করছে শর্টি। সাধারণত কাজটা কঠিন হওয়ার কথা নয়, কারণ ট্র্যাক লুকাবার কোন চেষ্টা ড্যাশার করেনি। কিন্তু ছোট ছোট ঘূর্ণি-

বাতাস (dust devil) মরু-এলাকার ধুলো উড়িয়ে অনেক জায়গাতেই ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এগিয়ে চলল শর্টি। সামনের রেঞ্জটা খুঁটিয়ে দেখে সে বোঝার চেষ্টা করছে এদিকে আসার পিছনে তার ফোরম্যানের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

শক্ত বাদামী রঙের মুখটা মুছে, গরমকে একটা গালি দিল শর্টি। বৃষ্টি হোক মনেমনে এই কামনাই করছে সে। ভেজা আঙুলে সিগারেট তৈরি করে তাতে একটা লম্বা টান দিয়ে, পাহাড়ের ভাঙা অংশটার দিকে এগোল মাইক। কোন একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা পাহাড়টাকে ওখানে ভেঙে ফেলেছে, ভাবল সে। একটা শকুন বিরাট চক্কর দিয়ে আকাশে ঘুরছে। কোন তাড়া নেই। ওর অভিজ্ঞতায় সে জানে শেষে সবকিছু তার কাছেই আসে।

ঘোড়াটার সাথে কথা বলল শর্টি। ঘোড়া সামনে এগোল। প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে রেহাই পেতে ওটা যেকোন জায়গায় যেতে রাজি। সেভেন পাইনস রেঞ্জের ওপর মেঘ জমেছে। হয়তো শর্টির কামনা পুরো হবে। বৃষ্টি হতে পারে।

ইনডোর স্টেডিয়ামের মত পাথরের দালানটা হয়তো কোন বিলুপ্ত ইণ্ডিয়ান ট্রাইব তৈরি করেছিল। রোদ আড়াল হয়েছে বলে ভিতরটা আরামদায়ক ভাবে ঠাণ্ডা। একটা খোলা বোতল সামনে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে আছে জেরি। লারামির দিকে চেয়ে হাসছে সে।

'ডাকির সাথে কথা বলেছ তুমি?' লারামি প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই না। লোকটা ভাল, কিন্তু ওর এঞ্জিন একবার চালু হলে সে তোমার বাহু টেনে উপড়ে ফেলবে।'

'তোমার মনে হয় রেড রিভার রেগানই ড্যাশার?'

'নিশ্চয়। কিন্তু সে কিভাবে এই হাইডআউট খুঁজে পেল সেটা সত্যিই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। যতবারই আমি বাইরে যাই এটা আবার খুঁজে বের করতে আমার ঝামেলা হয়।'

'তোমার ধারণা সে আবার এখানে আসবে?'

'আসবে। কিন্তু যখন আসবে, ওকে আমরা কবর দেব। ঢোকার পথে গার্ড আছে। ওকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেন ড্যাশারকে ঢুকতে বাধা না দেয়।' মুখ তুলে তাকিয়ে ঠাণ্ডা চোখে লারামিকে পরখ করে দেখল জেরি। 'এটা একটা চরম মোকাবেলা। অ্যাডাম আমাকে হত্যা করার জন্যে সায়মনকে এখানে আনিয়েছিল। জেমস হার্টকেও সে একই কাজে নিয়োগ করার চেষ্টা করেছিল।'

'জেমস কখনও কাউকে টাকার বিনিময়ে হত্যা করতে পারত না।'

'অ্যাডাম চেষ্টা করেছিল। আমি ওদের কথা বলতে দেখে জেমসকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে আমাকে স্পষ্ট কোন জবাব দেয়নি। কেবল জিজ্ঞেস করেছিল অ্যাডাম আর আমার মধ্যে কোন বিরোধ আছে কিনা।'

'ওটাই কি যথেষ্ট?'

'নিশ্চয় তাই। পুরো সোনাই অ্যাডাম চায়। সবটাই।'

কাঁধ উঁচাল লারামি। 'ওকে কখনও আমি বিশ্বাস করিনি।'

'অল্পক্ষণের মধ্যেই ড্যাশারের ব্যাপারটা মিটবে। এরপর অ্যাডামের সাথে আমি বোঝাপড়া করব। এভাবে সব ফাঁস না হলে হয়তো ওকে আমরা কাজে লাগাতে পারতাম। কিন্তু এখন আর তা হয় না। সোনা নিয়ে এখান থেকে আমরা সরে পড়ব। তারপর সোনা বিক্রি করে অন্য কোথাও রাজার হালে কাটাব।'

'জনি হিউবার্টের কি হলো?'

'বলতে পারি না। ওর ঘোড়াটা কর্ন প্যাচে মরে পড়ে আছে। ওদিকে ওয়াটসন আর হেনরি দু'জনেই গান ডুয়েলে মরেছে।' কাঁধ উঁচাল জেরি। 'ভাবিনি হেনরির ভিতর এতও ছিল।'

'না।' লারামি তার চেয়ারে একটু নড়ে বসল। অন্যমনস্ক হয়ে খালি টেবিল আর বোতলটার দিকে চেয়ে আছে সে। এটাই কি এই সবের পরিণতি? লুকিয়ে থাকা, পালিয়ে বেড়ানো, একটা ভাল মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্য অপেক্ষা করা? 'মানুষকে এসব ভাবতে বাধ্য করে,' সে বলে উঠল হঠাৎ। 'বিল ওয়াটসন শক্ত লোক ছিল। মানুষের জন্যে সে ছিল আতঙ্ক আর বিভীষিকার কারণ। কিন্তু কি হলো? কুপির মত দপ করে নিভে গেল সে। বিল যদি এত সহজে মরতে পারে, যেকেউ পারে।'

নীরবে বসে আছে ওরা। দূর থেকে মেঘের গর্জন ভেসে এল। দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল। 'বৃষ্টি! ভালই হলো, পৃথিবীটা এবার ঠাণ্ডা হবে।'

সিগারেট ধরাল সমার্স। তারপর আগুনের ধারে গিয়ে ওটাকে উস্কে কিছু কাঠ চাপিয়ে কফি বসাল।

'ড্যাশারের ডীলটা কি? আমরা ওকে ভিতরে ঢুকতে দেব?' প্রশ্ন করল লারামি।

'নিশ্চয়। ওকে আমরা সামনে থেকে আক্রমণ করব, আর পিছনে থাকবে ডাক বেইলি। মাঝখানে খোলা জায়গায় ফাঁদে পড়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে।'

বেইলি বাইরে পথটার ওপর নজর রেখেছে বটে, কিন্তু রনি সেই আগের পথ ব্যবহার করে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে। বিকেল হয়ে আসছে। সেভেন পাইনসের ওপর স্তরে-স্তরে মেঘ জমে আকাশটা কালো হয়ে আসছে। ক্যানিয়নের নিচে পৌঁছে রনি আর কিছুরই তোয়াক্কা করছে না। এখন ওর উদ্দেশ্য একটাই—জেমস হার্টের খুনের জন্যে যারা দায়ী তাদের গুটিঙের আওতায় পাওয়া। ওরা আর কি করেছে তা সে মোটেও বিবেচনা করছে না। একজন আহত আর অসহায় মানুষকে ওভাবে খুন করার মত জঘন্য অপরাধ আর দুটো নেই।

দেয়ালের কাছ ঘেঁষে একটা পাথরের আড়াল থেকে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল ড্যাশার। পাথরের দালানটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। বুঝল বাইরের দিকের ক্যানিয়নে, যেখানে ট্রেসারের সাথে ফাইট হয়েছিল, কেবল সেখানেই নয়, এখানেও লোক আছে।

এখানে প্রচুর আড়াল রয়েছে। আড়ালকে পুরো কাজে লাগিয়ে ধীরে পাথরের দালানের দিকে এগোল সে। ভিতরের দু'জনই দক্ষ পিস্তলবাজ। যেকোনজন হয়তো তার সমকক্ষ হতে পারে দু'জনে মিলে তারচেয়ে অনেক শক্তিশালী, এতে

সন্দেহ নেই। এসব লোকের বিরুদ্ধে ঝুঁকি নেয়া বোকামি। একটা ভুল করলে সেটাই হবে তার শেষ ভুল।

আবার মেঘের গর্জন শোনা গেল, এবার আরও কাছে। শুনে একটু থামল রনি। এতে তার অভিযানে কতটা লাভ বা ক্ষতি হতে পারে তা সতর্ক ভাবে যাচাই করে নিয়ে আবার এগোল।

আধ মাইল দূরে প্রবেশ পথের কাছে গার্ড দেয়া ছেড়ে ফিরে আসার জন্যে রওনা হলো বেইলি। ওদিকটা পুরো কালো হয়ে গেছে। কালো মেঘের ভিতর থেকে উজ্জ্বল রেখায় বাজ পড়ছে। ঝোড়ো মেঘ প্রায় তার মাথার উপর পৌঁছে গেছে। বুঝতে পারছে তাকে ভিজতে হবে। এত উঁচুতে যেকোন সময়ে তার ওপর বাজ পড়তে পারে। দ্রুত নামতে-নামতে ক্যানিয়নের পাথরের দালানটার দিকে চেয়ে সে চমকে উঠল। কে যেন ওটার দেয়াল ঘেঁষে সন্তর্পণে এগোচ্ছে!

কি ঘটেছে বুঝতে পেরে ওর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। ড্যাশার ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে!

বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সে নিচে নামার জন্যে ছুটল। হঠাৎ প্রবেশ পথের মুখে একজন আরোহীকে দেখতে পেল ডাক। লোকটা তারই দিকে চেয়ে আছে। আরোহী শর্টি মাইক। রনির ট্রেইল হারিয়ে সেটার খোঁজে সে হেলে-পড়া পাথরের গোলক-ধাঁধায় ঘুরছিল।

বেইলি ক্যানিয়নের নিচে পৌঁছেই পাথরের দালানটার দিকে ছুটল। এবার ওরা ড্যাশারকে বাগে পেয়েছে। ওর বাঁচার কোন পথ নেই।

পাথরের দালানের দরজা ঠেলে খুলে সে চিৎকার করল, 'ড্যাশার ভিতরে!' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল বেইলি। 'কি করে ঢুকল জানি না, কিন্তু সে ভিতরে! আমি ওকে দেখেছি!'

একটা বাঙ্কে শুয়ে ম্যাগাজিন পড়ছিল লারামি। ওটা নামিয়ে রেখে, উঠে পিস্তলের বেল্টটা পরে নিল সে। বুকের ভিতরটা ধড়াস-ধড়াস করছে-মুখের ভিতরটা শুকিয়ে এসেছে।

পরিস্থিতিটা তাদের পক্ষে হলেও, সে জানে কার বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে। স্বস্তি বোধ করছে না ও।

রনি গর্তটার পিছনে করালটার কাছে পৌঁছেছে। কোন ঘোড়ার পিঠেই জিন নেই। জেরি সমার্সের হয় আউটফিটে ফেরার ইচ্ছে নেই, কিংবা তার ঘোড়াটা আউটার করালে।

পাথরের দালানটা দোতালা। কিন্তু উপরের তালার পুরো সংস্কার করা হযনি। ক্লিফের ধারেই ওটার পিছনের দেয়াল। কয়েকটা পাইন আর ফার্ গাছ দালান ঘেঁষেই উঠেছে। আরও তিন-চারটে করালের কাছে।

দালানের ভিতরে ঢোকার সবথেকে সহজ উপায় দোতালার ভাঙা কোনা দিয়ে। দালানটা স্যাণ্ডস্টোনের তৈরি। যদি একতালার ছাদটাও পাথরের তৈরি হয় তবে হয়তো নিঃশব্দে নিচের লোকগুলোর অজান্তে সে ওটা পার হতে পারবে।

এখন ক্যানিয়নের উপর চলে এসেছে মেঘ। ভিতরে কেউ একটা তেলের বাতি জ্বালাল। দেয়ালের দিকে এগোতে যাচ্ছে, দেখল সব ক'টা ঘোড়া কান খাড়া করে সদর দরজার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওত পেতে পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে রনি।

একটু নড়াচড়া দেখা গেল। পরক্ষণেই অদৃশ্য হলো। বুঝল আউটার ক্যানিয়ন থেকে কেউ এসে সন্তর্পণে লুকাল। সে জানে এখানে তার কোন বন্ধু নেই। তবে কি ফিনলে হার্ট এই গোপন আড্ডা খুঁজে পেয়েছে? সেটার সম্ভাবনা খুব কম। অর্থাৎ লোকটা তার শত্রু। সে জানে রনি এখানে আছে।

দেয়াল ঘুরে পিস্তল হাতে এগিয়ে আসছে ডাক বেইলি। এখনও বেশ দূরে থাকলেও লোকটা রনির দিকেই আসছে। করালের কোনায় ওত পেতে বসে পরিস্থিতিটা নতুন করে বিচার করে দেখল সে। সম্ভবত গোলাগুলি করে এখান থেকে ও নিরাপদেই সরে পড়তে পারবে। কিন্তু একবার যা প্ল্যান করেছে সেটা থেকে সহজে সরে যাওয়া ওর স্বভাব নয়।

ক্লিফের ওপর কিছুটা বেয়ে উঠে লাফিয়ে দালানের ভাঙা কোনাটা ধরে ফেলল রনি। নিজেকে টেনে তুলে একতালার ছাদে সটান শুয়ে পড়ল। বেইলি বা লারামি কেউই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে ওকে দেখতে পায়নি। ওরা দু'জন দু'দিক থেকে আসছিল।

'লোকটা গেল কোথায়?'

'অবাক কাণ্ড! সত্যি বলছি, এখানেই আমি ওকে দেখেছি! কোথায় যেতে পারে সে?'

কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বুঝল, বাইরে দু'জন লোক কথা বলছে। দেয়াল হাতড়ে এগোল রনি। নিচে থেকে এক-চিলতে আলো উপরে আসছে। ওদিকে গিয়ে দেখল একটা চোরা দরজার ফাঁক দিয়েই আলোটা আসছে। ফাঁক দিয়ে চেয়ে বুঝল ওখান থেকে কোন সিঁড়ি নিচে নামেনি। অদূরেই একটা গর্ত রয়েছে দেয়ালে। ওখান দিয়ে আলো আসছে। সেইসাথে নিচে থেকে মৃদু কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

জেরি সমার্স কথা বলছিল। 'ওখানে নেই?'

'মনে হচ্ছে ডাক নার্ভাস হয়ে উল্টো-পাল্টা দেখছে।'

'যাক, সে এই জায়গাটা চেনে। সন্দেহ নেই আমার খোঁজে ও আসবে। ওটা কি?'

'কোনটা?'

'মনে হলো কি যেন একটা শুনলাম।'

লারামি উঠে দাঁড়াল। 'ওই দরজা ছাড়া এখানে ঢোকার আর কোন পথ আছে?'

'আমার জানামতে নেই। তবে ওই চোরা দরজার পাশে দেয়ালে একটা গর্ত আছে। কেউ যদি ছাদে ওঠে—'

দু'জনেই একসাথে ওদিকে ফিরল। অন্ধকারে চৌকাঠের আড়ালে রনি

দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে একটু বাঁকা হয়ে তৈরি।

সাহস হারিয়ে আতঙ্কিত বোধ করছে জেরি। এই লোকটা তাকে হত্যা করার জন্যেই এখানে এসেছে। তার জটিল আর সুষ্ঠু প্ল্যান এড়িয়ে সে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। নিচু স্বরে একটা চিৎকার করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল জেরি।

রনির বাঁকা হাতটা বিদ্যুৎ বেগে সক্রিয় হলো। ওর পিস্তলের মুখে আগুন দেখা গেল। সমার্স পিস্তল উঁচানোর পথেই মাথার পাশে একটা প্রচণ্ড আঘাতে সে মেঝের ওপর পড়ল। ওর বুলেটটা ছাদে লাগল।

লারামির পিস্তলটা লাফিয়ে হাতে উঠে এসেছে। ওর গুলিটা চৌকাঠে বিঁধল। পাল্টা গুলি করল ড্যাশার।

তারপর দোতালার মেঝেটা দুলে উঠল। একটা দেয়ালে ফাটল ধরল। পরক্ষণেই মেঝেটা ধসে পড়ল। বাইরে থেকে ভয়ের একটা বুনো চিৎকার শোনা গেল। রনি লাফিয়ে দরজার দিকে এগোল। বাইরে বেরিয়ে লম্বা একটা বিজলির আলোয় দেখল করাতের দাঁতের মত পাহাড়গুলো পরস্পরের দিকে সরে আসছে। পাথরের সাথে পাথর ঘষা খেয়ে ভয়ঙ্কর আওয়াজ করছে। পরিচিত বেরোবার পথের দিকে ছুটল সে।

পর মুহূর্তে একজন আরোহী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রনির সামনে আড়াআড়ি ভাবে থেমে দাঁড়াল। পিস্তল উঁচাল। বিজলি চমকাল, ড্যাশার দেখল লোকটা হার্ট।

'ফিনলে!' সে চিৎকার করল। 'আমি ড্যাশার! জলদি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো! পথটা যেকোন সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে!'

ঘোড়াটাকে কাছে নিয়ে এল হার্ট। 'ওঠো!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমার পিছনে!'

বিধ্বস্ত দালান থেকে ছুটে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল লারামি। রনিকে ঘোড়ার পিঠে উঠতে দেখে পিছলে থেমে দাঁড়িয়ে পিস্তল তুলল। ফিনলে হার্টের লম্বা ব্যারেলের পিস্তলটা উঠে এসেছে ওর হাতে। প্রায় একই সাথে গর্জে উঠল দুটোই। লারামি এক-পা পিছিয়ে আধ-পাক ঘুরে শক্ত মাটির ওপর আছড়ে পড়ল।

পরক্ষণেই বেরোবার মুখটার দিকে ঘোড়া ছুটাল হার্ট। সামনে একজন আরোহীকে আসতে দেখা গেল। 'রনি?' শর্টি মাইক হাঁকল।

'বেরিয়ে পড়ো!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল ড্যাশার। 'জলদি!'

জোর বৃষ্টি নেমেছে। ভূমিকম্প এখনও থামেনি। সাময়িক বিরতির পর আবার চারপাশ কেঁপে উঠল। বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ল নিচে–কিন্তু ততক্ষণে ওরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে।

'ঘোড়া ঘোরাও,' সুপারিশ করল রনি। 'রিজের অন্যপাশে আমার ঘোড়াটা জুনিপারের সাথে বাঁধা আছে।'

'জেরি কি শেষ?' হঠাৎ প্রশ্ন করল হার্ট।

'মনে হয়। ভূমিকম্পটা সব ওলটপালট করে দিল। আমার গুলিতে সে আছড়ে মেঝের ওপর পড়ার সাথে সাথে লারামি আমার দিকে গুলি চালাল।'

'ওকে আমি খতম করেছি–ডেড সেন্টার।'

'তোমার ভাইকে সমার্সই খুন করেছিল।'

'আঁচ করেছিলাম। সে অথবা অ্যাডাম।'

'অ্যাডামও এর সাথে জড়িত আছে।'

'আমার ধারণা,' জবাব দিল ফিনলে, 'সোনার চালান কখন যাচ্ছে, খবরটা অ্যাডামই ওদের জানাত। তবে এব্যাপারে আমি নিশ্চিত না।'

'তোমার সাহায্য ছাড়া ওই জায়গা খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল,' হঠাৎ বলে উঠল হার্ট। 'পোকার গ্যাপ থেকে জেরিকে ট্র্যাক করছিলাম আমি, কিন্তু ওর ট্রেইল হারালাম। পরে তোমার ট্র্যাক দেখতে পেয়ে অনুসরণ করলাম। সেটাও হারালাম। নিরুপায় হয়ে তুমি যেদিকে গেছ মনে হলো, অনুমান করে সেদিকে এগিয়ে আবার জেরির ট্র্যাক দেখতে পেলাম।'

টপারের পিঠে চড়ে ট্রেইল ধরল রনি। বাকি দু'জনও ওর পাশাপাশি চলল।

ওদের পিছনে পাথরের টুকরো ভরা মেঝের ওপর একজন রক্তাক্ত মানুষ ককিয়ে উঠে নড়ার চেষ্টা করল। গড়িয়ে টেবিলের তলায় চলে যাওয়ায় ধসে পড়া ছাদের পাথরের নিচে সে থেঁতলে যায়নি। কানের কিছুটা উপরে একটা গভীর রক্তাক্ত খাঁজ। বিদ্যুৎ চমকাল। লারামির লাশটা বাইরে পড়ে আছে দেখতে পেল সে। যে এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে, তাকে সে খুন করবে।

দশ

হ্যারিই প্রথম জনি হিউবার্টকে দেখতে পেল। কয়েক মাইল দূরে থাকতেই সে একক আরোহীকে দেখতে পেয়েছে। ভেবেছিল ওটা হয়তো মাইক বা ড্যাশার হবে। আরোহীকে চিনতে পেরে টিলার ওপর থেকে ছুটে নামতে গিয়ে প্রায় পা ভাঙার জোগাড় করল। টেরি আর কিড লেকার বাঙ্কহাউসের সামনে অলস ভাবে সময় কাটাচ্ছে। রনির নির্দেশ অনুযায়ী আজ আর রেঞ্জে যায়নি কেউ।

পাহারা ছেড়ে হ্যারিকে টিলা থেকে ছুটে নামতে দেখে বেন কেসি ঘর ছেড়ে বাইরে বিরিয়ে এল। ওর সাথে ডক্টর হ্যাডলে, শেলী আর লিসাও বাইরে বেরোল।

'ব্যাপার কি হ্যারি?' প্রশ্ন করল বেন।

'হিউবার্ট!' হাঁপাচ্ছে হ্যারি। 'দু'মিনিটের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবে।'

'হয়তো সে আপোষ করতে চায়,' বলল বেন। তারপর রাইডারদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সে আবার বলল, 'যা বলার, আমি বলব।'

'বস্,' আপত্তি জানাল কিড, 'হয়তো সে আমার খোঁজে এসেছে। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

'না।' বেন কেসির স্বরে কর্তৃত্বের ছাপ 'আমি নিজেই এটা হ্যাণ্ডল্ করব।'

প্রচণ্ড রাগে জনির সারা শরীর জ্বলছে। ওর লোকজনের কি হয়েছে তার কিছুই সে জানে না রাগের মাথায় এখন সে কেয়ারও করে না। সূর্যের তাপে চোখের কিনারাগুলো লাল হয়ে উঠেছে ধূলোর পাতলা পরতের নিচে মুখটা হিংস্র। রকিঙ কের লোকজনই যে তার র‍্যাঞ্চ থেকে খাবার, গোলা-বারুদ আর ঘোড়া সরিয়েছে,

এতে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে রকিঙ কের র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছল হিউবার্ট।

আশা করেছিল র‍্যাঞ্চটা জনশূন্য থাকবে। কিংবা বড়জোর বেন আর তার বোন দুটো থাকতে পারে। ওরা তাকে বাধা দিতে সাহস পাবে না। কিন্তু দেখল উঠানে টেরি, হ্যারি, কিড লেকার রয়েছে–বাঙ্কহাউসের দরজায় রজারকে দেখা যাচ্ছে। ওদের থেকে অল্প দূরেই রয়েছে দুটো মেয়ে, ডাক্তার আর বেন কেসি। কেসি ওর দিকে এক-পা এগিয়ে এল।

'হাওডি, জনি?' স্পষ্ট স্বরে বলল সে। 'ঘোড়া থেকে নামো। নিশ্চয় সন্ধি করতে এসেছ তুমি?'

ওর কথায় ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড় নাড়ার মতই প্রতিক্রিয়া হলো। 'সন্ধি? তোমার হাড়ের সবক'টা সন্ধি আমি ছুটিয়ে দেব–ইডিঅ্যাট!'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে বেন। চেহারাটা সংযত, গম্ভীর। কেসি আগে কখনও এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেনি। ঠোঁট চাটল টেরি। সে এখানকার সবথেকে পুরানো কর্মচারী। মনে মনে সে জানে বস্ এটা সামলাতে পারবে না। এগিয়ে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফাইটটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে তার খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু তাতে কেসির তীক্ষ্ণ অহঙ্কার বোধ ক্ষুণ্ন হবে–এটা সে মোটেও পছন্দ করবে না। র‍্যাঞ্চের সবাই একই কথা ভাবছে জেনে সে ফিসফিস করে বলল, 'এগিও না। এটা ওর ফাইট।'

বেন শান্ত স্বরে বলল, 'হিউবার্ট, বোকামি কোরো না। আমরা আগেও বলেছি আমাদের দু'জনের পাশাপাশি থাকার মত যথেষ্ট রেঞ্জ এখানে রয়েছে। কেবল তুমি ব্লুজের ওপারে থাকলেই আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ হবে না। বাবা মারা গেছে বলেই ভেব না তোমরা আমাদের ওপর চড়াও হতে পারবে।

'শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বাস করা ছাড়া তোমার আর কোন পথ নেই। তোমার লোকজন এখন হেঁটে মরুভূমি পার হচ্ছে। খাবার আর পানির অভাবে ওদের এখন খুব খারাপ অবস্থা। তোমার র‍্যাঞ্চে কোন ঘোড়া নেই–অন্য স্টেশনগুলোতেও নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কর্ন প্যাচে গিয়ে সব জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আসব।

'এটাই আমার শেষ কথা। তুমি এখনই শান্তি-চুক্তি করে পাহাড়ের ওপাশে থাকতে পারো, নইলে আমরা গিয়ে থ্রী এইচ পুড়িয়ে দেব। তারপর তোমার রাইডারদের পায়ে হেঁটেই দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করব- সাথে তোমাকেও!'

এত দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল হিউবার্ট যে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। বেনের মুখোমুখি হলো সে। 'তার আগে তোমাকে আমি জাহান্নামে পাঠিয়ে ছাড়ব!' গর্জে উঠল জনি।

'আমি দুঃখিত, হিউবার্ট।' বেন এখনও শান্ত। 'তুমি যদি ওই পথই বেছে নিতে চাও, তবে তাই হোক।'

কোন যুক্তিই হিউবার্ট মানবে না। জীবনে কখনও সে পরাজয় স্বীকার করেনি। ওর চোখে এখন খুনের নেশা। পিস্তল বের করার জন্যে ঝট করে হাত নামাল সে।

টেরির কাছে দৃশ্যটা কচ্ছপ-গতিতে এগোচ্ছে। মানস চোখে বেনের নিশ্চিত

মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে সে। দেখল, জনির হাতে পিস্তল উঠে এল–ঠিক 'ফাস্ট ড্র' বলা যায় না, তবে কেসির থেকে অনেক দ্রুত। বেনও পিস্তল বের করেছে। একটা তীক্ষ্ণ গুলির আওয়াজ শুনতে পেল টেরি। আশ্চর্য! যুবক র‍্যাঞ্চার এখনও দাড়িয়ে!

ধীরে পিস্তল উঁচিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে বেন। টারগেট প্র্যাকটিসের ভঙ্গিতে কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিউবার্ট আবার গুলি করল, এবং আবার এবার বেন কেসি গুলি করল।

জনির হাঁটু ধীরে ভাঁজ হয়ে মাটি ছুঁলো। তারপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল সে। উপস্থিত সবাই বুঝছে লোকটা মারা গেছে। ফেকাসে মুখে ধীরে পিস্তল নামাল কেসি।

'টেরি,' নিচু স্বরে বলল সে, 'তোমরা সবাই মিলে ওর লাশটা আপাতত গুদামে নিয়ে রাখো। ওদের আউটফিটের কেউ যদি আজ রাতের মধ্যে ওর দেহটা দাবি না করে, আমরা সকালে ওকে কবর দেব।' ডাক্তারের দিকে ফিরল সে 'হ্যাডলে, তোমার ব্যাগটা বের করো। মনে হচ্ছে আমি গুলি খেয়েছি '

রনি আর শর্টি সেভেন পাইনস শহরে পৌঁছল আঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে ওরা দু'জনেই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। লিভারি আস্তাবলে ঘোড়া রেখে রাস্তা ধরে ওরা এগোল। হার্ট ওদের অনেক পিছনে–মুখটা কঠোর

'কী একটা দেশ!' তেতো স্বরে বলল শর্টি। 'হয় রোদে পুড়ে যাচ্ছে, নয়তো বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে!'

'হোক বৃষ্টি!' জবাব দিল রনি। 'খাবার তো এত রাতে কোথাও পাওয়া যাবে না, আমার কেবল একটা বিছানা আর কম্বল হলেই চলবে '

বারান্দায় দাঁড়িয়ে হ্যাট আর প্লাসটিকের বর্ষাতি থেকে পানি ঝেড়ে সেল্যুনের হোটেলে ঢুকল ওরা লবিতে টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছে সাড়া পেয়ে ঘুমে কাতর কেরানি তার দরজা খুলে গলা বাড়াল স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'সাত নম্বর। নিজেই র‍্যাক থেকে চাবিটা নিয়ে নাও আমি শুয়ে পড়ছি!'

দরজা টেনে দিলেও বিছানায় গেল না সে এক মিনিট চিন্তা করে তাড়াতাড়ি প্যান্ট পরে নিল তারপর তাড়াতাড়ি অ্যাডামের কামরার দিকে এগোল

একঘণ্টা আগে বিছানায় গেলেও ঘুমায়নি অ্যাডাম অনেক কিছুই ঘটছে, কিন্তু কোন খবর সে পাচ্ছে না। দরজার ওপর মৃদু টোকার শব্দ ওর কানে এল বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা বের করে কান পেতে রইল আবার টোকা পড়ল 'কে?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'আমি–জেরেমি! তোমার জন্যে খবর আছে!'

বিছানা ছেড়ে নেমে দরজা খুলে দিল অ্যাডাম জেরেমি ঢুকতেই আবার বন্ধ করল

'ভাবলাম তোমার জানা দরকার রনি ড্যাশার এখন শহরে! ওর সাথে শর্টি মাইকও এসেছে! মাত্র কয়েক মিনিট আগেই পৌঁছেছে ওদের আমি সাত নম্বর কামরাটা দিয়েছি

'ড্যাশার? কিছু বলল সে? কোন খবর?'

'একটা কথাও না। দু'জনেই ক্লান্ত, কিন্তু ওদের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।'

'ঠিক আছে, ঘুমোতে যাও। কাল সকালে একটু ঘুরেফিরে খবর নেয়ার চেষ্টা কোরো কি ঘটছে।'

ভোরবেলা থেকেই খবর আসতে শুরু করল। জনি হিউবার্ট মারা গেছে। এবং সে মারা পড়েছে বেন কেসির হাতে! তিনটে গুলি করেছিল হিউবার্ট। বেন, মাত্র একটা!

হিউবার্টের রাইডাররা ফাঁদে পড়ে পায়ে হেঁটে অ্যালকেলি বেসিন পার হচ্ছে। ওদের সব ঘোড়া তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঘণ্টাখানেক পর আরও দু'জন লোক শহরে পৌঁছল।

হ্যানকিনস আর ড্রেনান দল ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরেছিল। অল্পক্ষণ পরেই ওদের কপাল ফিরে গেল। থ্রী এইচের কিছু ঘোড়া দেখতে পেল ওরা। একটা ছোট শাখা ক্যানিয়নে ঘোড়াগুলো ঘাস খাচ্ছিল। সুখকর পরিবেশে দলের সাথে ওদের বিচ্ছেদ হয়নি বলে ঘোড়া নিয়ে দলের কাছে ফিরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি ওরা। ঘোড়ার খালি পিঠে উঠে, সোজা সেভেন পাইনসের দিকে রওনা হয়েছে।

মুখে ফোস্কা পড়েছে, পায়ের অবস্থা কাহিল। এই অবস্থায় ওদের একটাই ইচ্ছা: থ্রী এইচ থেকে দূরে থাকতে চায় ওরা।

রনি ড্যাশার দ্বিতীয় কাপ কফি নিয়ে বসেছে, এই সময়ে হ্যানকিনস আর ড্রিনান প্রায় টলতে টলতে মলির রেস্টুরেন্টে ঢুকল। ঠাণ্ডা নীল চোখে ওদের যাচাই করে দেখল সে।

'এখানকার কফি ভালো। কিন্তু তোমরা নাস্তা চাও, নাকি ঝামেলা?'

হ্যানকিনস ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকল। ড্রিনান মুখ খুলল। 'নাস্তা আর গোসলের পর দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাই। তুমি কি বলো, রনি?'

শর্টির হাত দুটো পিস্তলের বাঁটের কাছে। অপেক্ষা করছে।

'তুমি ওর সাথে একমত?' হ্যানকিনসকে প্রশ্ন করল রনি।

বেজার মুখে মাথা ঝাঁকাল হ্যানকিনস। ওই দিনই পরের দিকে শহর ছেড়ে চলে গেল ওরা। সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই কর্ন প্যাচ পুড়িয়ে দেয়া হলো। জনি হিউবার্টকে ওর ভাইয়ের পাশেই কবর দেয়া হলো। রেঞ্জটা এখন শান্ত। বেন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

থ্রী টি এল-এর মরিসন যে রনির পথ চেয়ে আছে, এটা সে জানে। তবু যে কেন ও এখানেই থাকছে, তা সে নিজেও জানে না। রেড শহরে ফিরে গেছে। অ্যাডামের পাশেই ওকে সর্বক্ষণ দেখা যায়। কেউ ডাকি স্মিথকে ইউনিয়নভিলে দেখেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু সে যে শহর ছেড়ে কোথায় উধাও হয়েছে তা কেউ জানে না।

গত দশ দিন যাবৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি রনির মনে অস্বস্তি জাগাচ্ছে। র‍্যাঞ্চের বারান্দায় বসে সবদিক বিচার করে সে এর কারণটা বুঝল। জেরিকে মরে পড়তে দেখেছে বটে, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে না লোকটা মরেছে। সমাধি

বেঁচে থাকতে এই এলাকায় শান্তি কখনও ফিরে আসবে না সুতরাং যা-ই ঘটুক না কেন, হাইডআউটে গিয়ে তাকে নিজেই দেখে আসতে হবে।

অল্পক্ষণ আগেই হাইডআউটে পৌঁছেছে ড্যাশার। রকস্লাইড-যেপথে রনি ক্যানিয়নে ঢুকেছিল, সেটা আগের মতই আছে। কিন্তু করাতের দাঁতের মত পাহাড়গুলো আর আগের জায়গায় নেই, লক্ষ করল সে। ক্যানিয়নের দুটো অংশেই প্রাণের কোন সাড়া নেই। চারদিক নিঝুম। ক্যানিয়নের তলায় পাথর পড়ে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। পাথরের দালানটার কেবল দুটো দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। দুটোতেই ফাটল ধরেছে। বাকিটা পুরোই ধ্বংস হয়েছে। জেরি জীবিত থাকলেও সে ক্যানিয়নে নেই। করালে একটা ঘোড়াও নেই। দালানের পাথরের স্তূপের ভিতর রনি কোন লাশ খুঁজে পেল না- তবে রক্তের দাগ ওখানে রয়েছে। তারপর করালের কাছে একটা কবর দেখতে পেল।

লারামি

১৮৮১

বুট পরেই মরেছে সে

একটা কবর! জেরি সমার্স বেঁচে আছে! দ্রুত দ্বিতীয় আস্তানাটার দিকে এগোল রনি। তাড়াহুড়ো করে ওটা ছেড়ে চলে যাওয়ার সব চিহ্নই রয়েছে ওখানে। টপারের দিকে এক নজর চেয়ে দেখল ঘোড়াটা কান খাড়া করে বুনো চোখে এদিকওদিক দেখছে। রনিও একবার চারপাশে দেখল। হঠাৎ জমিটা একটু কেঁপে উঠল।

ছুটে এসে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল সে। পুরোদমে প্রবেশ পথের দিকে ছুটল টপারকে নিয়ে। ঘোড়ার পায়ের নিচে মাটিটা যেন ককাচ্ছে। পাথরের সাথে পাথর প্রচণ্ড চাপের সাথে ঘষা খাওয়ার আতঙ্ক-জাগানো শব্দ তুলে দক্ষিণের পাহাড়গুলো আরও- আরও উঁচু হয়ে আকাশের দিকে উঠছে। বেরোবার ফাঁকটা এখন আরও সরু হয়েছে। ঘোড়াটাকে নিয়ে লাফিয়ে ফাঁক গলে বেরিয়ে এল রনি। ভূমিকম্পের জের এখানেও সুস্পষ্ট। লম্বা সরু ফাটলগুলো মরুভূমির মধ্যে যতদূর দেখা যায় এগিয়ে গেছে। র‍্যাঞ্চে ফেরার পথ ধরল রনি।

জেরি সমার্স বেঁচে আছে। তাই যদি হয়, কোথায় আছে সে? কর্ন প্যাচে আগুন ধরিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। খ্রী এইচে যোগ দিয়ে থাকতে পারে সে। কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। জেরি সমার্স হচ্ছে লীডার- অন্যের আদেশ মেনে চলা ওর ধাতে সইবে না।

মরুভূমিতে জেরি ট্র্যাক খোঁজা অর্থহীন। জেরির মত আউটলকে ট্র্যাক করতে হলে মাথা খাটিয়ে করতে হবে। ইউনিয়নভিলে সে যাবে না, কারণ ওখানে সে পরিচিত। রনির বিশ্বাস, জেরি চাইবে ওর শত্রুরা সে মারা গেছে মনে করে নিশ্চিন্ত থাকুক।

রাত হয়ে আসছে। এতক্ষণে রনি অনুভব করল সে ক্লান্ত টপার যেভাবে চলছে, তাতে বুঝতে পারছে ঘোড়াটাও তাই। বাটির মত একটা বড় গর্তে কিছু কটনউড গাছ দেখে ওদিকেই এগোল রনি। ওখানে পানি থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা

আছে ওর ধারণা ভুল নয়। চুয়ে পড়া পানিতে মাঝখানে একটা ছোট্ট পুকুর মত হয়েছে একপাশে ম্যানজানিটার ঘন ঝোপ উপড়ে পড়া একটা বিশাল গাছের পাশে ক্যাম্প করল ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে কফি চাপাল সে।

কফি ঢালছে, এই সময়ে পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের 'ক্লিক্‌ক্লিক' শব্দ ওর কানে এল কাপটা নামিয়ে রেখে গাছের গুঁড়ির মোটা দিকটার আড়ালে চলে গেল- হাতে রাইফেল। অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। গরম কফি ভরা কাপটার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রনি। আসার আর সময় পেল না লোকটা!

একটা উপায় ওর মাথায় খেলল। খুব সতর্কতার সাথে কাপের হাতলটার সাথে রাইফেলের মাথায় বসানো নিশানা করার কাঁটায় বাধিয়ে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এল কপাল ভাল, কাপ থেকে চলকে খুব কমই পড়ল। তৃপ্তির সাথে কফি শেষ করল রনি। আসুক ওরা, এখন সে তৈরি।

আবার একটা ক্লিক শোনা গেল–আরও কাছে। লোকটা যে-ই হোক, খুব সাবধানে এগোচ্ছে। নিচু হয়ে আকাশের দিকে চাইল সে–কোন তারা আড়াল হয় কিনা খেয়াল করছে। কিন্তু তা হলো না। মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ রনির কানে এল। মাথা কাত করে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। যখন বুঝতে পারল, হেসে গুঁড়ি ঘুরে ঘাসের ভিতর দিয়ে বুকে হেঁটে এগোল। যখন আকাশের পটভূমিতে ওদের চওড়া হ্যাটগুলো দেখতে পেল: সে উঁচুস্বরে বলে উঠল, 'তোমরা যদি ক্যাম্পের দিকে এগোলে নিজেদের আগে থেকেই ঘোষণা করো, তাহলে এভাবে ধরা পড়তে হবে না।'

বাধ্য ছেলের মত ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শর্টি আর হ্যারি। হ্যারি বলল, 'ভাবলাম তোমার হয়তো সঙ্গ ভাল লাগবে। তাছাড়া এদিকে যখন এলামই মনে করলাম তোমাকে কিছু খবরও দিয়ে যাই।'

boighar.com

'কি খবর?'

'ডক্ হ্যাডলে আর মিস শেলী শীঘ্রি বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

'পুরানো খবর আমি আগেই শুনেছি,' বলল রনি।

'আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে থ্রী এইচে। বলডি আর সিলভারের মধ্যে কিছু গরম কথা কাটাকাটি চলছিল, এই সময়ে ওই কয়োটি ট্রয়, বলডিকে পিছন থেকে গুলি করে বসেছে ডক হ্যাডলের ধারণা বলডি হয়তো বেঁচেও যেতে পারে–কিন্তু এর কোন নিশ্চয়তা নেই।'

'ওই আউটফিটটা নিজেদের মধ্যেই মারপিট করে–অন্যের সাথে মিলেমিশে চলবে কিভাবে?' মন্তব্য করল রনি। 'এসো, ক্যাম্পে চলো–কফি তৈরি।'

কফিতে চুমুক দিয়ে লারামির কবর খুঁজে পাওয়ার কথা জানাল রনি। আরও বলল, তার বিশ্বাস জেরি সমার্স বেঁচে আছে।

'সেটা আমরা শুনেছি ফিনলে হার্ট ওর ঘোড়ার ছাপ দেখতে পেয়েছে। সাথে আরও একজন আছে- সম্ভবত বেইলি ওদের কিছুদূর অনুসরণ করার পর হার্ট ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছে।'

'ওরা কোন দিকে যেতে পারে বলে মনে করছ?' হ্যারি জানতে চাইল।

'বলা যায় না হয়তো স্টার সিটির সেই মাইনে।'

'এখন কি করবে?' প্রশ্ন করল শর্টি। 'তুমি কি জেরির পিছু নেবে?'

'সম্ভবত।' একটা সিগারেট রোল করল রনি। 'তবে হতে পারে ওর যথেষ্ট হয়েছে। লোকটা দেশ ছেড়ে চলেও যেতে পারে। চলে গেলে ওকে আর ধাওয়া করব না। আর খ্রী এইচের বেলায়, আশা করি ওরা আর ঝামেলা করবে না। এড়াতে পারলে বেন হাঙ্গামা চায় না। আমারও একই মত।'

শর্টিকে একটু মনমরা দেখাচ্ছে। 'ইশ! একটা ভাল ফাইটের চান্স মিস হয়ে গেল!'

স্টার সিটিতে খুব উন্নত মানের আকর পাওয়া গিয়েছিল। ওটা দু'বছর টিকেছিল, তারপর ফুরিয়ে গেল। মাইনাররা করার কিছু না পেয়ে কেউ কেউ ইউনিয়নভিলে, আর অন্য লোকজন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছাপড়াগুলো রয়েই গেল।

ফেকাসে মুখে, আধমরা অবস্থায় জেরিকে নিয়ে স্টার সিটিতে পৌঁছল বেইলি। সবথেকে ভাল অবস্থায় যেটা আছে, সেই ছাপরাতেই আশ্রয় নিল ওরা। গুলির জখমের সেবায় বেইলির বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। কানের পাশে মাথার চামড়া হাড় পর্যন্ত চিরে গেছে। খুলিতেও একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কিন্তু পাথর পড়ে দেহের জখমগুলোই বেশি মারাত্মক হয়েছে, কারণ পুরো দেহ টেবিলের তলায় ঢুকাতে পারেনি সে। যখন আহত জেরিকে মোটামুটি নিরাপদে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব, তখন ডাকির সাথে যোগাযোগ করে ওকে স্টার সিটিতে নিয়ে এল।

পুরো সাতদিন যমের সাথে লড়ল জেরি। বেইলি আর ডক বেনটন ওকে সাহায্য করল। ইউনিয়নভিল শহর থেকে ডাক্তারকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে এসেছে ডাকি স্মিথ। প্রাক্তন আর্মি স্যারজ্‌ন বেনটন এখন মদে ডুবে থাকলেও ডাক্তারি ভুলে যায়নি। শেষ পর্যন্ত ওকে যখন ইউনিয়নভিলের সেলুনে ফিরিয়ে দিয়ে আসা হলো, জেরি তখন দ্রুত সেরে উঠছে। সুস্থ হচ্ছে বটে, কিন্তু যত সারছে ততই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠছে ওর। শেষে এটা আরও বাড়ল।

মেঝের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে জেরি। সরু, ফেকাসে মুখ। চাপা একটা রাগে ফুঁসছে। বেইলি উদ্বিগ্ন চোখে ওকে লক্ষ করছে–ধীর প্রকৃতির ডাকিও আশঙ্কিত। ড্যাশারের কাছে হেরে যাওয়াই কি এর কারণ? নাকি এটা মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার ফল- বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক যে এখন ওর আসল রূপ বেরিয়ে এসেছে। সহজ হাসির আচ্ছাদনটা অদৃশ্য হয়েছে, কেবল রয়েছে একটা খুনী–ভাল কিছুই আর ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

'আমার মতে,' প্রস্তাব দিল ডাক বেইলি, 'আমাদের আপাতত এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। ড্যাশার যতদিন আছে, এখানে কারও কিছু করার উপায় নেই। পরে অ্যাডামকে আমরা দেখে নেব।'

'যাওয়ার কথা ভুলে যাও!' ঝট করে বেইলির দিকে ফিরল জেরি। ওর চেহারাটা ভীষণ হয়ে উঠেছে। 'ড্যাশার আর অ্যাডাম না মরা পর্যন্ত আমরা এদেশ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না! ওই সোনাও আমি চাই, কিন্তু তারচেয়ে বেশি চাই রনিকে!'

'বস্,' আপত্তি তুলল ডাক, 'পুরো দেশটাই এখন আমাদের বিরুদ্ধে। এখানে থাকলে আমাদের জীবন্ত ফেরার কোন আশা নেই। বাড়িয়ে বলছি না। এখন আমরা সরে পড়তে পারব। ওরা জানে না তুমি বেঁচে আছ, কি মরেছ। কিন্তু বিশ্বাস করো, ওরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'ড্যাশার,' বলে চলল সে, 'এলাকাটা চষে বেড়াচ্ছে তোমার খোঁজে। ফিনলে হার্টও তাই করছে। রিজের মাথায় বসে দূরবীন দিয়ে আমি দেখেছি তোমার ট্রেইল ধরেই সে এগোচ্ছিল, পরে হারিয়ে ফেলল। কিন্তু বারবার মুখ তুলে সে এই পাহাড়গুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হলো এদিকটা ভাল করে খুঁজে দেখার ইচ্ছা ওর আছে। আমি তোমাকে বলছি জেরি, হার্ট ক্ষান্ত হওয়ার পাত্র নয়।'

বিদ্বেষে জ্বলছে জেরির চোখ। 'কি ব্যাপার ডাক, ভয় পাচ্ছ? তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি!'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সমার্স। ওখানে হঠাৎ ঘুরে নিচু স্বরে সে বলল, 'কেউ আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। বুঝেছ? কেউ না!'

বেরিয়ে গেল জেরি। ওর পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। ফেকাসে মুখে ডাকি স্মিথের দিকে তাকাল ডাক। 'অনেক বদলে গেছে ও,' মন্তব্য করল সে।

নীরস মুখে মাথা ঝাঁকাল ডাকি। 'এখানে থাকার কোন মানে হয় না, ডাক! কোন মানেই নেই! ওই হার্ট লোকটা ব্লাডহাউণ্ডের মত–একবার ট্রেইল ধরলে সহজে ছাড়বে না। লারামিকে মেরেছে সে। আর ড্যাশারের মোকাবিলা করার চেয়ে বাঘের আস্তানায় ঢুকে চান্স নেয়া অনেক ভাল। ভূমিকম্পটা না হলে জেরিকে আজ আর বেঁচে থাকতে হত না।'

'আমরা তাহলে কি করব?' প্রশ্ন করল ডাক।

জবাব না দিয়ে স্মিথ বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল। তারপর বসল। 'কি করব?' উঁচু গলায় বলল সে। 'আমি বসের সাথেই থাকব। আর কি করব? এখন, ড্যাশারকে কি করে শেষ করা যায় সেটাই ভাবতে হবে!'

ডাক চট করে স্মিথের দিকে তাকাল, তারপর জানালার দিকে একবার চেয়ে নড করল। 'হ্যাঁ,' বলল সে, 'ওকে মারাই হবে আমাদের প্রথম কাজ। পরে অ্যাডামকে শেষ করে সোনা ছিনিয়ে নিতে হবে।'

হঠাৎ কামরায় ঢুকল জেরি। চাপা রাগের সাথে প্রথমে বেইলি, পরে ডাকির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে। জেরি যে দূরে সরে গিয়ে আবার নিঃশব্দে ওদের কথাবার্তা শোনার জন্যে ফিরে এসেছিল, এটা ওরা দু'জনেই বুঝতে পারছে। পায়চারির সাথে বিড়বিড় করছে সমার্স।

থেমে স্থির দৃষ্টিতে বেইলি আর ডাকির দিকে তাকাল সে। চোখে অনিষ্টকর আর অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তার পিছনে আরও কিছু রয়েছে–বেইলি ওটা প্রথমবারের মত দেখল, এবং চিনে শিউরে উঠল। জেরি সমার্স বদ্ধ-পাগল।

এগারো

এক সপ্তাহ পর রনি শহরে ঢুকল। ওর সাথে রয়েছে হ্যারি আর শর্টি। স্টার সিটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে ওরা কিছুই পায়নি। ডকি আর বেইলিকে বেশ কিছুদিন কেউ দেখেনি।

অ্যাডামকে কখনও একা দেখা যায় না। রেড সবসময়েই ওর পাশে রয়েছে। ওর হলুদ-কালো চোখ দুটো সর্বক্ষণ ঘুরছে। জানালা, দরজা আর গলির ওপর চোখ রাখছে সে। অ্যাডাম অনেক শুকিয়েছে। ওর ফোলা গালগুলো এখন চুপসে গালের উপরকার হাড় বেরিয়ে এসেছে। ভিড়ের ভিতর ওকে আর সেলুনে দেখা যায় না।

ফিনলে হার্ট শহরে ফিরে এসেছিল। কিছু সাপ্লাই নিয়ে মলির আপত্তি সত্ত্বেও আবার বেরিয়ে পড়েছে। লোকটা স্বীকার করেছে এখন পর্যন্ত সে কিছু খুঁজে পায়নি–কিন্তু এখন সে সুসম্বদ্ধ ভাবে কাজ করছে। পুরো এলাকাটাকে ভাগ করে নিয়ে, প্রত্যেকটা অংশ ভাল করে খুঁজে দেখছে।

রনির সাথে ফিনলের লিভারি আস্তাবলে দেখা হয়েছিল। সেও মাত্র ঢুকেছে আর ফিনলে তখন বেরোচ্ছে। 'কোন ট্র্যাক দেখতে পেলে, হার্ট?'

কাঁধ উঁচাল সে। 'সম্প্রতি পাইনি। তবে সে বেঁচে আছে। আমার অনুভূতি তাই বলছে।'

'হ্যাঁ।' খড়ের একটা গাঁটের ওপর বসে সিগারেট ধরাল রনি। 'ওকে খুঁজে বের করতে হলে তোমাকে মাথা খাটাতে হবে। চাক্ষুষ ট্রেইল নয়–বুদ্ধি খাটিয়ে ওর পিছু নিতে হবে।'

'ওতে আমি কখনও ভাল ছিলাম না,' হার্ট বলল। 'ট্রেইলের চিহ্ন আমি আর দশজনের মতই পড়তে পারি–কিন্তু ওই পর্যন্তই।' চিন্তিত মুখে রনির দিকে তাকাল সে। 'ও এখন কি করবে বলে তোমার ধারণা?'

'বলা কঠিন,' স্বীকার করল রনি। 'কিন্তু যদি ধরে নিই ডাক আর ডাকি ওর সাথেই আছে, তাহলে ওরা তিনজন। ওদের খাবার, পানি, গোলা-বারুদ, আর নিরাপদে লুকানোর মত একটা জায়গা দরকার।

'ওরা সেভেন পাইনস-এ নেই এটা নিশ্চিত। এর উত্তরে পুরোটাই রকিঙ কে রেঞ্জ। ওখানে লুকোবার কোন জায়গা নেই। কর্ন প্যাচ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

'ইউনিয়নভিলে ওর অনেক শত্রু আছে, তাই ওখানে সে যাবে না। পোকার গ্যাপ দিনের বেলায় একেবারে খোলামেলা। তাহলে বাকি কি রইল?'

'বেশি না,' ভুরু কুঁচকে স্বীকার করল হার্ট। একটা শব্দে সে ঘুরে দেখল হ্যারি আর শর্টি ধুলোর ওপর ম্যাপ এঁকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

'ফিনলে?' প্রশ্ন করল শর্টি, 'স্টার সিটিতে হাই কার্ড মাইনের ওদিকে তুমি গেছিলে? আগে থেকে না জানলে ওটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

'ওটা কোথায়?'

শর্টি ম্যাপের ওপর আঙুল দিয়ে দেখাল। 'ক্যানিয়নের গভীরে–এখানে।'

'না,' স্বীকার করল ফিনলে। 'ওটা মিস করেছি। পানি আছে ওখানে?'

'হ্যাঁ। বেশি ভাল না, তবু পানি।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল হার্ট। 'আমি তাহলে ওদিকেই রওনা হচ্ছি।' রনির দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল, 'তুমি আসতে চাও?'

মাথা নাড়ল ড্যাশার। 'আমাকে র‍্যাঞ্চে বেনের সাথে দেখা করতে হবে।'

ফিনলে রওনা হয়ে গেল। গলা ভেজাতে সেলুনে ঢুকল ওরা। টেবিলে ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে চারদিকে চোখ রেখেছে। অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যাডাম। রেড ওর দিকে এগিয়ে কি যেন রিপোর্ট করল। দু'জনেই কিছুক্ষণ উত্তেজিত কথাবার্তার পর বাইরে জানালার নিচে দাঁড়িয়ে মাটি পরীক্ষা করে দেখে ভিতরে এসে অফিসে ঢুকল।

নিজের ড্রিঙ্কটা চট করে শেষ করে উঠে দাঁড়াল ড্যাশার। ওরা কেন এত উত্তেজিত, এটা ওর জানা দরকার। বেরিয়ে জানালার তলায় এসে দাঁড়াল সে। ট্র্যাকগুলো পরিষ্কার। জানালার নিচে দাঁড়িয়ে ছোট বুট পরা কেউ যে জানালা জোর করে খোলার চেষ্টা করেছিল। জানালার কাঠ আর ধারের দাগ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু খুলতে পারেনি।

জেরি সমার্স শহরে এসেছিল!

সেলুন রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। সুতরাং চেষ্টাটা ভোর-রাতে হয়েছে। তাহলে কোথায় গেছে সে? আর সেলুনেই বা কেন ঢুকতে চেয়েছিল?

আস্তাবলে নিজের ঘোড়ার জিনের ওপর হাত রেখে রনি ভাবছে। একটা চিন্তা ওর মাথায় এল। জেগারের স্টোরের দিকে চেয়ে তার মনে হলো জেগার হয়তো কিছু শুনে থাকতে পারে। লোকটা স্টোরেই ঘুমায়, আর হাইগ্রেড সেলুন থেকে স্টোরের দূরত্ব মাত্র কয়েক ফুট। আস্তাবল ছেড়ে স্টোরের দিকে এগোল সে।

ওকে ঢুকতে দেখে জেগার এগিয়ে এল। 'কিছু চাই তোমার?'

'হ্যাঁ। কিছু .৪৪ গুলি। দুই বাক্স দাও।' লোকটা গুলি বের করতে কাউন্টারের পিছনে গল। ঘুরেফিরে দেখছে ড্যাশার। পুরোপুরি একটা ওয়েস্টার্ন স্টোর। মাঝের কাউন্টারে পুরুষ আর মহিলাদের নানা ধরনের পোশাক। দেয়াল ঘেঁষে তিনটে দেয়াল জুড়ে ছাদ পর্যন্ত তাক। রেঞ্জে যত রকম জিনিস মানুষের দরকার হতে পারে সবই আছে ওখানে–সাথে রকমারি খাবারও।

গুলির বাক্স দুটো রনির সামনে কাউন্টারের ওপর রাখল জেগার। ওর দিকে তাকাল ড্যাশার। ওই ঠাণ্ডা চোখ দুটো দিয়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে দোকানি। 'তুমি তো এখানেই ঘুমাও, তাই না?' আলাপের ছলে প্রশ্ন করল রনি।

আড়ষ্ট হলো জেগার। 'হ্যাঁ। আর কিছু চাই তোমার? না চাইলে আমি যাই, আমার কাজ আছে।'

'কাজ একটু পরে করলেও চলবে।' রনির চোখ দুটো একটু কঠিন হলো। 'গত রাতে বিছানায় যাওয়ার পর কিছু শুনতে পেয়েছিলে? এই ধরো, দুটোর পরে?'

'কি শুনব?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে। একটু অস্থির। 'রাত দুটোয় হাই গ্রেড সেলুন বন্ধ হয়। এরপর শহরটা কবরের মত হয়ে যায় তিরিশ মিনিটের মধ্যেই।'

স্টোরের ভিতর আবার চোখ বুলিয়ে এক বাক্স বাটালির ওপর ওর চোখ

পড়ল এগিয়ে একটা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। এই রকমই কিছু জানালা খোলার চেষ্টায় ব্যবহার করা হয়েছিল। চওড়াতেও জানালার দাগের সাথে মেলে হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে জেগারের চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেল 'এই রকম বাটালি কি ইদানীং বিক্রি করেছ তুমি?'

'না···করেছি বলে মনে পড়ছে না।' জেগারের কথা বেধে যাচ্ছে।

'গত রাতে একটা বেচেছ? কিংবা তোমার থেকে জোর করে কেউ নিয়েছে?'

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দোকানি 'গত রাতে আমার দোকান বন্ধ ছিল! বেশ আগেই বন্ধ করেছিলাম আমি! যদি করতাম, তাহলে কি তোমাকে বলতাম না?'

'হয়তো বলতে, কিংবা নাও বলতে পারতে। যদি করে থাকো তাহলে বলে ফেলাই ভাল।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকল জেগার। ওর চোখ দুটো সরু হলো, চোয়াল শক্ত হয়েছে। বিরক্ত স্বরে সে বলল, 'যদি করেও থাকি, সেটা আমার ব্যাপার–তোমার কি? আর কিছু কেনার না থাকলে এবার তুমি যাও–আমার কাজ আছে।'

'জেগার'–বুক কেঁপে ওঠার মত ঠাণ্ডা রনির স্বর–'আমি তোমার শত্রু নই। সম্পর্কটা ওই রকম রাখাই তোমার জন্যে ভাল হবে। এখন থেকে রকিঙ কে আর মাইনগুলোই হবে তোমার সব থেকে বড় খদ্দের–যেমন আগে ছিল। হিউবার্টরা এখন আর বড়-মুখে কথা বলবে না। জেরি সমার্সের দিনও ফুরিয়েছে। মনোস্থির করে নাও তুমি কোন দলে থাকতে চাও।'

'এবং গুলি খেয়ে মরি?' খেঁকিয়ে উঠল জেগার।

'হয়তো। কিন্তু সৎ মানুষকে মাঝেমাঝে এমন ঝুঁকি নিতে হয়। তোমার কাছে গত রাতে যদি কেউ এসে থাকে, তুমি না বললেও সেটা আমি জানতে পারব। আর, যদি সৎ মানুষদের দলে যোগ না দাও, তবে দোকান বন্ধ করে দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবো।'

ইতস্তত করছে জেগার। চোখ দুটো কুৎসিত হয়ে উঠেছে। 'ঠিক আছে,' তেতো স্বরে বলল সে। 'গতরাতে জেরি এখানে এসেছিল। আমাকে জাগিয়ে একটা নতুন রাইফেল আর গুলি কিনেছে সে। তারপর একটা বাটালি তুলে নিয়ে আমাকে বলল, নিজের ভাল বুঝলে আমি যেন মুখ বন্ধ করে রাখি। বাটালি দিয়ে কিছুক্ষণ সেলুনের জানালা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পেরেক দিয়ে আটকানো থাকায় ওটা খুলল না। রাস্তা দিয়ে কিছু আরোহী এসে পড়ায় ওকে বাধ্য হয়ে সরে পড়তে হলো।'

'ওকি একাই ছিল?'

'না, ওর সাথে আরও দু'জন ছিল। ওদের একজন ডাকি।'

'আর কি নিয়েছে সে?'

'খাবার জিনিসপত্র–অনেক খাবার।' রনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল দোকানি। 'তোমার আর কিছু জানার আছে?'

'এখান থেকে বেরিয়ে সে কোথায় গেছে?'

'তা আমি কিভাবে জানব?' রাগের সাথে বলল জেগার। 'ও কোথায় গেছে তা জানি না, জানতে চাইও না। আমাকে নির্বিঘ্নে থাকতে দিলে ও যা করে করুক,

আমি কেয়ার করি না।'

স্টোর থেকে বেরিয়ে বর্তমান সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে মলির রেস্টুরেন্টের দিকে এগোল রনি। জেরি যে অ্যাকশনের জন্যে তৈরি হচ্ছে, এটা ওর কেনাকাটার বহর দেখেই বোঝা যায়। লোকটা দেশ ছেড়ে পালাবার পাত্র নয়। পরাজয় যন্ত্রণাদায়ক, এবং দেশ ছেড়ে যেতে ছোট হলেও একটা জিত ওর চাই। অবশ্য সে আদৌ যাবে কিনা সন্দেহ।

লোকটার সেলুনে ঢোকার চেষ্টা দেখে বোঝা যায় অ্যাডামের সাথে তার সম্পর্ক ভাল নয়। তাছাড়া অ্যাডাম ওকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। অ্যাডামের দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যাওয়ার কারণটাও এখন পরিষ্কার। যাহোক, জেরির এখন যা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে একটা নতুন হাইডআউট।

মলির রেস্টুরেন্টের দরজা ঠেলে ঢুকেই দেখল, ভিতরে সিলভার হিউবার্ট বসে আছে। কিন্তু ওর হাবভাবে সে ঝামেলা চায় মনে হলো না।

কঠিন চেহারার লোকটা ওকে ঢুকতে দেখে নড় করল। 'হাওডি, ড্যাশার! এসো, বসো।'

ধীর পায়ে এগিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রনি। 'কি ব্যাপার, সিলভার?'

বিশাল লোকটা একটু ইতস্তত করল, তারপর মুখ তুলে চাইল। ওর চেহারা নতি স্বীকার করার লজ্জায় একটু লাল হয়ে উঠেছে। 'তোমার জন্যেই আমি এখানে অপেক্ষা করছিলাম। আসলে এতসব বড়াই করার পর কথাটা নিজের মুখে উচ্চারণ করতে বাধে, ড্যাশার।' শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল সে, 'আমি শান্তি চাই। বিবাদ আমি আর চাচ্ছি না।'

'অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা,' সায় দিল রনি। 'ঝামেলা আমিও চাই না।'

হিউবার্ট আশ্বস্ত হলো। 'কেসিরও কি একই মত?'

'নিশ্চয়! সে তো প্রথম থেকে শান্তিই চেয়েছিল।'

'তা ঠিক। ভুলটা আমাদেরই। জনিই আমাদের উস্কে এর মধ্যে ঢুকিয়েছিল। অবশ্য আমি ওকে দোষ দিচ্ছি না। আমি নিজেও কোন অংশে ভাল ছিলাম না। আমরা ভেবেছিলাম বুড়ো কেসি মরে যাওয়ার পর বেন হাল ছেড়ে দেবে। ওর ভিতরে যে লড়ার সাহস আছে, এটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা ঝামেলা চেয়েছিলাম–পেয়েছি। যা চেয়েছিলাম তারচেয়ে বেশিই পেয়েছি।'

'আর তোমার আউটফিট? বিশেষ করে ট্রয়। ওই লোকটা খুব খারাপ, সিলভার।'

'হ্যাঁ।' সিলভারের ঠোঁট দুটো এঁটে বসল। 'ওকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না, রনি। সে আর এতে জড়াতে আসবে না।' একটু ইতস্তত করল সে, তারপর বলল, 'আমি এমন কিছু না। জেল খেটেছি, মানুষও মেরেছি। কিন্তু বলডি আর আমি যখন ঝগড়া করছিলাম, তার মধ্যে নাক গলিয়ে বলডিকে পিছন থেকে গুলি করা···এটা অসহ্য।'

'শেষে কি ঘটল?'

'আমি ওকে দুটো পথের একটা বেছে নেয়ার সুযোগ দিলাম। বললাম, হয়

দেশ ছাড়ো, নইলে পিস্তল বের করো। খুব খেপেছিল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় জিন চাপাল। তারপর হঠাৎ পিস্তল বের করল। হয়তো ভেবেছিল আমি পিছন ফিরেছি। আমি ওকে লক্ষ করছিলাম এবং–যাক, সে হেরে গেল।'

'ঠিক আছে,' সংক্ষেপে বলল রনি। 'কেসির সাথে আমি এই বিষয়ে আলাপ করেছি। তোমাদের গরু ব্লুর পুবে চরবে–এবং পশ্চিমে। কিন্তু তোমাকে মানতে হবে ওরা রকিঙ কে রেঞ্জে আছে। একটা জিনিসই আমরা অপছন্দ করি সেটা হচ্ছে, কেউ যদি আমাদের ঠেলে সরিয়ে জবর-দখল করতে চায়। এখানে আমাদের সবার জন্যেই যথেষ্ট পানি আর ঘাস রয়েছে। পরিষ্কার?'

আশ্বস্ত হলো সিলভার। 'নিশ্চয়। এটা আমাদের জন্যে খুব ন্যায্য ব্যবস্থা হয়েছে।' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে পড়ল সে।

রনি তাকিয়ে ওর যাওয়া দেখল। একটা সমস্যার ভাল সমাধান হলো। কিন্তু জেরি সমার্সের সমস্যাটা রয়ে গেল, এবং ওটাই গুরুতর। লোকটা যে ভয়ানক, সেটা অ্যাডামের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

কাপ হাতে উঠে রান্নাঘর থেকে ওটা আবার ভরে নিয়ে বিল হ্যারিংটনের পাশে এসে দাঁড়াল সে।

মাইনের মালিক মুখ তুলে চাইল। 'হাওডি, রনি। বসো।'

'হ্যাঁ।' কফিতে একটা চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সে। 'গতরাতে জেরি সমার্স শহরে এসেছিল।'

বিস্ময়ে হ্যারিংটনের চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। 'শহরে? এখানে?'

'হ্যাঁ, তাই। তুমি এখানকার এলাকা সব ভাল করে চেনো?'

'নিশ্চয়। পুরো ছেলেবেলা আমি এখানেই কাটিয়েছি। বড় হয়ে পুবে পড়তে গেছিলাম। কিছু ঘোরাঘুরির পর আবার এখানেই ফিরেছি। কিন্তু কেন বলো তো?'

'জেরি যতদিন আশপাশে আছে, এখানকার কেউই নিরাপদ নয়।'

'হার্ট ওকে খুঁজে বের করবে।'

'সময়ে, কিন্তু হাতে সময় খুব কম। অ্যাডাম এখন নিজের ছায়া দেখেও ভয়ে লাফিয়ে উঠতে শুরু করেছে। রেড এমনভাবে হাঁটে মনে হয় যেন ডিমের খোসার ওপর হাঁটছে। আমি জানতে চাই, একটা লোক এখানে কোথায় লুকোতে পারে? ওর কাছে খাবার আছে, গোলা-বারুদও আছে, কিন্তু ওর পানির প্রয়োজন হবে। সাথে এমন একটা জায়গা যেখানে হঠাৎ করে কারও ওকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই। আমার ধারণা এখান থেকে সে খুব একটা দূরে নেই।'

'বেশির ভাগ ওয়াটার হোল তো তুমি নিজেই চেনো।' হ্যারিংটন হাত দিয়ে নিজের চোয়াল ঘষছে। জেরি জীবিত, আর কাছেই কোথাও আছে শুনে সে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। তার টাকার প্রয়োজন, এবং সোনার একটা বড় চালান পাঠাবার কথা ভাবছে সে। 'উত্তরে আর দক্ষিণে লুকোবার মত কোন জায়গা নেই পুবের এলাকাটা তুমি চেনো, পোড়া কর্ন প্যাচ, ইউনিয়নভিল, আর স্টার সিটি।'

'স্টার সিটিতে সে ছিল,' বলল রনি। 'কিন্তু ওটা ছেড়ে সে কাছে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। মনে হয় একটা আঘাত হানার মতলব আঁটছে সে আচ্ছা, পশ্চিমে কি আছে?'

সমস্যাটা মনেমনে ভেবে দেখল হ্যারিংটন। 'সোজা পশ্চিমে আছে জমাট বাঁধা লাভা স্রোত। কিন্তু ওর ওপরে হাঁটা খুব ঝুঁকির কাজ। ওই পাথরে বেশ কিছু বুদ্বুদ আছে, যেগুলোর ওপরটা খুবই পাতলা ভুল করে ওগুলোর একটার ওপর পা ফেললে নিচে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু দেয়াল এত মসৃণ যে বাইরের সাহায্য ছাড়া কারও বেরিয়ে আসা অসম্ভব। তাছাড়া ওই পাথরগুলো খুরের মত ধারাল। বুট পরে হাঁটলেও ফালি-ফালি করে কেটে অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ করে ফেলে।'

'পানি নেই?'

'হ্যাঁ, ওটার ধারে পানি আছে পুবে, সামান্য উত্তর ঘেঁষে একটা ঝর্না আছে। লাভার কিনার ধরে এগোলে ওটা মিস করার উপায় নেই। জানা মতে লাভার ভিতরে কিছুই নেই লাভা স্রোতটা দশ মাইল লম্বা, আর দুই থেকে তিন মাইল চওড়া। কিছু উঁচু পাহাড়ও আছে ভিতরে '

হ্যারিংটন চলে যাওয়ার পর পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবছে রনি। যতই ভাবছে, লাভা স্রোতের ভিতরেই জেরি আশ্রয় নিয়েছে বলে তার মনে হচ্ছে বাইরে বেরিয়ে পানি সংগ্রহ করা কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া হয়তো ভিতরেও পানি থাকতে পারে

পরদিন সকালে মলির রেস্টুরেন্টে ঢুকে রনি দেখল ফিনলে ভিতরে বসে কফি খাচ্ছে।

'শর্টি ঠিকই বলেছিল,' বলল সে। 'ওরা হাই কার্ড মাইনেই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন আগে ওটা ছেড়ে আর কোথাও গেছে।'

কাছে এগিয়ে চেয়ার টেনে বসল রনি। 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলছে। শুনতে চাও?'

'নিশ্চয়। আমার মাথায় আর কিছুই আসছে না।'

কফির কাপ ভরে দেয়ার সময়ে মলির দিকে চেয়ে হাসল ফিনলে 'মনে হয় এখানে থাকার সময় আমার ফুরিয়ে আসছে,' বলল সে 'তুমি পাহাড়ে বাস করার কথা কখনও ভেবেছ, মলি?'

'বাস করার জন্যে ওটাও ভাল জায়গা,' সায় দিল মলি 'আমি অনেক জায়গার কথাই ভেবেছি

'এই অভিযান থেকে ফিরে এসে আমি বাড়ির পথ ধরব হয়তো আমাকে একাই ফিরতে হবে, হয়তো না।'

দাঁত বের করে হেসে কফির কাপ তুলল রনি আড়চোখে দেখল, মলি ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে চোখ টিপল রনি, তারপর মন্তব্য করল, 'পাহাড়ে কারও একা থাকা ঠিক না বেশিদিন তো নয়ই। মানুষের সঙ্গ দরকার।'

'তোমরা দু'জনে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছ?' হাসি চেপে জানতে চাইল মলি 'ধাঁধার ভাষায় কথা বলছ।' রান্নাঘরের দিকে রওনা হয়ে একটু ইতস্তত করল সে তারপর বলল, 'কারও যদি পাহাড়ে বাস করার ইচ্ছে থাকে, তবে তার তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করা দরকার বেশি অপেক্ষা করলে ফল শুভ হয় না।'

বারো

রান্নাঘর থেকে ডিম ভাজার শব্দ ভেসে আসছে। হার্টকে খুঁটিয়ে দেখছে রনি। খোঁচাখোঁচা দাড়ির আড়ালে ওর চেহারাটা সুশ্রী। জামা-কাপড় ব্যবহারে কিছুটা জীর্ণ হলেও পরিষ্কার। জুটিটা ভালই মিলবে।

'হ্যাঁ, তোমার আইডিয়ার কথা কি যেন বলছিলে?' জানতে চাইল ফিনলে।

নিজের ধারণার কথা ওকে জানাল রনি। 'আমার ধারণা ভুল হতে পারে, আবার সে ওখানে থাকতেও পারে। ওখানে গিয়ে আমি নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চাই। কিন্তু শহরে হয়তো ওর কিছু বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে, তাই আমাদের একসাথে রওনা না হওয়াই ভাল।'

রকিঙ কের পথ ধরল রনি। শহর ছেড়ে তিন মাইল দূরে ট্রেইল পানির স্রোতে কাটা একটা শুকনো নালায় নেমেছে। এখানে নিচে নেমে দিক পরিবর্তন করে লাভার দিকে এগোল সে।

মিউল ক্যানিয়নের মুখে রনির জন্যে অপেক্ষা করছিল হার্ট। দাঁত বের করে হেসে উঠে দাঁড়াল সে। 'ঠিক মতই এসে পৌঁছেছ দেখছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে পিছনে লাভার দিকে ইঙ্গিত করল ফিনলে। 'বিচ্ছিরি একটা জায়গা। তবে মনে হচ্ছে এখানেই ওকে পাওয়া যাবে।'

'যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' হার্টের তৈরি ছোট্ট আগুনটার পাশে বসল রনি। শুকনো গ্রীজউড কাঠের আগুন থেকে কোন ধোঁয়া উঠছে না। 'রাতে এগিয়ে লাভার কিনারে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ। দিনের বেলা ওরা নজর রাখবে।' প্রসঙ্গ পাল্টাল হার্ট। 'মলি সত্যিই একটা দারুণ মেয়ে, তাই না?'

শব্দ করে হেসে উঠল রনি। 'অন্তত এই এলাকার সবথেকে ভাল কফি সে তৈরি করে। যাক, আমার মতে ওকে তাড়াতাড়ি পাহাড়ে নিয়ে যাওয়াই তোমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

মুখ বিকৃত করল হার্ট। 'আমি শুনেছি শর্টির সাথে ওর খুব ভাব।'

'মানুষ অনেক কথাই শোনে!' কালো লাভার দিকে মুখ ফেরাল রনি। 'সব কথায় কান দিতে নেই।'

দিন গড়িয়ে চলল, সূর্যটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে লাভা স্রোতের মাথায় একটা লাল গোলকের মত জ্বলছে। একটা নাইটহওক পোকা ধরার জন্যে ছোঁ মেরে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল রনি উঠে টপারের পিঠে জিন চাপাল।

'আরও বিশ মিনিট সময় দাও,' সে বলল, 'পিছনে এই পাহাড়গুলো থাকায় ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।'

শেষে ওরা বেরিয়ে পড়ল। দু'জনের কেউই কথা বলার মুডে নেই। অকাশে একটা-দুটো করে তারা উঠতে শুরু করেছে। এক মাইল এগোবার পর দিক পরিবর্তন করে উত্তর দিকে রওনা হলো রনি। ওদের যদি কেউ দেখেও থাকে, তবে দিক বদল করায় ফাঁদ পেতে রাখা অসম্ভব হবে।

রাত দশটার কয়েক মিনিট আগে ঝর্না থেকে ঘোড়া দুটোকে পানি খাওয়াল ওরা। তারপর লাভার একটা খাঁজে সরে গেল। ওখানে আংশিক আড়াল রয়েছে। লাভার ওপর চড়ে তাকিয়ে রইল ফিনলে। বুনো আর নির্জন দৃশ্য, অসম্ভব রকম সুন্দর। যেন চাঁদের দেশের কোন এলাকা। মনে হচ্ছে যেন একটা সমুদ্র হঠাৎ জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে। গাছ নেই, ঝোপ নেই, ঘাসও নেই, কেবল ঢেউ খেলানো অনুজ্জ্বল কালো পাথর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পাথরের কোনা আর পিঠগুলো ভাঙা কাঁচের মতই ধারাল।

বিষণ্ন মনে দূরের দিকে তাকাল হার্ট। জেমসের কথা ওর মনে পড়ছে। বুনো এলাকা জেমসের কাছে ছিল সব থেকে প্রিয়। কিন্তু ওর জীবন শুরু হওয়ার আগেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। হার্টের পাশে এসে দাড়াল রনি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কঠিন গানফাইটারের নীরব সান্ত্বনা, ওর উপস্থিতি থেকেই অনুভব করছে হার্ট।

'ওরা এখানেই আছে,' মন্তব্য করল রনি। 'ওদিকে কোথাও আস্তানা করেছে। আমরা জানি, জেরি আসলে ভাসকো গ্রেহাম। ড্যাকোটা জ্যাকের সাথে সে এই এলাকা চষে বেড়িয়েছে। ড্যাকোটা এই এলাকা পাইউট ইণ্ডিয়ানদের থেকেও ভাল চিনত।'

মাথা ঝাঁকাল ফিনলে হার্ট। 'হ্যাঁ, কিন্তু ওদের ঘাঁটি কোথায়?' দূরে চেয়ে আছে সে।

সামনের পাহাড়টা দেখাল রনি। 'আমরা ওখানে খুঁজে দেখব। ওখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পানি নিচে নামবে হয়তো কিছু পানি ওখানে জমেছে।'

হঠাৎ হাত তুলল হার্ট। 'শোনো!'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে কান পেতে শুনল রনি। পিছন থেকে স্তব্ধতা চিরে একটা কয়োটির ডাক শোনা গেল। তারপর অস্পষ্ট, এবং বহুদূরে, কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ!

'হ্যাঁ, শব্দটা ভিতর থেকেই আসছে হয়তো ওখানে ওয়াটার-হোল আর কিছু গাছ আছে।'

'হ্যাঁ।'

হার্ট তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল 'রনি,' নিচু স্বরে বলল সে, 'মানুষ কেউ জানে না আগামীতে কি ঘটবে হয়তো এবার আমার মরণ হবে। ওই লোকগুলো কঠিন। আমার যদি কিছু হয়, তুমি আমার হয়ে সমার্সকে শেষ কোরো, করবে তো?'

কাউকে সেটা করতেই হবে,' বলল রনি। 'ও একটা লাগাম ছাড়া বুনো ঘোড়া।'

'আর মলিকে বোলো–' ফিনলের গলার স্বর আরও নিচু হয়ে থেমে গেল। কাঁধ উঁচাল সে। 'জাহান্নামে যাক ওই চিন্তা! আমি ওকে নিজেই বলব!'

ড্যাশার হাসল 'নিশ্চয় আমি সেটা জানতাম।'

হার্ট কৌতূহলী চোখে গানফাইটার সঙ্গীকে দেখল 'রনি, তোমার মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়? দেখে তো মনে হয় না।'

কাঁধ উঁচাল ড্যাশার। 'না, দুশ্চিন্তা নেই ওটা যখন আসার তখন আসবেই আমি নিজের মত চলি। প্রয়োজন নেই, এমন কোন ঝুঁকি নিই না–যা হবার তা হবে।'

ভোরের সূর্যটা লাভা স্রোতের ওপর ফেকাসে চাঁদের মত অর্ধেকটা বেরিয়েছে। এরই মধ্যে হার্ট, ছোট একটা আগুন জ্বেলে কফি চাপিয়ে দিয়েছে রনি মরুভূমিতে শুকনো গ্রীজউড আর জুনিপার খুঁজতে গেছে।

আগুনের গন্ধটা ভাল, কিন্তু কফির গন্ধ আরও ভাল 'ভিতরে ঢোকার নিশ্চয় কোন রাস্তা আছে,' মন্তব্য করল হার্ট। 'আমাদের সেটা খুঁজে বের করতে হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা যে কোনপাশে হবে তা বলা মুশকিল। মনে হচ্ছে ওই পাহাড়টা লাভা স্রোতকে দুই ভাগে ভাগ করায় মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রয়ে গেছে লাভা ভয়ানক বিপজ্জনক এলাকা। ভিতরে অনেক বুদ্বুদ আছে। তাদের মধ্যে কিছু আছে, যার উপরটা ডিমের খোসার মতই পাতলা ওর ওপর পা ফেললে তোমাকে সোজা নিচে পড়তে হবে। কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না তাই লাভার ওপর দিয়ে চলতে হলে, সাথে একটা লাঠি রাখতে হবে পা ফেলার আগে লাঠি ঠুকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ভিতরটা ফাঁপা কিনা।'

'ওরা নিশ্চয় পায়ে হেঁটে লাভা পার হয়নি।'

'হয়তো না, কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হলে আমাদের তাই করতে হতে পারে

ঘোড়া দুটোর পিঠে জিন চাপাল হার্ট। আগুন নিভিয়ে, লাথি দিয়ে ওটার সব চিহ্ন রনি মুছে দিল। 'তুমি উত্তরে যাও,' বলল সে, 'আমি দক্ষিণে যাচ্ছি। যদি কোন পথ খুঁজে পাও, মরুভূমিতে কিছুদূর ঢুকে পাথরের একটা স্তূপ তৈরি কোরো–আমিও তাই করব।'

দু'জনে একসাথেই ঘোড়ার পিঠে উঠল ফিনলে ঘুরে হাত তুলে বলল, 'ও. কে.। গুডলাক!' তারপর ফোলা লাভার কিনার ঘেঁষে এগিয়ে গেল

দক্ষিণের পথ ধরল রনি। এদিকে লাভা একটা দেয়ালের মত নিচে কিছু ভাঙা চাঁই পড়ে আছে। তারপর দেয়ালটা ধীরে ধীরে একটা জমাট বাঁধা কালো ঢেউয়ের আকার নিল। একঘণ্টার উপর হলো কোন পরিবর্তন নেই হতাশ হয়ে উত্তরের পথ ধরার কথা ভাবছে, এই সময়ে একটা বিশাল থাবার চিহ্ন দেখতে পেল সে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ছাপটা পরীক্ষা করে দেখল আরও ছাপ রয়েছে ওখানে ওটা পাহাড়ী সিংহের ট্র্যাক, এবং সোজা আবার লাভার দিকেই ফিরে গেছে ওটা!

পায়ে হেঁটে এগোল রনি সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করছে একটা সরু খাঁজে ঢুকেছে ট্র্যাক। মনে হচ্ছে ওটা জুনিপারের কতগুলো ঝোপের কাছে এসে শেষ হয়েছে। ঠেলে ঝোপ পার হয়ে দেখল, দুটো লাভা স্রোতের মাঝখানে কিছুটা ফাঁক রয়েছে–ওটা অনেক গভীরে ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে বেরিয়ে, পাথরের স্তূপ তৈরি করে, সে আবার ভিতরে ঢুকল। টপারকে জুনিপারের ঝোপ পার করিয়ে আগে বাড়ল সিংহটার থাবার ছাপ ওই সরু পথ ধরেই এগিয়ে গেছে বুঝতে পারছে সিংহটা তার গুহায় ফিরেছে এই পথে আর কোন প্রাণীর যাতায়াতের চিহ্ন ওখানে নেই

আধঘণ্টা ট্রেইল ধরে চলার পর হঠাৎ ওটা বেশ ঢালু হয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল নিচে সবুজ পাইনের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াটাকে একটা লাভার ছোট একটা গর্তে ঢুকিয়ে বেঁধে রেখে, লাভার ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে গাছগুলোর দিকে এগোল রনি।

ওর সামনে বাটির মত একটা গর্ত। এলাকাটা তিন বিঘার বেশি হবে না। কিনার ঘেঁষে পাইনের সারি। মাঝখানেও কয়েকটা জন্মেছে। দূরের দেয়ালটার গায়ে একটা আধ-ভাঙা পাথরের বাড়ি। পাথরের একটা ফাটল থেকে পানি চুয়ে পড়ছে কাছেই পাঁচটা ঘোড়া চরতে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ রনির চোখের সামনে, পাথরের বাড়ির ভিতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে প্যান থেকে কিছুটা পানি বাইরে ফেলল। লোকটা ডাক্।

কিছুদূর ফিরে সাবধানে আরেকটা পথ বেছে নিয়ে আরও নিচে নামল সে। পথটা একটা ভাঙা পাথরের স্তূপ, ম্যানজেনিটা ঝোপ আর পাইন গাছের ভিতর শেষ হয়েছে একপা আগে বাড়তেই একটা চাপা গর্‌গর্ শব্দ ওকে সাবধান করল মাথা ফিরিয়ে পাহাড়ী সিংহটাকে সে দেখতে পেল। বাম দিকে, কিছুটা উপরে, একটা পাথরের ওপর ওত পেতে বসে আছে ওটা। সিংহটা বিশাল। রনি কেবল ওর মাথা আর কাঁধ দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তাতেই বুঝছে, জীবনে যতগুলো বড় বড় সিংহ সে দেখেছে, এটা তার প্রথম সারিতে পড়ে। কান দুটো মাথার সাথে সাঁটিয়ে, সবুজ বিদ্বেষ ভরা চোখে একদৃষ্টে রনির দিকে চেয়ে আছে জন্তুটা। তারপর দাঁত বের করে ভেঙচি কাটল

স্থির দাঁড়িয়ে সিংহের দিকে চেয়ে আছে সে। পাহাড়ী সিংহ সচরাচর মানুষকে আক্রমণ করে না কিন্তু যদি নিজেকে কোণঠাসা বলে মনে করে, সে লড়বে। গুলির শব্দ জেরিকে সাবধান করে দেবে তখন নিজের জীবন রক্ষার জন্যে তাকে তিনজন আউটল আর সিংহের বিরুদ্ধে একসাথে লড়তে হবে। পিস্তল হাতে অপেক্ষা করছে রনি আবার ভেঙচি কাটল জন্তুটা, কি করবে মনস্থির করতে পারছে না ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রনি।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওত পাতা ছেড়ে নিজের গুহায় অদৃশ্য হলো। স্বস্তিতে বড় একটা শ্বাস ছাড়ল রনি

গাছের ভিতর দিয়ে এগিয়ে বাড়িটার আরও কাছে চলে এল সে। নিজের পিস্তলের পাল্লা তার জানা আছে ওখান থেকে ওই তিন একর এলাকার প্রতিটা কোনা সে কাভার করতে পারবে কিন্তু আরও কাছে যেতে চায় ও।

ডাক বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা ওর দিকেই এগিয়ে এল তারপর শুকনো কাঠ সংগ্রহ করার জন্যে ঝুঁকল। কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিশ্চয় ওকে সাবধান করেছে, কারণ সে মুখ তুলে চাইল।

'চিৎকার করলে তোমাকে ছেঁদা করে দেব, ডাক!' নিচু স্বরে কেবল ওকে শুনিয়ে কথাটা বলল রনি।

ডাকের হাঁসের মত ঠোঁটগুলো বাঁকা হলো। 'কে-কে তুমি?'

'আমি ড্যাশার-তোমার কাছে রেড রিভার রেগান আমি যা বলি তা করলে চোট পাবে না।'

কয়েক সেকেণ্ড রনির দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর ওর পিছনে দরজা খোলার আওয়াজ হলো। কেউ চেঁচিয়ে ডাকল, 'ডাক! তোমার কি হলো?'

রনির ডান পাশে গর্তের কিনার থেকে জোরাল কণ্ঠে কেউ চিৎকার করে বলল, 'হাত তুলে বেরিয়ে এসো, ডাকি স্মিথ! অমি জেরিকে চাই!'

ডাক বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিস্তলটা উঠে এসেছে ওর ডান হাতে। মুহূর্তে এলাকাটা প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ভরে উঠল। টলতে টলতে একটু পিছিয়ে গেল রনি। কোত্থেকে একটা গুলি এসে ওর পাশে গাছে বিঁধল। বাকল ছিটকে চোখে মুখে লাগল। বাঁচার জন্যে পিস্তল খাপে ভরে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল সে। হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে গড়িয়ে ঝোপের তলায় সরে গেল রনি। একটা গুলি ওর মুখে বালু ছিটাল। আরেকটা গাছে বাড়ি খেয়ে অন্যদিকে চলে গেল। এতক্ষণে চোখ খুলতে পেরে গড়িয়ে একটা উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়ির আড়ালে সরে গেল। হঠাৎ সব শব্দ থেমে গেল। তারপর ডাকের চিৎকারে নীরবতা ভঙ্গ হলো। 'ড্যাশার শেষ! আমি রনিকে মেরেছি!'

'চুপ করো!' স্বরটা ঠাণ্ডা। 'গুলিটা আমি করেছি দরজার আড়াল থেকে!'

আগ্রহের সাথে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ড্যাশারের দেহে। ওটা জেরি সমার্সের স্বর! ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর গাছের আড়ালে আড়ালে খোলা জায়গাটার দিকে এগোল

'ওরা কতজন ছিল?' স্বরটা বেইলির।

'আমার ধারণা, দু'জন। তবে ড্যাশার মরার পর ওকে শেষ করা মোটেও কঠিন হবে না। এসো, কাজটা সেরে ফেলি।' ডাকির স্বরে উৎসাহ

'দাঁড়াও!' জেরির স্বরটা অস্বাভাবিক শোনাল। 'হয়তো আরও লোক থাকতে পারে।'

'মাত্র দুটো শট,' স্মিথ বলল। 'তুমি শিওর ড্যাশার মরেছে?'

জেরির বদলে ডাক জবাব দিল। 'অমি ওকে পড়তে দেখেছি জোরে আছড়ে পড়েছে।'

ড্যাশার বুঝতে পারছে, সম্ভবত হার্টও কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। রনি মরে গেছে বিশ্বাস করে তিনজন আউটলর বিরুদ্ধে সে একাই মোকাবিলা করার প্ল্যান করবে। জেরি সমার্সকে মারার একটা চেষ্টা না করে সে যে কিছুতেই ফিরবে না, এটা রনি জানে এলাকাটা ছোট, তাই সে কিছু করলে, হার্ট সেটা শুনতে পাবে।

'অন্য লোকটা পালিয়েছে,' হঠাৎ বলল ডাকি স্মিথ 'আমি দেখছি'

যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে খোলা এলাকা পেরিয়ে পাইন গাছগুলোর দিকে এগোল সে ডাক অস্বস্তিভরে ওর দিকে চেয়ে আছে লক্ষ করল রনি জেরি সমার্স দ্রুত ঘুরে জঙ্গলের দিকে এগোল তারপর গাছের আড়ালে অদৃশ্য হলো

অপেক্ষা করছে ড্যাশার হার্ট কোথায় আছে স্থির করার চেষ্টা করছে–বুঝতে চায় ও কি প্ল্যান করেছে খোলা এলাকায় কোন শব্দ নেই হঠাৎ কাছেই একটা সরু ডাল ভাঙার শব্দ হলো!

নীরবতা এবং পরে পদক্ষেপের শব্দ লোকটা সাবধানে এগোচ্ছে না নিশ্চিন্ত সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে–যেন বেড়াতে বেরিয়েছে

উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে রনি। গাছের মাঝে ফাঁকটার দিকে সে নজর রেখেছে। ওই পায়ের শব্দে কেমন যেন একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঠিক স্বাভাবিক নয়।

'ড্যাশার!'

শব্দটা ওর পিছন থেকে এল!

তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রনি। দেহ ঘোরার সাথে কোল্টটা ওর হাতে উঠে এল। জেরি সমার্স, ছুরির পাতের মত চিকন, ওর সুদর্শন চেহারাটা এখন কঠিন আর হিংস্র। বনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। ওর ড্র এত দ্রুত যে হাতটা ঝাপসা হতে দেখা গেল।

ড্যাশারের চেহারা শক্ত। কোমরের কাছ থেকেই গুলি করল সে। আবার ওদিক থেকেও গুলি আসছে। একটা কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। গরম বাতাস অনুভব করল রনি। ওর হাতে কোল্টটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে–এগিয়ে যাচ্ছে সে। পিছিয়ে গেল জেরি। ওর শার্টের সামনের দিকটায় লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ছে।

তবু ওর পিস্তল দুটো আবার উঠল। এবার দ্বিতীয় কোল্ট বের করে একসাথে দু'হাতে গুলি ছুঁড়ল রনি। বুকের ওপর ভারি বুলেটের আঘাতে টলতে টলতে পিছিয়ে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেলো খুনী জেরি সমার্স। মাথায় একটা বুলেটের ক্ষত থেকে রক্ত ওর মুখ প্রায় ঢেকে ফেলেছে। পড়ে গেল সে। এক হাতের ওপর গড়িয়ে মাথা তুলল, অন্য হাতে রয়েছে একটা পিস্তল।

আর গুলি না করে রনি অপেক্ষা করছে। জেরির আঙুল ফসকে পিস্তলটা পড়ে গেল। নাক দিয়ে পাইনের কাঁটা ঘষে মাথাটাও মাটি ছুঁলো। ছুটে এগিয়ে গেল রনি।

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, মরণাপন্ন লোকটাকে চিত করল। চোখের পাতা কয়েকবার কাঁপার পর ওর চোখ খুলল। 'ধোঁকা–তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি!' ফেঁসফেঁসে গলায় সে বলল। 'অদ্ভুত–একো (echo)।' জেরির চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। কোল্টে গুলি ভরতে ভরতে ধীরে উঠে দাঁড়াল রনি।

ফিনলে হার্ট ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। হাত উঁচু করে তুলে হার্টের আগে আগে চলছে ডাক। কিন্তু পায়ের শব্দটা রনির পিছন থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে!

'ব্যাপারটা কি?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল ফিনলে।

'পিছনের ক্লিফটার জন্যে এমন হচ্ছে,' ব্যাখ্যা করল ডাক। 'পুরো বেসিনে এমন আরও কয়েকটা জায়গা আছে। মনে হয় শব্দ উল্টো দিক থেকে আসছে।'

'ডাকি স্মিথ কোথায়?'

'আমার পিছু নিয়ে বনে ঢুকেছিল ও,' রনির প্রশ্নের জবাব দিল হার্ট। 'প্রথম গুলি সে মিস করেছিল।' জেরি সমার্সের লাশটার দিকে তাকাল ফিনলে। 'ভাল, তুমি শেষ করেছ ওকে। হয়তো এখন জেমসের আত্মা শান্তি পাবে।'

রকিঙ কের দু'মাইলের মধ্যে আসতেই শর্টি ওদের দেখতে পেল। টেরি আর হ্যারিকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফোরম্যানকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেল ডাকের দিকে চাইল শর্টি।

'দেখছি একটা বড় হাঁস ধরে এনেছ তোমরা,' বলল সে। 'অন্যদের কি খবর?'

'ওরা আর কাউকে জ্বালাতে আসবে না,' জবাব দিল ফিনলে। তারপর ...কে নিয়ে শহরের দিকে এগোল। ফিনলে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে সবাইকে ...া শর্টি বলল, 'ওই যে লোকটা যাচ্ছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ও বিয়ে করবে! দেখে নিও!'

...লে?' অবাক হলো হ্যারি। 'পাত্রীটা কে?'

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হলো টেরি। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ওকে ভালবাসো। সারাক্ষণ তো ওখানেই পড়ে থাকতে।'

'নিশ্চয় ভালবাসি।' হাসল শর্টি। ওর রোদে পোড়া চেহারা কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'মলি আমার বোন!'

'তোমার বোন?' চেহারায় কপট আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলে হ্যারি বলল, 'কে ভাবতে পারবে তোমার মত কদাকার একটা লোক, আর মলির মত একটা সুন্দর মেয়ে একই ঝুড়ি থেকে এসেছ!'

'হ্যাহ্! তুমি আর বোলো না!' পাল্টা আক্রমণ করল শর্টি। 'আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেছ কখনও?'

শব্দ তুলে হাসল রনি। এবার তার যাবার সময় এসেছে। এদিককার সব এখন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। হিউবার্ট আপস করেছে: কর্ন প্যাচের রাসলাররা, যারা বেঁচে ছিল, তারা পালিয়েছে; স্টেজ ডাকাতি যারা করত, তাদের মধ্যে ডাক ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। ভয়ে সোনা কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে, সেটাও বলে দিয়েছে ডাক--অ্যাডামের কথাও টাকা, আর অ্যাডামের দোষ প্রমাণ করা চিঠিও সে হার্টের কাছে দিয়ে দিয়েছে। বাকি সব ব্যবস্থা শেরিফ রবার্ট আর হ্যারিংটনকে নিয়ে ফিনলে হার্টই করবে। এখানকার কাজ তার পুরোপুরি শেষ হয়েছে। এখন আর বেন কেসির ফাইটিঙ সেগুন্দোর প্রয়োজন হবে না

র‍্যাঞ্চে বেন কেসি ওকে থাকার জন্যে অনেক করে বলল। কিন্তু যুক্তি দেখাল রনি। বলল, 'আমি উত্তরে থ্রী টি এল-এর মরিসনের সাথে দেখা করার জন্যে রওনা হয়েছিলাম। ওখানে আমার দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ডেড শট ওয়াইল্স আর ডাগ মারফিও থাকবে বলে খবর পেয়েছি। এটা চমৎকার জায়গা, কিন্তু আমি ভবঘুরে মানুষ। আর শান্ত পরিবেশে আমি অশান্ত হয়ে উঠি।'

রনি ব্ল্যাক স্যাণ্ড মরুভূমির কিনারে পৌঁছলে পুব আকাশে সূর্য উঠল। পিস্তল দুটো আলগা করে, হ্যাটটা একটু নামিয়ে, সামনের চৌরাস্তার দিকে ঘোড়া ছুটাল সে। দুপুর নাগাদ থ্রী টি এল রেঞ্জে পৌঁছল সে। দূর থেকে র‍্যাঞ্চহাউসটা দেখা যাচ্ছে। তিনজন লোক র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে উঠানে দাঁড়াল। ওরা তার বন্ধু। অনেকদিন হলো ওদের সাথে রনির দেখা হয়নি।

******

ভয়াল শটগান

প্রথম প্রকাশ:২০০০

এক

ঢিবির মাথায় উঠে নিচে একটা শহর আর ক্রীক দেখতে পেল সে। প্রশ্ন করল, 'ওখানেই আমরা যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ, ওখানেই যাচ্ছি, প্রফেসর,' ওয়্যাগনে ওর পাশে বসা লালচে চুলের লোকটা জবাব দিল। 'ওটা নিউ মেক্সিকো এলাকার সান্তা ক্লারা।'

'এই উপত্যকার কোন নাম আছে?' প্রশ্ন করল স্টিভ লুইস।

'সান্তা ক্লারা ভ্যালি।'

'আর পশ্চিমের ওই পাহাড়গুলো?'

'ওগুলো সিয়েরা ক্লারাস।'

'নদীটা?'

'ওটাও সান্তা ক্লারা।' হেসে উঠল লালচে চুলের লোকটা। 'এখানে একটা পুরোনো স্প্যানিশ মিশন ছিল,' ব্যাখ্যা করল সে। 'নিচেই দক্ষিণ কোনায় ওটা দেখা যাচ্ছে।'

'ওটার নাম নিশ্চয় সান্তা ক্লারা মিশন?'

আবার হেসে উঠল রাস্টি মাইক। 'ঠিকই ধরেছ। কিন্তু তুমি কি এই গর্তে বাস করতে পারবে?'

নিচের দিকে চেয়ে দেখল স্টিভ। 'আমি অল্পেই সন্তুষ্ট। বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না।'

দাঁত বের করে হাসল রাস্টি। দাঁতগুলো ধবধবে সাদা। মরচে রঙের চুলে সূর্যের আলো পড়ে কয়েকটা উপরঙ ধরেছে। রোদের আলোয় ওগুলো বিভিন্ন জায়গায় কিছুটা কালচে দেখাচ্ছে। চোখ দুটো তামাটে চামড়ার মাঝে মেঘহীন আকাশের মত নীল।

ওয়্যাগনটা ধুলোময়, ওটার দুপাশে দুটো করে শব্দ লেখা আছে, 'লুইস ফটোগ্রাফ'।

সবদিক বিচার করে দেখে রাস্টি বলল, 'যে সহজেই সন্তুষ্ট তার এত পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসার কারণ?'

লুইস ওর কথার কোন জবাব দিল না। উপত্যকাটার দিকে তাকিয়ে রইল। হলদেটে সাদা জমির ওপর ক্রীক কিছুটা অসম সবুজের জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়, কিন্তু উত্তরে আছে বরফে ঢাকা বিশাল উঁচু সব পাহাড়। দক্ষিণ একেবারে খোলা। দূরের দিগন্তে ওটা বাতাসে তাপের কম্পনে হারিয়ে গেছে।

'দক্ষিণ দিকে ওটা মরুভূমি,' জানাল রাস্টি, 'এত রুক্ষ আর বিশাল যে পাড়ি দেয়া অসম্ভব। এই ধরনের মরুভূমির কথা তুমি নিশ্চয় পুবেও পড়েছ। ওখানে পানির অভাবের জন্য প্রেইরি কুকুরও বাস করতে পারে না যদিও অ্যাপাচিরা নিয়মিত ওই পথেই হানা দিতে আসত। এই কারণেই শেষ পর্যন্ত মিশনটা বন্ধ হয়ে গেল।' হাত দিয়ে ডান দিকে ইশারা করে সে আবার বলল, 'ওগুলো করোনাডো রেঞ্জের চূড়া বীভারের চামড়ার যখন ভাল দাম ছিল তখন অনেক ট্র্যাপারই ওদিকে যেত চমৎকার শিকার পাওয়া যায় ওখানে, হরিণ, এলক, যা চাও আমার বাড়িও ওদিকেই তুমি চাইলে আমরা খাবার প্যাক করে নিয়ে ওখানে দুদিন কাটিয়ে আসতে পারি তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি খুব খুশি হব।'

'এটা তোমার বদান্যতা,' বলল স্টিভ

'না, তা নয়, আমাকে রাইড দেয়ার মূল্য . করতে চাই তুমি যখন আমাকে তুলে নিলে তখন আমার পায়ের অবস্থা খুবই কাহিল ছিল।'

'আমি ভাড়া চাইনি, একটু আড়ষ্টভাবেই বলল স্টিভ 'তোমার সঙ্গ আর এই এলাকা সম্পর্কে যেসব তথ্য আমি তোমার কাছে জানলাম, তাতেই আমি খুশি।'

আরও কিছুক্ষণ টিলার মাথা থেকে শহর আর উপত্যকা দেখল স্টিভ ভাবছে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে সে। এই রকম ছোট একটা শহর আর নিরিবিলি পরিবেশই ও খুঁজছিল। চারপাশেই আকর্ষণীয় দৃশ্য বাড়ি ফেরার মত অনুভূতি হচ্ছে, কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? ওর বাড়ি দুহাজার মাইল পুবে অনেকদূর এসেছে সে, মানুষকে কোথাও না কোথাও থামতেই হয়

মিউলগুলোকে আগে বাড়াতে গিয়েও সামনের দিকে কিছু দেখতে পেয়ে ওয়্যাগনের ব্রেক টেনে দিল লাগাম সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সীটের পিছন থেকে দোনালা বন্দুকটা তুলে নিয়ে নিচে নামল রাস্টি ভুরু কুঁচকাল কিন্তু মুখে কিছু বলল না। বুড়ো আঙুল দিয়ে দুটো হ্যামারই কক করল স্টিভ শিকার দেখতে পেয়ে গুলি করল। একটা পালিয়ে যাচ্ছিল, দ্বিতীয় গুলিতে ওটাকেও সে ফেলে দিল

ওগুলো নিয়ে নিশ্চিত গতিতে ওয়্যাগনে ফিরে এল যুবকের বয়স বিশের শেষ কোঠায়। ওর চলাফেরা অত্যন্ত ধীর-স্থির যেন ভঙ্গুর কাচের বোয়েমে রাখা অ্যাসিডের ওপর দিয়ে হাঁটছে ভাঙলেই বিপদ। এটা সত্যিকার শিকারিদের একটা বিশেষত্ব

রাস্টি সরাসরি স্টিভের চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হয় না তুমি শান্তি খুঁজছ, কিন্তু সেটাই যদি খোঁজো তাহলে এখানে তুমি তা পাবে না।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'তুমি যদি একটু এগিয়ে থেমে আমাকে পিছন থেকে আমার জিনটা বের করে নেয়ার সুযোগ দাও তাহলে ভাল হয়।'

স্টিভ চারপাশের এলাকা যাচাই করে দেখল নির্জন আর বুনো একটা পাহাড়ী ঢাল গভীর সরু গিরিখাত এলাকাটাকে ফালি ফালি করে কেটেছে

মানুষের বসবাসের চিহ্ন কোথাও নেই।

'আমার সাথে শহরে ফিরে ওখান থেকে একটা ঘোড়া সংগ্রহ করাই কি তোমার ভাল হবে না?'

নিচে নেমেছিল রাস্টি। ঘুরে স্টিভের দিকে তাকিয়ে চমৎকার সাদা দাঁত দেখিয়ে সে হাসল। 'দিলে তো সব পণ্ড করে? আমাকে নিরাশ করলে তুমি। আমি ভেবেছিলাম এই দেশে তুমি নিজেকে ভালই মানিয়ে নিতে পারবে। এতক্ষণ ভালই এগোচ্ছিলে–আমার নাম, বা আমি নির্জন পাহাড়ে ঘোড়া ছাড়া কেবল একটা জিন নিয়ে কি করছি এসব কথা জিজ্ঞেস করোনি তুমি। কিন্তু এমন একটা টেন্ডারফুটের মত (পশ্চিমের রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ পুবের মানুষ) প্রশ্ন করে সব মাটি করে দিলে।'

হেসে ফেলল স্টিভ লুইস। 'আমি ক্ষমা চাইছি।'

মরিচা রঙের চুলওয়ালা লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম রাস্টি মাইক,' বলল সে 'তবে আমার সাথে পরিচয়ের কথাটা বড়াই করে শহরে প্রচার না করাই ভাল আমাকে যে তুমি কখনও দেখেছ, এই কথাটা তুমি ভুলতে পারলেই সব থেকে ভাল হয়।' স্টিভের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে সে আবার বলল, 'না, আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলছি না অবশ্যই, তোমাকে যদি কোন আইনের লোক প্রশ্ন করে তাহলে আদর্শ নাগরিকের মত তোমাকে বলতেই হবে–তবে সেই সম্ভাবনা খুব কম। তুমি যেচে যার-তার কাছে মুখ না খুললেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।...আর হ্যাঁ, তুমি যেমন জায়গা খুঁজছ তেমন একটা জায়গা শহরের রাস্তা ধরে এগোলে হাতের ডাইনে পড়বে। ওটার মালিক বর্তমানে মিস নোরা নোয়েল ওর বাবা কয়েক বছর আগে তাড়াহুড়ায় শহর ছাড়তে বাধ্য হয়। তোমার খচ্চর আর ওয়্যাগন রাখার সবথেকে ভাল জায়গা শহরের পশ্চিমে, রোমেরোর বার্নে লোকটা ভাল।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' বলল স্টিভ। হঠাৎ কি মনে করে সীটের তলায় হাত দিয়ে সদ্য শিকার করা কোয়েইল তিনটা বাড়িয়ে ধরল স্টিভ 'এগুলো তুমিই রাখো আমি সম্ভবত আজ শহরেই কোথাও খাব। নিজের রান্নার ওপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে এগুলো নষ্ট করে লাভ নেই।'

কোয়েইলগুলো গ্রহণ করে সে বলল, 'তুমি সত্যিই ভাল লোক, প্রফেসর, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এগুলো নষ্ট হবে না।' একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'উপকারের বিনিময়ে তোমাকে একটা উপদেশ দিতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তোমার ওই দোনালা বন্দুকটা সত্যিই চমৎকার। কারও কথায় ভুলেও ওটা হাতছাড়া কোরো না।'

'মানে?'

'এটা রুক্ষ-কঠিন দেশ এখানকার সবার কোমরেই পিস্তল ঝোলে। যদি থেকে যাও, তবে আর সবার মত তুমিও একটা কিনে নিয়ো। ওই বন্দুকটাও হাতের কাছে রেখো। বারো গেজি ডাবল-ব্যারেলের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে সাহস পাবে না একজন মন্তব্য করেছিল, 'সুন্দরী না হলে কি হবে, সে অবশ্যই

নির্ভরযোগ্য।'

হাত নেড়ে রাস্টি বিদায় নিল। ওকে পিছন থেকে স্যাডল নামাবার সুযোগ দিতে দু'মিনিট থামল স্টিভ। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজে ব্রেকের হাতল নামিয়ে রওনা হলো পিছন ফিরে দেখল, ওখানে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। কাঁধ উঁচিয়ে গাড়ি সামলাবার কাজে মন দিল স্টিভ। এদেশে সেটাই রীতি।

দুই

দালানটা কাদা আর ইঁটের গাঁথনিতে তৈরি। এই এলাকার বেশির ভাগ কাঠামোই ওই ভাবে তৈরি করা হয়েছে। শহরের কেন্দ্রীয় চত্বরের ঠিক পরেই ওটা। জিন প্রস্তুতকারক আর আগ্নেয়াস্ত্র কারিগরের দোকান রয়েছে দালানটার দুপাশে। ওটার জানালাগুলো বোর্ড এঁটে মোটামুটি আটকে দেয়া হয়েছে যে সাইন-বোর্ডটা এককালে গর্বের সাথে মালিকের পেশার বর্ণনা দিত সেটা এখন কালের কবলে পড়ে এমন মলিন হয়েছে যে ওটা পড়তে স্টিভের বেশ কষ্ট হলো।

নোয়েলের ফটো-শিল্পের গ্যালারি–

মানুষের প্রতিকৃতি ও প্রাকৃতিক

ভূদৃশ্যের সব রকম শাখায় কাজ করা হয়।

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে ওয়্যাগন থেকে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে বাড়িটার চারপাশে একটা চক্কর দিল স্টিভ। দেখল বোর্ড এঁটে রক্ষা করার চেষ্টা করা হলেও কয়েকটা জানালা ভাঙা। উত্তর দিকে ঢালু স্কাইলাইটটার বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। কতটা ক্ষতি হয়েছে তা নিচে থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাইরের ছোট কমোডটা উল্টে পড়ে আছে: হয়তো কোন খেয়ালী কাউবয় বা দুরন্ত বাচ্চাদের কাণ্ড। বাড়ির পিছনে বসানো চাপকলটা মরিচা পড়ে অকেজো হয়ে গেছে।

বাহ্যিক কিছু ক্ষতি হলেও দালানটার কাঠামো ঠিকই আছে। ব্যবসা চালাবার জন্যে ভিতরে প্রচুর জায়গা রয়েছে একা মানুষের থাকার জন্যে কোন অসুবিধা হবে না শহরের মাঝখানে এমন চমৎকার জায়গায় ওটার অবস্থান যে ব্যবসার জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না

ওয়্যাগনে ফিরে গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা ধরে এগোল স্টিভ। বাড়িটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ায় এতই মশগুল ছিল যে এক দল রাইডারের এগিয়ে আসা সে খেয়ালই করেনি। একেবারে কাছে চলে আসার পর মুখ তুলে চেয়ে হাত বাড়িয়ে শটগানটা তুলে নিল ; ধুলো উড়িয়ে লাফিয়ে ছুটে আসা ঘোড়াগুলোর দেখাদেখি ক্লান্ত মিউলগুলোও গতি বাড়াবার চেষ্টা করল। কয়েক মুহূর্ত পরে সব স্থির হলো; বাতাসে উড়ে গেল ধুলো যে দুজন সামনে ছিল তাদের মধ্যে বয়স্ক লোকটা স্টিভের উদ্দেশে কথা বলল।

'তুমি কোন দিকে যাচ্ছ, স্ট্রেঞ্জার?'

'আপাতত হোটেলের দিকে,' জবাব দিল লুইস।

'কোথা থেকে আসছ?'

সামনের বক্তাকে খুঁটিয়ে দেখল স্টিভ চোখা চেহারা: শুকনো মুখে ওর চামড়ার তলায় মাংস নেই বললেই চলে পরনে কালো পোশাক, বাম কোমরে ঝুলছে খাটো ব্যারেলের পিস্তল; ওটার বাঁট খাপ থেকে ডান দিকে ঝুঁকে আছে। 'তুমি কোন অধিকারে জেরা করছ?'

'আমার নাম লেফটি মরগ্যান,' বলল সে। 'আমি জ্যাক মরিসের রাইডার

'ওটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না,' বলল স্টিভ 'এই মিস্টার মরিস যদি আইনের লোক হয় এবং তুমি তার ডেপুটি না হও তবে আমাকে এসব প্রশ্ন করার কোন অধিকার তোমার নেই।'

লেফটি মরগ্যানের চোখ দুটো সরু হলো। গর্তে ঢোকা কালো দুটো চোখ–মোটা কালো জোড়া ভুরু ওর সরু চেহারার ওপর গভীর টানা একটা দাগ এঁকেছে। মরগ্যান কিছু বলার আগেই অন্য লোকটা স্পারের খোঁচা দিয়ে তার ঘোড়াটাকে এগিয়ে আনল।

'ওহ, ওর সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই!' বিরক্ত স্বরে বলল লাল চুলওয়ালা যুবক। বিশ বছর বয়সে ওর লম্বা গড়নের হ্যাঙলা দেহ এখনও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠার সময় পায়নি অন্যান্য লোকের তুলনায় দামী পোশাক রয়েছে ওর পরনে, ঘোড়ার সাজেও আছে বাহার। হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা একটা পিস্তল ঝুলছে ওর কোমরে 'মিউলগুলোকে স্থির হয়ে দাঁড় করাও,' লুইসকে বলল সে 'আমি তোমার ওয়্যাগনের ভিতরটা দেখতে চাই '

ওর দিকে তাকাল স্টিভ। 'তুমি কে?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'ড্যান মরিস তবে পরিচয় জেনে তোমার কোন লাভ নেই।'

ড্যানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে লেফটির দিকে তাকাল স্টিভ। 'এর কোন ব্যাজ আছে?' প্রশ্ন করল সে

'ও জ্যাক মরিসের ছেলে,' শান্ত স্বরে জানাল মরগ্যান।

সোনালি চুলের ছেলেটা রাগের স্বরে বলল, 'তুমি ইতস্তত করছ কেন, কিসের বাধা? এসো, আমাদের কাজ আমরা–'

'শান্ত হও, বাছা,' মরগ্যানের স্বর শান্ত। এবার লুইসকে সে বলল, 'তুমি সান্তা ক্লারায় নতুন। তোমার যদি এখানে বেশিদিন থাকার প্ল্যান থাকে, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই টের পাবে যে জ্যাক মরিস আইনের ধার ধারে না। এবং তার প্রয়োজনও বোধ করে না।'

'সেটা তার সৌভাগ্য,' বলল লুইস। টের পাচ্ছে বুকের স্পন্দন ভারী আর দ্রুততর হচ্ছে। হঠাৎ ওর মনটা খুব হালকা হয়ে এল। 'কিন্তু তাই বলে এতে তার পরিবারের কারও বা তার কর্মচারীদের আমাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার বা আমার ওয়্যাগন সার্চ করার অধিকার জন্মায় না···গিডাপ কলি! গিডাপ হাইপো!'

ওয়্যাগন আগে বাড়াবার জন্যে লাগামে ঝাঁকি দিল সে। সোজা লেফটি আর ড্যানের দিকে এগোল ওয়্যাগন। একটা শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা বোধ করছে সে। দেখল অন্যান্য রাইডাররা কিছুটা কাছে ভিড়ে এল, লেফটির বাম হাতে মসৃণ গতিতে ওর পিস্তলটা উঠে এল–অনেক প্র্যাকটিসের ফল যুবক ড্যানও পিস্তল

বের করল।

'তুমি অধিকারের প্রশ্ন তুলেছিলে, স্ট্রেঞ্জার!' বলল ড্যান 'সেটা আমার হাতে! মিউলগুলোকে স্থির রাখো, আর ওই শটগান থেকে হাত দূরে রাখো!'

স্টিভ মিউলগুলোকে দাঁড় করাল। একজন রাইডার পাশ থেকে বলে উঠল, 'এটাই সেই ওয়্যাগন। টায়ারগুলো দেখো! আর নাল ফাটা যে মিউলটাকে আমরা ট্র্যাক করছিলাম, সেটাও আছে।'

লেফটি বলল, 'ঠিক আছে, ক্রদার্স, ওয়্যাগনটা খুলে দেখো ভিতরে কে আছে। কিন্তু সাবধান, আমরা যাকে খুঁজছি সে যদি ভিতরে থাকে তবে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরোবে।' তীক্ষ্ণ চোখে স্টিভের দিকে তাকিয়ে পিস্তল কক করল সে। 'তোমাকে শটগান থেকে হাত দূরে রাখতে বলা হয়েছিল। তাই করো! কারণ ওটা ঘুরাবার আগেই তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারব–'

'হয়তো,' শান্ত স্বরে জবাব দিল স্টিভ, মুঠোর ভিতর শটগানের ছোঁয়া ওর হাতে অত্যন্ত পরিচিত ঠেকছে। মৃদু হাসছে সে। 'হয়তো,' বিড়বিড় করে বলল স্টিভ, 'কিংবা হয়তো না। এটা অনেকটা জীবন নিয়ে বাজি খেলা হবে, তাই না, মিস্টার মরগ্যান? তোমাকে পিস্তলটা সাবধানে তাক করতে হবে, নইলে আঘাতটা চরম হবে না। কিন্তু আমাকে কেবল শটগান মোটামুটি তোমার দিক ফেরাতে হবে। তাতে সামান্য ভুল হলেও ছররা গুলি সেটা শুধরে নেবে··· আমরা কি ট্রাই করে দেখব?'

আরোহীর দিকে তীক্ষ্ণ নজরে খেয়াল রেখে খুব ধীরে হাঁটুর ওপর থেকে শটগানটা হাতে তুলে নিল স্টিভ মরগ্যানের চোখ সামান্য ছোট হলো কেবল–এছাড়া আর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না ওর দিকে চোখ রেখে খুব ধীরে শটগানের মুখ সাধারণ ভাবে মরগ্যানের দিকে ফেরাল স্টিভ। এক মুহূর্ত সম্পূর্ণ নীরবতায় কাটল। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে দুটো ব্যারেলই কক করল সে। নীরবতার মাঝে শটগান কক করার শব্দ অত্যন্ত জোরালো শোনাল। পাশেই যে ঘোড়ার পিঠে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা পিস্তল হাতে ড্যান মরিস বসে আছে সেসম্পর্কে স্টিভ সম্পূর্ণ সচেতন।

শান্ত স্বরে কথা বলছে স্টিভ। 'মিস্টার মরগ্যান, তোমার ওই লোক যখনই ওয়্যাগনের দরজা খুলবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তোমাকে গুলি করব।'

'শোনো–'

'এটা কোন হুমকি নয়, যা ঘটবে তারই বিবৃতি। আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কারও হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করি না, মিস্টার মরগ্যান। যেইমাত্র ওই দরজাটা খোলা হবে, আমি ট্রিগার টিপব।'

ড্যান মরিস হাঁটুর গুঁতোয় তার ঘোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে নিয়েছে। সে চেঁচিয়ে বলল, 'ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও, লেফটি, ওকে আমি এক গুলিতেই–'

'চুপ করো, ছেলে!' ধমকে উঠল মরগ্যান। ভুরু কুঁচকে লুইসকে দেখছে মরিস ওর মধ্যে এমন একটা বেপরোয়া ভাব সে দেখতে পাচ্ছে, যেটা তার মোটেও ভাল ঠেকছে না। ধীরে, খুব সাবধানে পিস্তলের হ্যামার নামিয়ে ওটা খাপে

ভরল। 'ঠিক আছে,' নিচু স্বরে বলল সে। 'ঠিক আছে, অন্যায় হয়ে গেছে, আমি ক্ষমা চাইছি, স্যার। ক্রদার্স! তুমি ওয়্যাগনের পাশ থেকে সরে এসো।'

'কিন্তু–'

'সরে এসো বলছি!'

ড্যান মরিস তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'লেফটি, তোমাকে কি ভূতে পেয়েছে?'

যুবকের দিকে ফিরল বয়স্ক লোকটা। 'আমি এখনও ফ্লাইঙ এম-এর ফোরম্যান, বাছা, তোমার বাবা যতক্ষণ না আমাকে তাড়িয়ে তোমাকে কাজের ভার দিচ্ছে, ততক্ষণ আমার কথাই টিকবে। এখন তোমার পিস্তলটা খাপে রেখে এখান থেকে চলো। কথাটা তোমাদের আর সবার জন্যেও প্রজোয্য। রাইড!' ঘোড়ার পিঠে বসে অসাধারণ মনোবলের লোকটাকে লক্ষ করছে মরগ্যান। সবাই ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরতি পথে রওনা হওয়ার পর নিজের ঘোড়াটাকে এগিয়ে ওয়্যাগনের পাশে নিয়ে এল সে। 'তোমার নাম লুইস?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লুইস 'আমি স্টিভ লুইস।'

'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'আমার মনে থাকবে। গুড ডে, স্যার।'

লুইসের দিকে আরও কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। লুইস টের পেল তার মুখের ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। এবং হাত দুটো ঘামে ভিজে উঠেছে। দুর্ঘটনা প্রায় ঘটেই গেছিল, কিন্তু লোকটা আমার চেহারায় এমন কি দেখল? ভাবছে সে।

মিউলগুলোকে আগে বাড়িয়ে হোটেলের উঠানে এনে ওয়্যাগনটাকে দাঁড় করাল স্টিভ। তারপর নেমে দ্রুত পায়ে ওয়্যাগনের পিছনে চলে এল সে, শটগানটা তখনও ওর হাতেই রয়েছে। টান দিয়ে দরজা খুলেই দেখল ওখানে পিস্তল বাগিয়ে বসে আছে রাস্টি মাইক!

তিন

লাল চুলওয়ালা লোকটা স্টিভের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হেসে চোখ টিপল। ওয়্যাগন থেকে গলা বাড়িয়ে নির্জন উঠানে চোখ বুলিয়ে দেখল শত্রুপক্ষের কেউ আছে কিনা। তারপর পিস্তলটা খাপে ভরে নিচে নামল।

স্টিভ প্রশ্ন করল, 'একটা রাইডই যদি তোমার দরকার ছিল, তাহলে আমি যখন থেমেছিলাম তখনই বুদ্ধি করে নেমে যাওনি কেন?'

রাস্টি হাসল। 'ওটা একটা হিসেবের ভুল। আমি আশা করেছিলাম তুমি সোজা রোমেরোর আস্তাবলে যাবে। ওখান থেকে একটা ঘোড়া সংগ্রহ করে শহরের কাউকে দেখা না দিয়ে আমি সরে পড়তে পারব। রোমেরো আমার খুব ভাল বন্ধু, এইজন্যেই ওর নাম আমি তোমার কাছে উল্লেখ করেছিলাম। আচ্ছা, তুমি কখন টের পেয়েছিলে যে আমি ভিতরে আছি?'

'এইমাত্র দরজা খুলে টের পেলাম। ওরা একেবারে নিশ্চিত ছিল যে কেউ

ভিতরে আছে, তাই চেক করতে এলাম।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল রাস্টির মুখ। 'তার মানে তুমি যখন লেফটি মরগ্যানকে ধাপ্পা দিয়ে ফিরিয়ে দিলে তখনও তুমি জানতে না?'

'আমি ধাপ্পা দিচ্ছিলাম না,' শান্ত স্বরে বলল স্টিভ। 'কয়েকজন সশস্ত্র গুণ্ডাগোছের লোককে আমার ব্যক্তিগত জিনিস ঘাঁটতে দেয়ার কোন কারণ আমি দেখি না। এতদিন এটাই ছিল আমার বাড়ি। আমি যদি জানতাম তুমি ওখানে লুকিয়ে আছ, তাহলে সম্ভবত তোমাকে ওদের হাতেই তুলে দিতাম। ঠগবাজি আমার পছন্দ নয়।'

লোকটা লজ্জায় একটু লাল হলো, কিন্তু পরক্ষণেই ওর মুখে সেই সংক্রামক হাসি ফুটে উঠল। 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী, প্রফেসর; কিন্তু যার জীবন বিপন্ন তাকে একটু-আধটু ছলনার আশ্রয় নিতেই হয়।' ঘোড়ার খুরের এগিয়ে আসার শব্দে হাত বাড়িয়ে নিজের জিনটা বের করে কাঁধে রাখল। 'আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ···ওহ্,' ঘুরে ওয়্যাগন থেকে আরও কিছু বের করার জন্যে হাত বাড়াল। তারপর হেসে কোয়েইল তিনটা স্টিভকে দেখাল। 'আমার সাপারের কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম! আমি আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার যদি আমাকে দরকার পড়ে তাহলে রোমেরোকে জানালেই আমি খবর পেয়ে যাব।'

ভুরু কুচকাল স্টিভ। 'তোমাকে আমার দরকার হবে কেন?'

'কেন? তুমি জ্যাক মরিসের বিরুদ্ধে পক্ষ নিয়েছ, বন্ধু এই এলাকায় সেটা অমার্জনীয় অপরাধ যার শাস্তি মৃত্যু।'

দুটো বাড়ির ফাঁকে একটা গলির মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হলো রাস্টি। একটু পরে একজন রাইডার নিজের মনে শিস দিতে দিতে হোটেলের উঠানে ঢুকল। স্টিভকে কোন পাত্তা না দিয়ে সে সামনে এগিয়ে গেল। স্টিভ লক্ষ করল ওর ঘোড়ার ব্র্যান্ড হচ্ছে একটা বড় 'এম' এর দুপাশে দুটো পাখা। ওয়্যাগনের ভিতর ঢুকে একটা কার্পেট ব্যাগ বের করে দরজা বন্ধ করে দিল স্টিভ। হোটেলের রিসেপশনে কাউকে না দেখে বেল বাজাল সে পিছনের কামরা থেকে নীল ড্রেস পরা একজন সোনালী চুলের লম্বা যুবতী মেয়ে বেরিয়ে এসে ডেস্কের পিছনে দাঁড়াল।

'আমার একটা কামরা দরকার,' বলল লুইস।

'এক রাতের জন্যে, নাকি বেশি?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'বেশিদিনই থাকব, কিন্তু তাতে কি কোন তফাত হবে?'

মেয়েটা হাসল। 'একটা রাত মানুষ যেমন-তেমন ভাবে কাটিয়ে দিতে পারে। বেশিদিন থাকলে তোমাকে আমি ভাল কামরা দেব।'

'তোমার নাম কি নোয়েল?' প্রশ্ন করল স্টিভ।

চট করে চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, কেন?'

'আমার নাম লুইস,' বলল সে। 'স্টিভ লুইস পরে তোমার যখন সময় হয় আমি তোমার সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু আলাপ করতে চাই।'

'ব্যবসা?'

'আমি একজন ফটোগ্রাফার সামনের নোয়েলের গ্যালারিটা আমি কিনতে আগ্রহী। আমাকে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল।'

'আমার বাবার গ্যালারি। কিন্তু ওটা আমি বিক্রি করব না।'

খোলা দরজার দিকে তাকাল স্টিভ 'তুমি একটু ভেবে দেখো,' বলল সে 'আমি উচিত দামই দেব এক্সকিউজ মি, আমাকে বাইরে রাখা ওয়্যাগনের কাছে একটু যেতে হচ্ছে।'

'আমি তোমাকে এখনই আমার সিদ্ধান্ত জানাতে পারি—ওটা আমি বিক্রি করব না।'

আবার উঠানের দিকে তাকাল স্টিভ 'কিছু মনে কোরো না, এ ব্যাপারে তোমার সাথে আমি পরে আলাপ করব।'

'ভাল কথা,' একটু আড়ষ্টভাবে বলল সে 'তবে আমার জবাব তখনও একই থাকবে তোমার কামরার নম্বর সতেরো,' বলে একটা চাবি এগিয়ে দিল নোয়েল।

চাবিটা পকেটে ভরে শটগানটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। ল্যাচ টিপে শটগান ভাঁজ করে খুলে দেখল দুটো ব্যারেলেই পাখি শিকারের ছররা গুলি ভরা আছে বারান্দায় বেরিয়ে একেবারে কোনায় চলে এল। ওখান থেকে ওয়্যাগনটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এবার উঠানে নেমে ঝোপের আড়াল দিয়ে ওয়্যাগনের দিকে রওনা হলো। দেখল, ফ্লাইঙ এম ব্র্যান্ডের সেই ঘোড়াটা কাছেই বাঁধা আছে ওয়্যাগনের দরজাটা খোলা

ধীর পায়ে আগে বাড়ল স্টিভ পঞ্চাশ গজ দূরত্বে থেমে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওয়্যাগনের ভিতর থেকে ঝাঁটার কাঠির মত গোঁফধারী কাউবয়ের মুখ চুপিচুপি উঁকি দিয়ে এপাশ ওপাশ দেখে তার ভারী দেহটা নিয়ে নিচে নেমে ঘোড়ার দিকে রওনা হলো

লোকটা ওয়্যাগনের পাশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার পর গুলি করল স্টিভ। ইচ্ছে করেই একটু নিচের দিকে তাক করেছিল সে ব্যথায় চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে লোকটা নিজের ঘোড়ার দিকে ছুটল হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে পিস্তল বের করার চেষ্টা করল আবার গুলি করল স্টিভ, এবারও নিচের দিকে। পিস্তল ফেলে পাছা খামচে ধরে ঘোড়ার দিকে ছুটল। পিস্তলটা মাটি থেকে তুলে কোমরে গুঁজল স্টিভ তারপর ওয়্যাগনের দরজা বন্ধ করল।

বন্দুকের শব্দে এখন উঠানে কিছু কৌতূহলী লোক জড়ো হয়েছে সামনের একটা দালান থেকে একজন ব্যাজধারী লোক বেরিয়ে এল ওয়্যাগনটাকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আগে বাড়িয়েছিল: ব্যাজধারী লোকটা হাত তুলেছে দেখে থেমে দাঁড়াল সে

'আমি অ্যান্ডি সমার্স, এই শহরের মার্শাল,' বলল সে। 'ওই শটগানটা আমাকে দাও, বাছা '

লোকটার দিকে তাকাল স্টিভ বেঁটে মোটাসোটা মানুষ, বয়স প্রায় ষাট হবে। বড়সড় একটা ভুঁড়িও বাগিয়েছে, তবে তার কালো চুলে এখনও পাক ধরেনি কোমরে একটা পিস্তল ঝুলছে, কিন্তু হাত দুটো খালি

'লোকটা আমার ওয়্যাগনে ঢুকে তল্লাশী করছিল আমার বিশ্বাস নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকার আমার আছে।'

'তা আছে,' স্বীকার করল মার্শাল, 'কিন্তু আমার শহরে কাউকে হত্যা করার

অধিকার তোমার নেই
'হত্যা?' প্রশ্ন করল স্টিভ 'পঞ্চাশ গজ দূর থেকে পাখির গুলি ছুঁড়ে কোন মানুষ মারা কি সম্ভব, মার্শাল?'

কৌতুকে মোটা মানুষটার ছোটছোট চোখের দুই কোনায় ভাঁজ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গলা পরিষ্কার করে সে বলল, 'ওই বিষয়ে আইনে কি বলে সেটা আমি বই ঘেঁটে দেখে নেব এটাও দেখব শটগান কতটা দূরত্বে থাকলে আইনের চোখে আর মারাত্মক অস্ত্র বলে গণ্য হয় না ঠিক আছে, আপাতত তুমি যেতে পারো!'

চার

অ্যাডোলফো রোমেরো শক্ত-সমর্থ মানুষ ওর ঘন পাকাচুল বাদামী রঙের মুখের সাথে ঠিক মানায় না বার্নের কোনায় রাস্টি মাইককে জিন নামিয়ে রাখতে দেখে ওর চেহারায় সুস্পষ্ট স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি সুস্থই আছ, সেনইঅর মাইক,' বলল রোমেরো একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'মার্টিনেজ আবার এসেছিল।'

'আমার মৃত্যুতে শোকের গান শুনিয়েছে, সন্দেহ নেই,' রাস্টি শুষ্ক স্বরে বলল 'ওর ধারণা আমি মরে কবরে গেছি।'

'শোকে মুষড়ে পড়েছে ও।'

'ওর বোকার মত কাজে আমাদের সবার মারা পড়ার জোগাড় হয়েছিল লোকটা কোন প্ল্যান করবে না "মানিয়ানা, মানিয়ানা, (আগামীকাল, আগামীকাল) আজ রাতে আমরা ড্রিঙ্ক করে ফুর্তি করব।" এবং অন্য কেউ ওর জন্যে প্ল্যান করলে, সেই প্ল্যান মত সে চলবে না। খারাপ কিছু ঘটে গেলে মার্টিনেজ একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আমার প্রিয় সঙ্গীদের কাছ থেকে ধাওয়াকারী দলটাকে সরিয়ে নিতে গিয়ে আমার মৃত্যু ঘটা ছাড়া আর কিছু বলার ছিল ওর?'

'হ্যাঁ, ওদের দলের একজনকে ওরা হারিয়েছে। ঘোড়াটা মারা পড়ার পর লোকটাকে আক্রমণকারীরা ফ্লাইঙ এম-এ নিয়ে গেছিল, তারপর–'

'তারপর কি?'

'ওরা লোকটাকে ফাঁসি দিয়েছে, সেনইঅর।'

ঠোঁট কুঁচকাল রাস্টি। 'তাই? তাহলে জ্যাক মরিস সত্যিই কঠোর হয়ে উঠছে অর্থাৎ এতদিনে ওরও চোট লাগতে শুরু করেছে।' একটা বড় শ্বাস নিল মাইক 'ওই লোকটা নিশ্চয়ই ফাঁসিতে ঝোলার আগে মুখ খুলেছিল এই জন্যেই হন্যে হয়ে ওরা আমার পিছনে লেগেছে বুড়ো জ্যাক অনেকদিন থেকেই আমাকে হাতেনাতে ধরার চেষ্টায় আছে মার্টিনেজকে বুঝতে হবে এই উপত্যকায় বেঁচে থাকতে আমাদের ফাইট করে বাঁচতে হবে তাকেও আর সবার মত নিজের জীবনের জন্যেই লড়তে হবে!'

রোমেরো শান্ত স্বরে বলল, 'একটা মানুষ মারা গেছে,- সেনইঅর মাইক। মার্টিনেজ মর্মাহত। ব্যস, এইটুকুই বলেছি আমি।'

রোমেরোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাসল মাইক আজকে আমি বদরাগী কুকুরের মতই ঘেউঘেউ করছি–তাই না, আমিগো (বন্ধু)? আমি ক্ষমা চাইছি, রোমেরো। আজকে ভীষণ একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল–যার জেগে থাকার কথা ছিল, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওরা আমাদের ওপর যখন হামলা করল তখন আমরা মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমার ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে মারা পড়ার পর ওই স্যাড্‌ল্ কাঁধে নিয়ে আমাকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটতে হয়েছে···এবার জ্যাক মরিসেরই জয় হলো। সে তার গরুর দলটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, আর আমি পায়ে ফোস্কা নিয়ে ঘুরছি–কিন্তু আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। ফ্লাইঙ এম আইনের ঊর্ধ্বে হলেও ব্যাঙ্কের উপরে নয় জ্যাক মরিস ব্যাঙ্কের কাছে আকণ্ঠ দেনায় ডুবে আছে। আমরা ওদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে থাকলে ওদের পতন অনিবার্য।

অসন্তুষ্ট ভাবে মাথা নাড়ল রোমেরো। 'আমার এটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। মার্টিনেজের জন্যে এটা ঠিকই আছে, কিন্তু তোমার জন্যে? তুমি আইনের বাইরে যাচ্ছ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ফাইট করার নিশ্চয় বিকল্প আরও পথ আছে।'

আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল রাস্টি 'তুমি যদি আর কোন পথ খুঁজে পাও তাহলে আমাকে জানিয়ো। আমার তেরো বছর বয়সে যখন ওরা আমার বাবাকে গুলি করে হত্যা করল, সেদিন থেকেই আমি আজ এগারো বছর পথ খুঁজেছি, কিন্তু আজও এছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাইনি।'

'একটা ওয়্যাগন আসছে,' বাইরের দিকে তাকিয়ে জানাল রোমেরো।

'দুটো বিশাল মিউল ওটাকে টানছে? বদ্ধ একটা ওয়্যাগন?'

'সি।'

'যে ওটা চালাচ্ছে তাকে আমি চিনি,' বলল রাস্টি। 'আসলে ওই লোকটাই আজ আমার জীবন বাঁচিয়েছে, ওর কাছে আমি ঋণী। ওর ভাল যত্ন নিয়ো আর অ্যাডোলফো···'

'সেনইঅর?'

'লোকটাকে ভাল করে যাচাই করে দেখে তোমার মতামত আমাকে জানিয়ো। ওকে দেখে বোঝা যায় না সে কতটা শক্ত।'

পাঁচ

রোমেরোর আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথ ধরল লুইস। অবশ্য তার মিউলগুলোর যেন ভাল যত্ন নেয়া হয় তা নিশ্চিত করে এসেছে সে। লুইসের কাছে সব কিছুই কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে। হঠাৎ হাতের শটগান আর কোমরে গোঁজা পিস্তলটা সম্পর্কে সে সচেতন হলো।

আজ বাবার কথাগুলো স্টিভের বারবার মনে পড়ছে তার চোদ্দতম জন্মদিনে একটা একনালা বন্দুক তার হাতে তুলে দিয়ে বাবা বলেছিল: আমার দেয়া কথা

মত আজ আমি এটা তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। কোনদিন ভুলে যেয়ো না যে মানুষের জীবন এখন তোমার হাতের মুঠোয়। যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত তোমাকে একজন খুনীতে পরিণত করতে পারে। আজকের আগে কেবল একবার ছাড়া আর কখনও কোন মানুষের দিকে অস্ত্র তাক করেনি স্টিভ।

ওই চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলল সে। নোয়েলের গ্যালারি পার হওয়ার সময়ে থেমে আবারও ওটাকে খুঁটিয়ে দেখল। মনেমনে ভাবছে নোরা নোয়েলকে ওটা বিক্রি করতে রাজি করাতে পারলে সে কোথায় কি মেরামত করবে। ধীর পায়ে ওটা পার হয়ে দেখল পাশের আগ্নেয়াস্ত্র মেরামতের দোকানের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাঢ় সবুজ রঙের পোশাক পরা একটা মেয়ে ড্রাইভারের সীটে বসে আছে–ওর মাথায় একটা হাল ফ্যাশনের ছোট হ্যাট। মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে ডাকল, 'জলদি করো, রাকা!' বেচারি নর্থ ঘোড়াগুলোকে ঠিক সামলাতে পারছে না।

ভিতর থেকে জবাব এল, 'আসছি! তোমার ঘোড়ায় লাগাম দা...

'চেষ্টা করছি, কিন্তু ওই চেষ্টায় আমার সুন্দর দামী গ্লাভস নষ্ট হচ্ছে! তুমি ওটা ওখানেই রেখে চলে এসো, মিস্টার রোজেনবার্গ জানবে কি করতে হবে।'

অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একটা মেয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটির পরনে রাইডিঙ স্কার্ট, উপরে সাদা সিল্কের শার্ট। হাতে কবজি ঢাকা গ্লাভস, কোমরে ঘোড়া চালাবার একটা ছড়ি ঝুলছে। ওর সোনালি চুলে বিকেলের রোদ পড়ে চিকচিক করছে। এক কথায় অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে। ওর পিছন পিছন একজন বিশাল আকৃতির মানুষ বেরিয়ে এল। মেয়েটা ওর উদ্দেশে বলল, 'বাবা এটা যত জলদি সম্ভব ফেরত চায়।'

'মিস্টার মরিসকে বোলো আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে এটা ফেরত পাওয়া যাবে।'

'ওটা বাবার প্রিয় রাইফেল–আরও আগে ফেরত দেয়া যায় না?'

লোকটা হাসল। 'তোমার বাবা জানে ভাল কাজ করতে যতদিন লাগে তার বেশি একদিনও সময় নেবে না রোজেনবার্গ।'

'ভাল কথা, মিস্টার রোজেনবার্গ, আমি বাবাকে তাই জানাব।... ঠিক আছে, ঠিক আছে, রোজি, আমি আসছি!'

ঘুরে দ্রুত পায়ে বাকবোর্ডের দিকে এগোল রাকা। এই মুহূর্তে পরের দালানের কোনায় দাঁড়ানো স্টিভকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল সে। কোন সন্দেহ নেই তাকে এই লোকের বিবরণই দেয়া হয়েছিল। এক নজরে লোকটার পুবের পোশাক, চওড়া কার্নিসের হ্যাট আর হাতের ভাঁজে শটগানটা দেখে নিল সে। ওর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় রাগের প্রকাশ দেখতে পেল স্টিভ। মেয়েটা তার কোয়ার্ট (ঘোড়া চালাবার ছড়ি) উঁচিয়ে আগে বাড়তে গিয়েও কি মনে করে ঘুরে বাকবোর্ডে উঠে বসল।

রোজি মুহূর্তের জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কোথায় তার বোনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। এক ঝলকের জন্যে স্টিভ সন্ধ্যার আকাশের পটভূমিতে যেন রক্তে খচিত একটা অপরূপ মূর্তি দেখতে পেল। এটা এমনই একটা দৃশ্য, যা

মানুষকে ভাবিয়ে তোলে: সে যা দেখেছে, তা সত্যিই দেখেছে তো? মুহূর্তে রোজির হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিল রাকা। তারপর তীক্ষ্ণ একটা কাঁপানো চিৎকারের সাথে বাকবোর্ড আগে বাড়াল সে। স্টিভের কাছে ইন্ডিয়ান ওয়রহুপের মতই মনে হলো ওটা, যদিও সে ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধহুঙ্কার কখনও শোনেনি।

ঘোড়াগুলো রাস্তা ধরে বাতাসের বেগে ছুটল। স্টিভ শেষবারের মত রোজিকে এক ঝলক দেখল। মেয়েটা একহাতে তার হ্যাট চেপে ধরে আছে, অন্যহাতে রাকার বাহু আঁকড়ে ধরে বাকবোর্ডের গতি কমাবার চেষ্টা করছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটা অদৃশ্য হলো।

আরও এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল স্টিভ। সে ভাবছে: ওই মেয়ের ছবি আমাকে তুলতেই হবে। চোখ তুলে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে গানস্মিথ ওর দিকেই চেয়ে আছে। পাহাড়ের মত একজন মানুষ, কিন্তু গোল মুখে স্বচ্ছ নীল চোখ দুটো শিশুর মতই সরল। ওর দিকে এগিয়ে গেল স্টিভ।

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল রোজেনবার্গ, 'তোমার কি চাই?'

'বারো গেজের শটগানের জন্যে আমার কিছু হরিণ শিকারের গুলি চাই,' বলল সে, 'আর এটার সম্পর্কে কিছু তথ্য।'

কোট ফাঁক করে কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে বাড়িয়ে ধরল লুইস।

ওটা হাতে নিয়ে গানস্মিথ বলল, 'ভিতরে এসো।' ওকে অনুসরণ করে দোকানে ঢুকল স্টিভ। বিশাল লোকটা জানালার আলোতে পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল।

'এর সম্পর্কে তুমি কি জানতে চাও?' প্রশ্ন করল সে। 'আমি এটা একবার মেরামত করেছিলাম। তখন এর মালিক ছিল হ্যাঙ্ক। ফ্লাইঙ এম-এর কর্মচারী। এর ওপর এখনও আমার দুই ডলার মজুরি পাওনা আছে। সে কি এটা তোমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে?' নিষ্কলঙ্ক সুরে প্রশ্নটা করা হলেও স্টিভ নিশ্চিত যে ওই পিস্তলটা কিভাবে ওর হাতে এসেছে এটা ভাল করেই জানে রোজেনবার্গ।

'ধার হিসেবেই ওটা আমার কাছে এসেছে বললে ভুল হবে না। ওটা কি ভাল অস্ত্র?'

বিশাল কাঁধ দুটো উঁচাল গানস্মিথ। 'ভাল? একটা পিস্তল আর কত ভাল হতে পারে? পঁচিশ-তিরিশ থেকে বড় জোর পঞ্চাশ গজ? এই ধরনের জিনিস খেলনা হিসেবে মন্দ নয়।'

একটু ইতস্তত করে স্টিভ বলল, 'পিস্তলটা আমি রেখে দিলেও সেটা অন্যায় হবে না। কিন্তু ওই র‍্যাঞ্চ থেকে কেউ এলে এটা তার হাতে তুলে দিয়ে মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে বোলো।...মিস্টার মরিসের কজন ছেলেমেয়ে আছে?' আশা করছে প্রশ্নটা মিস্টার রোজেনবার্গের কাছে উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হবে না।

'এক ছেলে আর দুই মেয়ে। মেয়ে দুজনকে তুমি এইমাত্র দেখেছ—রোজি আর রাকা। ছেলেটার নাম ড্যান।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'মিস রাকা প্র্যাকটিস করলে ভাল শুটার হতে পারত। ড্যান কিছুই না—পিস্তল-পাগল একটা ছেলে। এরই মধ্যে সামান্য কারণে ঝগড়া বাধিয়ে সে একজনকে হত্যা করেছে। ওর ধারণা ওই হত্যা ওকে মারাত্মক লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বেঁচে

থাকলে ঠেকে শিখবে ও।' হাতের পিস্তলটা একপাশে সরিয়ে রেখে গানস্মিথ বলল, 'এটা তোমার হয়ে আমি পাঠিয়ে দেব। এই যে তোমার গুলি।'

'তুমি মিস্টার মরিসকে ভাল করে চেনো?' গুলিগুলো নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল না সে।

'এখানে আসে সে,' নিরপেক্ষ স্বরে বলল রোজেনবার্গ। 'ওর কাছে কিছু চমৎকার অস্ত্র আছে। ওগুলোর ভাল যত্ন নেয় ও। প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করে। ময়লা গান রেখে দিলে ব্যারেল ক্ষয়ে যায়।'

অপরাধীর মত মাথা নিচু করল স্টিভ। 'আমারটা এখনও পরিষ্কার করার সুযোগ পাইনি আমি।'

'সবাই ওই কথাই বলে। ব্যারেল ক্ষয়ে যাওয়ার পর ঠিক করে দেয়ার জন্যে আমার কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু কোন গানস্মিথের পক্ষে কি ব্যারেল ঠিক করা সম্ভব? তোমার শটগানটা আমার কাছে দাও, মিস্টার লুইস, আমি ওটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।'

'তুমি আমার নাম জানো?'

গানস্মিথ হাসল। ওর মুখের ভাবে বিদ্বেষ, বা আন্তরিকার আতিশয্য নেই। এই শহরে খুব কম লোকই আছে যারা তোমাকে চেনে না। তুমিই সেই পাগলা পুবের লোক; লেফটি মরগ্যানকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছ। এবং যে হ্যাঙ্কের পাছা পাখি মারার ছররা গুলিতে ঝাঁঝরা করে ওকে ফ্লাইঙ এম-এ ফেরত পাঠিয়েছ। কেউ কেউ বলে তুমি খুব সাহসী লোক–আর কিছু মানুষের ধারণা তুমি বোকা, নির্ঘাত মারা পড়বে। শটগানটা আমাকে দাও, মিস্টার লুইস। এসব ব্যাপারে আমি কোন পক্ষ বা অংশ নিই না। মানুষ একটা বড় টার্গেট, হত্যা করা সহজ। বয়সকালে ফাইটিঙ আমিও করেছি। এমন সুন্দর গান নষ্ট হোক এটা আমি চাই না। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, এটা পরিষ্কার করতে মাত্র দুমিনিট লাগবে আমার।'

শটগানটা নিয়ে দোকানের পিছনদিকে চলে গেল লোকটা। লুইস অলস ভাবে ঘুরে ঘুরে র‍্যাকে রাখা রাইফেল আর ছোট একটা কেসে রাখা পিস্তলগুলো দেখছে। মাটির দেয়ালে গাঁথা পেগের ওপর রাখা একটা ডাবল-ব্যারেল শটগানের দিকে ওর চোখ গেল। বিরাট শটগান–ওটার ব্যারেলগুলোর ব্যাস এক ইঞ্চিরও বেশি।

'ওটা আমার মাংস জোগাড় করার গান,' স্টিভের পিছনে রোজেনবার্গের গলা শোনা গেল। 'ওটার ওজন পনেরো পাউন্ড। আমি ওতে আট ড্রাম (1 dram=1.77 gms) বারুদের সাথে তিন আউন্স সীসার গুলি ভরি। শরৎকালের সকালে নদীতে যখন অযস্র হাঁস পড়ে তখন কাজে আসার আগে ভোরে আমি ওখানে যাই। হাঁস পানিতে থাকতে আমি একটা গুলি ছুঁড়ি, ওরা উড়তে শুরু করলে দ্বিতীয়টা। তাতে আমার মাংসের জোগাড় তো হয়ই–বাকি হোটেলে সাপ্লাই দিই।' শটগান আর গুলিগুলো স্টিভের দিকে এগিয়ে দিল দোকানি। 'মিস্টার লুইস...'

'বলো?'

একটু ইতস্তত করল রোজেনবার্গ। 'না, থাক। এব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত নয়। এসবে আমি কোন পক্ষও নিই না। আমি কেবল গান মেরামত করি। তোমার চমৎকার গানটা ভালভাবে পরিষ্কার করে লকগুলোতে তেল দিতে ভুলো না। এখানকার ধুলো ভাল অস্ত্রের চরম শত্রু।'

দোকান থেকে বেরিয়ে স্টিভ দেখল সূর্য প্রায় ডুবতে চলেছে। পশ্চিমের আকাশে সোনালি রঙ ধরেছে। রাস্তায় যে সামান্য একটু বাতাস বইছিল তাও এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। হোটেলে পৌঁছে দেখল ডেস্কের পিছনে পাকা চুলের নাদুস-নুদুস মহিলা বসে আছে।

'ও, হ্যাঁ, মিস্টার লুইস,' বলল সে, 'আমি মিসেস মাস্টারসন; এটা আমারই হোটেল।...তোমার ব্যাগটা আমি ওদিকে রেখেছি। তুমি কিছু মনে না করলে আমি তোমাকে অন্য একটা কামরা দিতে চাই। তেইশ নম্বর কামরাটা তোমার জন্যে সতেরো নম্বরের চেয়ে অনেক ভাল হবে।'

'অনেক ভাল?' প্রশ্ন করল স্টিভ। 'কোন হিসাবে?'

'ওটা আরও বড় কামরা, এবং দোতালায়,' বলল মেয়েটা। কামরাটা হোটেলের পিছন দিকে। পিছনে এমন কোন দালানও নেই যেখান থেকে তোমার জানালা দেখা যাবে। আমার বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাই তোমার বেশি পছন্দ হবে।'

হোটেল মালিকের কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে স্টিভের কিছু সময় লাগল। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে মহিলা সত্যিই সিরিয়াস। কিন্তু মহিলার চেহারা গম্ভীর, সেও সমান গুরুত্বের সাথে বলল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস মাস্টারসন।'

'হোটেলে এখন সাপার সার্ভ করা হচ্ছে,' বলল সে। 'তোমার ড্রিঙ্কের প্রয়োজন থাকলে ওই দরজা দিয়ে ঢুকলেই বার দেখতে পাবে।' চারপাশে একবার চেয়ে স্বর নিচু করল মাস্টারসন। ডেস্কের নিচে থেকে একটা পিস্তল বের করে স্টিভের দিকে ঠেলে দিল মহিলা। 'দয়া করে এটা রাখো। ওই শটগান তোমার পক্ষে সবখানে বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়, এবং তোমার জন্যে এখন এক সেকেন্ডও অস্ত্র ছাড়া থাকা ঠিক হবে না। এটা আমার স্বামীর পিস্তল ছিল, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিক। আমার বিশ্বাস আজ সে থাকলে সেও এটাই চাইত।'

স্টিভ ভাবছে, সে এমন একটা দেশে এসে হাজির হয়েছে যেখানকার রীতিনীতি সভ্য সমাজের তুলনায় বেশ অদ্ভুত। এখানে তার নিজের আচার-ব্যবহারও যে ঠিক স্বাভাবিক হয়েছে, তা বলা যায় না। 'ধন্যবাদ, মিসেস মাস্টারসন, এটার উপযুক্ত যত্ন আমি নেব,' বলে পিস্তলটা পকেটে ভরল সে।

'তুমি সব সময়ে সতর্ক থেকো, মিস্টার লুইস, আমরা সবাই তোমার জন্যে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাদের নতুন আশার আলো দেখিয়েছ।'

ছয়

ছোট বোনকে বাকবোর্ড ড্রাইভ করতে দিয়ে পথে কয়েকবারই রোজির অনুশোচনা হয়েছে; কিন্তু এখন আর ভুলটা শুধরে নেয়ার উপায় নেই–অনেক দেরি হয়ে গেছে। তরুণী মেয়েটা তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই যেন আরও জোরে গাড়ি ছুটাচ্ছে। এবং সফলও হচ্ছে। এখন লাগাম ফেরত নেয়ার মানেই পরাজয় স্বীকার করে নেয়া। তাছাড়া শহুরে পোশাক পরে দুটো তেজী মাসট্যাঙ সামলানো দুঃসাধ্য। তবে অ্যারোয়োতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ার জন্যেও উপযুক্ত নয় ওর পোশাক।

দূরে ফ্লাইঙ এম-এর আলো দেখা যাচ্ছে। গাড়ির গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে গেট পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে এসে বাকবোর্ড দাঁড় করাল রাকা। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে রওনা হলো রাকা।

'এক মিনিট, মিস্!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল রোজি। 'বাবা কি তোমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে? ঘোড়াগুলোকে সারাপথ দাবড়ে নিয়ে আসার পর ওদের দলাই-মলাই করে ঘাম শুকিয়ে যেন ঠাণ্ডা করা হয়, সেটা অন্তত নিশ্চিত করা তোমার উচিত··· আর একজন কর্মচারীকে আমার জিনিসগুলো কামরায় পৌঁছে দিতে বলো, প্লীজ।'

ঘুরে দাঁড়াল রাকা–ওর চোখে বিদ্রোহীর উদ্ধত দৃষ্টি। ক্লান্ত সে, তাছাড়া ওই বুনো বাকবোর্ড রাইডের পরে কিছুটা টালমাটাল অবস্থা। কথাটা এভাবে বলা উচিত হয়নি বুঝতে পারছে রোজি। প্রায় গত এক বছর হলো রোজিকে সহ্য করতে পারছে না ও। বয়সে বড় বলে সব সময়ে তার ওপর খবরদারি করবে এটা রাকার পছন্দ নয়। তবে ওর বেশি জ্বালা ধরার আসল কারণ হচ্ছেঃ রোজি তার থেকে বেশি সুন্দর। রাকাকে তার এভাবে শাসন না করলেও চলত–র‍্যাঞ্চের কেউ না কেউ মুখে ফেনা ওঠা ঘোড়াগুলোর যত্ন অবশ্যই নিত। কিন্তু রাকা বেপরোয়া ভাবে বাকবোর্ড ড্রাইভ করে তাকে ভয় পাইয়ে দেয়াতেই বড় বোনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সে রাকাকে বকেছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে বাসায় ঢুকল রোজি, ভীষণ কান্না পাচ্ছে ওর। বয়সে পাঁচ বছরের ব্যবধান থাকলেও একসময়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ওদের।

বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিধ্বস্ত চেহারা একটু ঠিকঠাক করে নেয়ার ফাঁকেই পাশে মায়ের উপস্থিতি টের পেল রোজি। লিন্ডা মরিসের মুখের চেহারা এখনও ঠিক আছে বটে, কিন্তু চোখে সেই উজ্জ্বল দ্যুতি আর নেই।

'কোন ঝামেলা হয়েছে?' প্রশ্ন করল লিন্ডা।

'না,' জবাব দিল রোজি। 'না, মা, সবকিছু ঠিকই আছে।'

'তোমার জামাটা সুন্দর···শহরে ওটা তোমার বদলে নেয়া উচিত ছিল। লম্বা যাত্রা পোশাক নষ্ট করে দেয়···হাইন্‌স্‌দের ওখানে তোমার সময় ভাল কাটল?'

'হ্যাঁ, চমৎকার।'

'তুমি ঠিক জানো যে ওখানে তোমরা এখনও আগের মতই সাদর অভ্যর্থনা

পাও?'

আড়চোখে মাকে দেখল রোজি। 'আমার তো তাই ধারণা। যাহোক, মেলিসার শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে। এরপরে ওখানে আর আমার তেমন যাওয়া পড়বে না।'

'মেলিসার সাথে ড্যান অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। ছেলেটার ওপর অনেকের খারাপ প্রভাব পড়েছে। উপত্যকার সবাই আমাদের ঘৃণা করে। তোমার বাবা···আসলেই খারাপ কিছু ঘটেনি? তোমাদের এত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে আসতে দেখে ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। ওভাবে কাউকে ছুটে আসতে দেখলে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

'আমি রাকাকে ড্রাইভ করতে দিয়েছিলাম,' বলল রোজি।

'তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো যে এটা ঘোড়ার ওপর অত্যাচার; তাছাড়া সে নিজেও পড়ে গিয়ে জখম হতে পারে। আমি জানি না ইদানীং ওর কি হয়েছে।'

'বাবা কোথায়?'

'নিজের অফিসে। ওখানে ড্যান আর মরগ্যানও আছে। আমি জানি কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। আমি জানি···বাইরে থেকে ওদের স্বর শুনেই বুঝেছি। রোজি, তুমি ড্যানের সাথে কথা বলেছ? বাড়ির ভিতর পিস্তল ঝুলিয়ে ঘোরাফেরা করা ওর উচিত নয়। যদি পিস্তল ঝুলাতেই হয় বাইরে···বাসায় নয়। ওর সাথে তুমি কথা বোলো।'

'ঠিক আছে, মা।'

'শহরে তোমার সময় ভাল কেটেছে জেনে খুশি হলাম। আমি কিছুটা ক্লান্ত, যাই, একটু শুয়ে থাকব।···গুড নাইট, ডিয়ার।'

'গুড নাইট, মা।'

লিভা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হওয়ার পর রোজি অফিস ঘরের সামনে এসে দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। বিশাল কামরায় ডেস্কের পিছনে বসে আছে জ্যাক মরিস।

'বার্ডশট,' বলছিল সে, 'পাখি মারার গুলি!'

তারপরে মুখ তুলে দরজার কাছে রোজিকে দেখতে পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে ওর কপালে চুমু খেল।

রোজি যখনই বাইরে যায়, শোনে লোকজন কত ভয় আর শ্রদ্ধার সাথে জ্যাক মরিস সম্পর্কে কথা বলে। দৈত্যের মত আকৃতির বিশাল একটা লোককে দেখার প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে বাবার রোগা আর শুকনো আকৃতি দেখে প্রতিবারই অবাক হয় রোজি। আজকে আবারও নতুন করে অবাক হলো।

এক হাতে রোজির কাঁধ জড়িয়ে ধরে ফোরম্যান আর ছেলের দিকে ফিরে দাঁড়াল মরিস। 'বার্ডশট!' আবার বলল সে। 'বার্ডশট দিয়ে গুলি করে হ্যাঙ্কের পাছা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে লুইস? আমি জানতাম হ্যাঙ্ক শক্ত মানুষ!'

'হ্যাঙ্কেরও নিজের সম্পর্কে তাই ধারণা,' বলল লেফটি মরগ্যান। 'কিন্তু এখন সে বাঙ্কহাউসে প্যান্ট খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আর রাঁধুনী ওর পাছা থেকে ছোট চিমটে দিয়ে খুঁটে একটা একটা করে সীসার টুকরো বের করছে। প্রতিবারই ছোট বাচ্চার মত ব্যথায় চিৎকার করছে হ্যাঙ্ক।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমরা দুজন কি করছিলে?' প্রশ্ন করল জ্যাক।

এবার তার ছেলে ক্ষুব্ধ স্বরে জবাব দিল, 'আমার কোন দোষ নেই, ড্যাড। আমি লুইসকে একহাত দেখে নেয়ার জন্যে তৈরিই ছিলাম, কিন্তু লেফটি–'

'আমি তোমার কাছে জবাব চাইনি, ড্যান!' ধমক দিল জ্যাক। লেফটি চার্জে ছিল, আমি ওর কাছেই জবাব চাইছি।'

লেফটির রোদে পোড়া চিকন বাদামী চেহারাটা সব সময়েই রোজির মনে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চার করে যদিও লোকটা তার সাথে সম্মান রেখেই কথা বলে–কিছু কিছু সময়ে সাহায্যও করেছে। এখানে আসার আগে লোকটার খুনী বলে খ্যাতি ছিল বলে শুনেছে রোজি।

'আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমরা যাকে খুঁজছি সে ওই ওয়্যাগনেই আছে,' বলল লেফটি। 'ট্র্যাকগুলো পড়া সহজ ছিল না। জোর করে ওয়্যাগন সার্চ করতে যাওয়া জুয়া খেলাই হত। অড্‌স্‌টা আমাদের পক্ষে ছিল না।'

'তোমার বলার এইটুকুই আছে?'

'আপাতত তাই।'

'তার মানে?'

'তুমি অনুমতি দিলে আগামীকাল আমি একবার শহরে যেতে চাই।'

'তাতে কি লাভ হবে?' প্রশ্ন করল জ্যাক। 'তুমি যদি তরুণ মাইকের দেখাও পাও, ওকে ছোঁয়ার উপায় নেই। কারণ সেটা গরু চুরির সময়ে ওকে হাতেনাতে ধরার শামিল হবে না।'

ড্যান হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি যদি আমাদের পাকড়াও করা মেক্সিকান লোকটাকে ফাঁসি না দিতে তাহলে আমাদের হাতে একজন সাক্ষী থাকত।'

অবাক বিস্ময় নিয়ে বাবার দিকে তাকাল রোজি। 'বাবা! তুমি একটা লোককে ফাঁসি দিয়েছ!'

বেখাপ্পা ভঙ্গিতে মুক্ত হাতটা নাড়ল জ্যাক। 'ও কিছু না, বাছা, লোকটা মার্টিনেজের গরু-চোর দলের একজন ছিল। ওই মেক্সিকান গরু-চোরদের অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ওদের সাথে গিয়ে আবার জুটেছে রাস্টি মাইক। এই সবকিছুর পিছনেই ওর হাত আছে। ওকে আমি আইনমাফিক ধরতে চাই।'

রাগের সাথে ড্যান বলল, 'চেনা রাসলারকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আমরা কবে আইনের সাহায্য নিয়েছি?'

ধীরে একটা লম্বা শ্বাস নিল জ্যাক। ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে সে। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ, বাছা। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা যাকে ট্র্যাক করছিলে তার চেহারা কেউ দেখোনি। আগামীকালই যদি সান্তা ক্লারা শহরে ওর দেখা পাও সে তোমার মুখের ওপর হাসবে। কিচ্ছু করার উপায় নেই। লোকটা আজ পর্যন্ত খুব চতুরতার সাথে কাজ করেছে বটে কিন্তু একদিন না একদিন সে ভুল করবে। তাই ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বুঝেছ?'

'তুমি যা বলছ সেটা শুনতে পেয়েছি,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ড্যান। 'কিন্তু তুমি এমন কথা কেন বলছ বুঝতে পারছি না। ফ্লাইঙ এমকে কেন এসব সহ্য করতে

হবে?'

'আমি বেঁচে থাকতে তরুণ মাইককে আমি শহরবাসীর কাছে শহীদের সম্মান পেতে দেব না। এমনিতেই শহীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে। যাকে আমরা আজ ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি সেও হয়তো এতক্ষণে শহরবাসীর কাছে শহীদ হয়ে উঠেছে।

'মৃত ব্যক্তির জন্যে সবাই সমবেদনা প্রকাশ করে, কিন্তু জেলের আসামীর জন্যে করে না। ওকে জেলেই পাঠাব আমি। তুমি পিস্তলবাজি দেখাতে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়ো না! কথাটা তোমার জন্যেও প্রযোজ্য, লেফটি। এখন ওই টেন্ডারফুটের কথা বলো। আসলেই কি সে টেন্ডারফুট?'

ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল লেফটির ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছিল, মিস্টার মরিস। লোকটা যেন বেশিরকম তৈরি ছিল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তার আগে থেকেই ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা ছিল: প্রথম ব্যারেলটা আমার জন্যে এবং দ্বিতীয়টা ড্যানের। একমাত্র লাকি শট ছাড়া ওকে ওর প্ল্যান কার্যকর করা থেকে ঠেকানো আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সন্দেহ নেই এতে সেও মারা পড়ত, কিন্তু আমার ধারণা হলো তুমি সেটাকে সন্তোষজনক বদলাবদলি বলে মনে করবে না।'

ড্যান তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'তুমি এসব কি হাবিজাবি কথা বলছ? লোকটা একেবারে ঘাসের মতই সবুজ! রাস্তা থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে একটু দূরে ছেড়ে দিলে সে চক্কর খেতে খেতে শেষে পানি পিপাসায় মরবে।'

'সেটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতিটা ঠিক মরুভূমিতে পথ হারাবার মত ব্যাপার ছিল না। লোকটা উত্তর আর দক্ষিণের ভেদাভেদ চিনতে না পারে, কিন্তু শটগানের কোন প্রান্ত দিয়ে গুলি বেরোয় এটা তার ঠিকই জানা ছিল।'

'বার্ডশট!' বিড়বিড় করে আওড়াল মরিস।

লেফটি তার কাঁধ উঁচাল। 'কে জানত ওর শটগানে কি ধরনের গুলি আছে? এবং এত কাছ থেকে যেকোন গুলিতে একই কাজ হত। লোকটা পরীক্ষা করে দেখায় খুব উৎসাহী ছিল। এই কারণেই আমি পিছিয়ে গেলাম। মানুষ যে ধরনের লড়াই লড়তে পছন্দ তাকে সেই ধরনের পদ্ধতিতে লড়তে দেয়া আমি পছন্দ করি না। তাছাড়াও, লোকটার কি যেন আমার কাছে পরিচিত ঠেকেছিল, ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। ওকে আবার দেখলে মনে পড়বে।'

নীরবতার মাঝে কিছুক্ষণ সময় কাটার পর রোজিই প্রথম মুখ খুলল। 'ওকে আজ আমি শহরে দেখেছি। আমার কাছে তো ওকে ভাল বলেই মনে হলো। অর্থাৎ, লোকটা দেখতে পুবের সাধারণ নিরীহ মানুষের মত।'

'নিরীহ?' বলল ড্যান। 'তুমি হ্যাঙ্ককে গিয়ে সেটা জিজ্ঞেস করো! চুপিসারে পিছন থেকে পিঠে গুলি–'

'হ্যাঙ্কের পিঠ কি পাছায়? গুলি খাওয়ার আগে হ্যাঙ্ক কি করছিল বলতে পারো? শহরে আমি শুনেছি ওর যেখানে নাক গলানো উচিত নয় সেখানেই সে নাক গলাতে গেছিল।' বাবার দিকে তাকাল রোজি। 'তোমার নিজস্ব সম্পত্তির আশেপাশে কাউকে কুমতলবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তুমি নিশ্চয় বার্ডশটের

চেয়ে মারাত্মক কিছু দিয়েই তাকে গুলি করতে? তুমি কি আর কাউকে সেই অধিকার দিতে চাও না?'

মেয়ের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল জ্যাক মরিস। 'তুমি বুঝতে পারছ না, প্রিনসেস। আমরা যদি ওদের এসব করে পার পেতে দিই–'

'ওরা? ওরাটা কে, বাবা? সারাজীবন আমি কেবল ওদের কথাই শুনলাম, যেন ওরা জোট বেঁধে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ওরা সাধারণত কিছু ক্ষুধার্ত মেক্সিকান বা আমাদেরই কোন প্রতিবেশী, কিংবা শহরের কোন স্ট্রেঞ্জার যে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস রাখে···সারাটা জীবন কেবল ওইসব দুষ্ট আর দুর্বৃত্তদের ঘেরেই আমার কাটল। তোমার ওই তথাকথিত দুর্বৃত্তদের কারও সাথে পরিচয় হলে দেখা যায় সে নেহাতই সাধারণ একজন মানুষ। কেবল একটাই তফাত ওরা আমাদের ঘৃণা করে, এবং সেটাও হয়তো স্বাভাবিক। এখন তুমি তোমার কুকুরগুলোকে এক গোবেচারা ফটোগ্রাফারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছ···'

কোন কারণ নেই তবু কেন যে রোজির গলা কান্নায় বুজে এল বুঝে উঠতে পারল না। সে ভাবল হয়তো ক্লান্তিই এর কারণ।

বড় একটা শ্বাস নিয়ে মরগ্যানের দিকে তাকাল রোজি। 'লোকটা তোমাকে কিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল?'

'আমি সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছি না, মিস মরিস। সেই কারণেই আমি ওভাবে পিছিয়ে এসেছিলাম।' জ্যাক মরিসের দিকে ফিরল মরগ্যান। 'তোমার একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন ছিল বলেই আমাকে তুমি কাজে নিয়েছিলে, মিস্টার মরিস। তুমি যদি কাজটা একটা বোকা ছেলেকে দিতে চাও, কেউ বিরোধিতা করলেই যে আধ-পাগলের মত খেপে উঠবে, তাহলে এখানে তোমার সামনেই তাকে পাবে। সেক্ষেত্রে আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে বিদায় করে দাও।'

এই প্রথম তীক্ষ্ণ চেহারার লোকটারও যে রাগ আছে তার একটু আভাস দেখতে পেল রোজি। বয়স্ক লোকটার কথায় ড্যান মরিসের রোগা পাতলা দেহ আড়ষ্ট হলো। ওর ডান হাতটা হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা পিস্তল বাঁটের কাছে ঘোরাফেরা করছে। 'কি হয়েছে তোমার, বাছা? পেট চুলকাচ্ছে? বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' আদেশ করল জ্যাক।

লজ্জায় লাল হয়ে কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ড্যান।

লেফটির দিকে ফিরল জ্যাক। 'তোমার এই হঠাৎ বিদ্রোহের কি কারণ?'

'আমি হয় আমার কাজ করব অথবা নার্সমেইড হতে পারি। কিন্তু দুটোই একসাথে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে আমার সাথে আর পাঠিয়ো না–কমপক্ষে আগামী দুই দিন।' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল সে। 'আমার বয়স এখন আটচল্লিশ। আমার ব্যবসায়ে যেটা রীতিমত বুড়ো বয়স। বেকায়দা পরিস্থিতি দেখলে পিছিয়ে যেতে অস্বীকার করলে আমি এত দিন বাঁচতাম না। আমি ওই পরিস্থিতির যেভাবে মোকাবিলা করেছি সেটা যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে সোজাসুজি বলে দাও, আমি বিদায় হই।'

বাবার মনে যে একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে, এটা বেশ বুঝতে পারছে রোজি। কোন মানুষের চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করার মত মানুষ সে নয়। কিন্তু যোগ্য লোক জ্যাকের প্রয়োজন এবং লেফটি যোগ্য মানুষ। একটা বড় শ্বাস নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে ফোরম্যানের কাঁধ চাপড়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে ফেলল। লেফটি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে রোজির দিকে ফিরল জ্যাক। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর সে প্রশ্ন করল, 'শহরে তোমার সময়টা ভাল কেটেছে, প্রিনসেস? (আদর করে রোজিকে ওই নামেই ডাকে জ্যাক)। এদিকে এসো, তোমাকে চোখ জুড়িয়ে একটু দেখি।' সাদা ভুরু উঁচাল সে। 'তোমার এ কি অবস্থা হয়েছে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে পাহাড় থেকে তুমি ময়দার ব্যারেলে পড়ে গেছিলে!'

নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত হলো রোজি। 'রাস্তাটা একটু রাফ্ আর ধুলোময় ছিল।'

'যাও জামা বদলে এসো,' একটু অসন্তুষ্ট স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'আমার মেয়েকে আমি ফ্রেশ আর সুন্দর দেখতেই পছন্দ করি···যাক, এখন দেরি হয়ে গেছে—দরকার নেই। হাইনস্‌রা ড্যান সম্পর্কে কিছু বলল?'

'ওর কোন কথা ওঠেনি।'

'ওরা তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করল?'

'খুব ভাল।'

'তা তো করতেই হবে,' হাসতে হাসতে বলল জ্যাক। 'আমি যদি হাইন্‌সের ব্যাঙ্কের দেনা শোধ না করি তবে ওদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'বন্ধুত্ব বজায় রাখার একটা ভাল উপায়,' কাষ্ঠ হেসে বলল রোজি। 'এখানে ফ্লাইঙ এম-এ মানুষের সাথে লেনদেনের ওই একটা উপায়ই জানি।'

মেয়ের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে সে বলল, 'আমি এখানে যখন এসেছিলাম তখন আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। ল্যারি মাস্টারসন, জেরি প্রাইস;···স্টুয়াট আর হ্যারিলেনের সাথেও আমার বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বসন্তের তুষারের মতই আমার গরুর দল গলে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। এখন আমার কোন বন্ধু নেই, আমার গরুগুলোও আর হারাচ্ছে না। তবে ইদানীং আবার কিছু যেতে শুরু করেছে। রাস্টি মাইক এখন মার্টিনেজকে সাহায্য করছে। কিন্তু এর একটা বিহিত আমি করব।'

'আমি জানি তুমি তা পারবে,' বলল রোজি। 'তুমি সবসময়েই তা করেছ।'

'ঠিক আছে, প্রিনসেস, আমার বিরূপ সমালোচনা করো।'

'একটা মানুষকে ফাঁসি দেয়া—'

'ওই একটা ভাষাই ওরা বোঝে,' বলল সে। কথা বলতে বলতে ওর গলাটা কর্কশ হয়ে উঠল। 'তুমি একটা কিছু তৈরি করতে যাও, লোকজন অনবরত তা ভেঙেচুরে নষ্ট করবে। ওরা যদি যুদ্ধই চায়, ছোট-বড় সব রকম যুদ্ধের জন্যেই আমি তৈরি।'

'আমি জানি,' বলল রোজি। বাবার রাগের সামনে নিজেকে ক্লান্ত আর অসহায় লাগছে ওর।

'মায়ের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। সে চায় না ড্যান বাড়ির ভিতর পিস্তল ঝুলিয়ে বেড়াক।'

'আমার মনে হয় ড্যান যদি বোওলার হ্যাট আর সুট পরে তাহলে সে আরও খুশি হবে। আমরা কোথায় বাস করছি বলে তার ধারণা? নিউ ইয়র্ক না বস্টন? তোমার বোন তোমার সাথে ফিরেছে?'

'হ্যাঁ। সে নিশ্চয় তার কামরায় গেছে।'

'তবু চেক করে দেখা ভাল,' বলল জ্যাক। 'মেয়েটা আজকাল বেশি স্বাধীন আর বেপরোয়া হয়ে উঠছে।'

'আমি চেক করে দেখব,' বলল রোজি। 'গুড নাইট, বাবা।'

নিচের দিকে নদীর ধারের গাছগুলো কালো আর দুর্ভেদ্য অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে। গাছের পাতার ফিসফিসানি আর কালো অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ করল রাকা। ঘোড়াটাকে নিজের সুবিধা মত পথ বেছে নেয়ার সুযোগ দিল সে। অন্ধকারেও ঘোড়াটা পথ ভুল করবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সামনে নদীর পানি চিকচিক করছে দেখতে পেল রাকা। ঘোড়াটাকে নদীর ধারে গাছের সাথে বেঁধে রেখে একটা গুঁড়ির ওপর সে অপেক্ষায় বসল।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল, ওর শীতশীত ঠেকছে, কারও আসার শব্দে একটু ভয়ও করছে ওর। লোকটা কিছুটা উপর দিকে নদী পার হলো। ঘোড়া বেঁধে রেখে সে সোজা রাকার দিকে এগিয়ে এল। নিজের দাম বাড়াবার জন্যে চট করে উঠে দাঁড়াল না সে, বা ওর দিকে ছুটে যাওয়া থেকেও নিজেকে বিরত রাখল। কোন মানুষ ভাবুক রাকা তার কেনা হয়ে গেছে, তা সে চায় না। তারপর লোকটার দুহাতের বেষ্টনীতে ধরা পড়ল সে।

'ওহ্, রাস্টি!' ফিসফিস করে বলল রাকা। 'ওহ্, ডার্লিঙ, তুমি আজ আসবে কি না জানতাম না; আমি আশা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় ছিলাম...' ওর গলার স্বর সে যেমন দেখাতে চায় তেমন সন্ত্রান্ত শোনাল না। রাস্টি চুমো খেলেই ওর এই অবস্থা হয়। 'তুমি কি চোট পেয়েছ?' প্রশ্ন করল সে। 'তুমি জানো, ওরা একটা মানুষকে ফাঁসি দিয়েছে। আমি ওদের বলতে শুনেছি কিভাবে তোমাকে ধরবে। ওহ্, ওরা আমার আপন লোক হলে কি হবে, ওদের আমি ঘৃণা করি।'

রাস্টি মাইক ওকে আঁকড়ে ধরে থাকল। 'এখন সব ঠিক আছে, রাকা,' বলল সে। 'সব ঠিক আছে।'

সাত

খুব ভোরে নিচে নেমে হোটেলের বারান্দায় বেরিয়ে এল স্টিভ। এখানকার সকাল উপভোগ করাই ওর উদ্দেশ্য। সে ইতোমধ্যেই জেনেছে এই এলাকার সকাল আর সন্ধ্যা সত্যিই উপভোগ করার মত একটা দৃশ্য। তারা-খচিত রাতের আকাশও কম সুন্দর নয়। দুপুরটাই কেবল সহ্য করে নিতে হয়।

'মর্নিঙ, মিস্টার লুইস,' হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে একজন বলল।

'গুড মর্নিঙ,' চারপাশ দেখে বলল স্টিভ। লোকটা ওর দিকে এগিয়ে এল। পাকা-চুলের শক্ত মানুষ; লোকটার হাবভাব গরু ব্যবসায়ীর মত, হাঁটার ভঙ্গিও তাই—এই জাতের মানুষ হাঁটতে মোটেও পছন্দ করে না। লোকটাকে স্টিভ আগে কখনও দেখেনি। 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না, স্যার,' বলল সে।

'আমি জানি, বাছা,' বয়স্ক লোকটা বলল। 'আমার নাম জেরি প্রাইস। এখানে দক্ষিণে আমার একটা র‍্যাঞ্চ আছে, তুমি কখনও সময় করে আমার র‍্যাঞ্চে এলে অত্যন্ত খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার প্রাইস।'

'এবার আমাকে যেতে হবে,' বলল জেরি। 'তুমি তোমার চোখ-কান খোলা রেখো, মিস্টার লুইস। এটা এদেশের একটা ভাল রীতি।'

বারান্দা থেকে উঠানে নেমে সে চলে গেল। লুইস ভুরু উঁচিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল: অদ্ভুত একটা সাক্ষাৎকার বটে। দুহাজার মাইল দূরে ভাল প্রফেসর বলে ওর নাম ছিল; কিন্তু দেখা যাচ্ছে এত দূরে এই অজানা এলাকাতেও তার কিছু শত্রু, এবং আপাত দৃষ্টিতে কিছু বন্ধুও আছে।

আরও কিছুক্ষণ বারান্দায় কাটিয়ে হাতের ভাঁজে রাখা শটগানটা সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে উঠল। এখান থেকে দ্রুত আর কোথাও সরে যাওয়াই ওর জন্যে বুদ্ধিমানের কাজে হবে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তার পেশার লোকের জন্যে প্রচুর সুযোগ সুবিধা থাকবে। এখান থেকে পশ্চিমে আরও অনেক শহর রয়েছে। এখানে এত কম লোকের মাঝে ব্যবসা যে ঠিক জমবে না এটা ওকে কারও বলে দিতে হবে না। এখানে সে যুদ্ধরত দুটো দলের ঠিক মাঝখানে পড়েছে। এখানে কারও অনধিকার হস্তক্ষেপ ক্ষমার চোখে দেখা হবে না। শহরবাসীর ধারণা স্টিভ এরই মধ্যে একটা পক্ষ নিয়েছে। এখন নিরপেক্ষ কোথাও পৌঁছতে হলে ওকে লড়াই করেই বেরোতে হবে।

বারান্দা থেকে নেমে চার্চের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল স্টিভ। চার্চের ঘণ্টা বাজিয়ে কয়টা বাজে তার নির্দেশ দেয়া হলো। থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরে চার্চটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল সে। ভোরের আলো-ছায়ায় মসৃণ কাদায় লেপা বিশাল দালানটা অদ্ভুত সুন্দর একটা রূপ নিয়েছে। ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম এনে এই সময়ই দালানটার কয়েকটা ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নিল সে। সূর্য আরও উপরে উঠলে তীব্র আলোতে ওটার এই রূপ আর থাকবে না।

এরই জন্যে কি সে দুহাজার মাইল ওয়্যাগন চালিয়ে এখানে এসেছে?

চট করে ঘুরে হোটেলে ফিরে গেল স্টিভ। ডেস্ক পেরিয়ে দরজা দিয়ে ডাইনিঙ রুমে ঢুকল। কামরাটা এখন প্রায় খালি। জানালার ধারে একটা টেবিলে বসল সে। ওর পিছনে রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল।

'ওখানে বোসো না,' পরিচিত একটা মেয়েলী স্বর শোনা গেল।

ফিরে তাকাল স্টিভ। 'মিস নোয়েল,' বলল সে, 'তোমাকে গতরাতে আমি খুঁজেছিলাম।'

'রাঁধুনী আসেনি বলে আমাকেই ওর কাজটা সামলাতে হয়েছে,' এগিয়ে আসার পথে কথাটা বলল নোরা। 'আমার মনে হয় ওই কোনায় বসলেই তোমার সুবিধা হবে। ওখানে বসলে যারা আসছে তাদের প্রত্যেককে তুমি দেখতে পাবে।'

'পথ দেখিয়ে আগে বাড়ল নোরা। ওকে অনুসরণ করার মাঝে স্টিভ বলল, 'নিজেকে আমার সস্তা রোমাঞ্চকর নভেলের ভিলেনের মতই ঠেকছে। স্টিভ লুইস, পশ্চিমের প্লেইন্স এলাকার আতঙ্ক!'

টেবিলের সামনে থেমে মেয়েটা স্টিভকে হাসি-বিহীন চেহারায় দেখল। গত সন্ধ্যায় মেয়েটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি সে। এখন দেখল মেয়েটা বেশ লম্বা আর সুঠাম কাঠামোর অধিকারী। ওর চেহারা ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না, তবে মোটামুটি ভাল। গত সন্ধ্যার পোশাকটাই আছে ওর পরনে। জামাটা পরিষ্কার আর কড়কড়ে দেখালেও ওটা মোটেও নতুন নয়–রঙ ফিকে হয়ে এসেছে।

সে বলল, 'তুমি এই পুরো ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে করছ, মিস্টার লুইস।'

'এটা তামাশাই বটে,' বলল স্টিভ। 'আমি সবসময়ে···মানে জীবনের বেশির ভাগ সময় মোটামুটি শান্তিতেই কাটিয়েছি। এখন হঠাৎ করে দেখছি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে একটা শিকারে পরিণত হয়েছি আমি। শটগান পাশে নিয়ে প্রায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আমি নাস্তা খেতে বসেছি। তুমি কি সত্যিই মনে করো যে পিছন থেকে কারও গুলির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা আমার আছে?'

'ঠিক এই মুহূর্তে সেই বিপদ নেই বটে,' বলল নোরা, 'তবে সাবধান থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত। তাই এখন থেকেই এটাকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়া ভাল। কারণ গতকাল তুমি একজনের কঠিন শত্রু হয়ে উঠেছ। যদিও তুমি তাকে দেখোনি বা সেও তোমাকে দেখেনি।'

'তুমি কি ওই মরিস নামের লোকটার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, জ্যাক মরিস,' বলল সে। 'ভুলে যেয়ো না যে তুমি রাস্টি মাইককে ওর কবল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছ, এবং তার লোকজনকে বোকা বানিয়েছ।'

'লোকটা কি একজন স্থানীয় র‍্যাঞ্চার?' প্রশ্ন করল স্টিভ।

ওর কথায় হেসে উঠল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, বলা যায় যে একমাত্র সেই এখানকার প্রধান আর আদি র‍্যাঞ্চার। এখান থেকে উত্তরে গেলে সান্তা ক্লারা ছাড়ার পরই তুমি তার ফ্লাইঙ এম র‍্যাঞ্চে পড়বে। এখান থেকে কলোরাডো রেঞ্জের পাদদেশ পর্যন্ত সবটাই তার এলাকা। ফ্লাইঙ এম-এর সীমানা ঘেঁষে কিছু ছোট র‍্যাঞ্চও অবশ্য আছে–রাস্টি মাইক সেই ছোট র‍্যাঞ্চারদের একজন। শহরের দক্ষিণে তিনটে মাঝারি আকারের র‍্যাঞ্চ আছে। কিন্তু ওই র‍্যাঞ্চগুলোকে সব একত্রে জোড়া দিলেও মরিস র‍্যাঞ্চের অর্ধেক ভরবে না। মিস্টার মরিসের ধারণা যে এর ফলে শহর আর এই উপত্যকার সব ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার তার আছে। যেহেতু তার একজন পিস্তল-পাগলা ছেলে, আর কঠিন পিস্তলবাজ লেফটি মরগ্যানের নেতৃত্বে বিশ তিরিশজন শক্ত কাউবয় আছে, কেউ তার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পায় না।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'মিস্টার মরিসের বিশ্বাস ফ্লাইঙ এম-এর একটা গরুও স্বাভাবিক কারণে মরতে বা অদৃশ্য হতে পারে না।

গরু খোয়া গেলেই সে মনে করে তার আশপাশের শত্রুরা রাতের বেলায় এসে ডাকাতি করে ওগুলো নিয়ে গেছে। এই উপত্যকায় এমন কোন র‍্যাঞ্চার নেই যাকে সে তার গরু চুরি করার দায়ে অভিযুক্ত করেনি। এবং কেবল অভিযুক্ত করেই সে ক্ষান্ত হয় না, লোকজন নিয়ে ওই র‍্যাঞ্চের ওপর চড়াও হয়ে তল্লাশী চালায়, এবং কেউ বাধা দিলে বা প্রতিবাদ করলে সে মার খায় বা তাকে গুলি করে মারা হয়। আমি এখানে থাকা অবস্থায় দুবার এই হোটেলকে তছনছ করে ফেলা হয়েছে; চুরি করা গরুর মাংস এখানে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা দেখার অজুহাতে।' একটু ইতস্তত করে নোরা একটা বাঁকা হাসি দিল।' এই ধরনের কয়েকটা ঘটনা দেখার পর মানুষের ঠিক বেঠিক বা উচিত অনুচিত বোধ আপনা থেকেই কমে আসে। যদি ইদানীং সত্যিই কিছু রাসলিঙ শুরু হয়ে থাকে তাহলে আমি খুব অবাক হব না। যদি কাউকে চোর বলে অপবাদ দেয়াই হয়, তাহলে চুরি করে কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে দিতে দোষ কোথায়?'

লুইস শুষ্কভাবে প্রশ্ন করল, 'এসবের সাথে মিস্টার মাইক কেন কেবল স্যাড্‌ল্ নিয়ে ঘোড়াবিহীন অবস্থায় পাহাড়ে ঘুরছিল, তার কোন সম্পর্ক নেই তো?'

মেয়েটা হাসল। 'অবশ্যই না,' বলল সে। 'তোমার এমন চিন্তা মাথায় এল কিভাবে?' আবারও হাসল নোরা। 'তোমাকে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে আমি কেবল একটা সাধারণ বর্ণনা দিলাম।' ওর হাসিটা মরে গেল। 'জ্যাক মরিস একটা ভয়ঙ্কর মানুষ, মিস্টার লুইস,' বলল নোরা।...সে আমার বাবাকে সাত বছর আগে শহর থেকে তাড়িয়েছে। কেন তা জানতে চাও তুমি?

'তোমার বলতে আপত্তি না থাকলে শুনব।'

'সে বাবাকে তাড়িয়েছে কারণ ওর বড় মেয়ের কয়েকটা ছবি তুলেছিল আমার বাবা। মেয়েটার ছবিগুলো পছন্দ হয়নি বলে ওগুলোর জন্যে পয়সা দিতে অস্বীকার করে। তাও প্রথমে সে বোঝেনি। বাবাকে দিয়ে বারোটা ছবি আর দুটো বড় এনলার্জমেন্ট করানোর পরে বুঝল। ওগুলোর জন্যে বাবার অনেক খাটুনি গেছিল। আমি জানি, কারণ আমিই তাকে সাহায্য করেছিলাম। বাবা আশা করেছিল ওগুলো দেখে খুশি হয়ে ওরা পরিবারের সবার জন্যে ছবি তোলার অর্ডার দেবে। এত দিনে মরিস পরিবারের কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়ে বাবা খুব খুশি হয়েছিল। ছবিগুলো দেখে সে ওগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। বাবা রেগে গিয়ে ছবিগুলো জ্যাক মরিসকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গিয়ে ওগুলোর জন্যে টাকা দাবি করল। জ্যাক তার লোকজন ডেকে তাকে আচ্ছা মত পিটিয়ে শাসাল যে সান্তা ক্লারায় ওকে দেখতে পেলে খুন করে ফেলা হবে। সেদিন আমি দক্ষিণের একটা র‍্যাঞ্চে বেড়াতে গেছিলাম, পরদিন ফিরে দেখলাম সে নেই। কি ঘটেছিল সেটা আমাকে প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হয়েছিল। যাহোক, বাবাকে আমি আর কোনদিন দেখিনি বা তার কাছ থেকে কোন চিঠিপত্রও পাইনি।'

লুইস চুপ করে আছে। দুজন লোক ঢুকে একটা টেবিলে জায়গা করে নিল। রান্নাঘর থেকে একটা মেক্সিকান মেয়ে বেরিয়ে ওদের টেবিলে অর্ডার নিতে গেল।

'মিসেস মাস্টারসন আমাকে কাজে নিল,' বলে চলল নোরা। 'তার স্বামীর

ফ্লাইঙ এম-এর উত্তর-পশ্চিমে একটা র‍্যাঞ্চ ছিল। সে খুন হওয়ার পরে মিসেস মাস্টারসন শহরে এসে এই হোটেলটা খুলেছিল। আমার বাবার ঘটনা শুনে সে আমাকে এখানে নিয়ে আসে। বাবা ফিরে আসবে এই আশায় আমি বুক বেঁধে ছিলাম। তাই গতকাল বিকেলে তুমি যখন নোয়েল গ্যালারি কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলে তখন রাজি হইনি।'

'আর এখন?' প্রশ্ন করল স্টিভ।

'আমি খুব ভাল মানুষ নই,' বলল মেয়েটা। 'ঘৃণা মানুষকে দয়ালু আর শান্ত হতে বাধা দেয়, মিস্টার লুইস। যেহেতু আমার মধ্যে মায়া-মমতা একেবারেই নেই তাই যে দাম বলবে সেই দামেই আমি তোমার কাছে ওটা বিক্রি করব। তুমি হয়তো এতে মারা পড়বে, মিস্টার লুইস। আমি কেবল আশা করছি তুমি মরার আগে যেন ওদের অনেক ক্ষতি করে যেতে পারো!'

আট

www.boighar.com

নোরা নোয়েল দ্রুতপায়ে হোটেলের কিচেনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজার সাথে হেলান দিয়ে সে চোখ বুজে গত সাত বছরের জমাট বাঁধা আক্রোশে দুহাতে মুঠি পাকাল।

'শান্ত হও,' বলল কেউ। 'শান্ত হও, নোরা। রাগে মাথা গরম করে কোন লাভ হবে না।'

চোখ খুলে নোরা দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাস্টি মাইক। 'তুমি এখানে কি করছ?' প্রশ্ন করল সে। 'রোমেরো তো খবর পাঠিয়েছিল তুমি শহর ছেড়ে চলে গেছ।'

'তাই গেছিলাম,' জবাব দিল রাস্টি। 'কিন্তু ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।'

'কেন?'

নোরার দুই বাহুমূল মুঠো করে ধরে হাসিমুখে ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রাস্টি। তারপর ওর ঠোঁটে একটা চুমো এঁকে দিল। 'এই জন্যে,' বলল সে।

এই লোকটা আশপাশে থাকলে ওর মধ্যে একটা রক্ষণশীল প্রবৃত্তি কাজ করে। তাই রাস্টি জানতে পারল না ওই চুমো নোরাকে কতখানি নাড়া দিয়েছে। নিজেকে মুক্ত করে হাত দিয়ে নিজের চুল একটু ঠিক করে নিল মেয়েটা। 'এত লম্বা রাইড,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'সামান্য একটু লাভের আশায়?'

'আমার মুখ থেকে ওই স্বাদটা দূর করার প্রয়োজন ছিল।'

'ওহ্, তুমি তাহলে আবার ফ্লাইঙ এম-এ গেছিলে। ওর সাথে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এটা একটা নোংরা ব্যাপার, নোরা।'

'সে একজন মরিস!' নোরার নিজের কানেই নিজের স্বরটা অত্যন্ত কঠিন আর বিশ্রী শোনাল। 'আমার একমাত্র দুঃখ ওটা কেন বড় বোনটা হলো না। তাহলে বাবার প্রতি ও বিচার করার যোগ্য শাস্তি হত!' একটু ইতস্তত করল সে। 'মেয়েটার

থেকে কোন খবর জানতে পারলে?'

'কিছুটা। মেয়েটা আড়ি পেতে কিছু কথা শুনেছে। ওর বাবা এখনও আমাকে আইনসঙ্গত উপায়েই শাস্তি দিতে চায়। অর্থাৎ এখন রাস্তাঘাটে বেরোনো আমার জন্যে নিরাপদ। আমি দক্ষিণের কয়েকজন র‍্যাঞ্চারের সাথে কথা বলেছি। ওরা এই লুইস সম্পর্কে অত্যন্ত বিচলিত। ওদের ধারণা লুইস একজন ছদ্মবেশী ভাড়াটে পিস্তলবাজ।'

'এত জোরে কথা বোলো না, ওই লোক পাশের কামরাতেই আছে।'

'জানি। তোমাদের কথা বলতে শুনেছি আমি।'

'ওরা যদি ওই রকমই সন্দেহ করে থাকে, তাহলে হয়তো আমরা এই পরিস্থিতি থেকে কিছু লাভ আদায় করতে পারি।'

ভুরু কুঁচকাল রাস্টি। 'ওর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'ওকে কেয়ারলেস্ গোছের হালকা মনের মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু···না, আমি ওকে এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।'

রাস্টি এখনও ভুরু কুঁচকে আছে। 'আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না। ওই লোকটা গতকাল আমার জীবন বাঁচিয়েছে। তার প্রতিদানে–'

'সাহায্য যখন সেধে আমাদের কোলের ওপর এসে পড়ছে, তখন এটা তুমি ফেলে দিতে পারো না,' বলল নোরা। 'যাই হোক, সে ইতোমধ্যেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। আমরা কি করি বা বলি, তাতে কিছু আসে যায় না, আমাদের দোষে এটা হয়নি। ওর ওপর চোখ রাখার জন্যে দু'একজন লোক লাগাও, যারা প্রয়োজন দেখলে ওকে সাহায্য করবে। এতে আমাদেরও ওর জন্যে কিছু করা হবে।'

'হ্যাঁ,' বলল রাস্টি। 'আমিও তাই ভেবে রেখেছি। প্রয়োজন হতে পারে মনে করে দুজন লোককে আমি খবর দিয়ে শহরে আনিয়েছি। ভাবছি লুইসের ওপর নজর রাখার জন্যে আমি ওদেরই লাগিয়ে দেব। ওদের মধ্যে একজনের নাম ডেল মার্টিন। নামটা তুমি মনে রেখো। দেখতে অত্যন্ত সাধারণ হলেও লোকটা সাংঘাতিক। ওকে কাজে লাগালে ফ্লাইঙ এম আর লুইসকে সহজে গ্রাস করতে পারবে না। তাতে বদহজম হয়ে যাবে। এতদিন লোকটাকে আমি আমার র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রেখেছিলাম···যাক, এবার আমার যাওয়া দরকার।'

কোনরকম পূর্বসঙ্কেত না দিয়েই নোরাকে জড়িয়ে ধরে আবার চুমো খেল রাস্টি। এবার সে কোন সংযম বা কোমলতার ধার ধারল না। ওর মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে রাস্টির দাবিদার ক্ষুধার্ত ঠোঁট চুমো খেলো। অতর্কিত বুনো আক্রমণে নোরার সুচারু প্রতিরক্ষার দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল···শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে নোরা তাড়াতাড়ি সে নিজের চুল আর ড্রেস ঠিক করায় ব্যস্ত হলো। মৃদু হাসির শব্দ নোরার কানে গেল। 'এটা আগের চেয়ে ভাল,' বিড়বিড় করে বলল রাস্টি। 'হ্যাঁ, অনেক ভাল, হানি।'

'আমাকে হানি বলে ডেকো না,' কোনদিকে না তাকিয়ে বলে উঠল মেয়েটা। 'ওতে আমার নিজেকে ডান্স-হলের মেয়ে বলে মনে হয়।'

'সবসময়ে মনে রেখো তুমি নারী,' বলল সে, 'কেবল প্রতিশোধের এনজেল

নও।'

'রাস্টি?'

'বলো?'

ওর দিকে তাকাতে পারছে না নোরা এবং প্রশ্নটাও সে করতে চাইছে না, কিন্তু না করেও পারছে না। 'ওই মেয়েটা···তোমাকে খবর দেয়ার বদলে সে তোমার থেকে কতটুকু পায়?'

রাস্টির হাসিটা নিভে গেল টের পেল নোরা। 'এটা কি ধরনের প্রশ্ন হলো? ভুলে যেয়ো না এটা তোমারই ফন্দি ছিল–আমার নয়।'

ওর দূরে সরে যাওয়ার শব্দ কান পেতে শুনল নোরা। পিছনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে না আসা পর্যন্ত সে নড়ল না।

নয়

লুইসের নাস্তা প্রায় শেষ, এই সময়ে নোরা নোয়েল তার টেবিলের কাছে ফিরে এল। মেয়েটা এপ্রোন খুলে ফেলেছে। এবং তার চেহারায় যেন আগের চেয়েও একটু বেশি রঙ ধরেছে। অলস ভাবে এর কারণ কি ভাবতে গিয়ে স্টিভের মনে হলো রান্নাঘরের চুলোর তাপই হয়তো এর কারণ।

'না, উঠো না,' বলল মেয়েটা। 'তোমার কফি শেষ করো, মিস্টার লুইস। আমি নিজের কামরায় গিয়ে মাথা ঢাকার একটা কিছু আর গ্যালারির চাবিটা নিয়ে আসছি–যদি তুমি এখনও ওটা কেনায় আগ্রহী থাকো।'

হেসে ফেলল স্টিভ। 'নাহ্, তুমি মোটেও দক্ষ সেইল্‌স্ লেডি নও, কিন্তু তবু আমি এখনও আগ্রহী।'

'দশ মিনিট পরে ডেস্কের ধারে আমরা মিলিত হব।'

মেয়েটাকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল সে। রঙ ফিকে হওয়া রেশমী প্রিন্টের জামা পরা চৌকো কাঁধের লম্বা মেয়ে। ডাইনিঙ রুম থেকে বেরিয়ে স্টিভ দেখল রিসেপশন ডেস্কে মিসেস মাস্টারসন বসে আছে। সে এগিয়ে যেতেই মহিলা মুখ তুলে চাইল।

'আশা করি তুমি নতুন কামরায় আরামেই রাত কাটিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বলল সে। 'কেউ আমাকে ঘুমের মধ্যে গুলি করেনি।'

ঠাট্টায় মহিলার চেহারা ঈষৎ গম্ভীর হলো–চোখে ভর্ৎসনা। নোরারও একই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে।

'তুমি জানো না এখানে কিসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ,' বলল সে। 'তুমি প্রতিপক্ষকে দুর্বল মনে করলে ভুল করবে। পুবের লোকের এসব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক।···আমি নিজেও প্রথমে বিশ্বাস করিনি, মিস্টার লুইস। ইন্ডিয়ানরা যে একেবারে দয়ামায়া শূন্য হতে পারে এটা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু সাদা মানুষ যে তারচেয়েও নৃশংস হতে পারে সেটা আমি স্বীকার করে নিতে পারিনি···নোরা কি তোমাকে বলেছে আমার স্বামী কিভাবে মারা গেছে?'

'সে কেবল বলেছে মিস্টার মাস্টারসন খুন হয়েছে। কিন্তু কিভাবে, তার খুঁটিনাটি কিছু বলেনি।'

'সে তার বন্ধুর সাথে শিকারে গেছিল, মিস্টার লুইস। সেই বন্ধু তার কিশোর ছেলেকেও সাথে নিয়েছিল। ছেলেটা একটা হরিণকে গুলি করে আহত করেছিল। ওরা আহত হরিণটাকে ট্র্যাক করে ফ্লাইঙ এম-এর রেঞ্জে চলে গেছিল। তখন এদেশে কোন বেড়া দেয়ার রেয়াজ ছিল না–এখনও কমই আছে–এবং শিকার করা জন্তু সব জায়গা থেকেই সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু মনে হয় মিস্টার মরিসের কিছু গরু চুরি যাওয়ায় ফ্লাইঙ এম রেঞ্জে যাওয়া বাইরের লোকের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। শহরে এই মর্মে একটা নোটিশও দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের শহরে যাতায়াত কম থাকায় এব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। অবশ্য জানলেও আমার স্বামী হয়তো সেটা গ্রাহ্য করত না–কারণ মরিস ওর বন্ধু মানুষ। ওরা যুদ্ধে একসাথেই লড়েছে।

'হরিণটাকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পেয়ে ওরা ওটার ছাল ছাড়াচ্ছিল–ছেলেটা রিজের ওপাশে ঘোড়া আনতে গেছিল। গুলির শব্দগুলো শুনতে পেল সে। রিজের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল গোটা ছয়েক লোক ওর বাবা বিগ মাইক আর আমার স্বামীর লাশ দুটো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। খুনীগুলো বাচ্চা ছেলে রাস্টি মাইকের দিকেও গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু সে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে ছেলেটা বড় হয়ে একজন চমৎকার যুবকে পরিণত হয়েছে। সে আর নোরা দুজনেই আমার জন্যে একটা বিরাট সান্ত্বনা। কারণ ওরাও সমব্যথী। ওদের আমি নিজের সন্তানের মতই দেখি।…গুড মর্নিঙ, হাওয়ার্ড।'

একটা লোক ডেস্কের পাশে থামল। ওকে আড়চোখে দেখল লুইস। লোকটার পরনে সংযত পোশাক, কালো চুল কপাল থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে মাথার দুপাশে। যেটুকু চুল আছে সেটাও খুব পাতলা। অবশ্য জুলপি আর বিশাল গোঁফ রেখে সে ওই ঘাটতি পূরণ করে নিয়েছে।

'মিস্টার লুইস,' বলল মিসেস মাস্টারসন, 'এ হচ্ছে মিস্টার হাইন্‌স্। তুমি নিশ্চয় রাস্তার কোনায় ওর ব্যাঙ্কটা খেয়াল করেছ। তোমার টাকার প্রয়োজন হলে দেখা করার জন্যে মিস্টার হাইন্‌স্ই হচ্ছে উপযুক্ত মানুষ।'

হেসে স্টিভের সাথে হাত মেলাল হাইন্‌স্। 'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম, মিস্টার লুইস। তুমি যদি এখানে কোন ব্যবসা খুলতে চাও, তাহলে আমার সংস্থা তোমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে।'

মিসেস মাস্টারসন বলল, 'তোমার বাড়ির নিশ্চয় এখন ওলট-পালট অবস্থা, হাওয়ার্ড?'

'ঠিক তাই,' বলল সে। 'বিরাট উৎসবের প্রস্তুতিতে পুরো বাড়ি পরিষ্কার করা হচ্ছে। নিজের বাড়িতে নাস্তা খাওয়ারও উপায় নেই আমার! তাই এখানে চলে এলাম।'

হেসে ডাইনিঙ রুমে গিয়ে ঢুকল হাওয়ার্ড। লীনা মাস্টারসন বলল, 'সামনের সপ্তাহেই ওর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে–চমৎকার মেয়ে…ওই যে, নোরা এসে গেছে।'

ঘুরে দেখল নোরা নোয়েল ফিতের মাথায় একটা নীল সানবনেট দোলাতে

দোলাতে এগিয়ে আসছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে ওটা মাথায় পরল সে। সবুজ গাছপালায় ঢাকা উঠান পেরিয়ে রাস্তায় উঠল ওরা। এতক্ষণ কেউ কথা বলেনি হঠাৎ মেয়েটা বলে উঠল, 'হোটেলে সীন ক্রিয়েট করার জন্যে আমি দুঃখিত। আশা করি তোমার ব্রেকফাস্টের আনন্দ আমি মাটি করিনি?' হেসে মাথা নাড়ল লুইস। মেয়েটা আবার বলল, 'আমি জানি, তোমার ধারণা আমি তোমার বিপদের কথা বাড়িয়ে বলছি; কিন্তু তুমি টের পাবে, শিগ্‌গিরই জানবে আমি বাড়িয়ে কিছুই বলিনি!' হেসে উঠল সে। 'এই যে, আমি আবার শুরু করেছি!' হাসিটা মিলিয়ে গেল। 'তুমি কাউকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছ কখনও?'

'হ্যাঁ,' বলল সে।

মেয়েটা আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও চেপে গেল। 'অবশ্যই,' বলল সে। 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এই কারণেই–' কথাটা শেষ করল না নোরা। পরক্ষণেই আবার মৃদু স্বরে বলল, 'তাহলে তুমি জানো। তুমি জানো এর জ্বালাটা কেমন।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

রাস্তার ধুলোয় প্রায় গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত পা ডুবে যাচ্ছে। নোরা তার স্কার্টটা একটু উঁচিয়ে ধরল।

'জুলাই আর আগস্টে একনাগাড়ে খুব বৃষ্টি হয়। তখন হাঁটু পর্যন্ত কাদা ভেঙে আমাদের পথ চলতে হয়।...আমরা পৌঁছে গেছি। তুমি এখানে বেশি কিছু আশা কোরো না, মিস্টার লুইস। বাবা যখন ছিল তখন এটা সত্যিই চমৎকার ছিল। কিন্তু সেটা সাত বছর আগের কথা। এখন আমার সময় বা তেমন টাকা নেই যে এটাকে ফিটফাট অবস্থায় রাখব। মরিচা ধরা তালা খোলার জন্যে কসরত করছে। 'তুমি এটা কিনতে রাজি হলে মেরামত করার জন্যে যত লোক লাগে সব আমরা জোগাড় করে দিতে পারব। লীনা মাস্টারসনের জন্যে কোন না কোন সময়ে ওরা সবাই কাজ করেছে। তুমি যদি রান্না আর ঝাড়পোঁছ করার জন্যে স্থানীয় কোন কাজের মেয়ে চাও...' তালাটা হঠাৎ খুলে গেল। 'আমি তো ভেবেছিলাম শেষে গুলি করেই ওটা ভাঙতে হবে– বুঝতেই পারছ আমি অনেকদিন এখানে আসিনি।'

দরজাটা ঠেলে খুলে দিল স্টিভ। মাথা থেকে বনেট খুলে ভিতরে ঢুকল নোরা, স্টিভ ওকে অনুসরণ করল। কিছু জায়গায় ছাদ থেকে পানি লীক করেছে; ইঁদুর কিছু ফার্নিচার কেটে নষ্ট করেছে। দেয়ালে আঁটা নমুনা দেখার জন্যে লুইস এগিয়ে গেল। এগুলোই সম্ভবত নোয়েলের সেরা কাজ। কাস্টমারদের আকর্ষিত করার জন্যে ওখানে ঝোলানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিটা দেখে মাথা নাড়ল স্টিভ। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল. নোরাকে দুঃখ দিতে চায় না ও। হাজার হলেও লোকটা ওর বাবা।

নোয়েলের যে শিল্প-জ্ঞান কম ছিল এবং ফটোগ্রাফির যথাযথ প্রযুক্তিও যে ওর জানা ছিল না, সেটা ওর ছবির নমুনা দেখেই বুঝেছে স্টিভ। হয়তো রোজির ছবিগুলো নিতে অস্বীকার করার পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল–ভাবছে সে। নোরার কাছে রোজির সম্পর্কে যা শুনেছে, সেটা ক্ষণিকের দেখায় মিস মরিস সম্পর্কে স্টিভের যে ধারণা হয়েছে, তার সাথে মিলছে না।

বিরক্তির সাথে ওই চিন্তা বাদ দিল সে। আর কেউ না জানলেও তার তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানা উচিত যে কোন মেয়েকে তার চেহারা দেখে ঠিক বিচার করা যায় না। যাই হোক, ওটা সাত বছর আগের ঘটনা; ওই সময়ে মেয়েটা নিছক একটা কিশোরী ছিল।

'ওই দরজাটার পিছনে ছবি তোলার ঘর,' জানাল নোরা।

নির্দেশিত দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল স্টিভ। ভাঙা স্কাইলাইট দিয়ে প্রচুর আলো আসছে। কাঁচের টুকরোগুলো মেঝের ওপর পড়ে আছে। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোল্ডারিঙ ক্যামেরা। ভিতরে অনেক সরঞ্জামই আছে, কিন্তু সবই পুরোনো আমলের।

'আমি বুঝতে পারিনি···' বলল নোরা। 'এগুলোর বেশিরভাগ তোমার কোন কাজেই আসবে না।'

'তবে এই কামরাটা বেশ বড়,' বলল লুইস, 'এবং এখানে চমৎকার আলোও আছে।'

'ডার্করুমটা ওদিকে,' বলে দিকটা নির্দেশ করল সে। 'পিছনে আরও তিনটে কামরা আছে, দুটো ছোট বেডরুম আর একটা রান্নাঘর। ওগুলো তুমি দেখতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল লুইস। ওগুলো দেখা সেরে দুজনেই সামনের কামরায় ফিরে এল। লুইস অলসভাবে ঘুরে ঘুরে দেখছে আর ভাবছে সব পরিষ্কার করার পর উপযুক্ত আসবাবপত্র আর বোর্ড ছাড়া জানালা হলে সবটা কেমন দেখাবে।

'পিছন দিকে একটা ভাল কুয়া আছে,' জানাল নোরা। 'ওটায় খরার সময়ও পানি থাকে, তাই আমাদের পানির কখনও অভাব হয়নি। এদেশে পানিটা অত্যন্ত জরুরী।'

লুইস বলল, 'এই গ্যালারি আমার জন্যে খুব ভাল হবে। তুমি এর দামের কথা কিছু ভেবেছ?'

মাথা নাড়ল নোরা। 'আমি তো তোমাকে বলেছি, তুমি যা দেবে তাই।'

হেসে ফেলল লুইস। 'ওটা ব্যবসার জন্যে ভাল পদ্ধতি নয়।'

'যদি কেবল ব্যবসাই হত, তাহলে আমি বিক্রিই করতাম না···তোমাকে যেকোন দামে দিয়ে দেব বলে এখন আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তুমি যদি খুন হও তবে আমি নিজেকেই দুষব।'

'সেক্ষেত্রে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব যেন সেটা আদৌ না ঘটে।'

নোরা বলল, 'তুমি একজন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তুমি মজার মজার সব কথা বলো, এবং হাসো, কিন্তু–'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু তোমার চোখ কখনও হাসে না, মিস্টার লুইস। পুব ছেড়ে এতদূরে এখানে তুমি কেন এলে?' শেষের দিকে মেয়েটার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'আমি জানি এমন একটা গেঁয়ো গ্যালারি তোমার যোগ্য নয়; আমি লক্ষ করেছি তুমি বাবার ছবিগুলো কেমন অভিজ্ঞ সমালোচকের চোখে দেখছিলে। কিন্তু আমার বাবা অত্যন্ত সদাশয় লোক ছিল এবং ছবির কাজ তার পক্ষে যতটা ভাল করা সম্ভব তাই

সে করত; যদিও তোমার চোখে ওগুলো অত্যন্ত নিচু মানের বলে মনে হয়েছে…' নোরার স্বর বুজে এল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে মৃদু স্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত।'

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকল, তারপর লুইস বলল, 'আমিও দুঃখিত। ফটোগ্রাফির প্রফেসর হিসেবে আমি ওসব ছবির বিচার করতে চাইনি…আমি ব্যাঙ্কার হাওয়ার্ড হাইনসের সাথে কথা বলব। সে বলতে পারবে কোন স্থানীয় স্থাবর সম্পত্তির কি মূল্য…ওই গানটা লোডেড,' দ্রুত বলে উঠল সে

দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো শটগানটা অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুলে নিয়েছিল নোরা। মেয়েটার হাত থেকে ওটা নিয়ে গুলিদুটো বের করে আবার ওর হাতে ফিরিয়ে দিল স্টিভ। ওটা নিয়ে বেশি আলোতে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে জানালার ধারে এগিয়ে গেল নোরা।

'এটা কি?' একটা ধাতব চোরা-দরজা দেখিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'ওটা শটগান পরিষ্কার করার কিছু টুকিটাকি সরঞ্জাম রাখার জায়গা, কিংবা দুটো বাড়তি শেলও ওখানে রাখা যায়।'

লুইস দেখল ক্যাচ টিপে ধরে ব্যারেলটা ভাঁজ করল নোরা। মনে পড়তেই গানটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল লুইস; কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ভিতরে মসৃণ তলের ওপর খোদাই করা লেখাটা জোরে জোরে পড়তে শুরু করেছে ও।

'স্টিভকে,' পড়ল সে, 'অফুরন্ত ভালবাসার সাথে; প্রিয়তমা স্ত্রী লিওনাইন।' মুখ তুলে তাকাল নোরা। 'তাহলে তুমি বিবাহিত, মিস্টার লুইস?'

'না,' বলে শটগানটা কেড়ে নিল সে। নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে স্টিভ; ওর স্বর পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। 'বর্তমানে না।'

'ওহ,' বলল সে, 'তোমার স্ত্রী মারা গেছে? আমি অত্যন্ত দুঃখিত: আমি হঠাৎ–'

লুইস তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে বলল, 'আমাকে বলা হয়েছিল যে এখানকার মানুষ নিজের চরকাতেই তেল দেয়, অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না! কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখন পর্যন্ত ঠিক উল্টোটাই আমি দেখতে পেয়েছি!'

মেয়েটা চট করে মাথা তুলে তাকাল। ওর দিকে না তাকিয়ে গুলি দুটো ভরে খটাস করে শটগান বন্ধ করল লুইস। সে জানে কিছুটা রাগের সাথেই মেয়েটার চোখ দুটো ওকে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখছে। এবং কিছুটা ভয়ও মিশ্রিত আছে ওই চোখে

দশ

ড্যান মরিস তার ঘোড়াটাকে প্যালেস সেলুনের সামনে রেইলে বেঁধে রাখল শহরে ড্রিঙ্ক করার আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু সেগুলোতে মদ খাওয়ার সাথে আরও অনেক ধরনের গোপন কার্যকলাপও চলে প্যালেস সেলুন আর হোটেলই শহরের দুটো মাত্র জায়গা যেখানে মোটামুটি সম্মানজনক পরিবেশে মানুষ ড্রিঙ্ক করতে পারে। তবে এই দুটোর মধ্যে প্যালেস সেলুনকে ফ্লাইঙ এম-

এর লোকজন বেশি উপযোগী মনে করে।

এমন নয় যে ড্যান ওই বুড়ি মাস্টারসনকে ভয় পায়, কিন্তু ওই বুড়ির চেহারা দেখলেই ওর হুইস্কি যেন দুধে পরিণত হয়, তখন আর কিছুতেই নেশা হতে চায় না। তাছাড়া আজ বিকেলে মহিলাকে আর বিব্রত করতে চায়নি সে। তার আজ অন্য মতলব আছে।

প্যালেসে নিজের ড্রিঙ্কটা গলায় ঢেলে বারের পিছনের বড় আয়নাটার দিকে চেয়ে সে হ্যাটটাকে কাত করে চালিয়াত লম্পটের স্টাইলে শক্ত করে মাথায় বসাল। তারপর প্যান্টটাকে একটু উপরে টেনে পিস্তলটাকে উরুর পাশে সুবিধাজনক জায়গায় সেট করল। প্যালেস ছেড়ে রাস্তায় নেমে সে হেনরি স্টোরের সামনে চলে এল। ওখানে ওদের র‍্যাঞ্চের একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। ফ্লাইঙ এম-এর রাঁধুনীর লিস্ট অনুযায়ী চকচকে টাকওয়ালা বুড়ো হেনরি মালগুলো বের করে কাউন্টারের ওপর জড়ো করছে। বিল হেনরির ছেলে জর্জ হেনরি দোকানের জানালার সামনে টিনের টম্যাটো সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

'হোয়াইটি, তোমার রসদ সংগ্রহ কেমন এগোচ্ছে?' রাঁধুনীকে প্রশ্ন করল ড্যান। রাঁধুনীর নাম হোয়াইটি হলেও ওর গায়ের রঙ মাঝরাতের অন্ধকারের চেয়েও কালো।

'ভালই চলছে, মিস্টার মরিস। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা যাওয়ার জন্যে তৈরি হব।'

'ভাল কথা, সব মাল বাকবোর্ডে তোলা হলে তুমি র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হয়ে যেয়ো। আমি আরও কিছুক্ষণ শহরে থাকব।' একটা কিছু মনে পড়ায় সে হঠাৎ জর্জের দিকে ফিরল। 'জর্জ,' সবাইকে শুনিয়ে সে জোর গলায় বলল, 'তুমি এই মালগুলো বাকবোর্ডে তোলা শুরু করতে পারো।'

জানালার ধারে ব্যস্ত যুবকের কাজে ঈষৎ ভাটা পড়ল, কিন্তু সে টম্যাটোর টিনগুলোই একটা-একটা করে সাজিয়ে রাখতে থাকল। যেন ওকে যা বলা হয়েছে সেটা ওর কানেই যায়নি।

ড্যান মরিস ওর দিকে দুপা এগিয়ে গেল, ডান হাত পিস্তলের বাঁটের কাছে এসে গেছে। 'আমি তোমার সাথে কথা বলছি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। তারপরে হাসল। 'শোনো, হোয়াইটি, হয়তো আমাদের কেনাকাটার জন্যে সামনের আর কোন দোকানে যাওয়া উচিত। দেখা যাচ্ছে এরা খদ্দেরের দিকে বিশেষ খেয়াল দেয় না।'

তাড়াতাড়ি বিল হেনরি এপ্রোনে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল। প্রয়োজন না থাকলেও সঙ্কটের সময়ে বারবার হাত মোছা ওর স্বভাব।

'জর্জ!' তীক্ষ্ণস্বরে হাঁকল টেকো বুড়ো। 'জর্জ, তুমি মিস্টার মরিসের কথা শুনেছ! এদিকে এসে ওদের মালগুলো ওয়্যাগনে তুলতে সাহায্য করো।'

একটু ইতস্তত করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে এগিয়ে এল। ছেলেটা বিশাল দেহের চর্বিওয়ালা গরুর মত নরম। যেন বাজারে বিক্রির জন্যে তৈরি, বিরক্তির সাথে ভাবল ড্যান। 'জর্জ,' ওদের পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ডাকল সে।

জর্জ থামল, কিন্তু ড্যানের দিকে তাকাল না।

'শুনলাম তুমি সামনের সপ্তাহে বিয়ে করতে যাচ্ছ, জর্জ। কংগ্রেচুলেশন্‌স্।'

এক মুহূর্ত পরে ধীরে ড্যানের দিকে ফিরল সে। 'তুমি আমাদের পিছনে লাগতে এসো না। আমরা শান্তিতে থাকতে চাই। তোমার সম্পর্কে আমি সবই জানি। তুমি মিছে লাগতে এসো না; বুঝেছ?'

'জর্জ!' শঙ্কিত বাবা ধমকে উঠল। 'এখনই এগুলো লোড করতে নিয়ে যাও।'

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ড্যান,' ভারী স্বরে বলল জর্জ। 'আমার পিছনে লাগতে এসো না।'

ওর দিকে চেয়ে হাসল ড্যান; তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে স্টোর থেকে বেরিয়ে গেল। প্যালেসের সামনে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে একদল রাইডারের শহরে আসার শব্দ ওর কানে গেল। বুঝল লেফটি তার দলবল নিয়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শহরে ঢুকেছে। লেফটিকে ওর বলার কিছুই নেই। ওই বয়স্ক, ধীর আর সতর্ক লোকটা তাকে ঠিক ভয় না পেলেও, সে যে তার সাহস আর পিস্তলের দক্ষতাকে ঈর্ষা করে, তা ড্যানের কাছে সুস্পষ্ট।

এই চিন্তাটা তার মনে একটু বেদনাও দিল বটে, কারণ সে নিজেকে দুজন লোকের ছাঁদে গড়ে তুলেছে; একজন হচ্ছে তার বাবা, আর দ্বিতীয়জন লেফটি মরগ্যান। এই দুটো আদর্শে সমন্বয় ঘটানো একটা কঠিন ব্যাপার। জ্যাক মরিস আবেগপ্রবণ ও বদরাগী, যে পিস্তলকে শাবল বা কুড়ালের মতই একটা সাধারণ যন্ত্র মনে করে; এবং আবেগশূন্য মরগ্যানের কাছে তার নাক বোঁচা পিস্তল বাদ্যযন্ত্র, শিল্পীর বাদ্যযন্ত্রের প্রতি গভীর ভালবাসার মত। আজ পর্যন্ত ওর এই একটা আবেগই প্রকাশ পেয়েছে।

পুবের একজন আনাড়ি লোকের শটগানের বিরুদ্ধে লেফটির ভয়ে পিছিয়ে যাওয়া ড্যানকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। ব্যাপারটা যেন রাতের আকাশ থেকে চাঁদ খসে পড়ার মত। এবং ফোরম্যানের পরবর্তী কথাগুলো ওর চোখের পর্দা পুরো খুলে দিয়েছে।

ড্যানের ধারণা লেফটির ওকে সাথে নিতে না চাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে যাকে সে হাতে ধরে পিস্তল চালানো শিখিয়েছে, সেই ছেলেই এখন উপযুক্ত পুরুষ হয়ে গড়ে উঠেছে, এবং তারই সামনে অপদস্থ হওয়ার পর এখন আর কোন লজ্জায় তাকে সাথে নেবে?

দুঃখের সাথে মাথা নেড়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে রওনা হলো ড্যান। পথে ফ্লাইঙ এম-এর লোকজনকে পার হওয়ার সময়ে হাত উঠাল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরের আবাসিক এলাকায় পৌঁছে রাস্তার ধারে ছয় ফুট দেয়ালে ঘেরা একটা বাড়ির সামনে নেমে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখল। হ্যাট খুলে ওটা আবার শক্ত করে মাথায় বসিয়ে দরজার সামনে ঝুলানো দড়িটায় টান দিল। ভিতরে ঘণ্টা বাজার শব্দ হলো। দরজা খুলে গেল, কিন্তু দরজায় নোরার লম্বা আকৃতি দেখে নিরাশ হলো।

'তুমি এখানে কি করছ?' মেয়েটা জানতে চাইল।

'প্রশ্নটা আমি তোমাকেও করতে পারি,' উগ্র স্বরে সে বলল।

'আমি মেলিসাকে ওর ড্রেসের ব্যাপারে সাহায্য করছি। ও তোমার সাথে

দেখা করতে চায় না।'

'কথাটা আমি তার মুখেই শুনতে চাই, তোমার মুখে নয়।'

'ওটা তোমাকে সে চূড়ান্তভাবেই জানিয়ে দিয়েছে–'

'আমি সেটা ওর কাছে আবার শুনতে চাই।' নোরাকে পাশ কাটিয়ে পাথরে বাঁধানো চত্বরে নামল ড্যান। 'মেলিসা,' ডাকল সে।

বাড়িটার দিকে এগিয়ে একটা মেয়েলী গলা শুনে ড্যান থামল। মেয়েটা বলছে, 'নোরা, ও নোরা, ওটা যদি জর্জ হয় তবে ওকে ঢুকতে দিয়ো না। মেলিসার সাথে ওর দেখা–'

'আমি জর্জ নই,' জানাল ড্যান।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হঠাৎ মেলিসা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর পরনে সাদা বিয়ের জামা। ছোট গড়নের ব্রাউন রঙের মেয়ে; বড় বড় কালো চোখগুলো এখন যেন আরও বড় দেখাচ্ছে বলে ড্যানের মনে হলো। মুহূর্তে মায়ার জাদু ওর ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করল। জীবনে এত সুন্দরী মেয়ে সে আর কখনও দেখেনি বলেই তার বিশ্বাস জন্মাল। মেলিসা হতবুদ্ধি অবস্থায় কিছুটা নড়ল। ড্যান সচেতন হয়ে লক্ষ করল যে কেবল টাক আর পিন দিয়ে পোশাকটা মোটামুটি দাঁড় করানো হয়েছে। প্রান্তগুলোকে এখনও মুড়ি-সেলাই দেয়া হয়নি। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ড্যানের দিকে এক পা এগিয়ে গেল মেলিসা।

শান্ত স্বরে সে নোরাকে বলল, 'চিন্তার কোন কারণ নেই।'

লম্বা মেয়েটা সম্মতি নিয়ে ওর দিকে তাকাল, তারপর একটু ইতস্তত করে দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। নোরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ড্যান কথা বলল। 'মেলিসা–'

বাধা দিয়ে মেয়েটা বলল, 'কোন লাভ নেই, তোমার আসা উচিত হয়নি।'

ড্যান নিজেকে বোঝাচ্ছে অসমাপ্ত বিয়ের জামা পরা সামনে দাঁড়ানো মেয়েটাকে হাস্যকর দেখাচ্ছে, ঠিক পোশাক প্রস্তুতকারকের ডামির মত, কিন্তু ওর চোখের পিছনে তীব্র হুল ফুটানোর মত একটা ভীতিকর ব্যথার অনুভূতি হচ্ছে; গলার স্বরটা সে যেমন চেয়েছিল তেমন শোনাল না, এবং সে যা বলল সেটাও পূর্বপরিকল্পিত নয়: 'ওহ, মেলিসা, তুমি কি একটা মানুষকে কেবল একটা চান্সই দেবে?'

'একটা সুযোগ, ড্যান? বলল সে। 'বছরের পর বছর তুমি কেবল চান্সই পেয়েছ! এতগুলো বছর, যখন আমি কেবল একটা কিছুর জন্যে অপেক্ষা–'

'একটা কিছু?' বলে উঠল সে। মেয়েটাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলল, 'আমার জর্জ হেনরির মত হওয়ার অপেক্ষা?'

'জর্জ একজন ভাল মানুষ,' প্রতিবাদ জানাল মেলিসা।

'সে হয়তো ভাল হতে পারে, ওটা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই, তবে তুমি ওকে মানুষ বলতে চাইলে আমি আপত্তি জানাব।'

'বেল্টে পিস্তল ঝুলিয়ে বড়াই করেও প্রমাণ করতে চায় না নিজে কত বড় আর কত ভয়ানক। সে কখনও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মারপিট করে কাউকে হত্যা করেনি। অন্য মেয়ের সাথে সহগামীও হয় না।'

'মেলিসা! ঠিক আছে, কিন্তু মাত্র একবারই, আমি তখন মাতাল ছিলাম। আর কখনও এমন ঘটবে না, যদি…' আর বলতে পারল না সে। একটা ঢোক গিলে সে বলল, 'মেলিসা, আমি তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করছি।'

একটু নীরবতার মধ্যে মেলিসার চোখ দুটো ভিজে উঠতে দেখে ড্যানের মনে আশার সঞ্চার হলো। কিন্তু তারপরেই মেয়েটা মাথা নাড়ল। 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর আমি…জর্জ…আমার বাপ-মা…না, এখন আর তা হয় না কোনদিনই এটা ঠিক ছিল না। এটা ক্ষমার প্রশ্ন নয়। মাসে দুবার করে ক্ষমা করতে হলে সেই স্বামীকে আমি কিভাবে শ্রদ্ধা করব? তোমার স্ত্রী এমন করলে তাকে তুমি ক্ষমা করতে পারতে? এমন কি এখনও তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছ। তোমাকে যদি আমি বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস করার ভানও করি তাহলে আমার প্রতি কেবল তোমার অবজ্ঞা আর ঘৃণাই থাকবে। ওটা কেবল একবার ঘটেনি, ড্যান। আমরা দুজনেই সেটা জানি।'

লজ্জায় লাল হলো সে। 'আমি বলেছি এমন আর ঘটবে না।'

'কিন্তু ঘটবে,' বলল মেলিসা। 'তুমি নিজেও এটা জানো। যতদিন না তুমি মানসিক পরিণতি পেয়ে তোমার পিস্তল বা ওই মেয়েমানুষের মাধ্যমে কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা বন্ধ না করো, ততদিন এমন ঘটতেই থাকবে। এবং আমার পক্ষে এতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয়–সামনের সপ্তাহেই আমি বিয়ে করছি। দয়া করে তুমি আর এখানে এসো না।'

কয়েক মুহূর্ত মেলিসার দিকে চেয়ে থেকে সে রুদ্ধস্বরে বলল, 'ঠিক আছে, মেলিসা, ঠিক আছে। কিন্তু তুমিই পরে দুঃখ করবে!'

কথাটা একটা নিরাশ হওয়া ক্ষুব্ধ ছেলের কান্নার মতই শোনাল। তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না ওটা তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে। ঘুরে অন্ধের মত চত্বরটা পেরিয়ে ভারী দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরল ড্যান। ঘোড়ার পিঠে উঠতে যাবে, এই সময়ে বাইরের ভারী দরজাটা খুলে গেল নোরা বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘুরে রাস্তার ওপাশে ড্যানকে দেখতে পেল নোরা। মাথা থেকে আড়ম্বরের সাথে হ্যাটটা খুলে ড্যান বলল, 'চমৎকার একটা দিন। তোমার সাথে কিছুদূর হেঁটে তোমাকে একটু এগিয়ে দিতে পারি আমি?' ওর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মেলিসার বান্ধবীকে খানিকটা চোট দিয়ে নিজের চোটের কিছুটা শোধ নেয়া।

নোরা একটু অবাক হলেও কাটাকাটা ভাবে জবাব দিল, 'রাস্তাটা কারও একার নয়।'

ঘোড়ার বাঁধন খুলে নোরার পাশাপাশি হাঁটা শুরু করল সে। 'আমি জানতাম না পোশাক তৈরিতেও তুমি দক্ষ।'

নোরা বলল, 'আমি জানি না তুমি কি চাও, ড্যান মরিস, যদি তোমার হয়ে মেলিসার সাথে ওকালতি করতে বলো তাহলে তুমি মিছেই সময় নষ্ট করছ আমার মতে তুমি বিরক্ত না করলেই বরং সে অনেক ভাল থাকবে।'

'তুমি আমাদের ঘৃণা করো, তাই না, নোরা?'

মেয়েটা ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকে এবং তোমাদের সবাইকে আমি ঘৃণা

করি। এর যথেষ্ট কারণও আছে।'

'আমি জানি,' বলল সে, 'এবং আমি দুঃখিত। আমি সব সময়েই ওই ভুলের জন্যে অনুতাপ করেছি···তোমার বাবার বেলায় যা ঘটেছে তাতে আমার কোন হাত ছিল না। তুমি তা জানো। পরিবারের একজন বা দুজনের ভুলের কারণে পুরো পরিবারকে দোষ দেয়া কি সঙ্গত?'

মেয়েটা থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। সূর্যের আলোয় মুহূর্তের জন্যে নোরার চাহনিতে এমন একটা দৃষ্টি দেখতে পেল ড্যান, যার মানে সে বুঝল না। এতে তার নিজেকে একটু বোকা আর ছেলেমানুষের মতই খোলা মনে হলো। হয়তো বা একটু ভীতও। যেন মেয়েটা গভীরভাবে তাকে দেখে থাকলে ভাল খুব কমই দেখতে পাবে সে। হঠাৎ হেসে উঠে আবার হাঁটতে শুরু করল নোরা। এখন সে আর দুজনের মাঝে আগের মত দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে না।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'হয়তো সেটা আমারই ভুল। ওটা একটু অন্যায্য বিচারই হয়েছে আমার।'

এগারো

সেদিন মাঝ-দুপুরেই স্টিভ বুঝল তার মেরামতের কাজ চমৎকার এগিয়ে চলেছে। জানালা থেকে বোর্ডগুলো নামিয়ে ফেলা হয়েছে, ছাদটা মেরামত করা হচ্ছে, বাইরের কুয়া থেকে পানি তোলার জন্যে নতুন পাম্প বসানো হয়েছে। বাড়ির ভিতরে দুজন মোটাসোটা হাসিখুশি মহিলা ঝাড়া-মোছা করে ঘরগুলো পরিষ্কার করছে; বাইরে আরও দুজন কাদা আর প্লাস্টার লেপে বেরিয়ে থাকা ইঁটগুলো ঢাকছে মেয়েদের ওই কাজ করতে দেখে অবাক হয়েছিল লুইস। কিন্তু একজন কাজের লোক বলল ওই কাজটাই নাকি এখানকার মেয়েদের সবথেকে বেশি পছন্দ। কাদার কাজ নাকি ওদের হাত নরম রাখতে সাহায্য করে।

বাস করার কামরা দুটো পরিষ্কার করা হলে রোমেরোর ওখান থেকে ওয়্যাগনটা নিয়ে এসে বাড়ির পিছনে পার্ক করল। কাজের লোকজন ওটা থেকে মালপত্র আর ফটোগ্রাফির যন্ত্রপাতিগুলো আপাতত বয়ে নিয়ে পরিষ্কার করা বাড়তি বেডরুমে রাখতে সাহায্য করল। ছবি তোলার কামরাটার ছাদ এখনও পুরো ওয়াটারপ্রুফ হয়নি। ওয়্যাগন ড্রাইভ করে আবার রোমেরোর আস্তাবলে ফিরে ওয়্যাগন আর খচ্চর দুটোকে ওর হেফাজতেই ছেড়ে পায়ে হেঁটে হোটেলে ফিরে ভাড়া মিটিয়ে নিজের কার্পেটব্যাগটা নিয়ে গ্যালারির দিকে ফিরল সে। গির্জার ঘণ্টা দুপুর তিনটে বাজার সময় সঙ্কেত দিল।

সান্তা ক্লারা একটা মনোরম শহর এখানে প্রচুর স্প্যানিশ ভাষী বাসিন্দা থাকায় এই পরিবেশ যেন পুবের লোকের কাছে কিছুটা বিদেশে বেড়ানোর মত আনন্দই এনে দেয়।

সামনে একটা দোকানের দরজা খোলা রয়েছে দেখে ঢুকে পড়ল স্টিভ। পিছন থেকে টেকো একটা লোক ওকে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল। পিছনের দিকে

একজন অপেক্ষাকৃত কম-বয়স্ক লোক ধীরে ঘুরে ওকে দেখল।

'আমি কিছু কফি আর বেকন চাই,' বলল লুইস।

টেকো লোকটা সরাসরি বলল, 'ওসব আমাদের দোকানে নেই।'

অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল স্টিভ। তারপর চারপাশে একটু চোখ বুলিয়ে দেখল। 'কিন্তু–'

'তুমি যা চাও আমাদের দোকানে তা নেই,' আবার বলল সে। কিন্তু স্টিভের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে নার্ভাস বোধ করছে দোকানি। এপ্রোনের ওপর হাত মুছতে মুছতে সে বলল, 'আমার নাম বিল হেনরি, এটা আমারই স্টোর। আমি নিশ্চিত তোমার প্রয়োজনীয় কিছুই আমার দোকানে নেই। তুমি সামনের মোড়ের দোকানে চেষ্টা করে দেখতে পারো।' একটু ইতস্তত করল বিল। 'ফ্লাইঙ এম আমাদের সবথেকে বড় কাস্টমার, মিস্টার লুইস। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এখানে টিকে থাকতে হলে মানুষকে জানতে হয় রুটির কোনপাশে মাখন লাগাতে হবে। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, স্যার।'

এই এলাকার কেউ তার নাম জানলে এখন আর অবাক হয় না স্টিভ। সে কিছুক্ষণ হেনরির দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু আমি জানতে পারি তুমি কারও আদেশে এটা করছ, নাকি মিস্টার মরিসের মন আঁচ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

টেকো মাথার লোকটা দ্রুত মাথা নাড়ল। 'প্লীজ, মিস্টার লুইস, আমি একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ, কোন ঝামেলা আমি চাই না। আমি বলছি তোমার পছন্দ হবে এমন কোন জিনিসই এই দোকানে নেই!'

রেগে উঠছে স্টিভ। শটগানের ওপর ওর হাত এঁটে বসল। লোকটাকে জোর করেই তাকে সার্ভ করতে বাধ্য করতে ইচ্ছে করছে ওর। কাজটা খুব সহজই হবে। বিল হেনরির মোটা থলথলে চেহারায় প্রচণ্ড ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখল সে। জীবনে আরও একবার একটা মানুষের চেহারায় ওই রকম ভয়ের চিহ্ন এনে দিয়েছিল সে। হেনরির চেহারা তাকে সেই কথাই মনে করিয়ে দিল। ঝট করে ঘুরে স্টোর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল স্টিভ।

'মিস্টার লুইস?'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পিছনের যুবকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি কফি আর বেকন চেয়েছিলে–'

'জর্জ হেনরি!' তীক্ষ্ণ স্বরে ধমকে উঠল বয়স্ক লোকটা। 'তুমি তোমার কাজে ফিরে যাও!'

'বাবা, চুপ করো,' বলল যুবক। 'সান্তা ক্লারায় আমরা হাঁটু গেড়ে দয়া ভিক্ষা করে অনেককাল কাটিয়েছি, আর না···আমি তোমার বেকন আর কফি নিয়ে আসছি, স্যার। তোমার আর কিছু দরকার আছে?'

লুইস যখন গ্যালারিতে পৌঁছল, দেখল কাজ খুব জোরেসোরে চলেছে। পুবে থাকতে সে শুনেছে ল্যাটিন-আমেরিকান (স্প্যানিস) কাজের লোকেরা খুব আলসে হয়। মালিক চোখের আড়াল হলেই তারা কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘুমায়। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে তার অনেক পূর্বকল্পিত ধারণাই ভুল ছিল। ভিতরে ঢুকে কিনে আনা

জিনিসগুলো কিচেনে রাখল সে। তারপর পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে কাজ কতদূর এগোল দেখতে লাগল। একটা স্প্যানিস মেয়ে ওর উদ্দেশে নিজের ভাষায় কি যেন বলল (ওদের বেশির ভাগই একবর্ণ ইংরেজিও বোঝে না), স্টিভ কিছুই বুঝল না দেখে মিষ্টি করে হাসল নাদুসনুদুস মেয়েটা ওর হাসি লুইসকে মুগ্ধ করল। ছবি তোলার জন্যে দ্রুত ভিতরে গিয়ে ট্রাইপড আর ক্যামেরা নিয়ে এল সে। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই ছবি তুলতে রাজি হলো না। প্রথমে স্টিভ ভেবেছিল এটা হয়তো ওদের একটা কুসংস্কার। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন ইংরেজি জানা লোক ব্যাখ্যা করল যে ওই মেয়ের আসলে ছবি তুলতে কোন আপত্তিই নেই, ওকে যদি বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় বদলে একটু সাজগোজ করে আসার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে সে খুশি হয়েই পোজ দেবে স্টিভ আসলে ওই অবস্থায়, কাজের পোশাকেই ওর ছবি তুলতে চেয়েছিল। সে বলল, 'তার বদলে তোমরা সবাই সার বেঁধে দালানের সামনে দাঁড়াও, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তোমাদের সবার একটা গ্রুপ ছবি তুলতে চাই আমি।'

ইংরেজি জানা লোকটা অনেকক্ষণ ধরে স্প্যানিস ভাষায় কথা বলে ব্যাপারটা সবাইকে বুঝিয়ে রাজি করাল। সবাইকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে ট্রাইপডের মাথায় বসানো ক্যামেরাটা নিয়ে রাস্তার ওপর ওটাকে সেট করল স্টিভ। কালো ফোকসিঙ হুডের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। ওটার ভিতর ঘসা কাঁচের প্লেটে সবকিছু উল্টো দেখতে পাচ্ছে ও। মনোযোগ দিয়ে ফোকাস করার পর বিরক্তির সাথে সে লক্ষ্য করল ওর নির্ধারিত করে দেয়া জায়গায় কেউ থাকছে না। শেষে ওদের শঙ্কিত চিৎকার হুডের কালো কাপড় ভেদ করে ওর কানে পৌঁছল। সেই সাথে রাস্তার ওপর দ্রুত ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দও কানে গেল। মাথা বের করে দেখল কালো ঘোড়ার আরোহী ড্যান মরিস প্রায় ওর ওপর এসে পড়েছে। ধুলোর ওপর ডাইভ দিয়ে একপাশে সরে যাওয়ার সময়টুকুই সে পেল। একটা তীক্ষ্ণ বিজয় চিৎকার শুনতে পেল স্টিভ। পরক্ষণেই একটা দড়ির ফাঁসে ধরা পড়ল ট্রাইপড সহ ক্যামেরা।

ধীরে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল স্টিভ। দেখল ঘোড়ার পিছনে তার ক্যামেরাটা ভাঙা অবস্থায় রাস্তার ওপর বাড়ি খেতে খেতে চলেছে। রাস্তার মাথায় গিয়ে ঘোড়া থামিয়ে দক্ষ হাতের একটা ঝাপটায় দড়ির ফাঁস খুলে নিল ড্যান। তারপর হেসে দড়ি গুটিয়ে কোনা ঘুরে অদৃশ্য হলো। ভাঙা ক্যামেরাটা ধুলোর ওপরই পড়ে রইল।

ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে অদ্ভুত একটা শ্বাসরুদ্ধকর অনুভূতি টের পাচ্ছে লুইস। রক্তের চাপ ওর কানের ভিতর দপদপ করে বাড়ি দিচ্ছে। একটা লোক ভাঙা ক্যামেরাটার দিকে এগিয়ে উবু হয়ে ওটা তুলতে যাচ্ছিল।

'না!' চিৎকার করে বলল লুইস 'ওটা ওখানেই থাক।' ওর স্বরটা অদ্ভুত ফ্যাঁসফ্যাঁসে আর তীক্ষ্ণ শোনাল। ঘুরে শটগানটা আনতে সে গ্যালারিতে ঢুকল।

বারো

রাস্তা ধরে ধীর পায়ে এগোচ্ছে লুইস। লোডেড শটগানটা রয়েছে ওর হাতের ভাঁজে। ওর মনটা অদ্ভুত রকম ঠাণ্ডা হয়ে আছে। কোন রকম তাড়াই সে বোধ করছে না। গাছের ছায়ায় বাতাসটা মোটামুটি ঠাণ্ডা, কিন্তু মাঝেমাঝে যেখানে সরাসরি রোদ পড়ছে সেখান দিয়ে যাওয়ার সময়ে মনে হয় দেহের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। এসব জায়গার ধুলোও উত্তপ্ত। হাঁটার সময়ে মনে হয় যেন সদ্য নেভা আগুনের ছাইয়ের উপর দিয়ে হাঁটছে।

দূর থেকেও কালো বিশাল ঘোড়াটাকে চিনতে ওর কষ্ট হলো না। রূপার নক্সা করা জিন আর ফ্লাইঙ এম ব্র্যান্ডের ছাপ রয়েছে ঘোড়ার গায়ে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছে স্টিভ, ব্যাপারটা খুব উত্তেজনাময় হবে; ভিতরে কতজন আছে? অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। দরজায় একশো সশস্ত্র পাহারা থাকলেও এই মুহূর্তে সে দিক পরিবর্তন করত না। শটগান হাতে একবার সে যে ভুল করেছিল সেই ভুল সে আর করবে না।

কালো ঘোড়াটার পাশে এক মুহূর্ত দাড়িয়ে সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে তার চিনতে ভুল হয়নি। স্টিভের বাহুর ওপর হাত রাখল কেউ। মাথা ফিরিয়ে দেখল রাস্টি মাইক ওখানে দাঁড়িয়ে। ওর মুখে একটা রহস্যময় আধোহাসি ঝুলছে যেটা স্টিভের চোখে ধরা পড়ল না। রাস্টি বুঝতে পারছে, লুইস লোকটা লড়তে পছন্দ করে। বর্তমান ফাইটটা আরম্ভ হওয়ার তর সইছে না ওর। তা সত্ত্বেও সে বলল, 'এখনও নয়, মিস্টার লুইস। ওখানে ড্যান আরও পাঁচজন ফ্লাইঙ এম-এর কাউহ্যান্ডের সাথে আছে। একটু অপেক্ষা করো, আমি সাহায্যের জন্যে খবর পাঠিয়েছি; একটু পরেই সাহায্য এসে পৌঁছবে।'

'আমি কারও সাহায্য চাই না,' জবাব দিল লুইস।

রাস্টির হাসি একটু বিশদ হলো। 'ভাল কথা, আমার বিশ্বাস আমরা দুজনই ওদের জন্যে যথেষ্ট, প্রফেসর, তুমি তৈরি হলেই এগিয়ে যেয়ো। পিছন দিকে খেয়াল রাখার কোন দরকার নেই–ওটা আমি সামলাব।'

মনের মধ্যে একটা হালকা অসন্তোষ বোধ করছে লুইস। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে মাইক তার ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার জন্যেই এই সুযোগটা নিতে চাইছে। তবু এর মধ্যে একটা দৃঢ় আশ্বাস পাওয়ার নিশ্চয়তাও রয়েছে, ওই লম্বা লোকটা মিত্র হিসেবে পাশে থাকলে বিরাট একটা ভরসা থাকে বৈকি। পকেট থেকে দুটো বাড়তি টোটা বের করে বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে রাখল লুইস যেন প্রয়োজন হলে দ্রুত রিলোড করা যায়। তারপর তৈরি হয়েই ধীর পায়ে সে ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকল

বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে না। লম্বা বার কামরায় রয়েছে শিথিল একটা পরিবেশ, যেখানে কঠিন পরিশ্রমী লোকজন গা-ছেড়ে দিয়ে চিত্তবিনোদনে মত্ত। এত লোকের মাঝেও লেফটিকে চিনে বের করতে স্টিভের দেরি হলো না। লোকটা আরও তিনজন কাউবয়ের সাথে ড্যানের ঠিক

বামপাশেই একটা টেবিলে বসে আছে–সম্ভবত ফ্লাইঙ এম-এর লোক ওরা। ওদের পাশের টেবিলেই ওদের দলের আরও দুতিনজন রয়েছে। বিশাল লম্বা বারের অন্য মাথায় একটা টেবিলে আছে দুজন–পোশাকে বোঝা যায় ওরা শহরের লোক। বারের ঠিক মাঝখানে র‍্যাঞ্চ কর্মচারীদের দিকে পিছন ফিরে ড্যান মরিস একাই ড্রিঙ্ক করছে। এমন প্রত্যক্ষ ভাবে সঙ্গীদের উপেক্ষা করার পিছনে বিরাট কোন মতবিরোধ ঘটেছে বলেই সন্দেহ করল স্টিভ।

লুইসের হঠাৎ আবির্ভাবে বেপরোয়া ড্যানের চেহারাতেও একটা অপ্রস্তুত আর হতভম্ব ভাব ফুটে উঠল। ছেলেটা যেন অল্পক্ষণ আগে রাস্তায় যা ঘটেছে সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। অথবা ওই ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করেনি। বোঝা যাচ্ছে–ওই ঘটনার কথা সেলুনের কাউকে জানায়নি সে। বারের পিছনে বড় আয়নায় লুইসকে তারই দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর টনক নড়ল। আড়ষ্ট দেহে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ড্যান।

শটগানের দুটো হ্যামারই কক করল লুইস। 'তোমার হাত পিস্তল ছুঁলে তোমাকে দুটুকরো করে ফেলব আমি!' শান্ত স্বরে ওকে সাবধান করল স্টিভ।

লুইসের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বারে স্তব্ধ নীরবতা নেমে এল। ধীরে লুইসের দিকে ফিরল ড্যান। ওর হাতদুটো দেহ থেকে বেশ দূরে সরে গেছে। 'তুমি কি চাও?' ফ্যাসফ্যাসে গলায় প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'প্রথমে আমি মিস্টার মরগ্যানকে জানাতে চাই যে কাউকে মারার সাধ আমার নেই। সে যদি পিস্তলের দিকে হাত আরও বাড়ায়···হ্যাঁ সেটাই ভাল।'

'তুমি কি চাও?' ঠোঁট চেটে পুনরাবৃত্তি করল ড্যান।

'আমার ক্যামেরা ভাঙার ক্ষতিপূরণ দুশো ডলার।'

'ওই ফালতু বাক্সটার দাম এর অর্ধেকও হবে না!'

'তা বটে,' স্বীকার করল লুইস। 'ওটাকে আমি ওয়্যাগনে করে দুহাজার মাইল বয়ে সান্তা ক্লারায় আনার পর ওটার দাম বেড়েছে। তাছাড়া এর সাথে আমার মানসিক শান্তি নষ্ট করে আমাকে অপদস্থ করারও একটা মাসুল আছে। এখানে আমি অনেকদিন বাস করতে চাই, কচিবাবু। অনেক ছবি তোলার ইচ্ছাও রাখি আমি। এবং প্রতিবার ক্যামেরার কাপড়ের তলায় মাথা ঢুকানোর সময়ে কাউকে পাহারায় রাখার ইচ্ছা আমার নেই। আর একটা অসভ্য বর্বরের ঘোড়ার তলায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হওয়ার সাধও নেই···মিস্টার মরগ্যান তৃতীয়বার আর তোমাকে আমি সাবধান করব না! এই খোকাবাবুকে যদি জীবিত দেখতে চাও তাহলে স্থির থাকো!'

মরগ্যান বলে উঠল, 'আমি টাকা বের করতে যাচ্ছিলাম, মিস্টার লুইস। তুমি দুশো ডলারের কথা বলেছিলে–এই নাও।'

ড্যান চিৎকার করে উঠল, 'লেফটি! তুমি এরমধ্যে দখল দিতে এসো না।'

'আমার বিরোধ তোমার সাথে নয়, মিস্টার মরগ্যান। এখানে তোমার টাকার কোন মূল্য নেই।'

ছেলেটা দ্রুত বলে উঠল, 'এখানে কেউ ওই পুবের আনাড়ি লোকটাকে টাকা দিতে যাবে না। লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে।'

'তুমি একটা বোকা গাধা!' খেঁকিয়ে উঠল লেফটি। 'মানুষ কখন ব্লাফ দিচ্ছে,

বা দিচ্ছে না, তার তুমি কি কচু বোঝো? তোমার ঘটে কিছু বুদ্ধি থাকলে মিস্টার মরিসকে আমার ক্রু থেকে তোমাকে বাদ দেয়ার অনুরোধ আমি করতাম না। একটা দিনও কি তুমি বাসায় টিকে থাকতে পারলে না? যার থেকে আমি তোমাকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম, তুমি গায়ে পড়ে তার সাথেই লেগেছ!'

চিৎকার করে প্রতিবাদ করল ড্যান। 'ওই লোকটা ব্লাফ দিয়ে তোমাকে ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিল বলে আমারও তাকে সমীহ করে চলতে হবে কেন? ওর হাতে ওই শটগানটা না থাকলে–'

'হ্যাঁ, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলে!' ব্যঙ্গ করল মরগ্যান। 'মরুভূমিতে ঘাস জন্মালে সেখানে আমরা শীতকালে গরু চরাতে পারতাম! তোমাকে যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো। মানে মানে পকেট থেকে খুব ধীরে ওই টাকাটা বের করে ওকে দিয়ে দাও। বুঝেছ? পোকার খেলায় আরও অনেক বছরের অভিজ্ঞতা হলে তখন জানবে কে কখন ব্লাফ দিচ্ছে। লোকটার দিকে চেয়ে দেখো! এখন মৃত্যু থেকে মাত্র দুইঞ্চি দূরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ–কেবল ট্রিগার টেপাটা বাকি!'

ওর কথা শেষ হলে লুইস শান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে ক্ষতিপূরণের টাকাটা দেয়ার পর তুমি সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে আমার ভাঙা ক্যামেরাটা রাস্তার ওপর যেখানে পড়ে আছে সেখান থেকে তুলে ওটা আমার গ্যালারিতে পৌঁছে দেবে। এর পরে তুমি বাড়ি যেতে পারো, আমি বাধা দেব না।'

একটু নীরবতার পর কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ড্যান মরিস। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'তুমি যদি ভেবে থাকো আমি তাই করব, তাহলে তোমার মাথায় দোষ আছে···'

ওর কথা থামল। কামরাটা একেবারে নীরব। লুইস বলল, 'দশ সেকেন্ডের মধ্যে তোমার পিস্তলের বেল্ট খুলে মেঝের ওপর ফেললে বুঝব আমার প্রস্তাব তুমি মেনে নিয়েছ। নইলে সময় শেষ হলেই তোমাকে আমি মেরে ফেলব। তোমাকে দ্বিতীয়বার আর সতর্ক করা হবে না। এখন থেকে আমি গোনা শুরু করছি।'

এতক্ষণ শটগানটা দুহাতে কোমর থেকে একটু উঁচু করে ধরে রেখেছিল লুইস। এবারে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে ওটার বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে ড্যানের দিকে তাক করল সে। মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা আর রইল না। মনে মনে গোনা শুরু করল লুইস। ফটোগ্রাফিতে এক্সপোজারের সময় মাপতে অভ্যস্ত স্টিভ এখন মনে মনে নির্ভুল ভাবে সেকেন্ড মাপতে পারে। প্রত্যেক সেকেন্ড পুরো গুরুত্বই কেবল সে দিল, একটুও বেশি নয়।

নীরব গণনার সাথে ট্রিগারের ওপর স্টিভের আঙুলের চাপ বাড়ছে।–সময়ের শেষেও নতি স্বীকার না করলে ছেলেটাকে মারার পর ওকে শটগানের নলটা তিরিশ ডিগ্রী বামে সরাতে হবে। লেফটি আর তার পাশের জনকে সে দ্বিতীয় গুলিতে ঘায়েল করতে পারবে; ভাবছে লুইস। তারপর খালি টোটা ফেলে রিলোড করে বাকি সঙ্গীদের ও ঠেকাতে পারবে। মনে মনে সেকেন্ড পেরিয়ে যাওয়ার ফাঁকে সে পুরোটা প্ল্যান করে নিয়েছে। চেয়ারে বসা অবস্থায় ওরা পিস্তল বের করার সময় পাবে না।

সময় পেরিয়ে গেল। ব্যারেলের উপর দিয়ে ছেলেটার ফ্যাকাসে চেহারা আর

কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাচ্ছে লুইস। ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপ বাড়ার সাথে ওর মস্তিষ্কেও চাপ বাড়ছে, কারণ সে জানে এখনই গুলি ছুটবে।

'লুইস!' মরগ্যানের তীক্ষ্ণ অথচ অনুরোধের স্বর শুনতে পেল স্টিভ। 'ঈশ্বরের দোহাই, লুইস! ছেলেটা নেহাতই বাচ্চা!'

মরগ্যানের চিৎকারই ওকে থামাল, নাকি ছেলেটার অসহায় অবস্থা দেখে সে নিজেই থেমেছে, জানে না লুইস। হঠাৎ নিজের প্রতি একটা কালো বিতৃষ্ণা ওকে গ্রাস করল।

'রাস্টি!'

'আমি পিছনেই আছি।'

'এটা ধরো। সাবধান গানটা কক করা আছে।'

শটগানটা পাশের দিকে বাড়িয়ে ধরল লুইস। টের পেল কেউ ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে নিল। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা মেঝের ওপর রেখে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত ড্যানের দিকে এগিয়ে গেল। বারে দাঁড়ানো ছেলেটা ওকে এগোতে দেখেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। ভয়ে আড়ষ্ট পেশী একেবারে শেষ মুহূর্তে নড়ল–কিন্তু তার আগেই লুইস পৌঁছে গেছে ওর কাছে। ড্যানের পিস্তল ধরা হাতটা মুচড়ে ধরল লুইস। পিস্তলটা ওর আলগা মুঠি থেকে কাঠের মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনতে পেল সে। বুকের কাছে ছেলেটার শার্ট মুঠো করে ধরে ওকে দড়িতে ঝোলা পুতুলের মত দরজার দিকে নিয়ে চলল লুইস। কাছাকাছি পৌঁছে ড্যানকে ধাক্কা দিয়ে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিল। ধুলোর ওপর আছাড় খেয়ে একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল ড্যান। চোয়ালের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে আবার ধুলোর ওপর পড়ল সে। হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে কোনমতে আবার উঠল ড্যান।

চারপাশে লোকের ভিড় জমেছে এখন। ওদের ছায়া নড়তে দেখে লুইস সেটা টের পাচ্ছে। ড্যান পিস্তলের যুদ্ধে পটু হতে পারে, কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ের কোন কৌশল ওর জানা নেই। মার খেয়ে পিছু হটতে হটতে ক্যামেরাটা যেখানে পড়ে আছে, সেদিকেই যেতে সে বাধ্য হচ্ছে। বংশগত সূত্রেই সে ক্ষীণকায়। তাই লুইসের সাথে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না। আরেকটা ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল সে। এবারে ড্যান ওঠার আগেই এগিয়ে এসে ওর একটা হাত আর একটা পা ধরে শূন্যে তুলে ওকে বস্তার মত ক্যামেরার ওপর ছুঁড়ে ফেলল লুইস।

'ক্যামেরাটা ওঠাও!' স্বরটা নিজের বলে চিনতে পারল না লুইস।

ছেলেটা ওটা তোলার কোন আগ্রহ না দেখিয়ে নিজে ওঠার চেষ্টা করছে। আবার একটা ঘুসি খেয়ে ধুলোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল ড্যান।

'ওটা ওঠাও বলছি!' আবার ধমকে উঠল স্টিভ।

বুঝতে পারছে ছেলেটার জ্ঞান হারাতে আর বেশি বাকি নেই। কিন্তু লুইসের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। আর ওকে ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল সে। টের পেল কেউ একজন তার হাত চেপে ধরেছে। মাথা ফিরিয়ে নোরার চেহারা চোখের সামনে ভাসতে দেখল সে।

'না!' বলল সে। 'আরও মারলে ও মরে যাবে।'

দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, সেটাই আমার উদ্দেশ্য। এইসব সহ্য করার জন্যে আমি দুহাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসিনি।' তারপর আবার একটা গভীর শ্বাস নিয়ে সে বলল, 'আমার ধারণা ছিল তুমিও এটাই চাও। ওদের সবারই মৃত্যু চাও তুমি।'

'কিন্তু এভাবে নয়। ওকে ছেড়ে দাও।'

মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করে কিছুই বুঝতে পারল না লুইস। নোরার থেকে ড্যানের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল ছেলেটার কেবল ধুলোয় থামচি দেয়া ছাড়া আর কিছু করার শক্তি নেই।

ছেলেটাকে ধুলোর ওপরই ছেড়ে উঠে গ্যালারির দিকে রওনা হলো লুইস। ঘিরে থাকা লোকজন সরে ওকে জায়গা করে দিল। গ্যালারির দরজায় পৌঁছতেই কেউ ওর হাতে শটগানটা ধরিয়ে দিল। দেখল রাস্টি মাইক ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মিসেস মাস্টারসনের দেয়া পিস্তলটাও সে বাড়িয়ে দিল।

পিস্তলটা আবার কোমরে গুঁজে ঘুরে দাঁড়াল লুইস। ওখানে অনেকেই রয়েছে। মরগ্যান রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়াল।

আরও একটা বড় শ্বাস নিয়ে কথা বলল লুইস। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, মিস্টার মরগ্যান, আমার ব্যক্তিগত জিনিসে কেউ হাত লাগাক, এটা আমি পছন্দ করি না। আশা করি কথাটা পরিষ্কার হয়েছে? আর ছেলেটার ব্যাপারে বলছি, আমার ক্যামেরা নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই ওর কাছ থেকে আমি দুশো ডলার চাই। টাকাটা সে নিজে আমার হাতে তুলে দেবে। প্রয়োজন হলে বাকবোর্ডে করে এখানে আসবে সে, কিন্তু তার আসা চাই। টাকা আদায় করার জন্যে আমাকে যদি ফ্লাইঙ এম-এ যেতে হয় তাহলে ওর বিপদ আছে। আজকের মত এত সহজে সে ছাড়া পাবে না।'

কথা শেষ করে গোড়ালির ওপর ঘুরে গ্যালারির ভিতর ঢুকে গেল লুইস।

তেরো

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে একজন রাইডারের র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছার শব্দ শুনতে পেল রোজি। বিছানায় ঢোকার জোগাড় করছিল সে। কি ঘটছে দেখার জন্যে নাইট ড্রেসের ওপর ড্রেসিঙ গাউন চাপিয়ে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। দেখল বাবা, মা আর তার ছোটবোন, সবাই বারান্দায় উপস্থিত। জ্যাক মরিস লোকটার কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনছে। ওদের কথার মাঝে বাধ সাধতে গেল না রোজি। পরে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া যাবে। দূর থেকে শুনে এটুকু বুঝতে পারছে যে কেউ জখম হয়েছে। বাবার চেহারা দেখে বুঝল খবরটা ভাল নয়।

লোকটার সব কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক। 'তোমার ভাই শহরে জখম হয়েছে,' রোজিকে সবথেকে কাছে পেয়ে ওকেই জানাল সে। 'ভিতরে কিছু গরম পানি আর ব্যান্ডেজ তৈরি রাখো; ওকে ওরা ধীর গতিতে নিয়ে আসছে। আরও দশ

পনেরো মিনিট পরে সে পৌঁছবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্যে এগোল রোজি। কিন্তু তার আগেই ওর মা বলে উঠল, 'আমি সব ব্যবস্থা করছি। আমি···আমি জানি কি কি দরকার হবে।' তার স্বরটা তিক্ত। 'এতদিনে এটা অন্তত আমার জানা উচিত।'

ভিতরে চলে গেল লিন্ডা। বারান্দায় দুই বোন পরস্পরকে ঘেঁষে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গ প্রয়োজন। আপাতত বিরোধ ভুলে গেছে ওরা। রাকা মুখ তুলে চাইল।

'পিটার?' ডাকল সে, 'পিটার হ্যাঙ্ক?'

ভারী গড়নের হ্যাঙ্কই খবরটা নিয়ে এসেছে। ঘোড়া নিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোবার পথে থামল সে। 'বলো, মিস রাকা?'

'কে···কাজটা কে করেছে?'

'ওই লুইস নামের লোকটা, ম্যাম,' জানাল হ্যাঙ্ক। ওর ঝাঁটার কাঠির মত গোঁফ দাঁত অনাবৃত করে একটু উপরে উঠে গেল। জানালার ক্ষীণ আলোয় ঠিক বোঝা গেল না লোকটা হাসছে, না ভেঙচি কাটছে। আড়চোখে জ্যাক মরিসকে একবার দেখে নিয়ে সে বলল, 'আমার মত জানতে চাইলে আমি বলব ফ্লাইঙ এম-এর কাছে ওর অনেক ঋণ জমে উঠছে। ওই লোকটা আমার কাছেও ঋণী।'

'ওটা তোমার পিস্তলের ঋণ নিশ্চয়ই নয়,' মিষ্টি সুরে বলল রোজি। 'তোমার পিস্তল তো সে ফেরত পাঠিয়েছিল। হয়তো তুমি ওই পাখির গুলিতে তোমার প্যান্টে বাতাস চলাচলের রাস্তা করে দেয়ার কথাই ভাবছ।'

হ্যাঙ্কের চোখ দুটো সরু হলো। কিন্তু শান্ত অমায়িক স্বরেই সে বলল, 'আহ্, মিস রোজি, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ। অবশ্য ওটা আমার পাওনা ছিল। কিন্তু সেবার আমাকে সে অসতর্ক অবস্থায় পেয়েছিল। ওই চেহারার লোকের থেকে আমি ঝামেলা আশা করিনি। আমি শপথ করে বলছি, এমন আর ঘটবে না। আমি ওকে উচিত শিক্ষাই দেব।'

'ড্যান কিভাবে জখম হলো?' প্রশ্ন করল রোজি।

'আমি যা বুঝলাম, তাতে মনে হয় যে ড্যান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, ওই লোকটা তখন রাস্তার ওপর ক্যামেরা ফিট করে ছবি তুলছিল। ড্যানকে তো তুমি জানো, নিছক মজা করার খাতিরেই সে ওর দিকে ঘোড়া ছোটায়। শেষে লাফিয়ে ঘোড়ার পথ থেকে লুইস সরে যায় বটে, কিন্তু দড়ির ফাঁসে আটকে ওর ক্যামেরাটা ভেঙে দিয়েছে ড্যান। বুঝতেই পারছ, এসবই একটু মজা করার জন্যে। তোমার ভাই ওই ঘটনাকে হালকা ভাবে নিয়ে সেলুনে ঢুকে নিরিবিলিতে একটু মদ খাচ্ছিল, এই সময়ে হঠাৎ ওই টেন্ডারফুট রাগে আগুন হয়ে শটগান হাতে সেলুনে ঢুকল। সে আমাদের সবাইকে কোণঠাসা করে ফেলল। আগের ঘটনা সম্পর্কে তখনও আমরা কেউ কিছুই জানি না। রাস্টি মাইকও তার কোল্ট ফোরটিফাইভ হাতে আমাদের কাভার করে দাঁড়িয়েছিল।'

চঞ্চল হয়ে উঠল রাকা। 'রাস্টি মাইক? আমি বুঝতে পারছি না, সে ওখানে কি করছিল?'

হ্যাঙ্ক বলল, 'ওটা খুব শক্ত একটা প্রশ্ন। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো মিস

রাকা, কিন্তু আমি বলব ওই দুজনের মধ্যে কোন যোগসাজশ আছে। প্রথমে ফটোগ্রাফার ওকে আমাদের হাত এড়িয়ে পালাতে সাহায্য করল। তারপর আজ রাস্টি ওর পাশে দাঁড়াল, এটা যোগসাজশ নয়তো কি?...আমার মতে ওই লোকটা একজন ভুয়া ফটোগ্রাফার। গান-পাউডারের ধোঁয়া যারা পছন্দ করে তাদের চিনতে আমার বাকি নেই–ওদের আমি দূর থেকে দেখেই চিনতে পারি। জেরি প্রাইস আর দক্ষিণের র‍্যাঞ্চারদের সাথেও রাস্টি যোগাযোগ করেছে। ঘটনাস্থলে ওদের সাথে রাস্টির কিছু পোষা চামচাও ওখানে উপস্থিত ছিল। রাস্টি সপ্তাহ দুয়েক আগে একবার টাওসে গেছিল; হয়তো সেখানেই সে ভাড়াটে গানম্যান হিসেবে লুইসকে নিয়োগ করেছে।...অবশ্য এটা কেবল আমার একটা ধারণা মাত্র, ম্যাম।'

কথাগুলো সে রাকাকে বলছিল। কিন্তু এটা বোঝাই যায় যে আসলে কথাগুলো জ্যাক মারসকে শোনানোই ছিল ওর উদ্দেশ্য। লোকটা মালিকের সামনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চাইছে। দেখাতে চাইছে যে ফোরম্যানের পদটা কোনক্রমে খালি হলে সেই হবে ওই পদের উপযুক্ত প্রার্থী। জ্যাকের চেহারা দেখেই সে বুঝেছে, লেফটি ফিরলে ওকে অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে।

রোজি সংক্ষেপে বলল, 'বাড়তি কথা বাদ দাও, আসলে ঘটনা কি ঘটেছে তাই বলো।'

হ্যাঙ্ক বলল, 'তোমার ভাইয়ের জীবনের আশায় আমরা এক নিকেলও (পাঁচ সেন্ট) বাজি ধরতে রাজি ছিলাম না। সে নতি স্বীকার করবে না, এটা আমরা জানতাম। ওর মৃত্যু ছিল নিশ্চিত, আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। ওই টেভারফুটও গুলি করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। এই সময়ে হঠাৎ সে মত পালটে গানটা রাস্টির হাতে ধরিয়ে দিয়ে, নিজের পিস্তল মেঝের ওপর রেখে, খালি হাতেই ড্যানের দিকে এগোল। পরে যা ঘটল সেটা অমানুষিক। ড্যান ঠিকই তার পিস্তল বের করেছিল, কিন্তু ওটা ওর হাত মুচড়ে ফেলে দিল লুইস। তারপরে ওকে ছেলেমানুষের মত শার্ট ধরে শূন্যে তুলে পিটাতে পিটাতে রাস্তায় নিয়ে ফেলল। আনাড়ি হোক আর না হোক, লোকটা শক্তিশালী। ড্যান কোন সুযোগই পেল না। মার খেতে খেতে শেষে ওই ভাঙা ক্যামেরার ওপর পড়ল সে। এই পুরো ঘটনার সময় রাস্টি আমাদের কাভার করে রেখেছিল। যাই হোক, লেফটি মরগ্যান আমাদের শান্ত থাকার ইঙ্গিত দেয়ায় আমরা কিছুই করতে পারিনি।'

'তোমরা ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করোনি?'

'আমি আমার লীডারের কথা অমান্য করার মানুষ নই, মিস মরিস। কিন্তু বসে বসে এসব দেখে আমার অসহ্য ঠেকেছে। রোগা-পটকা বলে ওকে যেভাবে পেটাল লুইস, তার বর্ণনা দেয়া কঠিন। ছেলেটাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল ও। ওর কেবল প্রাণটা বেরোনো বাকি ছিল।' একটু ইতস্তত করল সে। 'আমার মতে লেফটি এখন সফটি হয়ে গেছে। লুইসকে এভাবে পার পেতে দেয়া ওর ঠিক হয়নি। সে উপত্যকার মানুষকে ফ্লাইঙ এম-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার একটা সুযোগ করে দিচ্ছে। অথচ ওরা আগে ফ্লাইঙ এম-এর কোন লোক হেঁটে গেলে তার দিকে চাইতেও ভয় করত। আমাকে জিজ্ঞেস করলে–'

'ঠিক আছে, পিটার,' শান্ত স্বরে বলল জ্যাক মরিস। 'তুমি খেয়ে নেয়ার ফাঁকে কাউকে তোমার ঘোড়ার যত্ন নিতে বলো, খাওয়া শেষ হলে নতুন একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তুমি মাঠে গিয়ে ওখানে দুজন ভাল লোক রেখে বাকি লোকজন নিয়ে এখানে ফিরবে।'

'ঠিক আছে,' মিস্টার মরিস।'

'ব্যস, এইটুকুই। এবার যাও।'

'বুঝেছি, স্যার।'

লোকটাকে দ্রুত বার্নের দিকে যেতে দেখে ঘুরে স্ত্রীর মুখোমুখি হলো সে।

'সবকিছু তৈরি,' বলল লিন্ডা। 'জ্যাক?'

'বলো?'

'যদি···যদি আমার ছেলে মারাত্মক ভাবে জখম হয়, তাহলে তোমার শিক্ষার দোষেই হবে। আমি তোমাকে ক্ষমা করব, সেই আশা কোরো না।'

'অনেকদিন আগেই তেমন আশা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল জ্যাক।

রোজির এমন জায়গায় সরে যেতে ইচ্ছে করছে যেখান থেকে ওদের দুজনের ঠাণ্ডা স্বরের তর্ক-বিতর্ক শোনা যাবে না। নিজের অসন্তোষ ওদের স্পষ্ট ভাবে না বুঝিয়ে সেটা এখন সম্ভব নয়। তাই এগিয়ে গিয়ে মায়ের বাহুতে হাত রাখল রোজি। 'ওরা যখন ওকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়েই ফিরিয়ে আনছে, তখন ড্যান বেশি জখম হয়নি,' সান্ত্বনা দিল সে। 'যাহোক, এমন নয় যে ওরা গানফাইট করেছে।'

মায়ের চেহারায় ওর কথা কানে যাওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। হাত সরিয়ে নিয়ে চুপ করেই থাকল সে। হঠাৎ দুপা এগিয়ে বারান্দার কিনার থেকে রাতের আঁধারে কি যেন দেখার চেষ্টা করল রাকা। অন্ধকারে সে বিড়ালের মতই দেখতে পায় বলে ওর সুনাম আছে। রোজি কিছু দেখতে পেল না কিন্তু রাকা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে, ওরা আসছে!'

কয়েক মিনিট পরে গেট দিয়ে ওদের ঢুকতে দেখা গেল। বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা। ড্যানের স্বর শোনা গেল। 'আমাকে ছেড়ে দাও, বলছি আমি ঠিকই আছি!'

কারও সাহায্য ছাড়াই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বাড়ির দিকে এগোল। ওর বাম হাত একটা সাদা কাপড়ের স্লিঙে ঝুলছে। পুরোপুরি ধুলোয় একাকার হয়ে আছে জামা-কাপড়। ওকে কিছুটা পরিষ্কার করার চেষ্টা অবশ্য আগেই করা হয়েছে, তবু এখনও নোঙরা, আর রক্তাক্ত।

লিন্ডা শঙ্কিত হয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস টানার শব্দ করল। রাকার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ধরনের হলো। তরুণী মেয়েটা নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলেও হাসি চাপতে পারল না। ড্যান থেমে দাঁড়িয়ে রাগের চোখে ওর দিকে চাইল।

রাকা বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি এবারে ভুল মানুষের সাথে লাগতে গেছিলে, ডিয়ার ব্রাদার!'

মা ধমকে উঠল, 'রাকা!'

'ওহ্, মা!' অধৈর্য স্বরে বলল রাকা। 'জীবনে এই প্রথম আমাদের ফাস্ট ড্র

মরিস গিয়ে ভালমত একটা পিটুনি খেয়ে এসেছে। অনেকদিন থেকেই এটা ওর পাওনা ছিল।'

লিন্ডা বলল, 'রাকা, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

জ্যাক বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, রাকা। তোমার হাতে কি হয়েছে, ড্যান?'

রাকাকে দমিয়ে রাখা গেল না। সে বলে উঠল, 'কেন, ওই ফটোগ্রাফার লোকটা তো ওকে পেটাতে হাতটাই টেনে খুলে নিয়েছিল!'

রেগে উঠল ড্যান। 'আমার এসব আর সহ্য হচ্ছে না।'

'তোমরা থামো তো!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জ্যাক। 'ড্যান, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম।'

'আমার কাঁধ ডিসলোকেটেড হয়ে গেছিল, ডাক্তার পার্ডি ওটা আবার ঠিক করে বসিয়ে দিয়েছে।' মুখ কুঁচকাল সে। 'আমার স্বীকার করতে লজ্জা করলেও রাকার কথাই ঠিক। লোকটা আমার হাত প্রায় খুলেই নিয়েছিল···ঈশ্বর, মনে হচ্ছিল যেন একটা আহত ব্রিজলি খেপে গিয়ে চড়াও হয়ে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে। লোকটা আমাকে মেরেই ফেলত যদি ওই নোয়েল মেয়েটা ওকে বাধা না দিত।'

ছেলের কাছে ছুটে গিয়ে ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিল লিন্ডা। 'তোমরা কি ছেলেটাকে এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবে সারারাত?' অনুযোগ করল সে। 'রোজি, তুমি ওকে ভিতরে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করো।'

'আমি হাঁটতে পারি,' আড়ষ্টভাবে বলল ড্যান; এবং হেঁটেই এগোল; কিন্তু বাড়ির ভেতর ঢুকে কর্মচারীদের চোখের আড়ালে গিয়ে ওদের সাহায্য নিতে আর আপত্তি করল না। বাধ্য ছেলের মতই সোফায় গা এলিয়ে দিল। লিন্ডা গরম পানি আনতে গেলে সে ফিসফিস করে বলল, 'রোজি?'

'বলো, ড্যান।'

'লোকটা আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করতে যাচ্ছিল! আমি যদি আগে জানতাম লোকটা এমন, তাহলে কখনও···লোকটা খেপে গেলে সত্যিই ভয়ানক!' চোখ বুজল সে। 'তোমাকে বলেছি, নোরা নোয়েল আমার জীবন বাঁচিয়েছে? ওকে একজন মরিস করে নিলে কেমন হয়···ভাবছি···'

রোজি ওই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে দেখল দরজার পাশেই রাকা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। 'কেমন আছে ও?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল রাকা। 'ড্যান ভাল হয়ে উঠবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'দুঃখিত আমি ওসব···জানি না আমার কেন এমন হয়···কিন্তু ওর মুখে এত বড়াই করার পরে এই ঘটনা বেশ মজার, তাই না?'

ওর কথার জবাব না দিয়ে রোজি বাবাকে খবরটা দেয়ার জন্যে এগিয়ে গেল। কিন্তু বাইরে থেকেই শুনল লেফটি মরগ্যানের সাথে কথা বলছে জ্যাক। কথাবার্তা একটু উত্তপ্ত স্বরেই হচ্ছে।

লেফটি বলছিল: 'আমি আবার বলছি, এতে আমি কোন অংশ নেব না, মিস্টার মরিস। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ওটা বোকার মত একটা আইডিয়া।'

জ্যাকের চোখ বিস্ফারিত হলো, 'তাহলে ড্যানের কথাই ঠিক। ওই লোকটাকে ভয় পাও তুমি! ছেলেটা পড়ে পড়ে মার খেল অথচ তুমি একটা আঙুলও নাড়লে না!'

'আমি কোন মানুষকেই ভয় করি না,' শান্ত স্বরে বলল মরগ্যান। 'তবে ওই লোকটার সাথে কথা বলতে, বা ওকে হুমকি দিতে, বা ওকে চূড়ান্ত কোন শর্ত দিতে ভয় পাই। ওকে আমার যথেষ্ট দেখা হয়ে গেছে, তাই এখন জানি ওর সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণাটাই ঠিক। এখন বুঝেছি ধারণাটা কেন জন্মেছিল। আমি ডক হলিডেকে টুম্বস্টোনে যাওয়ার আগে একবার দেখেছিলাম, মিস্টার মরিস। এ ছদ্মবেশী হলিডে নয় বটে, কিন্তু একই ছাঁদে গড়া। হলিডে ছিল একজন ডেন্টিস্ট। শুনতে নিরীহ শোনাচ্ছে না? এই লোকটা ফটোগ্রাফার। কিন্তু এতে কিছু বোঝার উপায় নেই। একটা মানসিক ধাক্কা ওকে একটা চলন্ত শটগানে পরিণত করেছে, টার্গেট খুঁজছে ও। ওকে না ঘাঁটানোই ভাল।'

রোজি ঘুরে ধীর পায়ে হেঁটে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ওদের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে সে। লেফটি যা বলেছে সেই কথাগুলো আর চমৎকার শটগান হাতে ওই বিশাল লোকটার কথাই ভাবছে রোজি। মুহূর্তের জন্যে দেখা ওই লোকটাকে তার রক্তপিপাসু খুনীর মত মোটেও মনে হয়নি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লেফটিকে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাঙ্কহাউসের দিকে যেতে দেখল রোজি। একটু পরেই একটা বেডরোল নিয়ে বেরিয়ে এসে ওটা ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ঘোড়া নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

লোকটাকে চলে যেতে দেখে রোজির বেশ কিছুটা খারাপই লাগল। সন্দেহ নেই লোকটা নিরাবেগ আর নির্মম ছিল। এখন লোকটার রাগ করে ফ্লাইঙ এম ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে পুরোপুরি উপলব্ধি করল যে ওর আনুগত্য আর বাস্তব বুদ্ধির ওপর তার কতটা অটল আস্থা ছিল। ভাইয়ের বেপরোয়া চরিত্র আর বাবার বদমেজাজের বিরুদ্ধে সে ছিল নিরেট আর পরিমিত একটা বিপরীত শক্তি। এখন সে আর নেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বাবার সাথে কথা বলতে এগোল। শুনতে পেল জ্যাক তার কর্মচারীদের মাঠ থেকে বাকি লোকজন ফিরলেই রাইড করার জন্যে তৈরি থাকতে বলছে

চোদ্দ

অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসার পর গ্যালারি ছেড়ে বেরোল স্টিভ। দরজায় তালা দিয়ে হাতের ভাঁজে শটগান নিয়ে রাস্তা ধরে সে টেরিটোরিয়াল হোটেলের দিকে রওনা হলো। দিনের বেলায় ওটাকে শ্রীহীন দেখালেও এখন বাতির আলোয় বেশ পরিপাটি দেখাচ্ছে।

ডেস্কের পিছনে নোরা নোয়েল বসে আছে। স্টিভকে এগিয়ে আসতে দেখে মিষ্টি হাসি দিয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাল সে ওর চোখে শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুমোদনের আভাস। 'তুমি অদ্ভুত একটা মানুষ, মিস্টার লুইস,' বলল সে। 'আমি ভাবতেই

পারিনি তুমি…' একটু ইতস্তত করল মেয়েটা। 'তুমি এমন সভ্য চেহারার মানুষ, আমি ভাবতেই পারিনি তোমার মধ্যে এতটা বুনো প্রকৃতি থাকতে পারে।' লুইসকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বলল, 'আমার বাগড়া দেয়া উচিত হয়নি।'

'তুমি বাধা দেয়ায় আমি খুশিই হয়েছি,' জানাল লুইস। 'আমি রাগে অন্ধ হয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে সত্যিই ও ছেলেমানুষ, পরিণত হওয়ার আগেই বড়দের সাথে সমানে পাল্লা দিতে চেয়েছিল।'

'পশ্চিমে যে কোমরে পিস্তল ঝোলায় এবং ব্যবহার করে, তাকেই আমরা পরিণত পুরুষ বলে মেনে নিই। সে ড্রিঙ্ক করে এবং মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টিও করে। একজন মানুষকে ড্যান হত্যাও করেছে। যে হত্যা করতে পারে তার হত্যার শিকার হওয়ার বয়সও হয়েছে। বিশেষ করে যখন গায়ে পড়ে সে তাই চাইছে!' শেষের দিকে ওর স্বরটা কঠিন শোনাল।

লুইস প্রশ্ন করল, 'তুমি যদি তাই অনুভব করো, তাহলে আমাকে ঠেকাতে গেছিলে কেন?'

নিচের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নোরা। যখন চোখ তুলল তখন ওর চোখের ভাষা আর অকপট থাকল না। 'আমি জানি না,' অত্যন্ত নিচু স্বরে বলল সে। 'সত্যিই আমি জানি না। ওটা একটা ঝোঁকের বশে ঘটেছে।' হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে নোরা বলল, 'সাপারের সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি কিছু খেতে চাও তাহলে আমি গিয়ে রাঁধুনীকে বলে আসতে পারি।'

'আমি আজ কিছু রান্না করিনি, তোমাদের যদি খুব অসুবিধে না হয় তবে সেটা আমার জন্যে খুব ভাল হয়।'

'কোন অসুবিধেই আমাদের হবে না। আমি ওকে তোমার খাবার বাররুমে সার্ভ করতে বলে আসছি। ওখানে কিছু লোক আছে যারা তোমার সাথে পরিচিত হতে চায়। আমি ওদের কথা দিয়েছি তুমি এলে তোমার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দেব। ওরা কোনার টেবিলে বসেছে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'স্টিভ?'

'বলো?'

'এখানে তুমি নিরাপদ। কিন্তু যখন বেরোবে, সাবধান থেকো।'

মেয়েটা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেপে গিয়ে ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বারের দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই সে জর্জ হেনরিকে দেখতে পেল। ওই লোকটাই সাপ্লাইয়ের দোকানে ওকে কফি আর বেকন এনে দিয়েছিল। বারের ওপর কাত হয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোকটার নেশা হয়েছে। কোনায় একটা টেবিলে তিনজন লোক বসে আছে। ওদের সবাইকেই স্টিভ আগে দেখেছে। কঠিন গড়নের সাদা চুলওয়ালা র‍্যাঞ্চারই সেধে জেরি প্রাইস বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। ওর সাথের দুজনের চেহারা চেনা হলেও ওদের নাম লুইস জানে না।

জর্জকে পেরিয়ে এগোবার সময়ে লোকটা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে কিছুটা জড়ানো আর অনিশ্চিত স্বরে বলল, 'মিস্টার লুইস, আমার কথা হয়তো তোমার

মনে নেই–'

'কিন্তু আমার মনে আছে, মিস্টার হেনরি,' থেমে দাঁড়িয়ে বলল লুইস। 'কেমন আছ তুমি?'

'আজ সন্ধ্যায় আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছি,' জানাল জর্জ। 'এটা সবাই স্পষ্ট বুঝতে পারবে। আমি তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিতে চাই, মিস্টার লুইস এবং সেইসাথে জানাতে চাই আমার আন্তরিক কংগ্রেচুলেশন। এবং তারপর তোমার নাকের ওপর একটা ঘুসি মারতে চাই–কিন্তু তা করব না।'

'শুনে খুশি হলাম,' গম্ভীর মুখে জানাল স্টিভ।

'আমি তোমার নাকে ঘুসি মারতে চাই, কারণ তুমি আমাদের সান্তা ক্লারার সব সাহসী বাসিন্দার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ আমরা কত দুর্বল। ওই বেয়াড়া ছেলেটা শহরে এলে আমরা সবাই ওকে সমীহ করেই চলেছি–তারপর তুমি এসে ওর পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে ওকে বাচ্চা ছেলের মত প্যালেস বার থেকে ছুড়ে বাইরে ফেলে দিলে! আমি ড্রিঙ্ক করি না, মাত্র তিনটে খাওয়ার পরেই আমার যা অবস্থা হয়েছে তাতেই বুঝতে পারছ। কিন্তু আজ রাতে নিজের লজ্জাকে আমি মদে ডুবিয়ে মারতে চাই। কেন? কারণ ওটা তুমি না হয়ে আমিও হতে পারতাম! আমারই ওকে শিক্ষা দেয়া উচিত ছিল! আমাদের বাসায় একটা ভাল বারো গেজের বন্দুকও আছে, এবং আমারও প্রায় তোমার মতই শক্তি আছে, তবু আমি কাজটা একজন স্ট্রেঞ্জারের করার অপেক্ষায় ছিলাম যেটা আমার করা–হোজে! আমার বন্ধু মিস্টার লুইসকে একটা ড্রিঙ্ক দাও। আমিও ওর সাথে একটা খাব।'

বারটেন্ডার হোজে বলল, 'একটু ধীর-স্থির হও, সেনইঅর হেনরি। তোমার বাবা তোমাকে খুঁজবে।'

'এখানে আসবে না,' বলল জর্জ। 'সে ভাবতেই পারবে না আমি এখানে আছি। জানে আমি মদ স্পর্শ করি না। আমি একটা ভাল ছেলে এবং তার বাধ্য সন্তান; এবং আমি একটা মিষ্টি সুন্দরী মেয়ের স্বামী হব।...তোমার ওকে মেরে ফেলা উচিত ছিল, মিস্টার লুইস! ড্যান ভাল নয়, মোটেও ভাল না। ভাল মেয়েরা কেন এমন লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়...ওর আকৃষ্ট করার মত কি আছে?'

জর্জের গলার স্বর মিইয়ে এল ওর চেহারায় চমক ভাঙার একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। আর একটা কথাও না বলে সে টলতে টলতে গলির দরজার দিকে এগোল। হোজে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ওকে সামলে ধরে গলি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

একটু অপেক্ষা করে ড্রিঙ্কে একটা ছোট্ট চুমুক দিল স্টিভ। পিছনের আয়নায় সে জেরি প্রাইসকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখল। র‍্যাঞ্চার গলির দরজার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল।

'কাল সকালে ওর মত প্রচণ্ড মাথা ধরা নিয়ে জাগতে চাই না আমি। এই প্রথম ওকে ড্রিঙ্ক করতে দেখলাম। ওর বাবা প্রায়ই গর্বের সাথে কথাটা বলে। যাক, ছেলেটা এতদিনে কিছুটা স্বাধীনচেতা হতে পেরেছে দেখে খুশি হলাম, যদিও ওর পেটে তা সহ্য হবে না।'

'ওর এই অবস্থার কারণ কি?' প্রশ্ন করল স্টিভ।

কাঁধ উঁচাল প্রাইস। 'সামনের সপ্তাহে হাওয়ার্ড হাইনসের মেয়ের সাথে ওর বিয়ে হওয়ার কথা। শোনা যায় তরুণ মরিসের প্রতি মেয়েটার দুর্বলতা আছে। ওদের হঠাৎ 'এই এনগেজমেন্ট সবাইকে অবাক করে দিয়েছে।' কোনার দিকে মাথা হেলিয়ে ইশারা করল প্রাইস। 'তুমি আমাদের টেবিলে এসে বসবে, মিস্টার লুইস? আমার দুজন বন্ধু তোমার সাথে পরিচিত হতে আগ্রহী।'

মাথা ঝাঁকিয়ে র‍্যাঞ্চারকে অনুসরণ করল স্টিভ। ওদের আসতে দেখে টেবিলে বসা লোক দুজন উঠে দাঁড়াল। 'এ হচ্ছে স্টুয়ার্ট মিল্‌স্,' চিকন লোকটাকে দেখিয়ে বলল প্রাইস। 'এবং অন্যজন হচ্ছে হ্যারি লেন। দক্ষিণে আমাদের তিনজনের তিনটে র‍্যাঞ্চ আছে, ফলে আমাদের সমস্যাও অনুরূপ। সন্দেহ নেই তুমি তা আগেই জেনেছ।'

ওদের দুজনই লুইসের সাথে হাত মিলিয়ে ওকে ইশারায় খালি চেয়ারটা দেখিয়ে নিজেরা আসন গ্রহণ করল। 'আমাদের এভাবে প্রকাশ্যে মিলিত হওয়াতে এখন আর কোন ক্ষতি নেই,' হেসে বলল স্টুয়ার্ট। 'এতদিনে জ্যাক মরিস নিশ্চয় পরিষ্কার বুঝে গেছে তুমি কোন দলে।'

হ্যারি লেন বেশ বিরক্ত স্বরেই বলল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না আমাদের এসব অভিনয়ের মানে কি। আমার দৃষ্টিতে এসব মিছে টাকা আর সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

কোন কথা না বলে চুপচাপ আসন গ্রহণ করল স্টিভ। ওদের কথাবার্তার কোন অর্থ সে বুঝতে পারছে না আশা করছে আগামীতে ওসব কথার অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার হবে। নিজের গ্লাসে আবার চুমুক দিল সে। স্পিরিটের ঝাঁঝে লুইসের ভিতরটা গরম হয়ে উঠল বেশ টের পাচ্ছে কতটা খিদে পেয়েছে ওর।

লুইসের মন বুঝেই যেন মাথায় পাগড়ির মত করে কাপড় মোড়া জলদস্যু চেহারার একজন কালো লোক এক প্লেট খাবার আর কফি ঠেলে দিল ওর দিকে। 'কেবল সিনইঅরার খাতিরেই আমি এটা করছি, বলল রাঁধুনী। শুধু সিনইঅরার জন্যেই। এরপর থেকে আমি যখন সবার জন্যে রান্না করি তখনই তুমি খাবে। ঠিক আছে?'

লম্বা লম্বা পা ফেলে লোকটা চলে গেল। হ্যারি লেন আবার অনুযোগের সুরে কথা শুরু করল

'হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত সন্তোষজনক কথা যে যেটা দশ বছর আগেই জ্যাক মরিসের পাওনা ছিল সেই সাজা তার ছেলে ড্যান মরিসকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি কেবল আনন্দের জন্য টাকা ঢালব না।'

লুইস খাওয়া শুরু করল। জেরি প্রাইস ওর দিকে চেয়ে কিছুটা কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলল, 'লুইস জানে সে কি করছে আমরা ওর পদ্ধতির আলোচনা করতে এখানে জড়ো হইনি, কেবল ওকে জানাতে চেয়েছিলাম যে আমরা সবাই আজ রাতে শহরেই থাকব এবং পরেও দুএক দিন থাকব। প্রয়োজন হলে আমাদের হাতের কাছেই পাবে ও।'

লুইস মাথা ঝাঁকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিল। এই লোকগুলো তার সম্পর্কে আগে থেকে কিছু কল্পনা করে নিয়েই এসব কথা বলছে ওরা কি ধারণা করেছে

সেটা বুঝতে পারছে না স্টিভ। এই পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হ্যারি প্রশ্ন তুলল, 'আজ রাতে রাস্টি কোথায়? ওই যুবক আজকাল যেন একটু বেশি স্বাধীন হয়ে উঠছে। এটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'ওকে অন্তত কিছুটা কৃতিত্ব দাও,' বলল প্রাইস। 'আমাদের সাহায্য ছাড়াই লোকটা তেরো বছর বয়স থেকে এই সংগ্রাম লড়ে আসছে। এখন সে যদি কিছুটা স্বাধীনচেতা হয়ও, ওকে দোষ দেয়া যায় না।

স্টুয়ার্ট কিছুটা খিটখিটে স্বরে বলল, 'হয়তো ও যদি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এতটা জিদ না ধরত তাহলে আজ আমাদের এই লড়াইয়ের দরকার পড়ত না। মার্টিনেজের মত লোক আর তার দলের লোকজনের দিকে তাকালেও আমার গায়ে জ্বালা ধরে। অথচ নিজের র‍্যাঞ্চ বাঁচাতে ওদেরই সাহায্য আমাকে নিতে হচ্ছে।'

মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টুয়ার্ট। 'এক সময়ে আমি ভাবতাম এই উপত্যকার বিস্তার মাস্টারসন আর রাস্টি মাইক সহ আমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট বড়। মরিস তার স্প্যানিস গ্রান্টের বদৌলতে মাঝের বিরাট সিংহ-অংশ দখল করার পরেও আমরা শান্তিতেই থাকতে পারতাম। লোকটা যখন আমাদের চুরির দায়ে অভিযুক্ত করল তখন আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি সে সিরিয়াস। আমরা, যারা তার বন্ধু, এবং যুদ্ধের সময়ে তার পাশেই দাঁড়িয়ে লড়েছি–আমাদেরই সে চোর–'

'আমার বন্ধু সে কখনও ছিল না,' বলে উঠল স্টুয়ার্ট। 'আমি বিশ্বাস করি না লোকটা মন থেকে ওকথা বলেছে। ওটা ছিল আমাদের এখান থেকে তাড়াবার একটা ছুতো। মাস্টারসন আর বিগ মাইককে সে যেভাবে খুন করেছে সেটা প্রকাশ্যে আমাদের বেলায় করার সাহস পায়নি বলেই ওই ছুতোয় আমাদের ঠেলে মরুভূমির দিকে পাঠাতে চেয়েছিল। যতটা পিছিয়ে আসা সম্ভব ছিল তা আমি করেছি–আর পিছাব না।'

'ওই ব্যাপারে আমরা সবাই একমত,' সায় দিল জেরি প্রাইস। লুইসের দিকে ফিরল সে। 'আমি পরিষ্কার বুঝি যে আমরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সামলাতে জানি। আমি নিজের ব্যাপারে বলতে পারি যে আমি কখনও আমার হয়ে নোঙরা কাজ করার জন্যে কাউকে ভাড়া করিনি। আমি নিজের মুরোদের সীমা জানি; লেফটি মরগ্যানের মত লোক আমার চেয়ে অনেক উঁচু মার্গের। তুমি যদি প্রয়োজন মনে করো, জেনো আমরা আশেপাশেই থাকব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝার ভান করে কফি শেষ করে লুইস উঠে দাঁড়াল। 'গুড নাইট, জেন্টলমেন,' বলে সে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

লবিতে এসে দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে মাথা চুলকাল সে। ওদের কথার অর্থ ভুল বুঝে না থাকলে ব্যাপারটা এমন দাড়াচ্ছে যে র‍্যাঞ্চাররা তাকে ভাড়াটে বন্দুকবাজ ভাবছে। এবং ওরা ধরেই নিয়েছে লুইস ওদের বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করছে। সে সহজেই ওদের ভুল ভাঙিয়ে দিতে পারত, কিন্তু ওদের প্রস্তাবিত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করার আগে সে জেনে নিতে চায় এই এলাকার আর কতজন ওর সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করে। চারপাশে তাকিয়ে সে নোরাকে কোথাও দেখতে পেল না।

মনেমনে স্টিভ বিচার করে দেখছে ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টায় কতটা লাভ হবে। তথ্য আর কিছু উপদেশ ওর প্রয়োজন।

একটু পরে মাথা নাড়ল সে। স্টিভ বুঝতে পারছে মেয়েটাকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে আস্থার সাথে কোন কথা বলা ঠিক হবে না। সে বুঝছে এই শহরে ওর প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই, কেবল আছে কিছু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ার মানুষ। অবশ্য এটা তেমন ক্ষতিকর কিছু নয়। বন্ধু না থাকলে বিশ্বাসঘাতকতা করার লোকও কেউ থাকছে না।

পনেরো

লুইস বাইরে বেরিয়ে দেখল বাতাসটা পড়ে এসেছে। রাস্তা ধরে গ্যালারির দিকে এগোল সে। হঠাৎ ওর মনে হলো পিছন থেকে পা ঘষে কারও চলার শব্দ শুনতে পেল। একই গতিতে এগিয়ে চলল স্টিভ; ওর বুড়ো আঙুল দ্রুত হ্যামার টেনে শটগান কক করার জন্যে তৈরি। সামনের গলিটা না আসা পর্যন্ত স্থির গতিতে হেঁটে গলির মুখে পৌঁছে দ্রুতপায়ে গলির ভিতর অন্ধকারে সরে গেল। তারপর দেয়ালের সাথে সেঁটে অন্ধকারে মিশে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গলির মুখে একটা মানুষের আকৃতি দেখা গেল–গলির অন্ধকার থেকে রাস্তার কিছু আলোর পটভূমিতে ওকে দেখা যাচ্ছে। লুইস শটগান কক করল। কক করার শব্দে গলির মুখের লোকটা একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়াল। সে ডাকল, 'মিস্টার লুইস?'

আটকে রাখা দম ছাড়ল লুইস, কিন্তু শটগান নামাল না। 'তুমি কে?'

'আমার নাম ডেল মার্টিন। আমি রাস্টি মাইকের লোক। সে আমাকে তোমার ওপর চোখ রাখার জন্যে নিয়োগ করেছে।'

'ম্যাচের একটা কাঠি জ্বালাও,' বলল লুইস। 'কিন্তু সাবধান!'

'তোমার তো চোখ আছে, বন্ধু,' শান্ত স্বরে লোকটা বলল। 'আমার ম্যাচ প্যান্টের পকেটে রয়েছে।'

'আমি একজন ফটোগ্রাফার, আমাকে ডার্করুমে প্রচুর সময় কাটাতে হয়, সুতরাং খুব সাবধান।'

ম্যাচ জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত লোকটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল স্টিভ। আলোতে দেখল এই লোকটাকেই সে আজ বিকেলে রাস্টির সাথে দেখেছে। ওর চেহারাটা নেহাতই সাধারণ; পরনে জীর্ণ কাউবয়ের পোশাক।

'ঠিক আছে,' বলে শটগানের হ্যামার নামিয়ে নিল স্টিভ। 'মিস্টার মাইক কি ধরনের নজর রাখতে বলেছে?'

'রাস্টির ধারণা সামনের দিক তুমি ঠিকই সামলাতে পারবে–পিছনদিক সামলানোর ভারই কেবল আমাকে দেয়া হয়েছিল, এবং তুমি ঘুমালে তখনও নজর রাখতে বলা হয়েছে। যেন তোমাকে ঘুমের মধ্যে কেউ খুন করতে না পারে।'

লুইস হাসল। 'মিস্টার মাইকের আমার ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে, বোঝা

যাচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে, আমি আজ রাতেই মিস্টার মরিস সিনিয়রের কাছ থেকে একটা ভিজিট আশা করছি। তাই আমি একটা কম্বল নিয়ে পিছন দিকের খোলা জমিতে যে অ্যারোয়োটা আছে, তারই ভাঁজে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আমার বিশ্বাস তোমার নিরাপত্তার জন্যে কারও খবরদারি করার দরকার নেই–তুমি নিজেই যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে আমি একটা রাত তোমার বিছানায় কাটাতে পারি। এতে আমাদের দুজনের একজন অন্তত আরামে থাকতে পারবে। এবং এতে কেউ একজন হয়তো বিচ্ছিরি একটা ধাক্কাও খেতে পারে। আমার ঘুম অত্যন্ত পাতলা।'

গ্যালারিতে ঢুকে একটা বাতি জ্বেলে ওটা ছবি তোলার কামরার ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে বেডরুমে গেল লুইস। ওখান থেকে একটা কম্বল নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পিছনের দরজাটা খুলে দিল। ডেল মার্টিন খোলা পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকে ওটা খাপে ভরল।

'এখনও আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না,' বলল সে। 'কিন্তু তুমি যেমন ভাবছ, ছেলের অবস্থা দেখার পর জ্যাক মরিসের এখানে ছুটে আসাটা খুবই স্বাভাবিক। তোমার কফি তুমি কোথায় রাখো? হয়তো এটা একটা লম্বা রাত হয়ে উঠতে পারে।'

'শেলফের ওপর কফি আছে, পানি ভরা অবস্থায় পটটা স্টোভের ওপরেই আছে; এবং বাক্সে কাঠ রয়েছে, দরকার হলে কফি তৈরি করে নিয়ো।' কম্বলটা বগলের তলায় গুঁজে শটগানটা তুলে নিল লুইস। 'তুমি নিশ্চিত, যে এখানেই থাকতে চাও?'

লোকটা বাঁকা ভাবে একটু হাসল। 'অনেকেই অন্ধকারে চুপিসারে ডেল মার্টিনকে হত্যা করতে চেয়েছিল, বন্ধু, কিন্তু ওরা কেউই একবারের বেশি চেষ্টা করার সুযোগ পায়নি।' পিস্তলটা বের করে অলসভাবে ওটার সিলিন্ডার ঘোরাল ডেল। 'আমার জন্যে তুমি চিন্তা কোরো না। কেবল তুমি ওদিকে কোন সাপের লেজ মাড়াতে যেয়ো না। শুধু মানুষ জাতের থেকে তোমাকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।'

অ্যারোয়োর একটা তীক্ষ্ণ বাঁকের খাঁজে নির্জন আশ্রয়ে কম্বল বিছিয়ে গা এলিয়ে দিল স্টিভ। অ্যারোয়োটা গ্যালারির তিরিশ গজ পিছন দিয়ে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে। অনেকক্ষণ সে আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে রইল। ছেলেবেলায় এবং এখানে আসার পথে সে বহুবার খোলা আকাশের নিচে ক্যাম্প করেছে। তাই এটা তার কাছে একেবারে নতুন নয়। শহরের কুকুরগুলোর ঘেউঘেউ শুনতে পাচ্ছে ও, এবং পুবের খাড়া টিলাগুলোর ওপর থেকেও ভেসে আসছে কয়োটির (আমেরিকান ছোট নেকড়ের) আতঙ্ক জাগানো তীক্ষ্ণ লম্বা ডাক।

এরপর সে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। গ্যালারির পিছনের দরজায় একটা বাচ্চা ছেলের করাঘাতের শব্দে ওর ঘুম ভাঙল। ছেলেটা তার সরু গলায় উত্তেজিত স্বরে ডাকছে, 'সেনইঅর লুইস, রোমেরো খবর পাঠিয়েছে ওরা আসছে!'

দরজা খুলে গেল। ওখানে নিচু স্বরে স্প্যানিস ভাষায় দ্রুত কিছু কথাবার্তা

হলো। তারপর ছেলেটাকে ছুটে অদৃশ্য হতে দেখল স্টিভ। ডেল মার্টিন গ্যালারি থেকে বেরিয়ে অ্যারোয়োর দিকে তাকাল। লুইস কম্বল ভাঁজ করে জুনিপার ঝোপের আড়ালে রেখে অ্যারোয়োর ঢাল থেকে মাথা বের করে দেখা দিল। লোকটা ওকে হাফ-স্যালিউট জানিয়ে আবার ভিতরে ঢুকল।

জামা-কাপড় ঝেড়ে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল লুইস। কিন্তু অন্ধকারে কয়টা বাজছে পড়তে পারল না। তবে পুবের আকাশটা এরই মধ্যে ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। এতক্ষণে শহরতলির দিক থেকে একদল ঘোড়সওয়ারের শহরের দিকে দ্রুত ছুটে আসার আওয়াজ লুইসের কানে পৌঁছল। চারপাশে তাকিয়ে সে বুঝে নিল এখান থেকে তার পক্ষে বিশেষ কিছুই করা সম্ভব হবে না। অ্যারোয়ো ধরে এগিয়ে রোজেনবার্গের দোকানের পিছনে হাজির হলো সে। খোলা জায়গাটুকু দৌড়ে পেরিয়ে দালানের পাশে অন্ধকারে লুকাল। সেকেন্ড দুয়েক পরেই ফ্লাইঙ এম-এর দলটা ওকে পেরিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল। শেষ লোকটা পেরোতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগল। ওরা সবাই এগিয়ে গ্যালারির সামনে থেমে দাঁড়াল। লুইস মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছে কৈফিয়ত হিসেবে সে জ্যাক মরিসকে কি বলবে। র‍্যাঞ্চারের আগমন যথেষ্ট খোলাখুলি, রাখা-ঢাকার কোন চেষ্টা নেই। লুইসকে ওই লোকের সম্পর্কে খুব ভুল ধারণা দেয়া হয়েছে। মিনিটে মিনিটে আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। এখন দূর থেকেও গ্যালারির সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে আলাদা করে চিনতে পারছে লুইস। একজন ভারী গড়নের লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেল।

'লুইস!' দরজার ওপর পিস্তলের ব্যারেল ঠুকে চিৎকার করল সে। 'লুইস, বেরিয়ে এসো।'

গ্যালারির কোনা ঘুরে একটা লোক বেরিয়ে ধীর পায়ে পিটার হ্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল।

'তুমি কি চাও, বন্ধু?' অলস স্বরে প্রশ্ন করল ডেল মার্টিন। 'তুমি লুইসকে খুঁজছ, সে এখানে নেই।'

'কোথায় আছে ও?'

'এইখানে, মিস্টার হ্যাঙ্ক,' বলে কোমরের কাছে শটগান বাগিয়ে ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে।

শান্ত সরে হ্যাঙ্কের ওপাশ থেকে মার্টিন বলল, 'আহ্, এর দিকে তোমার নজর দেয়ার দরকার নেই মিস্টার লুইস—ওকে আমি সামলাচ্ছি। তুমি এদের মালিকের ওপর শটগান ধরো। গোলাগুলি শুরু হলেই ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিও। তারপরে অবস্থা বুঝে দ্বিতীয় ব্যারেল খালি কোরো। বাকশট ব্যবহার করলে একেক গুলিতে ওদের তিন চারজনকে ফেলতে পারবে।'

রাইডারদের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য জাগল, কিন্তু জ্যাকের ইশারার নির্দেশে ওরা স্থির থাকল। যে লোকটার ভয়ে পুরো উপত্যকার লোক ভীত-সন্ত্রস্ত, তাকে সামনাসামনি দেখে হতাশ হলো স্টিভ ছোটখাটো লোকটাকে ঘোড়ার পিঠেও ভয়ানক দেখাচ্ছে না। তারপর চেহারার দিকে ভাল করে চেয়ে নির্বিকার মুখের পিছনে একটা অস্থির অদম্য শক্তি দেখতে পেল স্টিভ; ভুরুর নিচে সবুজ

রঙের অদ্ভুত দয়ামায়াহীন দুটো চোখ।

আবার ডেল মার্টিনের স্বর শোনা গেল। 'তোমার চোখ দুটো খোলা রেখো পার্টনার; আমি লেফটি মরগ্যানকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো বুড়ো শেয়ালটার আর কোন মতলব আছে।'

ভারী গড়নের লোকটা গ্যালারির দরজা থেকে তাড়াতাড়ি বলল, 'লেফটি কাজে ইস্তফা দিয়েছে। আমি এখন ফ্লাইঙ এম-এর ফোরম্যান।'

একটু নীরবতার ফাঁকে মার্টিন নতুন ফোরম্যানকে খুঁটিয়ে দেখল। 'তুমি? তোমাদের র‍্যাঞ্চে কি লোকজনের এতই অভাব যে তোমাকে ফোরম্যান করল?' এক পা আগে বাড়ল ডেল। 'তোমার নাম হ্যাঙ্ক? আমার নাম মার্টিন, ডেল মার্টিন···তোমার সেবায় নিয়েজিত···তুমি ওই পিস্তলটা দিয়ে আর কিছু করবে, নাকি অন্য মানুষের দরজায় কেবল টেপ ফেলবে?'

ভড়কে গিয়ে আড়চোখে মরিসের দিকে তাকাল হ্যাঙ্ক, কিন্তু র‍্যাঞ্চারের নির্বিকার চেহারা থেকে কোন সাহায্যই সে পেল না। 'কেন,' বলল সে, 'কেন, আমি–'

মার্টিন আরও একপা আগে বাড়ল। 'হ্যাঙ্ক, না? শুনেছি ওই নামের একটা লোক কয়েকদিন আগে হোটলের উঠানে তার পিস্তল খুইয়েছিল। মানুষকে নিজের পিস্তলের ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকা উচিত। যেমন ধরো তোমার ওটা। তুমি ওটাকে যেভাবে নাচাচ্ছ তাতে যেকেউ ভাবতে পারে ওটা দিয়ে তোমার গুলি ছোঁড়ার ইচ্ছা আছে। হ্যাঁ, এতে কিছু লোক বেশ নার্ভাস বোধ করতে পারে··· মিস্টার মরিস!'

'বলো,' মরিস বলল।

মার্টিনের স্বরটা কর্কশ আর অপমানজনক। 'এই অপদার্থ ঢোশকা লোকটাকে বলো সে যেন পিস্তল খাপে রেখে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যায়। সকাল বেলা খালি পেটে এমন অপয়া লোকের মুখ দেখাও পাপ।'

লুইস কেমন যেন একটা অসন্তোষ বোধ করছে। মরিসের এই খোলাখুলি ভিজিটের ধরন দেখেই বোঝা যায় লোকটা প্রধানত কথা বলতেই এসেছিল। ওর কি বলার আছে তা শোনাই উচিত। কিন্তু ডেল মার্টিন তার নিজের কোন স্বার্থে লুইসকে সুযোগ না দিয়ে নিজেই কথাবার্তা শুরু করেছে।

মরিসের দিকে শটগানটা তাক করল স্টিভ। মনেমনে সে কল্পনা করতে চেষ্টা করছে তার প্রথম গুলিতে জ্যাক মরিসের পাশ থেকে কতজন লোক ধরাশায়ী হবে। তার দ্বিতীয় গুলিতে, অবশ্য সে যদি তখনও বেঁচে থাকে, কতজন মরবে? ওর একটু অনুশোচনা হচ্ছে বটে, কিন্তু ভয় মোটেও করছে না···

হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে একজন আরোহী ঘোড়া নিয়ে রাস্তা আটকে দাঁড়ানো দলটাকে ভেদ করে ভিতরে ঢুকল। পূর্ববর্তী মুহূর্তগুলো এমন উত্তেজনায় কেটেছে যে আরোহীর আবির্ভাব টেরই পায়নি কেউ।

'থামাও এটা!' নারী কণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল। 'থামো তোমরা, বোকার দল!'

ষোলো

এখন যথেষ্ট আলো ফুটেছে। তাই মেয়েটাকে আগে মাত্র মুহূর্তের জন্যে একবার দেখে থাকলেও চিনতে লুইসের দেরি হলো না। জ্যাক মরিসের রুক্ষ স্বর শোনা গেল, 'রোজি! জখম হওয়ার আগেই ওখান থেকে সরে যাও। মেয়েদের জায়গা এটা নয়!'

রোজি মরিস বিস্ময়ের ধাক্কায় অভিভূত হয়ে ঘুরে তাকাল। 'বাবা, ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা এখানে কি করতে যাচ্ছ, একটা গণহত্যা? আমাকে তুমি বলেছিলে কেবল–'

'ওই খুনী দুজন আমাকে কোন কথা বলার সুযোগই দেয়নি!' রাগের সাথে বলল ওর বাবা। 'আমি মুখ খোলার আগেই ওরা আমাকে সংঘর্ষের দিকে ঠেলতে শুরু করেছে। ঠিক আছে, ওরা যদি এটাই চায়···যাও, মিস, এখান থকে সরে যাও!'

মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'লেফটি মরগ্যান তোমাকে বিশ পঁচিশজন লোক নিয়ে শহরে আসার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল। তোমার এত লোকজন নিয়ে আসা দেখে ওরা তো ভাবতেই পারে তুমি দাঙ্গা করতে এসেছ।'

'বাছা, তুমি কোন পক্ষে আছ? এবং ওই ডরপুক লেফটি সম্পর্কে আমি আর কোন কথাই শুনতে রাজি নই।'

'ওঁরা যদি সত্যিই খুনী হয়, তাহলে ওরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শুধুমাত্র একটা ছুতো খুঁজছে, আর তুমি তাদের হাতের পুতুল হয়ে সেই সুযোগটাই ওদের দিচ্ছ!' শ্বাস নেয়ার জন্যে একটু থামল সে। 'তুমি গণহত্যা করার জন্যে শহরে আসোনি, এখন ওদের ফাঁদে পড়ে তুমি তাই করবে?'

জ্যাক একটু ইতস্তত করল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।' হাতের গতিতে কোনরকম দ্রুততা না দেখিয়ে ধীরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা থলে বের করে আনল জ্যাক। ওটা লুইসের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলল সে। ধুলো উড়িয়ে ধাতব শব্দ তুলে ওটা নিচে পড়ল। 'আমাকে জানানো হয়েছে যে আমার ছেলে ক্যামেরা নষ্ট করার জন্যে তোমার কাছে ঋণী। দুশো ডলারের কথা বলা হয়েছে–আমার কাছে সেটা একটু চড়া মনে হলেও ওটাই তোমাকে দেয়া হলো, মিস্টার লুইস।' কঠিন দৃষ্টিতে মাটিতে দাঁড়ানো যুবকের দিকে চেয়ে আছে জ্যাক। 'কই, ওটা তুলে নাও!'

লুইস নড়ল না। লোকটার ঔদ্ধত্যে ওর রাগ চড়ে উঠছে। সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমার নির্দেশ ছিল যে টাকাটা ওই ছেলেকেই নিজের হাতে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে।'

নাক ঝাড়ার মত শব্দ তুলে শ্বাস ছাড়ল জ্যাক। 'তোমার নির্দেশ?! ফ্লাইঙ এম-কে নির্দেশ দেয়ার তুমি কে?'

'আমি একজন সৎ নাগরিক, যার সম্পদ আর সম্মান নষ্ট হয়েছে একটা অভদ্র

তরুণ অত্যাচারী ছেলের আচরণে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল লুইস। 'আমার ধারণা বাড়িতে যাকে মানুষের সাথে সংযত ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়া হয়নি, একজন শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে তাকে সংযত আচরণ শেখানো আমার কর্তব্য–এতে ভবিষ্যতে অন্যান্য নাগরিকের সম্পদ নিরাপদ থাকবে।'

জ্যাক মরিসের চেহারা এমনিতেই লালচে, এখন ভোরের আলোয় ওর মুখটা প্রায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। 'কী! একটা দুর্বিনীত তরুণ আমাকে–'

'ড্যাড, প্লীজ!' অসহায়ের মত বাবার মুখের দিকে চাইল রোজি। স্যাড্‌লের ওপর ঘুরে আড়চোখে স্টিভকে একবার দেখে সাইড-স্যাড্‌ল্ থেকে লঘু পায়ে নিচে নামল সে। দ্রুতপায়ে স্টিভের সামনে গিয়ে মেয়েটা বলল, 'মিস্টার লুইস, তুমি জানো আমার ভাই খুব জখম হয়েছে।'

'ডাইভ দিয়ে ঘোড়ার পথ থেকে সময় মত সরে যেতে না পারলে আমিও খারাপ ভাবেই জখম হতাম, মিস মরিস,' বলল স্টিভ।

'কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেটা নিয়ে আমি তর্ক তুলছি না,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, 'কিন্তু আমি যখন আসি তখন ড্যান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল–আমার মা মাথার কাছে বসে ওর দেখাশোনা করছিল। এটা তোমার অন্যায় জিদ···যাই হোক, এটা কি খুনোখুনি করার মত কোন বিরোধ?' ঝুঁকে থলেটা ধুলোর ওপর থেকে তুলে নিল রোজি। 'তুমি কি···তুমি কি ড্যানের বদলে আমার হাত থেকেও এটা গ্রহণ করবে না?'

জ্যাক মরিস ধমকে উঠল, 'রোজি! তুমি ওর কাছে নিজেকে ছোট কোরো না!'

বাবার কথায় কান না দিয়ে সে শান্ত স্বরে বলল, 'জবাব দাও, মিস্টার লুইস। তুমি নেবে না?'

ভোরের আলো-ছায়ায় মেয়েটাকে দেখল স্টিভ। প্রথমবারের দেখা মুখটার কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে। সে ভেবেছিল দ্বিতীয়বারের দেখায় হয়তো ওই চেহারা আর আগের মত সুন্দর দেখাবে না। কিন্তু দেখল, ওই চেহারাটা যেন এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে হাত বাড়িয়ে রোজির হাত থেকে থলেটা গ্রহণ করল।

মেয়েটা সাথেসাথেই ঘুরে ফিরে না এসে আরও কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে স্টিভের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি একজন তেতোবিরক্ত কঠোর মানুষ, মিস্টার লুইস। ওই শটগানটা কি সত্যিই তোমাকে সাহায্য করে?'

স্টিভ জবাব দিল, 'জানি না, আমি চেষ্টা করে দেখছি।'

'হ্যাঁ,' বলল রোজি। 'কিন্তু তুমি যখন বুঝবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই না? কেউ একজন মারা পড়বে।'

ঘুরে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল রোজি স্টিভ তাকিয়ে রইল ওর দিকে। মেয়েটা নোরার মত অত লম্বা নয়। মানানসই গড়ন ওর। রাইডিঙ পোশাক ওকে চমৎকার মানিয়েছে। স্টিভের বামে হ্যাঙ্ক তার পিস্তল খাপে ভরে জ্যাক মরিসের মাথার ঝাঁকি লক্ষ করে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল।

ফ্লাইঙ এম-এর মালিক ফেরার প্রস্তুতিতে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল। লুইসের দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটো সরু হলো। 'হ্যাঁ, আর একটা কথা,' কঠিন স্বরে বলল

সে, 'আমি চাই আগামীকাল রাতের আগেই তুমি এই শহর ছেড়ে চলে যাও।'

অবিশ্বাসের চোখে জ্যাকের দিকে তাকাল স্টিভ। কঠিন আর ক্ষমাহীন দেখাচ্ছে জ্যাকের চোখ। নির্ভীক চোখে চেয়ে আছে স্টিভ। প্রচণ্ড রাগে ওর কানের ভিতরটা দপদপ করছে। অনেক দূর থেকে যেন জ্যাকের স্বর ওর কানে ঢুকছে:··· 'হয়তো আমার ছেলে একটু বেলাইনে ছিল। সেইজন্যে তোমাকে তোমার ক্ষতিপূরণ আমি দিলাম, সেই সাথে তোমাকে জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়ারও সুযোগ দিচ্ছি। ন্যায় বিচারই করার চেষ্টা করি আমি। এমনও হতে পারে আমার শত্রুদের সাথে তোমার কোন যোগসাজশ নেই, তুমি এই ব্যাপারে একাই জড়িত ছিলে। তাই যদি হয় তবে সেটা তুমি আগামী রাতের মধ্যে শহর ছাড়লেই কেবল প্রমাণিত হতে পারে। বুঝেছ?'

রোজি এতক্ষণ শঙ্কা নিয়ে বাবাকে লক্ষ করছিল। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘোড়ায় চাপল। হ্যাঙ্কও তার ঘোড়ার পিঠে বসেছে। মার্টিন নেকড়ের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিস্থিতি বিচার করে দেখছে–একটা ছুতো বা ইঙ্গিত খুঁজছে ও।

'হ্যাঁ,' নিচু শান্ত স্বরে বলল স্টিভ। 'আমি পুরোপুরিই বুঝেছি।' ওর শটগানটা কাঁধে উঠে এল, ওটার ব্যারেল জ্যাক মরিসকে কাভার করে আছে। হ্যাঙ্ক চিৎকার করে তার পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল, এবং ডেল মার্টিন বাম দিকে সচল হয়ে পরিষ্কার একটা টার্গেট খুঁজছে। লুইসের গালে শটগানের পালিশ করা বাঁটের মসৃণ পরশ ওর মনে একটা বুনো অনুভূতি এনেছে। ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। এই সময়ে রোজি তার ঘোড়াকে স্পারের খোঁচা দিল। ঘোড়াটা লাফিয়ে সোজা লুইসের দিকে ছুটল।

স্টিভের জন্যে এটা ঢাল বেয়ে নিচের দিকে ছোটা একটা ট্রেন থামানোর মতই কঠিন কাজ হলো। কিন্তু স্টিভ কোনমতে নিজেকে সামলে ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপ কমাল। একই সাথে শটগানের ব্যারেল উপর দিকে তুলে অন্যদিকে সরিয়ে নিল। একটা গুলির শব্দকে আরও দুটো অনুধাবন করল। রোজি এক হাতে তার অন্য বাহু খামচে ধরল। লুইসকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হ্যাঙ্কের গুলি মেয়েটার বাহুতে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই মার্টিনের দুটো অব্যর্থ গুলি হ্যাঙ্ককে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল। মুহূর্তে চমকে লাফিয়ে ওঠা ঘোড়া, রাইডারদের গালাগালি আর পিস্তল-রাইফেলের নলের নড়াচড়ায় রাস্তায় তাণ্ডব নাচ শুরু হলো।

'গুলি কোরো না!' জ্যাক মরিসের চিৎকার শোনা গেল। 'থামো তোমরা! রোজি, বাছা আমার, তুমি ঠিক আছ তো?'

মেয়েটার ঘোড়া ওকে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে স্টিভ বাম হাতে ওটার ঝুলন্ত লাগাম ধরে ফেলল। রোজির মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। বাহু আঁকড়ে ধরা আঙুলের ফাঁকে একটু রক্ত দেখা দিল। কিন্তু জখমের দিকে ওর কোন নজর নেই। 'তুমি নিশ্চয় পাগল!' লুইসের দিকে চেয়ে সে বলল। 'তুমি জ্যাককে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করতে যাচ্ছিলে!'

'পাগল?' কর্কশ স্বরে বলল স্টিভ। 'এখানে পাগলটা আসলে কে, মিস মরিস? আমি, নাকি যে আকস্মিক ভাবে জানাল তার ইচ্ছা মত আমাকে বাড়ি আর ব্যবসা ছাড়তে হবে?'

রাগে চিৎকার করে তিরস্কার করল রোজি, 'তোমার শটগান যেখানে আছে তোমার ব্যবসাও সেখানে! তুমি একজন বন্দুকবাজ আর খুনী। আমার মনে হয় না তুমি ছবি তোলার ব্যাপারে কিছু জানো। ওটা তোমার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য ঢাকবার একটা চালাকি!'

লুইস বলল, 'জ্যাক মরিসের আদেশে লেজ গুটিয়ে সান্তা ক্লারা থেকে পালিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। তোমার বাবা হয়তো কাল সন্ধ্যায় আমাকে খুন করাবার জন্যে কাউকে নিয়োগ করবে। আজ সকালে তাকে আমার শটগানের আওতায় পেয়ে সেটাই আমি ঠেকাবার চেষ্টা করছিলাম। সুবিধাটা আমার কাছ থেকে বিপক্ষে সরে যাওয়া পর্যন্ত আমি কেন অপেক্ষা করব?' একটা বড় শ্বাস নিল স্টিভ। 'তোমার বাবার মত একজনকে আমি একসময়ে চিনতাম। আমি ভাবতাম তারই আদেশে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়। সে ছিল ওয়াশিংটনের সেনেটর এবং আমার শ্বশুর। অন্তত কিছুদিন তার কথা আমি মেনে চলেছিলাম। কিন্তু তোমার বাবার কথায় বা আদেশে আমি চলতে যাব কেন? আমি কিছুতেই তা করব না!'

রোজি কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু ফ্লাইঙ এম-এর কর্মচারীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকাল। নিচে নেমে হ্যাঙ্ককে যে দুজন পরীক্ষা করে দেখছিল, তারা উঠে দাঁড়াল। একজন রাইডার রাস্তার মাথায় দেখা দিল; লোকটা বারবার নির্মম ছড়ির আঘাতে ঘোড়াটাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে বাধ্য করছে। ফ্লাইঙ এম-এর লোকজন সরে গিয়ে ওই রাইডারকে সরাসরি জ্যাক মরিসের কাছে পৌঁছাবার পথ পরিষ্কার করে দিল।

'তুমি এখানে কি করছ, সেড্রিক? তোমাকে গরুর দেখাশোনা করতে মাঠেই থাকার আদেশ দেয়া হয়েছিল।'

লোকটা পরিশ্রমে ফুঁপিয়ে একটা শ্বাস নিয়ে বলল, 'মাঠে এখন আর তোমার একটা গরুও নেই, মিস্টার মরিস!' হঠাৎ একটা নীরবতা নামল। 'ওরা ঠিক মাঝরাতে আমাদের ওপর হামলা চালাল। মনে হচ্ছে ওরা জানত তুমি দলবল নিয়ে শহরে এসেছ। ওখানে আমরা কেবল দুজন ছিলাম। আমার সঙ্গী বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পা ভেঙেছে। ওকে নিরাপদে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দিয়েই আমি ছুটে এসেছি।'

'ড্যাম ইট; ম্যান,' রাগের সাথে বলল জ্যাক, 'তুমি এখানে এসে সময় নষ্ট করতে গেলে কেন? তুমি এতক্ষণে ওদের ট্রেইল ধরে ফেলতে পারতে! এখন ওদের ধরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে ওদের ট্র্যাক করতে–'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল সেড্রিক। 'এবার গরু ট্র্যাক করতে কোন বেগ পেতে হবে না, মিস্টার মরিস। এবং খুব সহজে ওদের পাওয়াও যাবে।'

'মানে?'

'এবারে ওরা গরু নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেনি, ওগুলোকে স্ট্যামপিড করিয়ে খাড়া পাহাড়ের ওপাশে পার করে দিয়েছে মাত্র।'

বিস্ময়ে রোজির মুখ দিয়ে শ্বাস টানার শব্দ শুনতে পেল স্টিভ। জ্যাক মরিসের চেহারা কিছুটা ফেকাসে দেখাচ্ছে। বাম দিকে মৃদু শব্দে হেসে উঠল মার্টিন। 'মনে হচ্ছে তুমি ভুল জায়গায় রাত কাটিয়েছ, মিস্টার মরিস।'

সাদা চুলের র‍্যাঞ্চার স্যাডলের ওপর আড়ষ্ট হলো। রাগ মরিসের চেহারার ফেকাসে ভাব মুছে দিল। খেপে গিয়ে নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল জ্যাক, কিন্তু পিছন থেকে একটা গুলির শব্দে মাঝপথেই ওর হাত থেমে গেল। বুলেটটা ওর ঘোড়ার পায়ের কাছে কিছুটা ধুলো ওড়াল। ধীরে মাথা ফেরাল র‍্যাঞ্চার।

রাস্তার ওপাশে দালানের ছাদে একটা মাথা আর রাইফেলের নল দেখা গেল।

'আমি জেরি প্রাইস,' বলে উঠল সে। 'স্টুয়ার্ট আর হ্যারিও আশেপাশেই আছে। তুমি কোন ঝামেলা করলে তোমাদের আমরা ঝাঁঝরা করে ফেলব।'

জ্যাক মরিস চারপাশের দালানগুলোর ওপর চোখ বোলাল। ছাদে আরও দুজন রাইফেলধারীকে খুঁজে বের করতে ওর বেগ পেতে হলো না।

এক মুহূর্ত পরে জ্যাক মরিস বলল, 'বর্তমান খেলায় তোমরাই জিতলে। আমাকে কেবল মেয়েটাকে দেখার একটু সুযোগ দাও–'

রোজি ঝুঁকে স্টিভের হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিল। 'আমি ঠিকই আছি,' দ্রুত জানাল সে। 'কেবল একটা আঁচড় লেগেছে মাত্র। ফেরার পথে ওটার যত্ন নেয়া যাবে।'

সতেরো

আগুন থেকে কফিপট নামিয়ে, একটা টিনের কাপে কফি ঢেলে হাসিমুখে সামনের লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিল রাস্টি।

'হ্যাঙ্কি?' ডেল মার্টিনকে বলল সে। 'তুমি ওকে শেষ করার জন্যে হাজার ডলার চাও? আরে, ওই ঢেপসা লোকটার মূল্য হাজার সেন্টও হবে না। এসব বারব্রম ফাইটারদের গুলির সামনে দাঁড়ানোর মত সাহস নেই। যদিও দাঁড়ায়, ওদের হাতের মুঠি লড়াইয়ে এতবার জখম হয়েছে যে পিস্তল বের করতেই সারাদিন লেগে যাবে। পিটার হ্যাঙ্কের ব্যাপারে মুহূর্তের জন্যেও আমি দুশ্চিন্তা করিনি। ওটা যদি লেফটি হলে, সেটা হত ভিন্ন ব্যাপার।' পাশের দিকে মার্টিনেজকে আড়চোখে দেখল রাস্টি। 'এখন একটু ভাল বোধ করছ, মার্টিনেজ?'

আগুনের ওপাশ থেকে একজন মাঝবয়সী রোদে পোড়া লোক মুখ তুলে চেয়ে দুহাত বাড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'দুঃখে আমার বুকটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সেনইঅর, এই দুহাতেই আমি এতগুলো চমৎকার ক্যাটলকে হত্যা করেছি। এখন আমি আর রাসলার মার্টিনেজ নই, এখন আমি কসাই মার্টিনেজ।'

'এটা যুদ্ধ, মার্টিনেজ।'

'আমি মানুষের বিরুদ্ধে ফাইট করি। অবলা গরুর বিরুদ্ধে নয়। দ্বিতীয়বার আর নয়। আমি ঘুমের মধ্যে ওদের আর্তচিৎকার শুনব।'

ওর পিছনে বসা রাইডারদের মধ্যে একজন হেসে উঠল। ঝট করে ঘুরে তাকাল মার্টিনেজ, হাসিটা মিলিয়ে গেল। কঠিন রাগের সাথে নিজের লোকজনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে ওদের পাশে রাখা বোতলগুলোর থেকে একটা তুলে নিয়ে গাছ আর ঝোপের ভিতর দিয়ে সে নদীর দিকে হাঁটা দিল।

বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে আবার ডেল মার্টিনের দিকে মনোযোগ দিল রাস্টি। 'যুক্তিসঙ্গত কথা বলো, ডেল, তুমি জানো এতে আমার পার্টনাররাও জড়িত আছে। আমার পার্টনাররা কখনও হ্যাঙ্কের জন্য তোমাকে হাজার ডলার দিতে রাজি হবে না। কারণ, এতে আমাদের সমস্যার কোন সমাধান হয়নি।'

মুখ না তুলেই শান্ত স্বরে সে বলল, 'চুক্তি ছিল ফ্লাইঙ এম-এর ফোরম্যানের জন্য এক হাজার ডলার। সে এখন মৃত।'

রাস্টি আবার তার মাথা নাড়ল। ওর স্বরটাও কথা বলার সময়ে খুব শান্ত থাকল। 'তুমি একটা ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করছ, ডেল। ওতে কাজ হবে না। ডীলটা ছিল যতক্ষণ লেফটি মরগ্যান আমাদের পথের কাঁটা হয়ে থাকে, ওকে সরাতে হবে। তুমি বলছ কাজ ছেড়ে সে চলে গেছে?'

'হ্যাঙ্কি তাই বলেছে।'

'এটা একটা সুখবর। আর ওই শটগানওয়ালা টেন্ডারফুটও আমাদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে।'

'তোমার সৌভাগ্যে আমি আনন্দিত, বন্ধু,' বলল ডেল। 'ভাগ্যদেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। হয়তো এখন তুমি তোমার হাজার ডলার বাঁচিয়ে ডেল মার্টিনকেই তার পণ্ডশ্রমের সব ঝামেলা আর জ্বালা সইতে বলবে। এখন কি সেই পন্থাই তুমি নিতে চাও?' লোকটার কাদার মত খয়েরি চোখ দুটো ছোট আর সতর্ক হলো। 'কাজটা আমার নেয়াই ঠিক হয়নি; আগেই বোঝা উচিত ছিল। এখানে থাকাকালীন সময়ে আমি তোমার পার্টনারদের র‍্যাঞ্চও ঘুরে দেখেছি। যেমন ফকিরা হাল দেখলাম, তাতে তোমরা চারজনে মিলেও হাজার ডলার জড়ো করতে পারবে না। এখন বুঝতে পারছি শুরু থেকে ডাবল-ক্রস করাই তোমাদের প্ল্যান ছিল!'

'এখানে কেউ কাউকে ডাবল-ক্রস করছে না,' বলল রাস্টি। 'কিন্তু অন্যদিকে হ্যাঙ্কের জন্যেও কেউ হাজার ডলার দিতে যাবে না। তুমি কঠিন লোক, কিন্তু এত কঠিন নও যে তোমার সব কথাই আমাদের মেনে নিতে হবে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' বলে আয়েশ করে একটু হাসল সে। 'ভুল করতে যেয়ো না, ডেল। মাত্র তিরিশ গজ দূরেই তোমার পিছনে ঝোপের মধ্যে রাইফেল তাক করে বসে আছে মার্টিনেজ।'

একটুও নড়ল না ডেল। 'তাহলে এটাই তোমাদের মতলব।'

রাস্টি মাথা নাড়ল। 'এটা কেবল নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা। এগারো বছর আগে বাবার লাশের সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তার হত্যাকারীকে একেবারে ধনেপ্রাণে শেষ করেই আমি ক্ষান্ত হব। আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখন কাজটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কোন বাধাকেই আমি সামনে দাঁড়াতে দেব না। পিস্তলবাজিতে তুমি বেশি দক্ষ হতে পারো, বা আমিও হতে পারি; সে প্রশ্নের মীমাংসা আজ হবে না। আমার কাজ শেষ হলে, তুমি যদি চাও, খুশি মনেই আমি তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব কিন্তু বর্তমানে বেকায়দা কিছু করতে গেলেই মার্টিনেজ তোমার মেরুদণ্ড দুটুকরো করে ফেলবে।'

'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, বন্ধু।' ডেলের স্বর খুব নরম। 'ডেল মার্টিনের সাথে চুক্তি ভেঙে কেউ কোনদিন পার পায়নি। ওই মেক্সিকানটাকে এখনই গুলি ছুঁড়তে বলো। ওটাই তোমার প্রাণে বাঁচার একমাত্র উপায়।'

হাসল রাস্টি। 'অকালে নিজের মৃত্যু ডেকে আনতে যেয়ো না। এসো যুক্তিসম্মত কথা বলা যাক। তুমি জানার চেষ্টা করছ এখান থেকে কতটা বাগিয়ে নেয়া যায়। তুমি যদি ওই হাজার ডলার–'

'কোন হাজার ডলার?' রুক্ষ স্বরে বলল ডেল। 'তোমরা চারজনে মিলে হাজার পেসোও (মেক্সিকোর খুব নিচু মানের টাকা) একসাথে দেখেছ কিনা সন্দেহ। আমার ধারণা টাওসে তুমি যে দুশো ডলার আমাকে অগ্রিম দিয়েছিলে সেটাও অনেক কাচিয়ে-কুচিয়ে তোমরা জোগাড় করেছ। বোঝা যাচ্ছে পিছন থেকে বুলেটে গেঁথে এই ডীল শেষ করার মতলব তোমাদের আগে থেকেই ছিল।'

'শান্ত হও, ডেল, শান্ত হও। তুমি যা জানো না সেটা নিয়ে অলীক কথাবার্তা বলে মুখে ফেনা ওঠাতে যেয়ো না।'

'জানি বর্তমানে পিছন থেকে তাক করা একটা রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমার পকেটে রয়েছে তোমার দেয়া নোঙরা দুশো ডলার। কেবল এটুকুই আমি জানি। বাকি সব কেবল ফসকা কথা; আমিও বোকার মত তা বিশ্বাস করেছিলাম। ডেল মার্টিন কিভাবে কয়েকজন র‍্যাঞ্চারের ধাপ্পায় বোকার মত মারা পড়ল শুনে লোকজন হাসবে। কিন্তু তুমি ওদের সাথে হাসার সুযোগ পাবে না। তোমার ওই গ্রীজার (মেক্সিকানদের তুচ্ছ করে আমেরিকানরা ওই নামেই সম্বোধন করে) যত ফাস্টই গুলি করুক তোমাকে মারার আগে সে আমাকে ফেলতে পারবে না।'

ওর স্বরটা কেবল সামান্য একটু চড়েছে। কিন্তু এতেই রাস্টি বুঝল নম্রভাষী ডেল কতখানি চটেছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার আরও একজন পার্টনার আছে যাকে তুমি দেখোনি। সে অর্ধেক টাকা দেবে, আর আমরা চারজনে দেব বাকি অর্ধেক।'

'লোকটা কে?'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বলল মাইক। গাছের ফাঁক দিয়ে নদীর অন্য পাড়ে একটা সামান্য নড়াচড়া রাস্টির চোখে পড়ল। ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে সে তাড়াতাড়ি হেসে বলল, 'আমি বলিনি যে সে পুরুষ। এখন চোখের আড়ালে গিয়ে ওখানেই থাকো–এবং যীশুর দোহাই শান্ত হও! ওই দুশো ডলার হ্যাঙ্কের জন্যে তুমি পেলে বলে ধরে নেব আমরা। বাকি টাকা যদি তুমি পেতে চাও, আমি তোমাকে জানাব সেটা কিভাবে অর্জন–'

'সেনইঅর মাইক!' একটা লোক দ্রুত ছুটে এল। 'একজন আরোহী নদী পার হয়ে আসছে। যুবতী মেয়ে, মাথায় লালচে চুল!' জানাল সে।

আরও এক মুহূর্ত ডেল মার্টিনের দিকে চেয়ে থেকে ওর দিকে পিছন ফিরল রাস্টি। ছোট পরিষ্কার জায়গাটা পেরিয়ে পিছন ফিরে দেখল মার্টিন অদৃশ্য হয়েছে। গাছের ফাঁক গলে একটা চিকন গড়নের মেয়ে ঘোড়ার পিঠে ওর দিকে এগিয়ে এল। মেয়েটা পিছলে জিনের ওপর থেকে নেমে রাস্টির আলিঙ্গনে ধরা

দিল। কিন্তু চুমো খাওয়ার আগেই পিছিয়ে ওর মুখটা খুঁটিয়ে দেখল। তারপরে ভীত চোখে চারপাশটা একবার দেখে নিল।

'তোমার এখানে থাকা ঠিক নয়!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রাকা। 'আমি তোমাকে খুঁজে বের করতে পারলে বাবাও পারবে। সে তার কাউহ্যান্ডদের তোমাকে দেখামাত্র গুলি করে মারার আদেশ দিয়েছে। ওহ, রাস্টি, তোমার কি–'

'তুমি জানো ওটা করতে আমি বাধ্য হয়েছি,' বলল সে।

'না, আমি কিছুই জানি না,' ওকে আঁকড়ে ধরে বলল রাকা। 'কেবল জানি, আমি তোমাকে ভালবাসি এবং তুমি আঘাত পেলে সেটা আমি সইতে পারব না। তোমাকে এখান থেকে সরে যেতেই হবে।'

হাসল রাস্টি। 'তোমার বাবা হয়তো তোমার মত স্মার্ট না যে তারই নাকের ডগায় নদীর ধারে আমাদের খুঁজবে। তাহলে এখন সে আমাকে আইনসম্মত উপায়ে ধরার চিন্তা বাদ দিয়েছে–এখন লিঞ্চ ল? হয়তো সে ভাবছে আমার বাবার বেলায় যা খেটেছে সেটা ছেলের বেলাতেও খাটবে। আমি অনেককাল তার আইন-মেনে-চলা নাগরিকের মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। ওটা সে ব্যবহার করে কেবল নিজের পছন্দ অনুযায়ী। এখন আমরা দুইপক্ষই আইনের বাইরে।' আড়চোখে রাকার দিকে চাইল সে। 'লেফটির ব্যাপারে আমি এটা কি শুনছি?'

'লেফটি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, অথবা ওকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

'কেন?'

'বাবার ধারণা লেফটি ওই শটগানওয়ালা ফটোগ্রাফারকে ভয় পায়।'

'মরগ্যান কাউকে ভয় পায়, এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। তুমি ঠিক জানো এটা কোন চাল নয়?'

'আমার তা মনে হয় না।'

'তোমার বাবা আমাদের এখন কোথায় খুঁজছে?'

'তার লোকজন সবদিকেই দেখছে।...খবর জানার জন্যে আমাকে চাপ দিও না, রাস্টি, তাহলে আমি ভাবব–'

'কি ভাববে?'

'ভাবব যে তুমি কেবল খবর জানার জন্যেই আমাকে পছন্দ করার ভান করো।'

হেসে একটা হালকা চুমো খেয়ে মেয়েটাকে লীড করে ক্যাম্প থেকে বাইরে নিয়ে গেল রাস্টি। 'বোকার মত কথা বোলো না, রাকা, তুমি তো এর চেয়ে ভাল জানো।'

'আমি জানি?' প্রশ্ন করল সে। 'তাহলে নোরা নোয়েলের ব্যাপারটা কি?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি আমাকে বলেছ ওর সহযোগিতা তোমার প্রয়োজন বলেই তুমি ওর সাথে ভাল ব্যবহার করো। কিন্তু তুমি ওকে আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোন অজুহাত দেখাও?'

সহনশীল ভাবে হাসল রাস্টি। 'তুমি দেখছি হিংসে করছ!'

'হ্যাঁ, আমার হিংসে হচ্ছে বৈকি!' সরাসরি স্বীকার করল রাকা। 'কিন্তু তুমি যা

করেছ, সেটা শোনার পর থেকে আমি আজ সারাদিন কেবল তোমার কথাই ভেবেছি, আর তোমার ঘৃণা করার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করেছি···যে লোক চমৎকার একটা গরুর পালকে কেবল আর কারও সর্বনাশ করার আনন্দে ক্লিফ থেকে নিচে ফেলে হত্যা করতে পারে, তার বিবেক বলতে কিছুই নেই, আছে, রাস্টি? সে মেয়েদের বেলাতেও হয়তো একই করবে?'

রাকাকে ছেড়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল রাস্টি। 'ভাল,' শান্ত স্বরে বলল সে, 'যদি সেটাই তোমার প্রকৃত অনুভূতি হয়, রাকা···'

ওরা পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল; তারপর মেয়েটা ফুঁপিয়ে রাস্টির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ গুঁজল।

'আমি দুঃখিত!' ফুঁপিয়ে বলল সে। 'আমি দুঃখিত, আমি কি বলছি বা করছি তা আমি নিজেই জানি না···'

রাকা তার ঘোড়া নিয়ে চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা লোক ঝোপের আড়াল দিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে আধ-মাইল উজানে এগিয়ে নদী পার হলো। ঝোপের সাথে বাঁধা একটা ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ওটার পিঠে চেপে সে সোজা ফ্লাইঙ এম র‍্যাঞ্চের পথ ধরল। রাকা ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত দূরে অপেক্ষা করে সে ঘোড়া নিয়ে রান্নাঘরের পিছনের দরজায় পৌঁছে রাঁধুনীর সাথে কিছু কথা বলল। মেক্সিকান রাঁধুনী বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হলো। অল্প পরেই রোজি দরজায় এসে দাঁড়াল। অপেক্ষমাণ রাইডারকে দেখে সে ভীষণ অবাক হলো।

'আরে, লেফটি, তুমি?' বলল সে 'আমি ভেবেছিলাম এতক্ষণে তুমি বহুদূরে কোথাও চলে গেছ। বাবার সাথে তোমার দেখা হয়েছে? সে মাঠেই কোথাও আছে, তুমি চাইলে–'

মাথা নাড়ল লেফটি। 'আমাকে কেউ একবারই বরখাস্ত করে, মিস মরিস, তার বেশি নয়।'

'তাহলে তুমি ফিরে এলে কেন?'

'যাবার আগে একটা জিনিস আমি চেক করে যেতে চেয়েছিলাম,' বলল সে। 'এখানে কিছু অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটছে, আমার ধারণা ছিল···' একটু থেমে অন্য সুরে আবার বলে চলল, 'আমার কখনও আপন কেউ ছিল না; আমাদের মত লোকের তা থাকেও না। তোমাদের বড় হতে দেখা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। শেষের দিকে কয়েক বছরে তুমি পরিণত হয়েছ। বাকি দুজনের এখনও অনেক বাকি।'

boighar

'তুমি আসলে কি বলতে চাইছ, লেফটি?'

'ড্যানের ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই। এখনও সে ছেলেমানুষই আছে এবং পুরুষে পরিণত হওয়ার পথ ওকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে; যদি পারে সেজন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া তোমার আর কিছু করার নেই। আমি ঠিক মত গড়ে তোলার জন্যে ওর পেছনে প্রচুর খেটেছি। হয়তো আমি যা শিখিয়েছি তা একদিন ওর কাজে আসবে। মিস রাকা মরিস ঠিক তোমার মতই একটা মেয়ে কিন্তু বর্তমানে ওর কিছু সাহায্য বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। সেটাই আমি

তোমাকে বলতে এসেছি। ওকে তোমার চোখেচোখে রাখতে হবে এবং বেশ কিছু সঙ্গও দিতে হবে। সে যদি কিছু বলতে চায় তা তোমাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। হয়তো ওর জন্যেও তুমি কিছু করতে পারবে না। মাঝেমাঝে মনে হয় যেন কারও জন্যেই আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু তুমি হয়তো সুযোগ পেতে পারো, এবং সেটা ওকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। তুমি হয়তো টেরও পাবে না।'

বিনীত ভাবে মাথার হ্যাটটা উঁচিয়ে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল সে।

'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল রোজি।

অল্প একটু হাসল লেফটি। 'কে বলতে পারে, মিস মরিস? সান্তা ক্লারায় আমার একটা কাজ বাকি রয়েছে। আমার মত লোক কখনও কোন কাজ অসম্পূর্ণ রেখে যায় না। এর পরে...'

কাঁধ উঁচিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে দক্ষিণে এগোল মরগ্যান।

আঠারো

পরের দিন নাস্তা তৈরির সময়ে স্টিভের কিচেনের দরজায় কেউ নক করল। দরজা খুলে দেখল খালি পায়ে ছেঁড়া জামা পরা একটা ছেলে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটা বলল, 'হয়তো রাইডাররা শহরে আসছে। রোমেরো তোমাকে সাবধান করতে বলেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে ছেলেটার হাতে দিল স্টিভ। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ছেলেটা ছুটে অদৃশ্য হলো। শটগানের লোড চেক করে নিল সে। হঠাৎ স্টিভের মনে হলো সবসময়ে সতর্ক থেকে এই লুকোচুরি খেলা তার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। শটগান হাতে গ্যালারি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়াল সে।

অল্প পরেই রাস্তার মাথায় বাঁক ঘুরে রাইডারদের আসতে দেখা গেল। সামনে জ্যাক মরিস আর তার তিন ছেলেমেয়ে; পিছনে কাউহ্যান্ডের দল। ধীর গতিতেই ওরা গ্যালারি পার হলো। ড্যানের মুখে মারের কিছু চিহ্ন এখনও দেখা যাচ্ছে। তাকে নিশ্চয় কোন গোলমাল না বাধানোর আদেশ দেয়া হয়েছে। সে কোনদিকেই চাইছে না তার বাবাও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না।

মেয়ে দুজন পাশাপাশি রাইড করছে। বড় মেয়েটা ডান হাতে লাগাম ধরে জখম হাতটাকে কোলের ওপর রেখেছে। কাছাকাছি পৌঁছে সে গম্ভীর চেহারায় স্টিভকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখল। মেয়েটার দৃষ্টি ওর শটগানের ওপরও ক্ষণিকের জন্যে স্থির হলো। গ্যালারি পেরিয়ে রাস্তা ধরে ওরা হোটেলের দিকে এগোচ্ছে।

'সাহসিকতার একটা অনুষ্ঠান,' পাশ থেকে কেউ মন্তব্য করল। মাথা ফিরিয়ে স্টিভ দেখল শেরিফ অ্যান্ডি সমার্স একটা দালানের কোনায় অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'যে লোক টাকা ভিক্ষা করতে ব্যাঙ্কে যাচ্ছে, তার জন্যে এটা

আড়ম্বরের একটা শোই বটে।'

'তোমার ধারণা এইজন্যেই মিস্টার মরিস শহরে এসেছে?' প্রশ্ন করল স্টিভ।

'তাছাড়া আর কি কারণ? ওর গরুর পাল গত কয়েক বছরে মোটেও বাড়েনি, বরং ধীরে ধীরে কমেই এসেছে। এখন এই লোকসান···' অ্যান্ডি তার ভারী কাঁধ উঁচাল। 'তুমি কখনও কয়োটির দলকে একটা বুড়ো মোষ শিকার করতে দেখেছ? দৃশ্যটা মোটেও মনোরম নয়। কিন্তু কয়োটিদেরও বাঁচতে হবে, খেতে হবে।' মুখ বাঁকাল মার্শাল। 'লেফটি মরগ্যানও আজ এই শহরেই আছে। আমি শুনলাম জ্যাক মরিসের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় সে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। আমি এও শুনেছি যে তোমাকে নিয়েই ছিল ওদের বিরোধ।'

'কথাটা আমার কানে আসেনি,' বলল স্টিভ।

'ওইসব পুরোনো পিস্তলবাজদের একটা আজব ধরনের গর্ব থাকে, মিস্টার লুইস,' বলল অ্যান্ডি। 'ওরা আর সবার মত চিন্তা করে না। একজনের কথা আমি জানি, সে নিজের পথ থেকে হাজার মাইল দূরে এমন একটা লোকের খোঁজে গেছিল, যে তার কোন ক্ষতিই করেনি। তার মনের গভীরের একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই সে ওখানে গেছিল। ভাল, তোমার সাথে আবার দেখা হওয়ায় আনন্দিত হলাম, মিস্টার লুইস। গুড ডে, স্যার।'

'গুড ডে, মার্শাল।' বিদায় জানিয়ে সে গ্যালারিতে ফিরে এল। ছবি তোলার কামরার স্কাই লাইট মেরামত করা হয়েছে। যে মেয়েটা মেঝে ঘষছিল তার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লুইস ডার্করুমে ঢুকে বাতি জ্বেলে কেমিক্যাল আর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রাখা শুরু করল। কপাল ভাল, ভারী কাদার দেয়াল থাকায় বাইরে গরম হলেও ভিতরটা মোটামুটি ঠাণ্ডা।

একঘণ্টা কেটে গেল। তখনও স্টিভ নিজের মনে কাজ করে চলেছে। কাজের মেয়েটা অভ্যর্থনার কামরা ঝাড়া-মোছা করছে।

হঠাৎ মেয়েটা ডার্করুমের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল স্টিভ।

মেয়েটা হাতের ইশারায় গ্যালারির সামনের দিক দেখিয়ে অনর্গল স্প্যানিশ ভাষায় কি যেন বলল। স্টিভের চেহারা দেখে সে কিছুই বোঝেনি অনুমান করে হেসে সে ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে বোঝাল, 'দুই···দুই সিনইঅরিতা দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

রিসেপশন কামরায় যাওয়ার আগে শটগানটা হাতে তুলে নিল স্টিভ। সামনের কামরায় পৌঁছে দেখল রোজি মরিস দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ওর পাশে তার অচেনা একটা মেয়ে। অচেনা মেয়েটার হাতে একটা ট্র্যাভেলিং ব্যাগ।

'তোমাদের জন্যে আমি কি করতে পারি, মিস মরিস?' বিনীত সুরে প্রশ্ন করল স্টিভ।

শান্ত স্বরে সে বলল, 'আমার ধারণা ছিল এটা ফটোগ্রাফিক গ্যালারি'—ওর চোখ দুটো শটগানের ওপর স্থির হলো—'কিন্তু বর্তমানে এটাকে শূটিং গ্যালারির মতই দেখাচ্ছে।'

স্টিভ শটগানটাকে তার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। নিজে কিছু না

বলে মেয়েটারই বলার প্রতীক্ষায় থাকল সে।

রোজি বলল, 'আমার বান্ধবী শিগগিরই বিয়ে করছে। সে তার বিয়ের পোশাক পরে একটা ছবি তুলতে চায়।...মেলিসা, এ হচ্ছে মিস্টার লুইস, ফটোগ্রাফার। মিস্টার লুইস, মিস হাইনস্।'

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল লুইস। 'এটা খুবই আনন্দের কথা, মিস হাইনস্। কিন্তু আমার সব সরঞ্জাম এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে এখন। তুমি দুদিন অপেক্ষা করো, তার মধ্যেই আমি সব গুছিয়ে নিতে পারব।'

রোজি বলল, 'ওর হাতে এত সময় নেই, মিস্টার লুইস। তুমি কি সত্যিই ফটোগ্রাফার, নাকি ওদের কথাই ঠিক, ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে তুমি একজন পেশাদার বন্দুকবাজ? সত্যিই ফটোগ্রাফার হলে, তোমার পক্ষে একটা ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না। মেলিসার বাবা এখানকার স্থানীয় ব্যাঙ্কার–'

'আমার সাথে মিস্টার হাইনসের পরিচয় হয়েছে।'

'তোমার ব্যবসা বুদ্ধি ভাল থাকলে নিশ্চয় বুঝবে তোমার কাজের নিদর্শন সান্তা ক্লারার ধনী পরিবারগুলোর কাছে তুলে ধরার এটা বিরাট একটা সুযোগ। এতে তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়েও যেতে পারো!'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল স্টিভ। শেষ পর্যন্ত রোজির গাল একটু লাল হলো, এবং চোখ নামিয়ে নিল সে। তারপর একটু হেসে শুষ্ক স্বরে স্টিভ বলল, 'আমার জন্য তোমার এই উদ্বেগ দেখে আমি প্রীত হলাম, মিস মরিস। ঠিক আছে, তুমি বান্ধবীকে পোশাক বদলে তৈরি হতে বলো; ওদিকে আমি ছবি তোলার কামরায় ঢুকে যন্ত্রপাতি রেডি করছি।'

আধঘণ্টা পর ছবি তোলা শেষ হলে মেয়ে দুজনকে সদর দরজায় পৌঁছে দিল স্টিভ। রোজি একটু ইতস্তত করে বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও, মেলিসা। বাবা যদি এসে পড়ে, তাকে বোলো আমি একটু পরেই ফিরব।'

চট করে মুখ তুলে রোজির দিকে চেয়ে আড়চোখে লুইসকেও একবার দেখল মেলিসা। 'কিন্তু, রোজি–'

একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই রোজি বলল, 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না মেলিসা। আমি ঠিকই থাকব। প্লীজ!'

একটু ইতস্তত করে দ্রুত ঘুরে ছোট ব্যাগ হাতে দরজা দিয়ে গ্যালারি ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেলিসা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে স্টিভের দিকে ফিরল রোজি। সে যখন আবার কথা বলল তখন তার স্বর আর আগের মত কঠিন থাকল না।

'তুমি কি ভাবছ, মিস্টার লুইস?'

'ভাবছি তোমার বসা ভাল,' জবাব দিল সে। 'তোমার জখমটা এখন একটু ব্যথা করছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে ওটা সামান্য একটা আঁচড় মাত্র। বেচারা হ্যাঙ্ক, নিজেকে কঠিন প্রমাণিত করতে গিয়েই লোকটা মারা পড়ল।' নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে একটা সোফায় বসল সে। 'আমি ওই ছবিগুলো দেখতে আগ্রহী। ওগুলো কখন রেডি হবে?'

'আগামীকাল

'এত জলদি?' একটু অবাক হলো রোজি।

'আপাতত আমার হাতে আর কোন কাজ নেই, মেরামতের কাজও শেষ হয়েছে,' বলল স্টিভ। 'অবশ্য আগামীকাল ওটা শেষ নাও হতে পারে, যদি তোমার বাবা তার হুমকি কার্যকর করে।'

ওই কথার জবাব না দিয়ে সে বলল, 'আমি জানি অমন অদ্ভুত চেহারা করে একটু আগে তুমি কি ভাবছিলে। সাত বছর আগে যখন আমি এখানে এসেছিলাম, তুমি সেটার কথাই ভাবছিলে।'

স্টিভ স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, চিন্তাটা আমার মাথায় একবার এসেছিল বটে।'

'হয়তো ভাবছিলে, আমি তোমাকে কোন ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছি কিনা···না, তা আমি করছি না, মিস্টার লুইস। এবং এখানে সেদিন যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে এটা মনে রেখো যে তুমি কেবল ওই পক্ষের কথাই শুনেছ। আমার বিশ্বাস, নোরা তোমাকে সব বলেছে।'

'হ্যাঁ।'

'সে কি বলেছে, ওটা যেদিনের ঘটনা সেদিন সে এখানে উপস্থিত ছিল না? সুতরাং তার পক্ষে ওই ঘটনার সব খুঁটিনাটি না জানারই সম্ভাবনা।'

'হ্যাঁ, সেটাও সে পরিষ্কার করেই বলেছে।'

'সেদিন আমি দারুণ একটা ভুল করেছিলাম, মিস্টার লুইস। আমার বয়সও তখন অনেক কম ছিল, মাথাও ছিল গরম···প্লীজ বিশ্বাস করো যে লোকে যা বলে আমার বাবা তেমন খেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারী নয়···আসলে দোষটা প্রধানত আমারই ছিল। আমি চাই না এজন্যে তুমি পুরো পরিবারটাকেই দোষী সাব্যস্ত করো। আমার বাবার মাথা একটু গরম থাকলেও লোকে যেমন বলে তেমন রক্তপিপাসু আর নিষ্ঠুর নয়। সে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে যা গড়ে তুলেছে সেটাকে কিছু মিথ্যাবাদী হিংসুটে লোক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে বলেই···আহ, আমি পক্ষপাতিত্ব করে ফেলছি, তাই না?' উঠে স্টিভের মুখোমুখি দাঁড়াল রোজি। 'আজ আমি তোমার সম্পর্কে একটু ভাল করে জানার জন্যেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আগেই সেটা আঁচ করেছ বলে আমার বিশ্বাস।'

'হ্যাঁ।'

'এখানে বেশকিছু লোকের ধারণা তুমি আসলে ফটোগ্রাফারের, ছদ্মবেশে একজন বন্দুকবাজ।'

'থিওরিটা আমিও শুনেছি,' স্বীকার করল স্টিভ।

'ওটা যে সত্যি নয়, মেলিসার ছবিগুলো না দেখেও সেটা এখন আমি জানি। মেলিসা ছবি তোলার বিষয়ে খুব অসহযোগী ছিল, তাই না?' হাসল রোজি। 'আসলে মেয়েটা আমার ভাইকে ভালবাসে এবং তুমি তাকে পিটিয়েছ–এই কারণেই আড়ষ্ট ছিল সে।'

স্টিভ বলল, 'এই ব্যাপার? আমি অবাক হচ্ছিলাম। কিন্তু ওই মেয়ে তো জর্জ হেনরিকে বিয়ে করছে বলেই শুনলাম।'

'মেলিসা মনে করছে সুবিবেচনাই করেছে সে। ভাবছে ড্যান ওকে সুখী করতে পারবে না এবং সম্ভবত ঠিকই ভাবছে। আমি নিজে হলে সুখী না হলেও,

যাকে ভালবাসি তাকেই বিয়ে করতাম। বৈচিত্রহীন একঘেয়ে একজন...' নিজেকে সংযত করে নিয়ে একটু লাল হলো সে। তারপর অন্য সুরে বলল, 'ওর বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও তুমি ওকে ক্যামেরার সামনে চমৎকার ভাবে ম্যানেজ করেছ। তাতেই আমি বুঝেছি তুমি আগেও অনেক অসহযোগী মেয়ের ছবি তুলে অভ্যস্ত এবং ক্যামেরাও প্রচুরবার হ্যান্ডল করেছ। এখন আর আমার সন্দেহ নেই যে তুমি সত্যিই একজন ভাল ফটোগ্রাফার। হয়তো ঘটনাচক্রে স্থানীয় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ। তাই বলছিলাম আমার বাবাকে সাত বছর আগে যা ঘটেছে বা শোনা কথায় বিচার কোরো না। এবং দয়া করে তুমি ওর শত্রুদের সাথে যোগ দিয়ে বাবার জ্বালা বাড়িও না।'

'কিন্তু মিস্টার মরিস তো আমার জন্যে আর কোন পথ খোলা রাখেনি, মিস মরিস।'

সে বলল, 'বাবা রাগের মাথায় কথাটা বলেছে। আমি তাকে তার চূড়ান্ত কথা ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করব না, কারণ তাতে খেপে গিয়ে সে বরং আরও তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওর মাথায় এখন এত ধরনের ঝামেলা রয়েছে যে আমি একটু চেষ্টা করলেই তাকে তোমার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে অন্য সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারব। সময়কালে আমি হয়তো তাকে বোঝাতে পারব যে সে ভুল করেছিল। তোমার জন্যে সেটা যথেষ্ট হবে তো? নাকি তুমি পাবলিক অ্যাপোলজি দাবি করবে?'

মাথা নাড়ল লুইস। 'আমাকে কেউ না ঘাঁটালেই আমি সন্তুষ্ট। তবে তোমার বাবা ঝামেলা করতে এলে কিন্তু আমি অন্য গাল পেতে দেব না। তোমার ভাইয়ের বেলাতেও সেটা প্রযোজ্য। আগে আমার অন্যরকম অভ্যাস ছিল যা আমি বদলেছি। আশা করি স্থায়ী ভাবেই।'

'আমি জানি,' স্থির চোখে স্টিভের দিকে চেয়ে বলল সে। 'তুমি এমন একজন মানুষ, যে অতীতে যা ছিলে সেটা বদলে নিজেকে অন্যকিছুতে রূপান্তরিত করতে চাইছ, তাই না, মিস্টার লুইস?'

'হ্যাঁ,' জানাল সে।

মেয়েটা প্রশ্ন করল, 'তুমি কেমন ছিলে, যে তুমি আর তা থাকতে চাও না?'

'বোকা।'

'হয়তো,' বলল রোজি। 'তবে আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমাকে বদলাতে কে বাধ্য করল?' স্টিভ কোন জবাব দিল না দেখে সে আবার বলল, 'নিশ্চয় কোন মেয়ে?'

মৃদু হেসে স্টিভ বলল, 'সাধারণত তাই হয়, নয় কি? অন্তত মেয়েরা তাই ভাবতে পছন্দ করে।'

'তোমার স্ত্রী?' প্রশ্ন করল রোজি। ঝট করে ওর দিকে ঘুরে তাকাল স্টিভ। মেয়েটা ব্যাখ্যা করল, 'গতকাল তুমি একজন শ্বশুরের কথা উল্লেখ করেছিলে। তোমার যদি শ্বশুর থেকে থাকে, তাহলে একটা স্ত্রীও ছিল বলে ধরে নেয়া যায়।'

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'তাও ছিল।'

'সে এমন কি করেছিল?'

কাঁধ উঁচাল স্টিভ। 'ওটা একটা সাধারণ আর নোঙরা কাহিনী, মিস মরিস। আমি শিকারে গেছিলাম, আমার একটা কুকুরের পা জখম হওয়ায় জলদি বাড়ি ফিরেছিলাম–ঠিক বাড়ি নয় আমরা গ্রামাঞ্চলে ওর কিছু বন্ধুর সাথে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে গেছিলাম। বিয়ের আগে থেকেই আমার স্ত্রী ওদের চিনত। প্রচুর মানুষকে সে চিনত। ওদের মধ্যে 'বিশেষ একজন ছিল…' কাঁধ উঁচাল স্টিভ। 'কুকুরটার যত্ন নিলাম আমি, তারপর শটগান হাতেই বাড়ির ভিতরে গেলাম এবং ওদের অন্তরঙ্গ অবস্থায় একসাথে দেখতে পেলাম…'

রোজির মুখটা ফেকাসে হলো। দেয়ালে হেলান দেয়া শটগানটার দিকে আড়চোখে তাকাল সে। 'বুঝলাম,' ফিসফিস করে বলল সে। 'তুমি ওদের গুলি করলে?'

'না,' বলল স্টিভ। 'গুলি আমি করিনি। সেটাই আমার ভুল। সেই ভুল আমি আর করব না।'

উনিশ

ঘুরে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের রোদে উজ্জ্বল ধুলোময় রাস্তার দিকে তাকাল স্টিভ। ভার্জিনিয়ার চারদিকে সবুজের তুলনায় এদিককার দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

'আমি যদি ভাবার সময় পেতাম,' জানালার ধারে দাঁড়িয়েই বলল সে, 'তাহলে আমি গুলি করতাম। কিন্তু সন্দেহের ছায়া বা বিপদের কোন পূর্বাভাসই আমি দেখতে পাইনি। এবং আমাকে ছেলেবেলা থেকে কোন মানুষের দিকে শটগান তাক না করতেই শেখানো হয়েছে। আমি যখন ওখানে সরাসরি ওদের দিকে শটগান তাক করে দাঁড়িয়ে আছি…সহজাত প্রবৃত্তি আর আমার শিক্ষা আমাকে বন্দুকের নল সরিয়ে নিতে বাধ্য করল এবং এরপরে আর হলো না, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

মেয়েটার কোমল স্বর স্টিভের কানে পৌঁছল। 'তুমি দুঃখ করছ? আমার তো মনে হয় ঈশ্বরকে তোমার–' বাক্যটা শেষ করল না রোজি।

স্টিভ ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ স্বরে বলল, 'বললাম, "আমি ক্ষমা প্রার্থী," এবং ওদের ওখানেই ছেড়ে আমি বেরিয়ে এলাম। সিঁড়িতে আমি চড়া সুরের মেয়েলী হাসি শুনতে পেলাম।'

'ওহ।'

'পরে আমি তার বাবার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আগেই বলেছি অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক সে। লোকটা ধরেই নিয়েছিল যে যেভাবে বলা হয় সেভাবেই ওর সাথে সহযোগিতা করব আমি। আমাদের বিয়ে করাটাই ছিল একটা ভুল, বলেছিল সে: ভাগ্য ভাল যে আমাদের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি, এবং সে ভাবল প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন কলকাঠি নেড়ে আমাদের বিয়েটাকে সে আইনত খাতা থেকে মুছে ফেলতে পারবে। নিজের পরিবারে নিছক একজন ক্যামেরা-শিল্পীর প্রবেশকে সে কখনও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। কিছুদিন পরেই লিঅন ওই

লোককে বিয়ে করল। আমাকে যেখানে যেখানে সই করতে বলা হয়েছিল, প্রতিবাদ না করে সেখানেই আমি সই করে দিলাম। কিন্তু মনেমনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে পরের বার ট্রিগার টানার প্রয়োজন হলে আমি ঠিকই ট্রিগার টানব।'
গম্ভীর চেহারায় স্টিভকে খুঁটিয়ে দেখল রোজি। 'আহত ভালুকের মত,' বিড়বিড় করল সে, 'নাগালের মধ্যে জীবন্ত যা কিছু পড়বে আঘাত হেনে গুঁড়িয়ে দেবে?'

'আঘাতটা,' পাল্টা জবাব দিল স্টিভ, 'সম্ভবত যে শিকারি জখম করেছে, তার ওপরই পড়বে। এতে হয়তো প্রকৃত কোন লাভ নেই, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ভালুকটা অন্তত এতে ভাল বোধ করবে।' বাঁকা ভাবে একটু হাসল স্টিভ। 'আমার সাথে লজিক্যাল হতে চেষ্টা কোরো না, মিস মরিস। আমি যা করেছি সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কোন রক্তপাত হয়নি। আশা করি আমার প্রাক্তন স্ত্রী এখন তার পছন্দের লোককে নিয়ে সুখী–যদি সে মাত্র একজনকে নিয়ে বেশিদিন সুখী থাকতে পারে। কারও মৃত্যু ঘটিয়ে আমার বিবেক ভারী হয়নি। তবু একটা কথা থেকে যায়। কিছু ঘটনা আছে যেগুলো নিজের জীবনে ঘটুক এটা কেউ চায় না–হয় এসবের বিরোধিতা করে, অথবা প্রতিশোধ নেয়। এতে তাকে বাকি জীবন অসম্পূর্ণ ভাবে বা নিজের কাছে লজ্জায় হেঁট হয়ে কাটাতে হয় না।

যে মেয়েকে স্টিভ ভাল করে চেনেও না, তার কাছেই নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমন খোলাখুলি ভাবে আলাপ করছে দেখে সে নিজেই অবাক হচ্ছে। কিন্তু এসব কথা বেরিয়ে আসার দরকার ছিল। অনেকদিন সে নিজের মধ্যে এগুলো চেপে রেখে নিজেই কষ্ট পেয়েছে। এবং এসব কথা কেবল সহানুভূতিশীল স্ট্রেঞ্জারকেই বলা যায়। রোজি আরও বেশি পরিচিত হলে সে এসব কথা বলত না।

রোজি বলল, 'মানুষের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে সবসময়ে পাল্টা আঘাত করা সম্ভব হয় না।'

'সেটাই তো বিচার করার বিষয়,' বলল সে। 'আমি কিছু করতে পারতাম, কিন্তু করিনি।' একটু ইতস্তত করল স্টিভ। 'আমি দুঃখিত, মিস মরিস। তবে তুমি এটা জেনো যে কাস্টমারদের সাথে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করা আমার অভ্যাস নয়।'

হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল রোজি। 'তোমার সাথে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম, মিস্টার লুইস। ওই শটগানটা হাতে না থাকলে তুমি কথা বলার সাথী হিসেবে অত্যন্ত মনোরম হতে পারো।'

দরজা পর্যন্ত মেয়েটাকে এগিয়ে দিয়ে সে বিদায় নেয়ার পর দরজা বন্ধ করল স্টিভ। ওখানে দাঁড়িয়েই ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল। মেয়েটার তার সাথে এভাবে দেখা করতে আসায়, যেটা সহজ-সরল একটা পরিস্থিতি ছিল, সেটা যেন জটিল হয়ে উঠল। স্টিভের মনে মেয়েটা কিছু সন্দেহ ঢুকিয়ে গেল। স্পষ্টত এটাই ছিল ওর উদ্দেশ্য।

মাথা নাড়ল সে, তারপর ছবি তোলার কামরার দিকে রওনা হলো। কিন্তু জানালার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল স্টিভ। লেফটি মরগ্যান রাস্তা ধরে সতর্ক পদক্ষেপে গ্যালারির দিকেই এগিয়ে আসছে। হেঁটে লুইসের দৃষ্টির আওতা

থেকে বেরিয়ে গেল সে। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে দেয়ালে ঠেকা দেয়া শটগানটা তুলে নিল শিকারি লুইস। কাঁধ সোজা করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। মরগ্যান যদি মনে করে থাকে যে স্টিভের সাথে ওর কিছু বোঝাপড়া বাকি আছে, তাহলে এখনই সেটার মীমাংসা করে নেয়া ভাল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য। খুব বেশি শূন্য। একটা বাচ্চা, মহিলা বা কোন রাইডারকেও দেখা যাচ্ছে না। এমনকি রাস্তায় একটা কুকুরও নেই। জীবিত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র রোজেনবার্গকেই নিজের দোকানের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে বিশাল লোকটার দিকেই এগিয়ে গেল লুইস।

নিচু স্বরে রোজেনবার্গ বলল, 'হ্যাঁ, মরগ্যান তোমাকে খুঁজছে মিস্টার লুইস। সে তোমার নাম ধরে ডাকামাত্র তুমি গুলি ছুঁড়ো। লেফটি একজন পুরোনো গানফাইটার, এবং সে খেপে আছে। ওর সাথে যুক্তি দিয়ে কথা বলা বৃথা। সেই চেষ্টা করলে তুমি মারা পড়বে।'

মাথা ঝাঁকাল স্টিভ। ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে এসেছে। রাস্তা ধরে মরগ্যানকে যেদিকে যেতে দেখেছে সেদিকেই রওনা হলো সে। ধীরে সাবধানে এগোচ্ছে, সরাসরি কোন দিকেই তাকাচ্ছে না। শিকারিরা যখন জানে না কোন ঝোপ থেকে পাখি উড়বে তখন এভাবেই চারপাশে নজর রেখে আগে বাড়ে। বুটের তলা থেকে ছোটছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুলো উড়ছে। ডবল-ব্যারেল শটগানটা ওর মুঠোয় হালকা আর পরিচিত ঠেকছে।

'লুইস!'

গলার স্বরটা পিছন থেকে এসেছে। মুহূর্তে স্টিভ বুঝে ফেলল কি ঘটেছে। ওর নজর আকর্ষণ করার জন্যেই বড়রাস্তা ধরে এগিয়েছিল মরগ্যান। পরে গলিতে ঢুকে ঘুরে ওর পিছনে হাজির হয়েছে। হঠাৎ চমকে দেয়ার সুযোগটা সে নিজেই নিয়েছে। পদক্ষেপটা সম্পূর্ণ করল স্টিভ যেন ডাকটা শুনতেই পায়নি। ঘোরাটাই এখন সবথেকে জরুরী আর মূল্যবান ব্যাপার। একটা পা শূন্যে থাকলে কোন শিকারিই সহজে টার্গেটে গুলি লাগাতে পারে না···ওর ডান পা-টা শক্ত মাটির ওপর পড়ার সাথে সাথে সে গোড়ালির ওপর বাম দিকে ঘোরা শুরু করল। শিকার করার সময়ে উড়ন্ত পাখি মারতে এভাবে বহুবার শটগান ছুঁড়েছে স্টিভ। কিন্তু মূল্যবান সময় বাঁচাতে বন্দুকের বাঁট কাঁধে না তুলে কোমরের কাছে রেখেই প্রথম ব্যারেল খালি করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ঘুরে মরগ্যানকে দেখামাত্র ট্রিগার টিপে দিল। তাড়াহুড়ায় ওর নিশানা নিখুঁত হলো না। ছররা গুলিগুলো লেফটির কিছুটা বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্টিভ বুঝতে পারছে বাজিতে হেরে গেছে সে।···লেফটির পিস্তল উপরে উঠছে···লুইস ওর গুলিটার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন ফোরম্যান গুলি করল না। মনে হলো পিস্তলটা ঠিকমত মুঠো করে ধরতে ওর যেন অসুবিধা হচ্ছে। পিস্তলটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ডান হাতে ওটাকে লুফে নিল, কিন্তু ততক্ষণে লুইস নিয়মমাফিক শটগান কাঁধে তুলে দ্বিতীয় ব্যারেল থেকে গুলি ছুঁড়ল।

বিস্ফোরণের শব্দটা খুব জোরাল শোনাল। লুইসের গাল আর কাঁধে ধাক্কা

লাগল। আবার লোড করার চেষ্টা করল না সে। এতটা সময় কিছুতেই পাওয়া যাবে না। খালি শটগানটা ওইভাবেই কাঁধে ধরে ব্যারেলের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রইল সে। ধোঁয়া পরিষ্কার হলে দেখল তিরিশ গজ দূরেই রয়েছে মরগ্যান।

ডান হাতে পিস্তলটা তাক করার জন্যে উঁচাচ্ছে। কিন্তু শেষ কয়েকটা ডিগ্রী আর ওঠাতে পারল না। পিস্তলটা ছেড়ে দিয়ে ওটার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মুখ থুবড়ে সামনের দিকে পড়ল।

শটগানটা নামিয়ে যন্ত্রচালিতের মত আবার লোড করে নিল স্টিভ। তারপর ধরাশায়ী মরগ্যানের দিক থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ না সরিয়ে ধীরে আগে বাড়ল। কাছে পৌঁছে প্রথমেই ওর হাতের পাশ থেকে লাথি দিয়ে পিস্তলটা দূরে সরিয়ে দিল। লেফটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে চিত করল স্টিভ। 'কেন?' প্রশ্ন করল সে।

মরগ্যানের শার্টটা রক্তে ভিজে গেছে। গুলির বেশির ভাগ সীসাই ওর বুকে বিঁধেছে। লোকটা চোখ খুলল।

'মানুষ জানতে পছন্দ করে,' ফিসফিস করে বলল লেফটি।

'কি জানতে চায়?'

'অন্য মানুষটা···যথেষ্ট ভাল কিনা। আমি আগেই চেষ্টা করতাম, কিন্তু ছেলেটা দুবারই ওখানে ছিল···ওকে নিরাপদ রাখাই ছিল আমার কাজ।' মরগ্যানের শ্বাস ধীর আর রুক্ষ। 'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, বন্ধু। তুমি যা খুঁজছ তা কোনদিন পাবে না। মৃত মানুষ উত্তর দেয় না···'

লেফটির শ্বাস টানা বন্ধ হলো। চোখ দুটো এখনও লুইসের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না। আড়চোখে স্টিভ দেখল রোজেনবার্গ উবু হয়ে মরগ্যানের বাম হাতটা দেখল। পথভ্রষ্ট একটা শটগানের ছোট সীসার টুকরো বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে নরম মাংসে ঢুকে কব্জির হাড়ে লেগেছে। লুইসের প্রথম গুলিরই একটা অংশ ওটা। এবং এতেই লুইস দ্বিতীয় গুলি করার সময় পেয়েছে।

'কপাল,' বলল গানস্মিথ, 'এটা এমন একটা জিনিস, যেটা গানের কেউ ভিতর ঢুকাতে পারে না। কিন্তু এতে সাহায্য হয়, মিস্টার লুইস, অনেক সাহায্য হয়।'

বিশ

রোজি মরিস বলল, 'লোকটা কেমন, সেটাই কেবল আমি জানতে চেয়েছিলাম, মেলিস্যা। সবাই ওকে ঘিরে একটা বিরাট রহস্যের জাল সৃষ্টি করেছে, এবং রহস্য আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া আমাদের প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি শত্রু আছে; শত্রুর সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ নেই, তাই কথা বলে ওকে বোঝাতে গেছিলাম···রাকা কোথায়?'

'সে রোমেরোর কোরালে একটা ঘোড়া দেখতে গেছে,' বলল মেলিসা। 'ওর তো এখন ঘোড়া আর পিস্তল ছেড়ে ছেলেদের দিকে নজর দেয়ার বয়স হয়েছে,

তাই না?' রোজিকে কোন জবাব দিতে না দেখে সে প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'তোমার বাবা এখনও ব্যাঙ্ক থেকে ফেরেনি। সে হয়তো বাবার সাথে একসাথেই ফিরে এখানে লাঞ্চ করবে। ভিতরে চলো, ওদের জন্যে অপেক্ষা করার ফাঁকে তোমার ওই পোষা টেন্ডারফুটের কথা শুনি।'

'ধুৎ,' বাড়ির ভিতর যেতে যেতে বলল রোজি, 'ওকে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছ কেন?···অবশ্য লোকটাকে আগে যেমন ভেবেছিলাম সে তেমন হ্যাকড়া বা একগুঁয়ে নয়–যথেষ্ট যুক্তিসম্পন্ন মানুষ সে। এবং দেয়ালে আঁটা ছবির নমুনা দেখে বুঝলাম সে মিস্টার নোয়েলের চেয়ে অনেক ভাল ফটোগ্রাফার।'

মেলিসা বলল, 'ভাল, কিন্তু তুমি ওর সাথে যেচে কথা বলতে যাওয়ায় আমি খুব অবাক হলাম। বিশেষ করে ড্যানের সাথে ওই রকম আচরণ করার পরে···অবশ্য তুমি জানো ওতে আমার কিছু আসে যায় না।'

'না, অবশ্যই না,' জবাব দিল রোজি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে মেলিসা বলে উঠল, 'ওহ, রোজি, আমি কি করব বলো তো? আমার মনের যা অবস্থা তাতে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে!'

'কেন, আমার ধারণা আগামী সপ্তাহের আগেই তুমি এসপার-ওসপার একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে, মেলিসা। আমার কাছে তুমি মতামত বা বুদ্ধি চেয়ো না, ড্যান আমার ভাই। আমি স্বীকার করি যে সে মোটেও নিখুঁত নয়, তবু ওকে আমি ভালবাসি বৈকি।'

নিজের কাঁধ সোজা করে একটু জিদের সাথেই যেন সে বলল, 'আমার মন আমি স্থির করে ফেলেছি। জর্জকে আমি বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি এবং ওকেই আমি বিয়ে করব!'

'চমৎকার,' বলল রোজি, 'তাহলে তো তোমার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েই গেছে। কিন্তু রাকা রোমেরোর ওখানে এতক্ষণ কি করছে? ওই লোকটা ফ্লাইঙ এম-কে মোটেও দেখতে পারে না, কারণ গরু চুরি করার অপরাধে বাবা ওর কিছু আত্মীয়স্বজনকে তাড়িয়ে দিয়েছে···ওই যে বাবা এসে পড়েছে।'

দরজার দিকে এগোল রোজি। রাস্তার বড় দরজাটা খুলতেই জ্যাক মরিসের গলা শোনা গেল। 'রোজি! রাকা! ড্যান!' স্বরটা তীক্ষ্ণ আর কড়া।

বাবাকে উঠান পেরিয়ে ভিতরে নিয়ে আসার জন্যে তাড়াতাড়ি এগোল রোজি। 'কি হয়েছে বাবা?' প্রশ্ন করল সে।

জ্যাক তার মেয়ের দিকে তাকাল ঠিকই কিন্তু দৃষ্টিটা অদ্ভুত, যেন দেখছে না। 'তোমার ভাই আর বোনকে ডাকো। আমরা রওনা হচ্ছি।'

'কিন্তু–'

মেলিসা প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাদের সাথে লাঞ্চ খাবে না, আঙ্কেল জ্যাক?'

ঘুরে হালকা গড়নের মেয়েটার দিকে তাকাল মরিস 'বাছা, সারা নিউ মেক্সিকো এলাকাতে খাবার না পাওয়া গেলেও আমি তোমার বাবার টেবিলে বসে আর খাব না! কথাটা তুমি ওকে আমার পক্ষ থেকে জানাতে পারো!'

বিস্ময়ে রোজি চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা!'

মেয়ের দিকে ফিরে সে বলল, 'হাওয়ার্ড হাইনস ভবিষ্যতে আমাদের ধারে

টাকা দিতে অস্বীকার করেছে, প্রিনসেস। শুধু তাই নয়–'

মেলিসা কয়েক পা এগিয়ে এসে ঘৃণা মেশানো রাগের সাথে বলল, 'ভাল, কিন্তু সেটা তোমার ওভাবে কথা বলার কোন অজুহাত হলো না।...আমি জানি যে বাবা যা করেছে তার পিছনে অকাট্য ব্যবসায়িক যুক্তি আছে!'

বাঁকা ভাবে হাসল জ্যাক। 'তোমাদের হাইনস পরিবারের লোকজন ব্যবসা বুদ্ধিতে খুব পাকা। তোমার নিজেরও জর্জকে বিয়ে করার পিছনে ভাল ব্যবসায়িক যুক্তি আছে! তাই না?' মেলিসা লজ্জায় লাল হলো। ওর দিকে চেয়ে জ্যাক বলে চলল, 'তোমরা চোর আর রাসলাদেরও সাহায্য করো! সবই ভাল ব্যবসায়িক কারণে! তোমার বাবার ফ্লাইঙ এম-এর প্রতি গত কয়েক বছরের উদারতা দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। ওদিকে আমরা নিয়মিত গরু হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলাম। সংঘবদ্ধ লুটের শিকার হলাম আমরা। লোকে বলে ওগুলো সবই আমার ভুল ধারণা। কিন্তু হাওয়ার্ড হাইনস খুশি মনেই আমাকে আরও ধার দিয়েছে, কেবল বন্ধুত্বের খাতিরে। বন্ধুত্ব! ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করা ওই গভীর জলের মাছটা বন্ধুত্বের কি জানে? তুমি ভালবাসা সম্পর্কে যতটুকু জানো তার বেশি নয়! সে যা জানে, সেটা হচ্ছে যেভাবেই হোক আমার র‍্যাঞ্চটা ওর চাই, এবং আমি ওটা কখনও বিক্রি করব না। ওকে বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি...ওর পার্টনাররা ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে গরু চুরি করে আমাদের ফতুর করেছে। এখন ফ্লাইঙ এম যখন দেনার দায়ে পুরোপুরি ওর কবলে, সে তার সব টাকা ফেরত চায়। যদিও ভাল করেই জানে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

মেলিসা এগিয়ে এল। 'আমার বাবার দায়িত্ব প্রথমত ব্যাঙ্কের প্রতি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'আমি জানি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে তার খুব কষ্ট হয়েছে, আমি জানি তোমার বর্তমান মনের অবস্থা, কিন্তু তাই বলে এভাবে স্বেচ্ছায় তোমার সাথে ওর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ–'

'সবকিছু না জেনে কথা বলতে যেয়ো না,' রূঢ় স্বরে বলল মরিস। 'আমি কিভাবে ব্যাপারটা নিই সে সম্পর্কে তোমার বাবা এতই ভীত ছিল যে নিজের নিরাপত্তার জন্যে ব্যাঙ্কে সে একটা লোক রেখেছিল। পাশের কামরাতেই সে অপেক্ষা করছিল। এবং লোকটা কে? যে লোক গতকাল হ্যাঙ্ককে খুন করেছিল। ওই লোককেই সম্প্রতি টাওস থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি সে রাস্টি মাইকের র‍্যাঞ্চেই গত সপ্তাহে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। দক্ষিণের র‍্যাঞ্চাররাই টাকা দিয়ে রাস্টিকে টাওসে পাঠিয়েছিল একজন ভাল পিস্তলবাজ ভাড়া করার জন্যে। কিন্তু তোমার বাবা ওকে যেভাবে আদেশ দিচ্ছিল তাতে মনে হয় সেই ওকে ভাড়া করেছে। মনে হয় ওকে ভাড়া করার পিছনে ওর বা ব্যাঙ্কের টাকাও ঢালা হয়েছে। এতে যদি হাওয়ার্ডের সাথে যে রাসলারদের সম্পর্ক আছে, তা প্রমাণিত না হয়, তবে কিসে হবে?'

মেলিসা তার ঠোঁট চাটল। 'আমি মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করি না যে...কি ঘটেছে, বাবা ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সে ঠিকই আছে,' বলল জ্যাক। 'ওহ, আমি ওর গানহ্যান্ডের সাথে লাগতে গেলে সে ওটা পছন্দই করত। এটা আমি ওর চোখের ভাষায় দেখতে

পেয়েছি। আমি মরলেই তার সুবিধা, কারণ সে জানে ওইসব ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় কোন কাজ হবে না। আমি বেঁচে থাকতে সে কখনও ফ্লাইঙ এম পাবে না। ব্যাঙ্কার গোষ্ঠির কোন চালাকিই ফ্লাইঙ এম-এর ওপর খাটবে না। যাই হোক, আমার কোমরে পিস্তল ছিল না। আমি ভাবতেই পারিনি যে বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলে ওটার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে আমি ওটা সাথে রাখব। এবং তুমি তোমার বাবাকেও বলে দিও, নিজের পিস্তল বা ভাড়াটে পিস্তলবাজকে সে যেন হাতের কাছেই রাখে। কারণ তার ওসব দরকার হবে···চলে এসো প্রিনসেস, আমরা বিদেয় হই।'

রোজি দুঃখের সাথে মেলিসার দিকে চাইল। একে একে সব ছেলেবেলার বান্ধবীই বিয়ে করে তার থেকে দূরে সরে গেছে। আজ সে শেষ বান্ধবীকেও হারাল। মেলিসা ওকে অল্পক্ষণ শীতল চোখে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। রোজি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবাকে অনুসরণ করল।

অ্যাডোব দালানের উঠানের দরজা বন্ধ হওয়ার সময়ে ড্যান এগিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল জ্যাক। 'ওকে তুমি খুঁজে পেলে? এই ডেল মার্টিন লোকটা যতক্ষণ আছে, ওকে আমাদের প্রয়োজন।'

সাদাসিধে স্বরে ড্যান জানাল, 'আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি, স্যার।'

'সে কি বলল, আমার অ্যাপোলজি সে মেনে নিয়েছে? সে কি ফ্লাইং এম-এ ফিরে আসছে?'

'নাহ, আজকাল সে কথা বলা বন্ধ করেছে। শটগানের গুলিতে ওর বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সে ওই লোকের খোঁজে গেছিল, এবং লুইসই ওকে গুলি করে মেরেছে।' ছেলেটা মুখ কুঁচকাল। 'আমার বিশ্বাস লেফটি মরগ্যানের কাছেও আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। হয়তো তারও একটু বেশিই ঋণী আমি তার কাছে। যাহোক, ওই লুইস সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত মোকাবিলায় আসার সময় হয়েছে এখন।' খাপ থেকে পিস্তল বের করে সিলিন্ডারটা ঘোরাল সে। লোড ঠিক আছে কিনা দেখে নিল।

রোজি ওই খবরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল। তাড়াতাড়ি বাবার দিকে চেয়ে সে প্রতিবাদ করল। 'বাবা, আমার মনে হয় যে ড্যানের জন্যে কোন ঝামেলায় জড়ানোর সময় এটা নয়!'

রোজির দিকে রাগ হয়ে তাকাল ড্যান। কিন্তু জ্যাক মরিস বলল, 'ঠিক কথা। লুইসের ব্যাপারে বর্তমানে আর কিছু করার দরকার নেই–তোমাকে র‍্যাঞ্চে দেখতে চাই আমি।' জ্যাক অস্থিরভাবে প্রশ্ন করল, 'রাকা কোথায়?'

'ওই যে আসছে,' বলল রোজি।

'ড্যান, ক্রুদের জড়ো করে নাও। আমরা র‍্যাঞ্চের দিকে এগোব!'

একুশ

হোটেলের দিকে এগোবার পথে জর্জ হেনরি দোকানের দরজার কাছে লুইসকে থামাল।

'গুড ইভনিং, মিস্টার লুইস। তোমার সময় থাকলে তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি।' জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই ভিতরে ঢুকে সে একটা শটগান নিয়ে বেরিয়ে এল। 'এই পুরোনো শটগানটাকে আমি পুরোপুরি পরিষ্কার করে গুলি ভরে রেখেছি,' গর্বের সাথে জানাল সে। 'সময় এলে ওই উদ্ধত লোকগুলোকে মেরে সাফ করার জন্যে আমি তৈরি থাকব। তুমি শুধু একটু ইশারা করলেই হলো। আমরা এই ভ্যালিকে একটা শান্তিপূর্ণ বাসের জায়গা করে তুলব। সেটা করতে আমাদের যদি গোলাগুলি আর দড়ি ব্যবহার করতে হয় তাও সই!'

সাদাসিধে ভারী শটগানটার ওপর চোখ বুলিয়ে জর্জের উদগ্রীব চেহারার দিকে তাকাল স্টিভ। শান্তি, শোভন, এসব কথা শুনতে ভালই শোনায়। স্টিভের মনে পড়ল এই লোকটাই মেলিসা হাইনসকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, যার ড্যানের প্রতি টান আছে। অর্থাৎ জর্জের এই মহান কাজ করতে চাওয়ার পিছনে কিছুটা স্বার্থ জড়িত আছে। 'ওটা একটা ভাল আর পোক্ত অস্ত্র বলেই মনে হচ্ছে,' ধরা না দিয়ে জবাব দিল স্টিভ। তারপর বিদায় নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল।

ওকে ঢুকতে দেখে ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে এল নোরা। ওর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট।

'স্টিভ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তোমার জন্যে আমি খুব ভাবনায় ছিলাম। মরগ্যান তোমাকে খুঁজছে শুনেই আমার আত্মা শুকিয়ে গেছিল।'

'আমি ঠিকই আছি। মরগ্যান মারা গেছে।'

'ফ্লাইঙ এম-এর অনেকেরই খবরটা শুনে মুখ ভার হবে।'

'আমার ধারণা ছিল লেফটি ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছে।'

'এখন ওরা আবার মরগ্যানকে ফিরিয়ে নিতে চাইছে,' বলল নোরা। 'ড্যান মরিস ওকে সারা শহরে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাকগে, তুমি শুনেছ যে ব্যাঙ্ক এখন ওদের সব দেনা শোধ করতে বলেছে? বুড়ো নেকড়েটা অবশ্যই লড়বে, কিন্তু এখন ওদের একেবারে শেষ অবস্থা। এই ভ্যালির ওপর থেকে একটা কালো ছায়া সরে যেতে চলেছে–'

'হয়তো,' বলল লুইস। 'কিন্তু ঈর্ষা করার জন্যে ফ্লাইঙ এম না থাকলে শহরবাসী কি করবে?'

'যাও, বারে গিয়ে একটা ড্রিঙ্ক খাও। রাস্টি মাইকও ওখানে আছে; সে তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

'ওর সাথে আমারও কিছু কথা আছে,' বলে বারের দিকে এগোল স্টিভ।

বারের দরজা ঠেলে মার্শাল সমার্স ওর দিকে এগিয়ে এল।

'ইভনিং, মিস্টার লুইস,' বলল সে। 'তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম

'গ্রেপ্তার করবে? তোমাকে আমি আরও আগে দেখব আশা করেছিলাম।'

মাথা নাড়ল সমার্স। 'আমার মতে মরগ্যানের মত লোকের আরও আগে মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল। আমি এর জন্যে একজন সৎ নাগরিককে বিব্রত করতে চাই না। তোমার সাথে আমি অন্য একটা বিষয়ে আলাপ করতে চাই। আমার একজন ডেপুটি দরকার। সামনেই অনেক ঝামেলা আসছে বলে আমি আঁচ করছি। আমার ডেস্কে একটা ব্যাজ আছে, যেটা আমি তোমার বুকে এঁটে দিতে চাই। তুমি যে দরকার পড়লে ওই শটগানটার সদ্ব্যবহার করতে পারো, এটা তুমি প্রমাণ করেছ। কিন্তু তোমার চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারছি এটাই ছিল তোমার প্রথম। কিন্তু এরপরে? লেফটির জন্যে কেউ দুঃখ প্রকাশ করবে না বটে, কিন্তু তুমি ড্যান মরিসকে হত্যা করলে সবাই কাঁদবে। না, তোমাকে আমি লুকোতে বা পালাতে বলছি না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি ব্যাজ পরে ছেলেটাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। তোমাকে ওর সমীহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, তোমার কথা সে গ্রাহ্য করবে, যদি ওর কাছে কথাটা তুমি ঠিক মত পাড়তে পারো।'

কয়েক সেকেন্ড মার্শালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নাড়ল লুইস। 'আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমার সাথে লাগতে না এলে আমি কারও বিরুদ্ধে লড়ব না। আমি টিন ব্যাজের নিরাপত্তা চাই না। এবং ঝামেলা এড়াবার জন্যে আমি নিজের পথ থেকে এক পাও নড়ব না। তুমি যদি ড্যান মরিসের বেঁচে থাকা চাও, তাহলে ওকে ভদ্র আচরণ করতে বোলো।'

'তুমি ভুল করছ, মিস্টার লুইস।'

'হয়তো।'

'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারতাম, কিন্তু তাতে সমস্যাটার কোন সমাধান হবে না। ছেলেটার অবশ্যই পিস্তলে ভাল হাত আছে। তবু আমি যে কেন ধরে নিচ্ছি ধোঁয়া পরিষ্কার হলে তুমিই দাঁড়িয়ে থাকবে, তা আমি নিজেই জানি না।'

'তোমার যদি সুবিধা হয়, তাহলে আমার মৃত্যু কামনা করলেই তো পারো।'

'ছিঃ, বাছা,' শান্ত স্বরে বলল সমার্স, 'আজ পর্যন্ত আমি কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করিনি। এখন আর নতুন করে সেটা শুরু করতে চাই না।' মাথা ঝাঁকিয়ে ছোট্ট একটা নড করে চলে গেল সে।

বাইশ

স্টিভ বারে ঢুকে দেখল ভিতরে রাস্টি আর ডেল রয়েছে। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আসায় ওদের পোশাক ধুলোময়; চেহারায় এমন একটা সচেতনতার ভাব যে মনে হয় ওরা ঝামেলা আশা করছে। স্টিভকে চিনতে পেরে ওরা আশ্বস্ত হলো। রাস্টি ইশারায় বারটেন্ডারকে একটা বাড়তি গ্লাস দিতে বলল। কনুইয়ের কাছে রাখা বোতল থেকে গ্লাসটা ভরে স্টিভের দিকে ঠেলে দিল মাইক। 'আমার পক্ষ থেকে,' বলল সে।

স্টিভ ওটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। 'এখনও না,' বলল সে, 'তোমার মদ ছোঁয়ার আগে কতগুলো ব্যাপার আমাকে পরিষ্কার বুঝতে হবে।'

স্টিভ লক্ষ করল ডেলের হাত পিস্তল ড্র করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু

রাস্টি হেসে গ্লাসটা আবার ওর দিকে ঠেলে দিল। 'তোমাকে চটানোর মত কিছু করে থাকলে আমি দুঃখিত, প্রফেসর,' বলল সে। 'কিন্তু আমাদের প্রতি বিরূপ হওয়া তোমার সাজে না। বর্তমানে তোমাকে যেমন আমাদের প্রয়োজন, আমাদেরও তোমার ঠিক তেমনি প্রয়োজন।'

'তুমি নিজেই সেটা নিশ্চিত করেছ, তাই না? আমি টাওস থেকে আগত ভাড়াটে বন্দুকবাজ এই গুজবটা কে ছড়িয়েছে?'

'গুজব কিভাবে শুরু হয়?' হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল রাস্টি। 'মানুষ দুয়ে দুয়ে যোগ করে তিন বা পাঁচ বানায়। লোকজন যদি ডেল মার্টিনের বদলে তোমাকেই সেই লোক ঠাওরায়, সেটা কি আমার দোষ?'

'তুমি সেটা শুধরাবার কোন চেষ্টা করোনি।'

'চেষ্টা করব? কিন্তু তা কি আমি পারতাম? আমি যদি সবার সামনে ঘোষণা করতাম যে তোমাকে আমি সেদিন রাস্তায় দেখার আগে কখনও দেখিনি, সেটা কে বিশ্বাস করত?' শব্দ তুলে হাসল রাস্টি। 'আহ, তোমার হুইস্কি খাও, লুইস। হয়তো আমি তোমাকে কিছুটা ব্যবহার করেছি মার্টিনকে আড়ালে রাখার জন্যে, কিন্তু তাতে আমাদের বিশেষ লাভ হয়নি। এবং তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তুমি যেন এতে ক্ষতিগ্রস্ত না হও সেজন্যে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। নিজের ওপর ঝামেলা তুমি নিজেই টেনে এনেছ। এজন্যে আমাকে–'

নোরাকে দৌড়ে বারে ঢুকতে দেখে ওর কথা থেমে গেল। 'ড্যান মরিস এদিকেই আসছে! এখন তুমি কি করবে, রাস্টি?'

'তুমি ছুটে গিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নাও, চিকিতা (বাচ্চা মেয়ে)। এদিককার সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কিন্তু শিগ্‌গিরই কিছু বুলেট এদিক-সেদিক ছুটতে পারে।'

'গুড লাক,' বলে প্রস্থান করল নোরা।

রাস্টির হাবভাবে উল্লাস প্রকাশ পেলেও গলার স্বরটা স্বাভাবিক ডেলকে নির্দেশ দিল সে, 'তুমি পিছনের গলিতে বেরিয়ে মার্টিনেজ আর তার লোকজন সবাই জায়গা মত আছে কিনা চেক করে দেখে এখানে ফিরে দরজার বাইরে অপেক্ষা করবে। মনে হয় তোমার সাহায্য আমাদের দরকার হবে না, আমরা দুজনই ওকে সামলাতে পারব। তবু তুমি চোখ-কান খোলা রেখে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কোরো…লুইস, তুমি এখানে বারের পাশেই দাঁড়াও। লম্বা শটগানের জন্যে তোমার কিছু জায়গার দরকার হবে। আমি ওই কোনার টেবিলে থাকব। এতে আমরা ওকে ক্রসফায়ারে পাব।' ঘুরে তাকাল সে। 'ডেল?'

পিছনের দরজার হাতল ধরে ফিরে তাকাল সে। 'কি?'

'ছেলেটা মারা পড়ার সাথেসাথে খবরটা ফ্লাইঙ এম-এ পৌঁছে দেয়ার জন্যে একটা লোককে তৈরি থাকতে বলো। আমরা যদি ওই বুড়োকে তার লোকজন সহ শহরে ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে আজ রাতেই হয়তো আমরা একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে পারব।'

'এই তো আমার মন মত কথা,' তিক্ত স্বরে বলল সে। 'এই শহরে আর আমার মন টিকছে না। অপেক্ষা করার দরকার কি? আমি এখনই কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি যা বলেছি তাই তুমি করবে,' বলল রাস্টি। 'আমাদের কপাল কিছুটা ভাল যাচ্ছে বলেই বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। কাজটা শেষ হওয়ার পরেই তুমি লোক পাঠাবে।'

ডেল বেরিয়ে গেল। ওর পিছনে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হলো। রাস্টি তার পিস্তল বের করে পরীক্ষার পর আবার খাপে রাখল। তারপর নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে কোনার টেবিলে গিয়ে বসল। 'এটা তোমার পার্টি, প্রফেসর,' বলল সে। 'তুমি যেভাবে খুশি এটা হ্যান্ডল করতে পারো। কিন্তু প্রয়োজন হলে টেবিলের তলায় আমার পিস্তল তৈরি থাকবে।'

'আমি তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছি বলে মনে পড়ে না,' বলল লুইস।

ওপাশ থেকে দাঁত দেখিয়ে হাসল রাস্টি। 'না চাইলেও সাহায্যে এগিয়ে না এলে সে আবার বন্ধু কিসের?'

চিন্তামগ্ন ভাবে ওর দিকে তাকাল স্টিভ। জবাবে সে অনেক কথাই বলতে পারত, কিন্তু কথোপকথনের সময় এটা নয়। শটগানের লোড চেক করে নিল স্টিভ। তারপর টেবিল থেকে রাস্টির অফার করা ড্রিঙ্কের গ্লাসটা তুলে নিয়ে গলায় ঢেলে দিল। লবি থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে কারও এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল।

'সাবধান,' ফিসফিস করে বলল রাস্টি, 'ও আসছে!'

শব্দটা বারের দরজার কাছে এসে গেছে। লুইস হাতের খালি গ্লাসটার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকাল, অপেক্ষা করছে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। দরজা খুলতে শুরু করল···গ্লাসটা সোজা রাস্টির মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল স্টিভ। স্বভাবতই ওটা এড়াতে মাথা নিচু করল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে শটগান ওর দিকে তাক করে হ্যামার দুটো কক করল। 'ভিতরে এসো, মিস্টার মরিস,' বলল লুইস।

দরজার পাল্লা দুটো প্রচণ্ড বেগে খুলে গেল। ছেলেটা নাটকীয় ভঙ্গিতে ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল পিস্তলের ওপর ওর হাত। 'কি–'

লুইস বলল, 'তুমি একটা ফাঁদে পা দিয়েছ, বাছা। এখান থেকে তুমি জলদি বেরিয়ে যাও···রাস্টি, গলির দরজাটা যদি কেউ খোলে, তবে তোমার মাথাটা আমি গুলি করে উড়িয়ে দেব!' ওর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই লুইস বলল, 'গুড-বাই, মিস্টার মরিস।'

ড্যান ইতস্তত করছে। গলিতে কেউ চিৎকার করল। অনেকগুলো পায়ের ছুটে আসার শব্দ পাওয়া গেল। ছেলেটা চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরেও থেমে ফিরে তাকাল। 'তোমার কি হবে?'

'নিজেরটা আমি নিজেই ভাবব,' অধৈর্য স্বরে বলল লুইস। 'কেবল তোমার ব্যাপারেও আমাকে দুশ্চিন্তা না করতে হলেই হলো। গুড-বাই।'

লবির দরজাটা একবার খুলে আবার বন্ধ হলো, এবং ড্যান মরিস চলে গেল। হোটেলের সামনের দরজার কাছে একজন চিৎকার করে সাবধান করল; পিছনের দরজায় নক করল কেউ। 'মাইক! ভিতরে হচ্ছেটা কি–'

'বাইরেই থাকো!' রাস্টির স্বর উত্তেজনায় টান-টান শোনাল। শটগানের দিকে চেয়ে স্টিভের মুখের দিকে তাকাল সে 'তুমি কি করার চেষ্টা করছ? তুমি কোন পক্ষে আছ?'

'সবসময়ে যে পক্ষে ছিলাম, সেই পক্ষেই আছি। সেটা আমার নিজের পক্ষ। আমার লড়াই আমি নিজেই চালাব, মিস্টার মাইক। আমার সাহায্যের দরকার হলে সেটা আমি চেয়ে নেব।' বাম হাতে পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে বারের ওপর রাখল লুইস। 'ওটা আমার ড্রিঙ্কের দাম। এখন দেখা যাচ্ছে, যে কাউবয়টা ল্যাসোর ফাঁসে ভালুককে আটকেছিল, আমিও তার মত সমস্যায় পড়েছি। হয়তো থাবার খামচি না খেয়ে এর থেকে রেহাই পাওয়ার একটা রাস্তা তুমি বাতলাতে পারবে।'

কামরার কোনা থেকে হিংস্র চোখে স্টিভের দিকে চেয়ে আছে রাস্টি। হঠাৎ সে হাসল। 'শটগানটা নামিয়ে নিয়ে শান্তি মত হেঁটে বেরিয়ে যাও। আমার জীবন বাঁচাবার জন্যে তোমার কাছে আমার কিছু দেনা রয়ে গেছে।' হাসিটা মিলিয়ে গেল। 'কেবল দ্বিতীয়বার আর আমার বিরোধিতা করতে যেয়ো না–বুঝেছ?'

শটগান নিচু করে কক করা হ্যামার দুটো নামিয়ে ফেলল স্টিভ। রাস্টির দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ওর দিকে পিছন ফিরে বার ছেড়ে বেরিয়ে এল। একটা লোক ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটে বাররুমে ঢুকল। লোকটা চিৎকার করে বলল, 'সেনইঅর মাইক, সে পালিয়ে গেছে! ওকে হোটেল থেকে বেরোতে কেউ দেখেনি, কিন্তু সে চলে গেছে। আমরা ওকে কোথাও...'

লবি পার হওয়ার সময়ে আশপাশে নোরাকে দেখতে পেল না স্টিভ। সাদা চুলওয়ালা মিসেস মাস্টারসন ডেস্কের পিছনে রয়েছে। পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মহিলা চট করে মুখ তুলে কিছু প্রশ্ন করতে গিয়েও স্টিভের চেহারা দেখে চেপে গেল। দুজন লোক খোলা পিস্তল হাতে হোটেলের পিছন দিক থেকে দৌড়ে এসে বাররুমে ঢুকল। পিছন থেকে রাস্টির কাছে রিপোর্ট করার স্বর শুনতে পেল লুইস।

হোটেলের সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই শটগান হাতে ডাকাতের মত চেহারার একটা লোক লুইসকে থামাল। লোকটার কাঁধে আড়াআড়ি ভাবে একটা কার্তুজের বেল্ট ঝুলছে। লুইসের চুল ড্যানের মত সোনালি নয় দেখে লোকটা ওর পথ ছেড়ে দিল। মনে হচ্ছে অন্ধকারে অনেক সশস্ত্র মানুষ ঘোরাফেরা করছে। বুড়ো আঙুল হ্যামারের ওপর রেখে উঠান পেরিয়ে রাস্তায় উঠল স্টিভ। ওই সশস্ত্র মেক্সিকান লোকগুলোকে ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে ওর অস্থিরতা আর রাগ বাড়ছে। সে জানে আজকে ওই লোকগুলোর মধ্যে কেউ যদি ওর দিকে অস্ত্র তাক করে তাহলে নিজের শটগানটা সে ওই হতভাগ্য লোকের ওপরই খালি করবে–ওর উদ্দেশ্য কি ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

হোটেলকে পিছনে ফেলে গ্যালারির দিকে এগিয়ে চলল সে। কাছে আসার পর স্টিভের মনে পড়ল যে সাপার না খেয়েই সে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ভুলটা শুধরে নেয়ার জন্যে তাকেই এখন রান্নাঘরে ঢুকতে হবে।

গ্যালারিতে ঢুকতে যাবে, এই সময়ে হঠাৎ ডান পাশে অন্ধকারে একটা নড়াচড়া দেখে ওদিকে ফিরে শটগান বাগিয়ে ধরল স্টিভ। একটা মেয়ের মৃদু শব্দে হাসার শব্দ ওর কানে এল

'বন্দুকের প্রয়োজন হবে না, সেনইঅর,' স্প্যানিশ উচ্চারণে বলে পাছা দুলিয়ে মেয়েটা এগিয়ে এল স্টিভ দেখল মেয়েটার আঁটসাঁট পাতলা ব্লাউজটা ওর

পরিপূর্ণ যৌবন ঢেকে রাখতে পারেনি।

'তুমি কি চাও?' প্রশ্ন করল লুইস।

আবার হাসল মেয়েটা। 'আগের লোকটার মত তুমিও একজন ফটোগ্রাফার?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমিও হয়তো আগের লোকটার মত রোজালিনার ছবি তুলতে পছন্দ করবে।' ইচ্ছা করে আরও বেশি কোমর দুলিয়ে স্টিভকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল সে। 'আমার বয়স কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু আমি এখনও সুন্দর, না? আমি জামাকাপড় খুলে ফেলব, তারপর আমরা দুজনে কিছু চমৎকার ছবি তুলব–আগের লোকটার চেয়েও ভাল ছবি। আমি সকালে আসব, যখন আলো থাকবে। কিংবা এখন এসেও আমরা দুজনে একসাথে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতে পারি। তবে সেটার জন্যে তোমাকে একটু বেশি পয়সা দিতে হবে।'

ওকে বিদায় করে দিল লুইস। মেয়েটা যে পেশাদার তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্যালারিতে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে এগোল সে।

তেইশ

কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাইরে অনুসন্ধানকারীদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ড্যান। এখানে ওকে টেনে আনা হয়েছে। নোরার দিকে চেয়ে চাবি দিয়ে ওকে দরজা লক করতে দেখল ড্যান। লম্বা মেয়েটা সোজা হয়ে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল। মেয়েটা ওকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল।

'আমাকে গুলি করে তোমার কোন লাভ হবে না, ড্যান মরিস,' শেষে ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল সে। 'গুলির শব্দে ওরা সবাই ছুটে আসবে।'

চোখ নামিয়ে হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল সে। তারপর লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ওটাকে খাপে ভরল। 'না, গুলি করার কথা আমি–'

'আমাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ তোমার নেই,' বলল নোরা। 'তবে শহরে তোমার বিশ্বাস করার মত আর কেউই নেই, আছে? এখানে তোমার একা আসা খুব বোকার মত একটা কাজ হয়েছে।'

'বাবা সবাইকে শহর থেকে দূরে থাকার আদেশ দিয়েছে,' জানাল সে। 'আমি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি ভাবিনি এখানে একটা পুরো আর্মি দলের মুখোমুখি–'

'তোমার বাবাই কি একমাত্র লোক, যে টাকা দিয়ে পিস্তলবাজ ভাড়া করতে পারে?'

'ভাড়া?' ড্যানের স্বরে অবজ্ঞা প্রকাশ পেল। 'রাস্টি মাইক বা তার বন্ধু বান্ধবের টাকা কোথায় যে এতগুলো লোক ভাড়া করবে?'

'কিছু লোক টাকার জন্যে কাজ করে,' হালকা স্বরে বলল নোরা। 'আবার কিছু লোক স্নেহ-ভালবাসার জন্যে কাজ করে, আবার কিছু লোক কাজ করে গরুর মাংসের জন্যে। রাস্টি মাইকের সাথে যোগ দেয়ার আগে মার্টিনেজ ছিল ছিঁচকে

গরু চোর। এখন সে ওর লোকজনের দৃষ্টিতে মহান ব্যক্তি। ঠিক বর্ডারের ওপাশের বিপ্লবী জেনারেলদের মত।'

জবাবে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ড্যান। তার হঠাৎ খেয়াল হলো যে মেয়েটা তাকে বাঁচিয়েছে তার সাথে ঝগড়া বা তর্কাতর্কি করা ঠিক হবে না। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে সাহায্য করছ কেন?'

ছেলেটার চোখে মুহূর্তের জন্য চোখ রেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল নোরা। কাঁধ উঁচাল সে। 'আমি ঠিক জানি না। ওটাকে আকস্মিক আবেগ বলতে পারো।'

'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে বাঁচালে।' নোরার দিকে এগিয়ে গেল সে। লক্ষ করল মেয়েটা প্রায় তার সমানই লম্বা। চোখে চোখ রাখতে ওকে আর আগের অভ্যাস মত নিচের দিকে···চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়াল সে। জাহান্নামে যাক মেলিসা হাইনস্।•মেয়েটা তাকে বাঁকা সমালোচনা ছাড়া আর কি দিয়েছে? এই মেয়েটা দু-দুবার তার জীবন বাঁচিয়েছে। সে বলল, 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ–'

'চুপ!'

বাইরের করিডরে দুজন লোকের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ওরা এগিয়ে গিয়ে পরের কামরায় ঢুকল। এক মুহূর্ত পরেই নোরার দরজায় নক করার শব্দ হলো।

'কে?' ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে সাড়া দিল সে।

'ক্ষমা কোরো, সেন্‌ইঅরিতা, আমাদের প্রত্যেকটা কামরার তল্লাশী নিতে আদেশ দেয়া হয়েছে।'

তীক্ষ্ণ রাগত স্বরে নোরা বলল, 'তোমার আদেশ তুমি রাস্টি মার্টিনের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাও, এবং ওকে বোলো আমি এখন ঘুমাতে যাচ্ছি। এই কামরা সার্চ করতে হলে কাল সকালে সে নিজে এসে দেখতে পারে।'

'কিন্তু, সেন্‌ইঅরিতা–'

'যা বলছি, তাই করো!' অধৈর্য স্বরে ধমকে উঠল নোরা। 'আমি এখন ক্লান্ত। ওকে গিয়ে বলো: সেনইঅরিতা নোয়েল এখন দরজা খুলতে পারবে না। তোমরা কেমন লোক যে একটা সোনালি চুলের ছেলেকেও সামলাতে পারো না? এখন আমাকে আর বিরক্ত না করে আমার মেসেজটা ওকে পৌঁছে দাও, আমিগো। বুয়েনাস নচেস (শুভরাত্রি)।'

করিডরে কিছু নিচু স্বরের আলাপের পর লোক দুটো চলে গেল। হাঁফ ছাড়ল ড্যান।

'বাররূমে কি ঘটেছিল? তুমি পালিয়ে এলে কিভাবে?'

'ওই লুইস লোকটাই আমার চামড়া বাঁচিয়েছে। আমি ভিতরে ঢুকে দেখলাম সে রাস্টির দিকে শটগান তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।'

'লুইস? সে তোমাকে কেন–'

'লোকটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির–ওকে বোঝা মুশকিল।'

কামরার চারপাশে তাকিয়ে দেখল ড্যান। এটা হোটেলের অন্যান্য কামরার মতই, কেবল টাটকা কুঁচি দেয়া জানালার পর্দা আর দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোই

ব্যতিক্রম। ওগুলো নোরার বাবারই তোলা ছবি, নিচে ওর সইও রয়েছে। মানের দিক থেকে উন্নত না হলেও সম্ভবত ওগুলো স্মৃতি হিসেবে নোরার কাছে প্রিয়।

মেয়েটা বলল, 'এটা তোমাদের ফ্লাইঙ এম-এর সম্ভ্রান্ত কামরার তুলনায় নগণ্য হলেও আমার জন্যে যথেষ্ট। মিসেস মাস্টারসনের বদান্যতা।'

'তবে আমি যতটুকু দেখেছি, মহিলা থাকা-খাওয়ার পরিবর্তে তোমাকে যথেষ্ট খাটিয়ে নেয়।'

'আমি খুশি মনেই কাজ করি। নিজেকে ফেলনা মনে হয় না।'

একমুহূর্ত নীরবে নোরার দিকে চেয়ে থাকল ড্যান। নতুন করে উপলব্ধি করল মেয়েটা সুন্দরী, পরিণত, এবং সাদাসিধে পোশাকেও আকর্ষণীয়। সে বলল, 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি কি কারণে আমাকে সাহায্য করলে।'

সামান্য মাথা নাড়ল সে। 'তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলেছি, আমি জানি না।' তারপর ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল। 'এবং আমি যদি জানতাম, তাহলেও হয়তো তোমাকে বলতাম না।' ড্যানের বাহুর ওপর হাত রাখল নোরা। 'বন্ধু, কেবল বোকা লোক বা বাচ্চারাই এই ধরনের প্রশ্ন করে।'

নিঃসন্দেহে নোরার চোখের ভাষায় আমন্ত্রণ রয়েছে। সে একটু ইতস্তত করল, এখানে কোন ভুল করতে চায় না ও। মেয়েটা অস্থির ভাবে নড়ে উঠল, যেন হাতটা সরিয়ে নিচ্ছে; পরমুহূর্তেই ড্যানের বাহুপাশে ধরা পড়ল নোরা। ওর চুমোর জবাবও উৎসাহের সাথে উত্তেজক ভাবে দিল···

কোমরের কাছে একটা টান অনুভব করল ড্যান। পরমুহূর্তে মেয়েটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, এখন ভারী পিস্তলটা ওর হাতে। নোরার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ওটা এখন কঠিন নিষ্ঠুর আর বিজয়ী ভাব নিয়েছে। পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল সে।

'মরিস!' বলল নোরা। ওর স্বরে একটু হিসহিসানি রয়েছে। 'মরিস! একটা নোঙরা গোষ্ঠীর নামের কি বাহার!'

'নোরা–'

'আমার বাবাকে পিটিয়ে এই শহর থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল,' ফিসফিস করে বলল সে, 'কিন্তু এখন ওরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, এবং আমি সেটা উপভোগ করব। ওহ, ওদের আমি গুলি করে বা লাথি মেরে তোমাকে মারতে দেব না। ওটা অত্যন্ত সহজ হবে। আমি চাই তুমি জেলে ভয়ে সিঁটিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকো। তারপর ওরা আসবে, দরজা ভেঙে তোমাকে নিয়ে যাবে···'বাঁচাও!' চিৎকার করল সে। 'রক্ষা করো!'

ঘুরে পিস্তলটা পিছনের জানালার দিকে ছুঁড়ে মারল। ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভেঙে কক করা ভারী পিস্তলটা গলিতে আছাড় খেয়ে বিস্ফোরিত হলো।

'বাঁচাও!' আবার চিৎকার করল সে। 'আমি ওর পিস্তল বাইরে ফেলে দিয়েছি, আমাকে বাঁচাও!'

চিন্তা-ভাবনা করে ড্যানের দিকে ফিরে নিজের জামাটার কাঁধের কাছ থেকে হাতা ছিঁড়ে ফেলল। তাড়াহুড়া না করে ধীরে সুস্থে সে নিজের কাঁচুলিও ছিঁড়ল। ড্যান হতবাক হয়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত মানুষের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে মেয়েটার কাণ্ড

দেখছে। আরও কয়েকটা সফল টানে জামাটাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল সে। এরপরে চুলের কাঁটা খুলে চুল এলোমেলো করে মুখের ওপর এনে ফেলল। ভাঙা জানালাটার তলায় পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। এতক্ষণে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা মানুষের মত পালাবার জন্যে ঘুরল ড্যান।

'বাঁচাও!' তারস্বরে চিৎকার করল নোরা। 'ওহ, দয়া করে কেউ আমাকে সাহায্য করো। আমাকে ব্যথা–'

ড্যান দরজার সামনে পৌঁছতেই ওকে ধরে ওর মুখে খামচির দাগ এঁকে দিল। মেয়েটা একেবারে বুনো হয়ে উঠেছে এখন। শক্ত মেয়েটাকে ঠেকাতে দেহের ভর দিয়ে ওকে দেয়ালে ঠেসে ধরল মরিস।

'থামো!' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিয়ে বলল ড্যান। 'ঈশ্বরের দোহাই থামো–'

দরজা ভাঙার শব্দ ওর কানে এল। পাল্লাটা সশব্দে মেঝের ওপর পড়ল। তারপরেই পিস্তলের ব্যারেলের আঘাতে জ্ঞান হারাল ড্যান

চব্বিশ

কামরার কোনা থেকে রাস্টি দেখল মার্শাল সমার্স তার কয়েদি ড্যান মরিসকে মেঝে থেকে তুলে নিজের পায়ে দাঁড় করাল। খামচির আঁচড়ে রক্তাক্ত চেহারায় ওকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে। ভাঙা জানালার কাছে দাঁড়ানো নোরার ওপর ড্যানের চোখ পড়ল। মেয়েটা ফেকাসে আর আলুথালু অবস্থায় অভিযোগের দৃষ্টি নিয়ে ড্যানের দিকে চেয়ে আছে। দুহাত বুকের ওপর রেখে ছিন্ন জামা সামলাবার চেষ্টা করছে ও। ঠিক সচ্চরিত্রা মেয়ের লজ্জায় মরে যাওয়ার ভঙ্গি। মাইকের মনে হলো ভঙ্গিটা অত্যন্ত কার্যকর। সে এটাও লক্ষ করল যে নাটকীয় ভাবে জামাটা ছেঁড়া ছাড়া নোরার আর কোন ক্ষতিই হয়নি।

ড্যান কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল ওর বাহু আঁকড়ে ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল মার্শাল। 'তুমি ঠিক আছ তো, মিস নোয়েল?'

'আমি...আমার তাই মনে হয়, মিস্টার সমার্স। ওকে নিয়ে যাও। আমি ওর দিকে আর–'

'তুমি বলছ সে জোর করে এখানে ঢুকেছে?'

'হ্যাঁ। আমার ওপর পিস্তল ধরেছিল সে, এবং দুজন লোক দরজায় নক করলে সে আমাকে ওদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে আমি ভেবেছিলাম এর পরে ও চলে যাবে। কিন্তু তার বদলে সে হাসল, বলল: এখন ওর জন্যে চলে যাওয়া বোকামি হবে...এমন একটা আরামদায়ক লুকোবার জায়গা আর...এখানে কেউ ওকে খুঁজবে না ওর ধারণা ছিল আমি আগে একবার ওর জীবন বাঁচিয়েছিলাম বলে...সে বলল এটা একটা লম্বা রাত হবে, সুতরাং আমরা এটাকে উপভোগ...' শিউরে উঠল নোরা। 'ওর পিস্তলটা যখন আমার হাতে ছিল তখনই ওকে আমার গুলি করা উচিত ছিল!' চিৎকার করল নোরা। 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও মার্শাল, প্লীজ!'

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'এই কুত্তার বাচ্চাকে নিয়ে সময় নষ্ট করে কি লাভ? দড়ির ফাঁসই এখন ওর জন্যে ঠিক!'

'এই ধরনের কথা আমি শুনতে চাই না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মার্শাল।...এবং তুমি, বাছা, শান্তভাবে আমার সাথে চলো। বোকার মত পালাতে চেষ্টা করার ইচ্ছা থাকলে, সেটা ভুলে যাও। চারপাশে চেয়ে দেখো একবার। তোমার জন্যে বর্তমানে একমাত্র নিরাপদ জায়গা হচ্ছে হাজত!'

দরজার পাশে লোকগুলো অনিচ্ছার সাথে মার্শাল সমার্সকে তার কয়েদি সহ যাওয়ার পথ ছেড়ে দিল। এবং করিডর ধরে ওদের পিছন পিছন চলল আর সবাই। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে রাগ মিশ্রিত ঘৃণার সাথে আলাপ করছে। যারা পিছনে থেকে গেল তাদের মধ্যে ডেল মার্টিনও একজন। রাস্টি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। 'মিস নোয়েলের ওপর আজ রাতের জন্যে যথেষ্ট ধকল গেছে। এখানে জটলা না পাকিয়ে তোমরা এখন বিদায় হও! যাও;' ওরা বিদায় নেয়ার পর সে আবার কথা বলল। 'মার্টিন?'

মার্টিনও চলে যাচ্ছিল, ডাক শুনে ফিরে এল। 'এখন কি?'

নিচু স্বরে কথা বলল রাস্টি। 'তোমার রাইডার এখনও তৈরি? ভাল, ওকে এখনই পাঠিয়ে দাও। সে জ্যাক মরিসকে জানাবে যে ও যদি ছেলেকে বাঁচাতে চায় তাহলে যেন তাড়াতাড়ি শহরে চলে আসে। নইলে এখানকার লোকজন ড্যানকে জেল থেকে জোর করে ছিনিয়ে এনে হোটেলের উঠনে কটনউড গাছে ফাঁসিতে ঝোলাবে। দ্রুত ছুটে আসবে ও। এবং আমরা ওর জন্যে তৈরি থাকব।' শুকনো-পাতলা মানুষটার দিকে তাকাল মার্টিন। তুমি যদি তোমার বাকি টাকা কামাতে চাও, তবে তুমিও তৈরি থেকো।'

'আমি সব সময়েই তৈরি, বন্ধু। প্রশ্ন হচ্ছে টাকাটা রেডি তো?'

'টাকার ব্যাপারে তুমি চিন্তা কোরো না।'

'না, তা আমি করি না। ওটা তোমার মাথাব্যথা। কিন্তু আমি যখন চাইব তখন যেন আটশো ডলার দ্রুত বের করা হয়। আমাকে দ্বিতীয়বার কোন অজুহাত দেখাতে যেয়ো না।'

ঘুরে চলে গেল সে। রাস্টি ওর পিঠের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নোরাকে দেখতে গেল। মেয়েটা তখনও জানালার কাছেই ছেঁড়া পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে, তবে এখন আর তার চেহারায় দুর্দশার কোন চিহ্ন নেই বলে ওকে একটু হাস্যকর দেখাচ্ছে। রাস্টি এগিয়ে গেলে হাত দুটো পাশে ঝুলিয়ে দিল নোরা এবং গভীর আবেগ নিয়ে ওর অপেক্ষায় রইল। নোরার সামনে থেমে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে কাঁচুলির ছিন্ন অংশ একটু তুলে ধরল। 'তুমি দারুণ একটা ফাইট দিয়েছ বলেই মনে হচ্ছে, হানি,' শুষ্ক স্বরে বলল সে।

মেয়েটার চোখ সরু হলো। নিজের জামা থেকে চাপড় দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দিল নোরা। নিজের জামার দিকে তাকাল সে। নিচের দিকে যে কয়েকটা বাঁধন ছিল তাও ছিঁড়ে জামাটা পায়ের কাছে মেঝের ওপর ফেলল নোরা। তারপর ওটা টপকে রাস্টির মুখোমুখি দাঁড়াল। 'তোমার নালিশটা কি?' প্রশ্ন করল সে। 'তোমাদের হাত থেকে ও বেরিয়ে গেছিল, তাই না?'

'তুমি বাগড়া না দিলে আমরা ওকে ঠিকই ধরতে পারতাম।'

'অবশ্যই।' মেয়েটার স্বরে শ্লেষ। 'এবং তারপরে তোমাদের ওকে গুলি করতে হত। তোমরা এর কারণ হিসেবে সমার্সকে কি অজুহাত দেখাতে? এই শহরে কে কাকে মারল সে বিষয়ে মার্শাল অত্যন্ত সতর্ক আর খুঁতখুঁতে। লুইসকে মারতে এসে সে যদি মারা পড়ত তবে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। কিন্তু তুমি ওকে এক দঙ্গল লোক নিয়ে তাড়িয়ে মারলে সেটা ভাল দেখাত না। তোমার বুদ্ধি হারিয়ে গেছিল রাস্টি। কপাল ভাল আমাদের মধ্যে একজন দ্রুত চিন্তা করেছে–নাকি তুমি ফ্লাইঙ এম ধ্বংস হবার পরেও আউট ল হয়েই থাকতে চাও? আমার ধারণা ছিল এই ঝামেলা শেষ হওয়ার পর আমরা সম্মানিত নাগরিকের মতই বাস করব। তোমার হাতে রক্ত আর মাথার ওপর পুরস্কার থাকলে সেটা হবে না।'

পঁচিশ

রোজি মরিস তার রাতের পোশাক খুলে রাইডিঙের কাপড় পরে নিল। ভাবছে: আবার একটা বোকামি করে ড্যান কোন চক্করে পড়ল? ওদেরই বা কেমন ঝামেলায় ফেলল?

ওর শোবার ঘরের জানালাগুলো খোলা। উত্তরে কলোরাডোর চূড়া থেকে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকছে। বাইরে একদল রাইডার দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল। জ্যাক মরিস তার লোকজন নিয়ে সান্তা ক্লারায় ফিরে যাচ্ছে। ড্যানের শহরে গ্রেপ্তার হওয়ার খবর ওদের সবাইকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। সবার সাথে র‍্যাঞ্চে ফেরার সময়ে মাঝপথে ড্যান ঘোষণা করেছিল যে সে পুবের পাহাড়গুলোর ভিতর কিছু পথভ্রষ্ট গরুর খোঁজে যাচ্ছে।

তৈরি হয়ে কামরা থেকে বেরোতে গিয়ে প্রায় দরজার মুখেই মা আর বোনের সাথে ধাক্কা খাওয়ার জোগাড় হলো সে।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' রাকাকে জেরা করছিল লিন্ডা। 'সবাই কোথায় চলেছে? রাইডারটা কি খবর দিয়ে গেল? তোমার বাবাকে যদি সশস্ত্র মোকাবিলা করতেই হয়, সে কখন ফিরবে তা অন্তত আমাকে জানিয়ে যাবে তো?'

রাকার চেহারায় অধৈর্য রাগের ভাব দেখতে পাচ্ছে রোজি। রাকা বলল, 'হয়তো সে ভাবে তার ফেরার সময় নিয়ে তোমার কোন মাথাব্যথা নেই, মা··· রোজি, যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে জলদি এসো!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রওনা হয়ে গেল ওরা। গেটের কাছ থেকে রোজি পিছু ফিরে দেখল ওর মা তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর অসহায় ভঙ্গিতে যেন একটা অনুনয় মেশানো রয়েছে।

ছোট মাঠটা পেরিয়ে দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছোটাল রাকা। রোজি ভাবছে: ওই মেয়ের ছেলে হয়ে জন্মানোই উচিত ছিল। লেফটি মরগ্যানের কথা মনে পড়ল ওর–রাকার ওপর একটু চোখ রেখো, এবং সে কিছু বলতে চাইলে মনোযোগ

দিয়ে শুনো–বলেছিল সে। কিন্তু সে এখন মৃত, রাকা এখনও নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে এবং ড্যান রয়েছে জেলে–জ্যাক মরিস তার সনাতন পদ্ধতিতেই ছেলেকে উদ্ধার করতে চলেছে।

'ওই বিচটা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রাকা।

'কোন বিচ?'

'ওই নোয়েল বিচ্। ওকে ছোঁয়া তো দূরের কথা, ড্যান কখনও ওর দশ ফুটের মধ্যেও যাবে না।'

রোজি বিরক্ত স্বরে বলল, 'ওহ্, তোমার ভাইয়ের সাফাই গাইতে যেয়ো না। তোমার মত আমার কাছেও সে প্রিয়। কিন্তু আমি জানি স্কার্ট পরা যেকোন জিনিসের প্রতি ওর আকর্ষণ আছে। মধুর হাসির সাথে একটু প্রশ্রয় দিলেই সে পটে যায়। অবশ্য মেয়েটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়।'

'নোয়েল আমাদের ঘৃণা করে। আমাদের আঘাত করার জন্যে ও সব করতে পারে!'

'হ্যাঁ, ওটা আমারই ভুল,' বলল রোজি।

হেসে উঠল রাকা। 'আমি তোমার সাথে একমত হতে পারলাম না।' এটুকু বলেই চুপ হয়ে গেল সে।

প্রায় ভোরের দিকে শহরের আলো ওদের চোখে পড়ল। তবে এই সময়ে স্বাভাবিক কারণেই আলোর সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। বাড়িগুলোর কাছে পৌঁছেও রাইডারের বর্ণনা মত অস্ত্রধারী লোকজনের জটলার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। হয় ওরা ভয়ানক কাজটা সেরে সবাই ফিরে গেছে, অথবা ওই রাইডার মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে। রাকা আড়চোখে বড়বোনের দিকে তাকাল, যেন একটু আশ্বাস খুঁজছে। দুজনেই ঘোড়া নিয়ে এগোল।

লুইসের গ্যালারির পিছনের অংশে আলো জ্বলছে লক্ষ করল রোজি। এত সকালে উঠে ওই ফটোগ্রাফার লোকটা কি করছে? পুবের ওই বিশাল লোকটা পাশে থাকলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত। আবার ভাবল: লোকটা ঘোড়ায় চড়তে জানে তো? ওকে ঘোড়ার পিঠে সে কখনও দেখেনি। যাহোক, ওর ফ্লাইঙ এম-এর প্রতি সহানুভূতি থাকার কোন কারণ নেই।

হোটেলের কাছে চলে এসেছে ওরা। এখানে কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। লোহার গারদ বসানো জানালার কুৎসিত দালানটা মার্শালের অফিস এবং জেল। ওটারই অদূরে জটলা পাকিয়েছে ফ্লাইঙ এম-এর লোকজন। ওদের সামনে রাইফেল হাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে মার্শাল সমার্স।

মার্শালের কথার শেষ অংশ শুনতে পেল ওরা…'শহরের বাইরে তুমি তোমার নিজস্ব আইনে চলতে পারো, জ্যাক, কিন্তু সান্তা ক্লারায় তোমাকে আমার আইন মেনে চলতে হবে। ছেলেটা জেলেই থাকবে।'

জ্যাক মরিস রাগে চিৎকার করে বলল, 'সেটা দেখা যাবে!'

মার্শাল বলল, 'এখানে তুমি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার চেষ্টা কোরো না, জ্যাক। শহরের লোকজন এমনিতেই খেপে আছে, ওদের রাগে আর ইন্ধন যুগিয়ো না, নইলে ঘটনার ফলাফলের জন্যে আমি দায়ী থাকব না। তুমি আসার

অল্পক্ষণ আগেই আমি কিছু মাথাগরম লোককে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছি। ওদের আবার এখানে জড়ো হওয়ার কারণ ঘটিয়ো না।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, জীবন থাকতে আমি ছেলেটাকে কোন "লিঞ্চ মবের" হাতে তুলে দেব না।'

লম্বা নীরবতার মাঝে উত্তেজনায় দম বন্ধ করে বাবার জবাবের অপেক্ষা করছে রোজি। তারপর ভারী স্বরে জ্যাক মরিস বলল, 'তোমার কথাতেই আমি আস্থা রাখছি, অ্যান্ডি। কিন্তু তোমার সাহায্যের দরকার হলে ছেলেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা আশপাশেই থাকব।'

শব্দ করে হেসে উঠল সমার্স। 'জানি তোমাকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না–তাই না?'

'তা ঠিক,' বলল জ্যাক। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কাউহ্যান্ডদের বলল, 'বাছারা, চলে এসো। আমরা প্যালেস হোটেল থেকে নজর রাখতে পারব।'

বাবা সেলুনে ঢোকার আগেই তার সাথে কথা বলার জন্যে এগোল রোজি আর রাকা। গলির ছায়ায় একটা আবছা নড়াচড়া হলো। দ্রুত তিনটে গুলির শব্দ শোনা গেল। জ্যাক মরিস টলে উঠে স্যাড্‌ল্ হর্ন খামচে ধরল। গলির মুখ থেকে আরও একটা গুলির আওয়াজ উঠল। জ্যাক পুরো মনের জোর একত্র করে সোজা হয়ে বসল। ওর হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। একটা গুলি ছুঁড়ল সে। তারপর ওর দেহটা একেবারে শিথিল হয়ে ঝপ করে ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ছাব্বিশ

ঘুমিয়ে বিশ্রাম করার জন্যে রাতটা খুব খারাপ বুঝতে পারছে লুইস। ঘুমাতে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই শহরের কোথাও একটা গুলির শব্দ শুনে বিছানা ছাড়ল। শটগান হাতে সদর দরজা খুলল স্টিভ। লোকজন প্রত্যাশা নিয়ে রাস্তা ধরে জেলের দিকে এগোচ্ছে। বাতাসে একটা অস্বস্তিকর উত্তেজনা বিরাজ করছে। এটা এমন একটা রাত যখন বাতাসের প্রতি ঝাপ্টায় ভূতুড়ে পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, এবং প্রতিটি অন্ধকার ছায়াতেই কুৎসিত সব প্রাণী ওত পেতে বসে আছে বলে মনে হয়।

দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় ফিরল স্টিভ। ওখানে শহরের মাঝখানে যাই ঘটুক না কেন তার কোন অংশই সে নিতে চায় না। ওখানে এরই মধ্যে অনেক লোক জুটেছে। সে ওই দলটাকে আর ভারী করতে চায় না। সারারাত রাস্তায় লোকজনের চলাচল আর উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যে মোটেও তার ভাল ঘুম হয়নি। সকালের দিকে অনেকগুলো লোকের ঘোড়া ছুটিয়ে আসার শব্দে আবার তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখল সাড়ে চারটা বাজে। হাই তুলে কাপড় পরে রান্নাঘরে ঢুকল স্টিভ। আরও রাইডার রাস্তা দিয়ে গেল। মনে হলো ওদের খুব তাড়া রয়েছে।

নাস্তা তৈরি করার সময় পরপর তিনটে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ ওর কানে

আসল। তারপর থেমে থেমে আরও দুটো। কিছু চিৎকার, আর রাস্তা দিয়ে দুজন আরোহীর গ্যালারি পার হয়ে ছুটে চলার শব্দও শুনল। একজন আরোহী অন্যজনকে কি যেন নির্দেশ দিল। আগুনটা উস্কে কফি চাপিয়ে দিল লুইস। পানি ফুটতে শুরু করেছে, এই সময়ে সামনের দরজায় কেউ নক করল।

শটগানটা তুলে নিয়ে লোড চেক করে দরজার দিকে এগোল স্টিভ। আবার নক করার শব্দ হলো। বাতিটা টেবিলের ওপর বসিয়ে দুটো হাতই ফ্রী রেখে সে প্রশ্ন করল, 'কে?'

মেয়েলি স্বরে জবাব এল, 'আমি রোজি মরিস, মিস্টার লুইস।'

একটু ইতস্তত করে সাবধানে দরজা খুলল সে। রাইডিঙ পোশাক পরা রোজি ওখানে দাঁড়িয়ে। ওর ফেকাসে হওয়া মুখটা বাতির হলুদ আলোয় আরও ফেকাসে দেখাচ্ছে। ওর পিছনে চারজন লোক পঞ্চম একজনকে বইছে।

'আমার বাবা,' বলল রোজি। 'ওকে গুলি করা হয়েছে। আমরা ওকে ভিতরে নিয়ে আসতে পারি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল স্টিভ। 'ওকে ওই সোফার ওপর শুইয়ে দাও,' লোকগুলোকে ইতস্তত করতে দেখে নির্দেশ দিল লুইস।

মেয়েটা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'ধন্যবাদ। আমি একটু আগেই যাবার সময়ে তোমার ঘরে আলো দেখতে পেয়েছিলাম। এই সময়ে শহরের সেলুন ছাড়া আর কিছুই খোলা নেই–যেখানে আমাদের স্বাগত জানানো হবে। আমি ভাবলাম···ভাবলাম তুমি হয়তো মাইন্ড করবে না···' একটু থেমে সে বলল, 'আমি ডাক্তার পার্ডিকে খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে···' রোজির স্বর বুজে এল।

ওরা দুজনেই সোফার ওপর শোয়ানো মৃতপ্রায় মানুষটার দিকে চেয়ে ওর ধীরে শ্বাস টানার শব্দ শুনল।

লুইস বলল, 'আমি স্টোভে কিছু বাড়তি পানি চড়িয়ে দিচ্ছি। কফি এখনই তৈরি আছে, যখন ইচ্ছা খেতে পারো।'

মেয়েটা স্টিভের উপস্থিতি ভুলে পায়ে পায়ে সোফার দিকে এগিয়ে গেল। লুইস রান্নাঘরে ঢুকল। পনেরো মিনিট পরে রোজি কিচেনে গেল। ওর মুখটা আড়ষ্ট আর মোমের মত দেখাচ্ছে। চোখদুটো সোজা সামনের দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে আছে। স্টিভ একটা কাপে কফি ঢেলে ওর হাতে ধরিয়ে দিল।

'বাবা মারা গেছে,' স্টিভের দিকে না তাকিয়ে বলল সে। 'সে আমাকেই মা মনে করেছিল। সে বলল, "আমি সবকিছুর জন্যে দুঃখিত, লিন্ডা।" ওটাই মায়ের নাম। তারপরেই সে মারা গেল।'

লুইস বলল, 'সাবধানে চুমুক দিয়ো, কফিটা খুব গরম। তুমি এইখানে বসে ধীরেসুস্থে ওটা খাও।'

'আমি বুঝতে পারছি না আমরা কি করব।'

'দাঁড়িয়ে না থেকে তুমি বসেই মন স্থির করো,' বলে দুই কাঁধ ধরে ওকে বসিয়ে দিল স্টিভ।

হঠাৎ মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল রোজি, যেন আজ সকালেই প্রথম দেখছে। স্টীল রিমের চশমা পরা ছোটখাট একটা লোক ব্যাগ হাতে কিচেনে ঢুকল।

'আমি দুঃখিত, রোজি,' বলল সে। 'আমার আর কিছু করার নেই।'

মেয়েটা কেবল মাথা ঝাঁকাল, মুখে কিছু বলল না। ডাক্তার লুইসের দিকে ফিরে নিজের হাত দুটো দেখাল। একটা টিনের বেসিনে পানি ঢেলে সাবান আর তোয়ালে এগিয়ে দিল ফটোগ্রাফার। নিখুঁত ভাবে হাত ধুয়ে, তোয়ালেতে মুছে, লুইসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ডাক্তার।

'তুমি নিশ্চয় সেই নতুন ক্যামেরা-শিল্পী,' হাত মেলানোর সময় বলল সে। 'আমার নাম পার্ডি।...আমার এখানে আর কিছু করার নেই।' চেয়ারে বসা মেয়েটার দিকে আড়চোখে চেয়ে সে আবার বলল, 'দেখো ও যেন কিছু বিশ্রাম পায়।'

লুইস প্রশ্ন করল, 'এই কাজটা কে করেছে?'

পার্ডি ভর্ৎসনার চোখে স্টিভের দিকে চেয়ে বলল, 'এসব ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করাই আমার অভ্যাস, মিস্টার লুইস। আমি যদি পারি মানুষকে জোড়াতালি দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজে বা কথায় এর প্রতিশোধ নেয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের আওতায় পড়ে না। গুড ডে, স্যার।'

ডাক্তার চলে গেল। এক মুহূর্ত পরে যে চারজন জ্যাককে বয়ে এনেছিল, তারা হ্যাট হাতে নিয়ে সার বেঁধে কিচেনে এসে দাঁড়াল। 'মিস মরিস,' ওদের মধ্যে সবথেকে বয়স্ক লোকটা বলল, 'তোমার আপত্তি না থাকলে আমরা ওকে আন্ডারটেকারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না, আমার আপত্তি নেই, প্যাট। ধন্যবাদ।'

'আমরা তোমার জন্যে আর কিছু করতে পারি, মিস?'

'আমার বোন কোথায়?'

'কেন, সে তো তার বাবাকে আহত হতে দেখেই আমার রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে ওদের ধাওয়া করে গলির মধ্যে ঢুকেছিল।'

'দয়া করে ওকে খুঁজে বের করে এখানে নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে, ম্যাম।'

ওরা নীরবেই লাইন ধরে একে একে বেরিয়ে গেল। লুইস বলল, 'তোমার কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

কফির কাপটা তুলে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে রোজি। কফি শেষ হলে কাপটা যত্নের সাথে নামিয়ে রেখে দুহাতে মুখ ঢাকল সে। লুইস ওখানে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

খালি কাপটায় আবার কফি ভরে রোজির সামনে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর লম্বা হাতলওয়ালা একটা ছোট কড়াই নামিয়ে সে বেকন আর ডিম ভাজায় মন দিল। খাবার তৈরি হলে ওটা দুটো প্লেটে বেড়ে টেবিলে নিয়ে এল। কিন্তু নিজের মুখ থেকে হাত সরাল না রোজি। লুইস ওর মুখোমুখি চেয়ারে বসল। এবার মুখ থেকে হাত সরিয়ে সামনের প্লেটটা দেখে স্টিভের দিকে তাকাল রোজি। 'আমি এখন খেতে পারব না,' বলল সে।

স্টিভ বলল, 'দুঃখের গভীরতা প্রমাণ করতে তোমার উপোষ করার দরকার নেই, মিস মরিস। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, তুমি ভরা পেটে শোক প্রকাশ

করলেই বরং সে খুশি হবে।'

'তুমি রেগেছ কেন?'

'তোমার এখানে আসার কি দরকার ছিল?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে বিব্রত করতে চাইনি, আমি···আমি জানি না কেন,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আমি কেবল···কারও কথা মনে করার চেষ্টা করছিলাম···হঠাৎ তোমার এখানে বাতি দেখার কথা মনে পড়ল। আমার···আমার যাওয়ার মত আর কোন জায়গা মাথায় এল না···'

সাতাশ

একটা খাটো কারবাইন হাতে দমকা হাওয়ার মত কামরায় ঢুকল রাকা। ওর গালে অশ্রুর রেখা দেখা যাচ্ছে, এখনও ফোঁপাচ্ছে ও। 'ওহ্, রোজি, রোজি,' বিলাপ করে বোনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা।

'এর সবটাই আমার দোষ!' গুঙিয়ে উঠে রোজির বুকে মুখ গুঁজল রাকা। 'বোকার মত কাজ করেছি; আমি একেবারে নির্বোধ, বিশ্বাসঘাতক, গাধা–' রোজির বুকে মুখ গুঁজে থাকায় কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল না।

ছোটবোনকে সামলাবার দায়িত্ব কাঁধে চাপায় স্থিরতা ফিরে পেল রোজি। রাকার সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে লুইসের দিকে চেয়ে ওদের একান্তে ছেড়ে যাওয়ার নীরব অনুরোধ জানাল।

'প্রয়োজন পড়লে আমাকে সামনের কামরায় পাবে,' বলল স্টিভ।

'প্যাটকে জানিও একটু পরেই আমি আসব।'

ওদের একা থাকতে দিয়ে কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। গ্যালারির সামনের রাস্তায় পুরো ফ্লাইঙ এম-এর ক্রু সমবেত হয়েছে। সামনের কামরায় অপেক্ষা করছিল প্যাট। লুইস কামরায় ঢুকতেই সে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'মিস মরিস কোথায়?'

'অল্পক্ষণ পরেই আসবে,' জানাল লুইস।

'শীঘ্রি ওর আসা দরকার,' মন্তব্য করল প্যাট। রোদে পোড়া চিকন একটা মানুষ। ওর চুল, ভুরু, আর গোঁফ সবই সাদা হয়ে গেছে। 'ওর জলদিই আসা প্রয়োজন,' আবার সে বলল, 'কারণ এরপরে তার ক্রু আর থাকবে না। ওরা এখনই চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। ওরা ভাবছে বুড়ো মারা গেছে, র‍্যাঞ্চটা দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবে আছে, উপত্যকার সবাই ওদের ঘৃণা করে, ছেলেটাও রয়েছে জেলে। এই অবস্থায় তিনটে মেয়ের অধীনে ওরা কাজ–'

'কি? ড্যান মরিস জেলে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল স্টিভ। 'কোন অপরাধে?'

তেরছা চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল প্যাট। 'কেন, সারারাত তুমি কোথায় ছিলে, মিস্টার লুইস?'

'সম্মানিত নাগরিকের মত বিছানায় ঘুমাচ্ছিলাম।'

'ভাল; কিন্তু এই শহরে সম্মানিত নাগরিকের সংখ্যা খুব কমে এসেছে, যারা

রাতে ঘুমায়। ওই বোকা ছেলেটা এবার একেবারে ভীমরুলের চাকে নাড়া–'

কথা থামিয়ে বাইরে দাঁড়ানো লোকজনের মধ্যে একটা নড়াচড়ার দিকে খেয়াল দিল সে। অনুনয়ের স্বরে একটা মেয়ে চিৎকার করল, 'ওহ্, প্লীজ! দয়া করে আমাকে ভিতরে যেতে দাও! আমাকে যেতেই হবে!'

মেয়েটা দরজার মুখে এসে পড়ল। মেলিসা হাইন্‌স্‌কে চিনতে পারল স্টিভ। তবে গতকাল ছবি তোলার সময়ে যেমন পরিপাটি দেখেছিল, তার সাথে দৌড়ে আসায় দম হারানো এই মেলিসার চেহারায় অনেক তফাত।

'রোজি কোথায়?' প্যাটকে জিজ্ঞেস করল সে। 'মিস মরিস কোথায়? আমাদের–' লুইসকে দেখতে পেয়ে ওর দিকে ফিরল মেলিসা। 'তুমি ওদের এটা করতে দিয়ো না, মিস্টার লুইস! তুমি গতরাতে ওকে সাহায্য করেছিলে, মার্শাল আমাকে বলেছে; এখন তুমি সরে দাঁড়িয়ে ওদের···ওরা জোর করে জেল থেকে ড্যানকে বের করে ফাঁসি দিতে যাচ্ছে!'

পিছন থেকে পিট রজার্স প্রশ্ন করল, 'ওরা কারা?'

মাথা ফেরাল না মেলিসা। স্টিভের দিকে চেয়েই লজ্জায় একটু লাল হয়ে সে বলল, 'আমার···আমার বাবাও ওদের একজন। ওরা আমাদের বাসায় বসে কথা বলছিল···আমি ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছি। ওহ্, জর্জ হেনরিকে আমি ভুল বুঝেছিলাম! রক্ত-পিপাসু একটা পশু ছাড়া আর কিছুই নয়! সে একটা ভণ্ডও বটে! এখন নারীর সতীত্ব আর এই ভ্যালিকে কলুষমুক্ত করা সম্পর্কে চমৎকার বক্তৃতা দিচ্ছে; কিন্তু এসবের পিছনে ওর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ড্যানের ওপর প্রতিশোধ নেয়া! আর ওই নোরা নোয়েল···আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না! কিছু ঘটে থাকলে, সেটা ওর নিজের দোষেই ঘটেছে। ড্যান অসুখী আর নিঃসঙ্গ ছিল, এবং আমি কেয়ার করি না! সত্যিই আমি কেয়ার করি না! আমি···ওর যদি কিছু হয়, সেটা আমি সহ্য করতে পারব না, মিস্টার লুইস; আমি তাহলে আত্মহত্যা করব!'

একটা দুমড়ানো রুমাল বের করে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা। এই সময়ে দরজা খুলে রোজি কামরায় ঢুকল, পিছনে রাকা। রাকার হাতে কারবাইন। লুইস লক্ষ করল রাকার চেহারা এখন অনেক শান্ত। দায়িত্বশীল বড়বোন রোজির ওপর আস্থা রেখে ওকে সব কথা খুলে বলে সে নিজের মনকে হালকা করেছে। বর্তমানে কারবাইনটাও যথেষ্ট সাবধানতার সাথে বইছে।

রোজির চেহারা ফেকাসে আর প্রশান্ত। মেলিসার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল সে। হালকা গড়নের মেয়েটা ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। ওদের মধ্যে লজ্জা জড়ানো খানিক নীরবতা দেখে স্টিভ বুঝল গতবার ওদের একসাথে দেখার পর ওদের কোন মতবিরোধ ঘটেছে।

আকস্মিক আবেগে একটু আগে বাড়ল মেলিসা। 'ওহ্, রোজি, আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত, তোমার···রোজি, ড্যানের ব্যাপারে আমি এসেছি! ওরা ওকে লিঞ্চ করতে চায়! তোমার লোকজনকে এখনই জেলের ওখানে নিয়ে ড্যানকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা দরকার। মিস্টার সমার্স অবশ্যই তার সাধ্য মত চেষ্টা করবে, কিন্তু সে একা আর কতটা করতে পারবে?'

একটু ইতস্তত করল রোজি। 'তুমি কি আজ সকালে ওখানে গেছিলে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'মার্শাল কি তোমাকে বলেছে সে আমাদের সাহায্য চায়?'

'না, কিন্তু–'

'তুমি ড্যানের সাথে কথা বলেছ? ও কি বলল?'

'ওর সাথে আমি দেখা করেছিলাম, কিন্তু ড্যান আমার সাথে কথা বলল না। সে বোকামি করছে, কিছুতেই–'

রোজি নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করল, 'মিস্টার লুইস, তুমি তো অল্প দিনেই এখানকার অনেক লোককে চিনেছ। তোমার মতে আমার ভাইকে দাঙ্গা থেকে নিরাপদ রাখার সবথেকে ভাল উপায় কি?'

মুখ তুলে রোজির দিকে তাকাল স্টিভ। মনে মনে সে খুশিই হয়েছে যে রোজি আর সবাইকে বাদ দিয়ে তার কাছেই উপদেশ চাইছে। সে বলল, 'আমার বিশ্বাস মিস্টার সমার্স চাইবে না যে ফ্লাইঙ এম-এর লোকজন জেলের আশপাশে ভিড় জমিয়ে শহরের লোককে বিক্ষুব্ধ করে তুলুক। তুমি লোক পাঠিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারো সে শক্তিবৃদ্ধি করতে চায় কিনা। নইলে আমি মনে করি এই পরিস্থিতি সামলানোর ভার মার্শালের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল। সে যেটা ভাল মনে করে সেভাবেই এটা হ্যান্ডল্ করবে। লোকটা একজন যোগ্য অফিসার।'

'প্যাট, তুমি কি বলো?'

একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'মিস মরিস, তুমি এমন একটা জিনিসের কথা বলছ, যা তোমার নেই।'

'তোমার কথার মানে?'

অনিচ্ছার সাথে সে জবাব দিল, 'বাইরের ওই লোকগুলো তোমার বাবার জন্যে লড়েছে; এবং সম্ভব হলে ওরা হয়তো তোমার ভাইয়ের জন্যেও লড়ত, কিন্তু সে তো ঝামেলা বাধিয়ে জেলে গিয়ে বসে আছে। এমন একটা অপবাদে সে জেলে গেছে যেটা ও অস্বীকারও করছে না। এই অবস্থায়–'

'তোমার মনে হয় ওরা আমার আদেশ মানবে না?'

'লিঞ্চিঙ মবের বিরুদ্ধে মানবে না, ম্যাম, অন্তত একটা মেয়ে-পাগলা ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে নয়। ওদের অর্ধেক মানুষেরই বিশ্বাস, এটা ওর প্রাপ্য। তাছাড়া ওরা এমন র‍্যাঞ্চের জন্যে ফাইট করবে না যেটা আগামী সপ্তাহেই হয়তো দেনার দায়ে নিলাম হয়ে যাবে। অবশ্য তোমার কাছে ওদের বেতন দেয়ার মত টাকা যতদিন থাকে ততদিন ওরা কাউবয় হিসেবে কাজ করবে; কিন্তু ফাইটের বেলায় মানুষ নিশ্চিত হতে চায় যে শেষ পর্যন্ত ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করার সঙ্গতি মালিক পক্ষের আছে কিনা।' একটু অস্বস্তিকর নীরবতার পর সে আবার বলল, 'তুমি অসন্তুষ্ট হওনি তো? ভাবলাম সত্যি কথাটাই তোমার জানা উচিত।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' প্যাটের দিকে চেয়ে ওকে একটু যাচাই করে নিল রোজি। 'আমি যদি তোমাকে জেল গার্ড দেয়ার আদেশ দিই, তুমি তা করবে?'

'আমি?' লোকটা মাথা চুলকাল। 'আমার বিশ্বাস আমি তা করব, মিস মরিস, হয়তো আমি অনেকদিন যাবৎ তোমাদের কাজ করেছি বলেই। আমিই ওই

র‍্যাঞ্চের সবথেকে পুরোনো লোক।'

'ধন্যবাদ,' একটু হেসে বলল রোজি। 'তুমি ক্রুদের নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও, এবং ওখানে পৌঁছে অর্ধেক কাউহ্যান্ডকে বরখাস্ত করবে।'

'বরখাস্ত, ম্যাম?'

'হ্যাঁ, তাই। বাবা ওদের বেশিরভাগ লোককেই ফাইট করার জন্যে রেখেছিল। ফাইট করতে রাজি না থাকলে ওরা যেতে পারে।' ওর গলার স্বরটা একটু তীক্ষ্ণ শোনাল। 'যাহোক, এতে ওদের বেতনটা আমাদের বাঁচবে। বর্তমানে আমাদের যত গরু আছে তারচেয়ে বেশি আছে রাইডার। ওদের এখনই শহর থেকে নিয়ে যাও।'

'তাই হবে, ম্যাম।'

'আর, প্যাট–'

'বলো?'

'থাকার জন্যে তুমি যাদের রাখবে, তাদের তুমি জানাতে পারো যে ফ্লাইঙ এম আগামী সপ্তাহে কেন, কখনও নিলামে উঠবে না। বাবা যদি এটা গড়ে থাকতে পারে, তবে আমরাও যেভাবেই পারি এটাকে আঁকড়ে ধরে টিকিয়ে রাখতে।'

লোকটা তার স্থির ফেকাসে চোখে মেয়েটাকে দেখল। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে কিছু বলতে গিয়েও মত পাল্টে কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে ওর কর্তৃত্বের সাথে লোকজনকে নির্দেশ দেয়ার স্বর শোনা গেল।

রোজি বলল, 'রাকা, তুমিও ওদের সাথে যাও। আর, শোনো, মায়ের সাথে একটু নরম ব্যবহার কোরো। সংবাদটা এমনিতেই তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে।'

'ঠিক আছে, রোজি,' বাধ্য মেয়ের মত বলল রাকা।

তরুণী মেয়েটা ছুটে বাইরে চলে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুরো দলটার শহর থেকে ফিরে যাওয়ার সাড়া পাওয়া গেল।

অপ্রত্যাশিত ভাবে মেলিসা বলে উঠল, 'দেখা যাচ্ছে সাহায্যের আশায় আমি ভুল জায়গায় এসেছি! তুমি কি এমন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেই থাকবে, রোজি, কিছুই করবে না? তোমার আপন ভাই যখন…'

রোজির মুখটা খুব ফেকাসে হয়ে গেল; অনুনয়ের চোখে স্টিভের দিকে তাকাল সে। স্টিভ এগিয়ে এসে মেলিসার হাত ধরে ওকে দরজার দিকে নিয়ে গেল।

'ড্যান মরিসের কিচ্ছু হবে না,' বলল সে, 'অন্তত যতক্ষণ বিচারে জুরি ওর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নেয়।' দরজার বাইরে ওকে পৌঁছে দিয়ে দরজা বন্ধ করে রোজির দিকে ফিরল স্টিভ। ঘরে এখন মাত্র দুজন থাকায় কামরাটাকে বিশাল আর খালি দেখাচ্ছে।

রোজি বলল, 'এটা তুমি কিভাবে সম্ভব করবে, মিস্টার লুইস?' মেয়েটার চোখে মৃদু একটা হাসির আভাস।

'কোনটা?'

'বিচার পর্যন্ত ড্যানকে নিরাপদ রাখা।'

হঠাৎ দাঁত বের করে হাসল সে। 'একই উপায়ে, যেভাবে তুমি ফ্লাইঙ এম-কে বাঁচাবে। কেবল বিশ্বাস আর প্রেরণা দিয়ে।'

মেয়েটা ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসল; তারপর হাসিটা ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। মুহূর্তে কামরা পেরিয়ে কাছে এসে টুলায়মান রোজিকে ধরে ফেলল স্টিভ। নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে স্টিভের দিকে চেয়ে, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওর কাঁধে মাথা গুঁজল রোজি।

'মিস্টার লুইস,' অস্ফুট মৃদু স্বরে সে বলল, 'তুমি এখানে একটা অবিশ্বাসী মেয়ের দেয়া দুঃখ আর ভাঙা হৃদয়ের যাতনা ভুলতে এসেছিলে, মনে নেই?'

'মনে আছে,' বলল সে।

আবার মুখ তুলল সে। স্টিভ ওর ঠোঁটে আলতো করে একটা চুমো এঁকে দিল।

অল্পক্ষণ পরে রোজি বলল, 'আমরা খুব বোকা, স্টিভ। আমি তোমার কাছে অনেক চাই, অথচ কেবল ঝামেলা ছাড়া তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারছি না...'

আটাশ

রাস্টি মাইক তার বক্তব্য বলে শেষ করার পর হোটেলের বাররুম কিছুক্ষণ নীরব থাকল। তারপর মার্টিনেজ তার ড্রিঙ্কটা গলায় ঢেলে চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল। ওর দৃষ্টি টেবিলের চারপাশে বসা সবাইকে একে একে ছুঁয়ে, ওখানে বসা একমাত্র মহিলার ওপর থেকে সরে রাস্টির ওপর স্থির হলো। 'আমার জবাব হচ্ছে, না, সেনইঅর।'

নোরা নোয়েল তাড়াতাড়ি বলে উঠল; 'না, কেন বলছ, মার্টিনেজ? এটা ওদের একেবারে শেষ করে ফেলার একটা সুযোগ!'

'একেবারে শেষ? হয়তো,' বলল মেক্সিকান। 'কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখেছি, সম্ভবত ফ্লাইঙ এম-কে শেষ করা আমার জন্যে ঠিক হবে না। যদি ফ্লাইঙ এম থেকে গরু চুরি করার সুযোগই না থাকল, তাহলে মার্টিনেজের জন্যে অবশিষ্ট কি থাকল?' নোরার ওপর থেকে চোখ সরাল সে। 'সেনইঅর মাইক, তোমার কথা শুনে তোমার সাথে যোগ দেয়ার আগে পর্যন্ত এই উপত্যকায় আমরা বেশ সুখেই বাস করছিলাম। এখানে একটা, সেখানে একটা গরু...আমাদের মধ্যে একটা অলিখিত সমঝোতা ছিল। আমরা যদি লোভী না হই, এবং আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত না নিই, তাহলে ওরা শক্ত হয়ে আমাদের পিছনে লাগবে না, বা হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়বে না। এখন পুরোনো বুড়ো মালিক মারা গেছে, তাকে অ্যামবুশ করে হত্যা করা হয়েছে,'–মার্টিনেজের ঠাণ্ডা দৃষ্টি ডেল মার্টিনের ওপর থেকে একবার ঘুরে এল–'তুমি এখন তার ছেলেকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্যে আমার সাহায্য চাও। ছেলেটা মারা পড়লে, মার্টিনেজ আর তার লোকজন, যারা খিদে মেটাবার জন্যে ওর ওপর নির্ভরশীল, তাদের কি হবে? তুমি বলছ ওই

ব্যাঙ্কার লোকটাই বড় র‍্যাঞ্চটার মালিক হবে। আমি বলি সে এমন লোক নয় যার সাথে মার্টিনেজ কোন সমঝোতায় আসতে পারবে। ওকে দেখেই বোঝা যায় ব্যাঙ্কের টাকা গোনার মত নিজের গরুও সে খুব সতর্কতার সাথে গুনবে। ওকে দেখে খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ বলেই মনে হয়, যার দেহে গরম রক্ত মোটেও নেই। জেলের ওই ছেলেটা ছেলেমানুষ, আর বোকা; হয়তো তার বাবার মত ওর মাথাও কিছুটা গরম, কিন্তু সে ব্যাঙ্কার নয়। বেঁচে থাকলে একদিন সে সমঝদার হয়ে উঠবে, এবং কোন ক্ষুধার্ত মানুষ সামান্য কিছু গরু চুরি করলেও, সে তা না দেখারই ভান করবে। কারণ সে জানবে যে বিদ্বেষী আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকজনের প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি, এবং এখন আর আমি তাদের সাথে রাইড করি না। আমি ওকে জানাব যে সামান্য যা কিছু গরু খোয়া যায় সেগুলো কেবল খাওয়ার জন্যেই নেয়া হয়, বিক্রির জন্যে বা ক্লিফের ওপর থেকে তাড়িয়ে নিচে ফেলে পচাবার জন্যে নয়!'

লোকটা চলে যাওয়ার জন্যে ঘোরার উদ্যোগ করছে দেখে নোরা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি কি তোমার বন্ধুদের এখন পরিত্যাগ করছ? যখন আমাদের জয় নিশ্চিত?'

বিষাদের সাথে একটু হাসল মার্টিনেজ। 'কার জয়, সেনইঅরিতা? এবং কোন বন্ধু? আমার মনে হয় তোমার বা রাস্টির কোন বন্ধু নেই। তোমাদের কেবল কিছু সহযোগী আছে, যাদের তোমরা নিজেদের প্রতিহিংসা মেটাতে ব্যবহার করো।' মার্টিনেজ একটু সামনে বাড়ল। 'আমি ছিলাম রাসলার মার্টিনেজ। তোমরা আমাকে কসাই মার্টিনেজ বানিয়েছ। কিন্তু তোমরা আমাকে ফাঁসি দেয়ার জল্লাদ বানাতে পারবে না! এসো, আমিগোস!' দুই দরজার মুখে পাহারারত সঙ্গীদের ইশারা করল মার্টিনেজ। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর সঙ্গীরা ওর পিছু নিল।

মিনিটখানেক নীরবতার পর জেরি প্রাইস উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে একবার চেয়ে দেখল। 'ওকে কম কথার মানুষ বলে কেউ অপবাদ দিতে পারবে না,' শুকনো কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু তা হলেও ওর কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমি দক্ষিণের পথ ধরতে যাচ্ছি; আমার সাথে আর কে আছে?'

নোরা চিৎকার করল, 'জেরি!'

'লিঞ্চিঙের আগেই আমি সমাপ্তি টানতে চাই,' বলল জেরি। ডেল মার্টিনের দিকে তাকাল সে। 'আমি কি ঘটতে যাচ্ছে জানলে আরও আগেই ইতি টানতাম, যদি বাতাসটা আঁচ করতে পারতাম।'

মার্টিন বলল, 'এক মিনিট, বন্ধু–'

'চুক্তি চুক্তিই' বলল প্রাইস, 'এবং তুমি চুক্তি অনুসারেই তোমার টাকা পাবে; কিন্তু আমার ধারণা ছিল মরগ্যানকে ঠেকাতেই আমরা তোমাকে ভাড়া করেছি; কিন্তু এসব···তবে আমি তোমাকে ভাড়া করায় সম্মতি দিয়েছিলাম; সুতরাং আমার অংশের টাকা আমি দেব। কিন্তু এসব খুনখারাবি কারবারে আমি কোন অংশ নেব না। এবং আমি যদি কখনও জানি–' থেমে সরাসরি মাইকের দিকে তাকাল সে।

'কি জানো, জেরি?' প্রশ্ন করল রাস্টি।

'কিছু না। কেবল দুর্ভাগা খেলোয়াড়ই তাস খেলায় হেরে প্রতিবাদ করে যে

তাসগুলো চিহ্নিত ছিল। সে যদি অন্যান্য খেলোয়াড়দের সততায় বিশ্বাসই না করে, তবে তার ওই খেলায় অংশ না নেয়াই উচিত। কিন্তু এখানে এমন অনেক কিছুই ঘটেছে যা আমি পছন্দ করিনি। আমার কাছে আর কখনও সাহায্যের জন্যে এসো না।' চারপাশে তাকাল সে। 'আমি কি একাই রাইড করব?'

পরমুহূর্তেই স্টুয়ার্ট আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। তিন র‍্যাঞ্চার একসাথেই বেরিয়ে গেল। রাস্টি মৃদু শব্দে হাসল।

'দেখেছ, নোরা?' বলল সে। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম ওরা এতে অংশ নেবে না, কিন্তু তুমি জিদ ধরলে···'

'ওদের সমর্থন আমাদের প্রয়োজন নেই!' ফেকাসে চেহারা ওর। 'এই শহরে অনেক ফালতু লোক আছে, যারা এই কাজ খুশি মনেই করবে। ওদের পেটে একটু হুইস্কি আর কানে কিছু ইন্ধন যোগানোর মত কথা বললেই কাজ হবে।' রাস্টিকে উঠতে দেখে মেয়েটার চোখ স্ফীত হলো। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, রাস্টি?'

মেয়েটার কথার জবাব না দিয়ে সে মার্টিনের দিকে তাকাল। 'তোমার টাকা তো তুমি পেয়ে গেছ, এখন কিসের জন্যে অপেক্ষা করছ?'

'সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার, তুমি নাক গলাবার কে?' একটু বিরক্ত স্বরেই বলল ডেল। 'তবু তোমার কৌতূহল মেটাবার জন্যে বলছি, ওই মহিলা আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তার কাজে লাগলে সে আমাকে আরও কিছু টাকা দেবে।'

রাস্টি আড়চোখে নোরার দিকে তাকাল। মেয়েটা আড়ষ্ট ভাবে বলল, 'আমি আগেই কিছুটা আঁচ করেছিলাম যে তোমরা জ্যাকের মৃত্যুর পর একটু নরম হয়ে পড়তে পারো। কিন্তু আমি ওই পরিবারের পুরো সর্বনাশ না করে ছাড়ব না। লুইসের কাছে গ্যালারি বিক্রির টাকা এখনও আমার কাছে রয়েছে। আমি টাকাটা কিভাবে খরচ করি সেটা আমার ব্যাপার।'

'তোমার কথার প্রতিবাদ আমি করছি না,' বলল রাস্টি। 'তবে টাকার বিনিময়ে একটা খুন ঘটানোর পরে আমি বুঝতে পারছি যে এতে যতটা আনন্দ পাব মনে করেছিলাম, তা আমি পাইনি। আমার আর দরকার নেই, নোরা। এটা তুমি একান্তই নিজস্ব হিসেব বলে ধরতে পারো।'

ঘুরে রাস্টি বেরিয়ে গেল। লবি পার হওয়ার সময়ে মিসেস মাস্টারসন ওকে ডেস্ক থেকেই ডাকল। রাস্টি দেখল মহিলার সাথে হাওয়ার্ড হাইন্‌স্ আর জর্জ হেনরিও রয়েছে। মাথা নেড়ে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল। দেখল জেলের সামনে কিছু লোক উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ড্যানের জন্যে কোন দরদ বোধ করল না বা ওকে সাহায্য করার ইচ্ছাও রাস্টির হলো না। মানুষের জীবনে এমন যখন একটা সময় আসেই মদ, মেয়ে মানুষ, বা প্রতিশোধ, কোনটাতেই তার আর আসক্তি থাকে না···

ঊনত্রিশ

ওরা রান্নাঘরে বসেছে, যেখানে বাবার মৃত্যু রোজিকে বেশি পীড়া দেবে না।

হঠাৎ মেয়েটা বলে উঠল, 'সাত বছর আগে এই গ্যালারিতে কি ঘটেছিল সেটা তোমাকে পুরোপুরি না জানিয়ে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।' আড়চোখে কিছুটা লজ্জা-জড়ানো দৃষ্টিতে স্টিভের দিকে তাকাল সে। 'সেদিন আমি ছবিগুলো নিতে এসেছিলাম। ভুলো না আমার বয়স তখন মাত্র ষোলো। ওই বয়েসের মেয়েরা যেমন আত্মসচেতন থাকে, আমিও তেমনি ছিলাম। ভিতরে পা দেয়ার সাথে সাথেই আমি বুঝেছিলাম মিস্টার নোয়েল মাত্রা ছাড়িয়ে একটু বেশিই মদ খেয়েছে। আমি প্রুফগুলো দেখার সময়ে সর্বক্ষণ সে আমাকে কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল। তারপর হঠাৎ সে কথা বলতে শুরু করল যেগুলো প্রসঙ্গ ছাড়া আর অসংলগ্ন। সে আমাকে বলল–' লজ্জায় একটু লাল হলো রোজি। 'সে বলল যে আমি অত্যন্ত সুন্দরী এবং বহু আগে থেকেই সে মনেমনে আমার রূপের প্রশংসা করে। সে আমাকে প্রশ্ন করল আমি তার মত বুড়োর জন্যে একটা বিশেষ অনুগ্রহ করতে রাজি হব কিনা। সে বেশ নম্র ভাবেই কথা বলছিল, কিন্তু তবু আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।'

'সে কেমন ফেভার চেয়েছিল?' প্রশ্ন করল স্টিভ।

একটু ইতস্তত করার পর রোজি বলল, 'সে চেয়েছিল···সে আবার আমার ছবি তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু জামা ছাড়া···' লজ্জায় প্রায় লাল হয়ে উঠল মেয়েটা। 'এটা অর্থহীন, তবু ওই কথা ভাবতে আমার এখনও অস্বস্তি হয়···ওখানে নাইট ড্রেসের মত একটা পোশাক ছিল যেটা আমাকে পরিয়ে সে ছবি তুলতে চেয়েছিল। ওটা···বেশ ছোট আর প্রায় স্বচ্ছই ছিল। হয়তো সে আমাকে বসন্তের উদ্দীপনা, বা ওই রকম একটা রূপে ছবি তুলতে চেয়েছিল···ব্যাপারটা আমার হেসে উড়িয়ে দেয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে আমার বুদ্ধি একেবারে লোপ পেল, স্টিভ।

ওর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই পিছু হটে ধীরে ধীরে দরজার দিকে চলে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনমতে দরজা খুলে আমি রাস্তা ধরে ছুটলাম। আমার বাবা তখন রাস্তা ধরে গ্যালারির দিকেই আসছিল। আতঙ্কিত অবস্থায় আমি তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার অবস্থা দেখে স্বভাবতই সে ধরে নিল আমাকে মলেস্ট করা হয়েছে। খেপে উঠল বাবা। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তখন বাবার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে–সে আমার কোন কথাই শুনল না। এর পরের ঘটনা তুমি জানো।

'তার মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পর তাকে বোঝালাম আমাকে মলেস্ট করা হয়নি। তবু সে তার গোঁ ছাড়ল না, তার মতে মিস্টার নোয়েল উচিত সাজাই পেয়েছে।'

'তার ধারণা ভুল নাও হতে পারে,' বলল স্টিভ। সেই রাতের মেক্সিকান মহিলার কথা মনে পড়ল ওর।

রোজি মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় বুড়ো আসলে আমার কোন ক্ষতি করতে চায়নি। আমি বাবাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলাম যে সে ওই ঘটনার কথা কাউকে জানাবে না। আসল ঘটনা কেউ না জানায় শহরে কথাটা ভিন্ন একটা রঙ চড়িয়ে চালু হলো। তাতে আমাদের পরিবার শহরবাসীর কাছে ভয়ানক নিষ্ঠুর আর ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠল।

সামনের দরজায় নক করার আওয়াজ হলো। পরক্ষণেই দরজা খুলে কেউ ভিতরে ঢুকল। কেউ দ্রুত ছুটে আসছে। শটগান তুলে নিয়ে লুইস এগিয়ে গেল। ছুটন্ত মেলিসা প্রায় হুমড়ি খেয়ে লুইসের বাড়ানো বাহুর ওপর পড়ল। ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রান্নাঘরে ঢোকার পথ ছেড়ে দিল।

মেয়েটা উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ওখানে জেলের সামনে শয়ে শয়ে লোক জমা হয়েছে! ওরা ড্যানের সম্পর্কে খুব খারাপ সব কথা বলছে! ওহ, রোজি আমার বড্ড ভয় করছে!'

লুইস বলল, 'তোমরা দুজনে এখানেই থাকো।' হাতের বন্দুকটার দিকে চেয়ে সে ওটা রোজির দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এটা কাছে রেখো। সাবধান ওতে গুলি ভরা আছে।'

একটু ইতস্তত করে ওটা গ্রহণ করল রোজি। তারপর মুখ তুলে স্টিভের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি করতে যাচ্ছ?'

হাসল সে। 'আমি জানি কোথায় ওই ছোট্ট বারো গেজের চেয়ে জনতাকে আতঙ্কিত করে ঠেকাবার মত ভয়াল অস্ত্র আছে।' একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যখন ফিরব, তুমি এখানে থাকবে তো?'

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'আমি এখানেই থাকব, স্টিভ।'

কয়েক সেকেন্ড ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর ঘুরে দ্রুতপায়ে গ্যালারি ছেড়ে বেরিয়ে গেল স্টিভ।

তিরিশ

রোজেনবার্গ বলল, 'গুলি ছোঁড়ার সময়ে তোমাকে খোলা জায়গায় থাকতে হবে, মিস্টার লুইস।'

স্টিভ তার হাতের বিশাল গাদা বন্দুকটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল। ওটায় তাজা লোড ভরে দিয়েছে গানস্মিথ।

'মাটিতে শোয়া অবস্থায় এই অস্ত্র দিয়ে গুলি করার চেষ্টা কোরো না,' সাবধান করল দোকানি। 'এবং দোহাই তোমার, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কখনও গুলি ছুঁড়ো না, নইলে পিছু-ধাক্কায় তোমার কাঁধ থেঁতলে গুঁড়িয়ে যাবে। তুমি শক্ত কাঠামোর লোক, গুলি ছোড়ার সময়ে দেহটাকে ঢিলে করে রেখো যেন ধাক্কায় দেহ পিছনে যেতে পারে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না···তুমি নিশ্চিত তোমার আরও বারুদ আর সীসার প্রয়োজন নেই?'

মাথা নাড়ল লুইস। 'আমাকে যেন মোটেও গুলি ছুঁড়তে না হয় সেটাই আমি চাই । গুলি যদি ছুঁড়তেই হয় তখন দুটো গুলিতেও কাজ না হলে···অবশ্য আমি লিঞ্চিঙ মব সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না, তবে আবার গুলি ভরার সময় আমি পাব বলে মনে হয় না।'

রোজেনবার্গ বলল, 'এসব ব্যাপারে আমি পক্ষ নিই না। আমি কেবল অস্ত্র মেরামত করি। কিন্তু তোমার ভাল চাই আমি।'

হেঁটে জেলের দিকে রওনা হলো লুইস। যাওয়ার সময়ে আড়চোখে গ্যালারির দিকে চেয়ে দেখল দরজায় দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শটগানটা রোজির হাতে রয়েছে। স্টিভের হাতে যেটা আছে তার তুলনায় ওটাকে চিকন আর সুশ্রী দেখাচ্ছে। রোজিকেও সুঠাম আর সুশ্রী দেখাচ্ছে। সকালের রোদে ওর সোনালি চুল আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। স্টিভ পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মেয়েটা তার একটা হাত তুলল। স্টিভ নড করে জানিয়ে দিল সংবর্ধনাটা লক্ষ করেছে। ভাবাবেগ বা অনুরাগের বিশদ প্রকাশ করার সময় এটা নয়।

এগিয়ে যাওয়ার পথে সে অনুভব করল ওর ভিতর থেকে ভয়ানক তিক্ততাটা এখন হারিয়ে গেছে। তার ভিতরে এখানে প্রথম আসার সময়ে যে খুনে প্রতিহিংসা ছিল, সেটা এখন আর নেই। এখনই ওটা তার আরও বেশি দরকার ছিল, কিন্তু ওটা হারিয়ে গেছে। আজ যদি ড্যান তাকে ঘোড়ার ধাক্কায় ফেলেও দিত, সে উঠে দাঁড়িয়ে জামা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে হাসত। লেফটি মরগ্যান এলে লোকটাকে খুঁজতে না বেরিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। জীবনে কখনও এতটা প্রশান্ত অনুভূতি তার আর কখনও আসেনি।

জেলের সামনে লোকগুলো সবাই অস্ত্রধারী। পিস্তল বা বন্দুক সবার কাছেই রয়েছে। এতে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুটা শঙ্কা যে ওর মনে জাগছে না তা নয়। ওদের সবার চেহারাই ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। পিছন থেকে ওদের উত্তেজিত কথার গুঞ্জন ওর কানে আসছে। সোজা জেলের দরজায় পৌঁছে নক করল সে। দরজা খুলে গেল, দরজার মুখে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল সমার্স।

'আমাকে বলা হয়েছিল যে এখানে একটা ডেপুটির ব্যাজ কারও পরার অপেক্ষায় আছে,' বলল লুইস।

গম্ভীর মুখে স্টিভের ঢোকার পথ ছেড়ে দিয়ে সে বলল, 'ভিতরে এসো।' আগন্তুক ভিতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মার্শাল। ওর চেহারা ধূসর আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'তোমার কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'তোমার কথার মানে?'

'তোমাকে মাতাল বা প্রেমে পাগল মানুষের মতই দেখাচ্ছে, মিস্টার লুইস।' সমার্সের চেহারা অভিব্যক্তিহীন। 'আমি শুনলাম তোমার গ্যালারি আজ সকাল থেকে ফ্লাইঙ এম-এর হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়েছে। এবং মিস রোজি মরিস, তার বাবা জখম হওয়ার পর, তাকে তোমার ওখানেই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতে গতরাতে আমি ব্যাজ অফার করার সময়ে তোমাকে যেমন নিরপেক্ষ মনে করেছিলাম, সেটা আর টিকছে না।'

লুইস তার কাঁধ সামান্য উঁচাল। 'এতে কিছু আসে যায়? আমার মনে হয় মনেমনে তোমারও কিছু পক্ষপাতিত্ব আছে, কিন্তু তুমি সেটাকে তোমার কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করতে দাও না।'

মোটাসোটা লোকটা চোখ সরু করে স্টিভের দিকে তাকাল। 'সেটা ঠিক, মিস্টার লুইস। আইনের জোর আমি নির্দিষ্ট কারও পক্ষে প্রয়োগ করি না। যতক্ষণ কোন অকাট্য সাক্ষ্য বা প্রমাণ সামনে আসছে যেটা ওর মুক্তির পক্ষে যায়, ততক্ষণ ছেলেটা জেলেই থাকবে। কেউ যদি বেআইনীভাবে ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চায়,

সেটা ওকে দোষী বা নির্দোষী প্রমাণ করে না।' একটু থেমে মার্শাল বলে চলল, 'আমি সব স্পষ্ট ভাবে পরিষ্কার করে নিতে চাই, বাছা। আমি যখন তোমার বুকে ব্যাজটা এঁটে দেব, তখন তুমি আইনের পক্ষে কাজ করবে, আমার জন্যে নয়। তোমার কাজের জন্যে তুমি শহর কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী যে টাকা বরাদ্দ করা আছে সেটাই পাবে। এছাড়া তুমি বাড়তি আর কিছুই পাবে না। হয়তো তুমি আমাকে সাহায্য করে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারবে বা পারবে না। কিন্তু তুমি ডেপুটি হওয়ায় আইনত আমার কোন কয়েদি বাড়তি কোন সুবিধা পাবে না। এবং তুমি ফিরে গিয়ে ওর বোনকে আমার তরফ থেকে একথা জানাতে পারো।'

লুইস হাসল। 'মবের হাত থেকে ওর ভাইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর তাকে আমি তোমার কথা জানাব।'

'হুঁ, বুঝলাম। তাহলে তুমি ঠিকই মজেছ!' জানালা দিয়ে উঁকি দিল মার্শাল। 'ক্রমাগতই জটলা বাড়ছে, তবে ওখানে আপাতত যাদের দেখতে পাচ্ছি তাদের নিয়ে আমি চিন্তিত নই। ওরা সারাদিনই ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, হয়তো দু'একটা ঢিলও ছুড়বে। মজাদার কিছু ঘটার জন্যে ওরা অপেক্ষা করে থাকবে। কিছু না ঘটলে শেষে ওরা একে একে বাড়ির পথ ধরবে···তোমার হাতে রোজেনবার্গের সাধের ছোট কামানটা দেখতে পাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ওটা চাওয়ায় সে কি বলল?'

'কেন?' বলল লুইস, 'বলল সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, এসব ব্যাপারে কোন পক্ষ নেবে না, আর এই শটগানটার ট্রিগার টানার পর প্রচণ্ড ধাক্কা সম্পর্কে সতর্ক করল।'

ছোট্ট করে একটু হাসল সমার্স। 'ভাল কথা, তুমি একান্ত বাধ্য না হলে কিন্তু ট্রিগার টানতে যেয়ো না। ওটার একটা গুলিতেই আমাকে অনেকগুলো ট্যাক্স দাতা হারাতে হবে। ঠিক আছে, তুমি এদিকে এসে ডান হাত ওপরে তোলো···'

বেলা বাড়ার সাথে বাইরে লোকজনের ভিড়ের সাথে শোরগোলও বাড়ছে। দশটার দিকে একটা পাথর এসে পড়ল দরজার পাশে জানালার কাঁচে। কাঁচটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে মেঝের ওপর পড়ল।

মুখ তুলে কাঁচের টুকরোগুলো দেখল সমার্স। 'জানো, বাছা, মাঝেমাঝে বাইরের লোকগুলোও যে মানুষ এটা মনে রাখা খুব কঠিন হয়ে ওঠে। ওরা যখন নেকড়ের মত দল বেঁধে ছুটতে শুরু করে, আমার সহনশীল সত্তা যেন কেমন ওলটপালট হয়ে যায়।' কান পেতে শুনল মার্শাল। দালানের পিছন থেকে একটা মৃদু ঠকঠক আওয়াজ এল। 'এক মিনিট, আমি আসছি,' বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

লুইস উঠে সাবধানে ভাঙা জানালার দিকে এগিয়ে সতর্ক ভাবে পাশ দিয়ে উঁকি দিল। ভিড় বেড়েছে। যাদের দেখতে পাচ্ছে তাদের কাউকেই সে চিনতে পারল না। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই—এক সপ্তাহও হয়নি সে এখানে এসেছে। জানালার কাছ থেকে ঘুরে দেখল সমার্স কামরায় ঢুকছে।

'মনে হচ্ছে পরিস্থিতি চরমে ওঠার সময় হয়ে এসেছে,' বলল মার্শাল। 'ওটা

ছিল আমার পরিচিত একজন। চুপিচুপি পিছনের জানালা দিয়ে আমাকে খবর দিতে এসেছিল যে মিসেস মাস্টারসন তার বারে সবাইকেই বিনা পয়সায় মদ খাওয়াচ্ছে। ওখানে হাইন্‌স্ আর জর্জও আছে; ওরা কথার উস্কানি দিয়ে লোকজনকে বেপরোয়া করে তুলছে। সামনের ওসব নিরপেক্ষ নাগরিককে সামলানো কোন সমস্যাই নয়, কিন্তু ওই টাওস থেকে ভাড়া করে আনা ডেল মার্টিন সম্ভবত ঝামেলা করবে। সে প্যালেস সেলুনে আস্তানা গেড়েছে, সেও দুহাতে পয়সা খরচ করছে। শহরের সব গুণ্ডাগোছের লোককে মদ খাইয়ে সে হাত করে ফেলেছে। পেটে মদ পড়ার পর লোকগুলো ডেলের কথাই শুনছে। তবে ওকে সামলাবার মত একটা তুরুপ আমার হাতে আছে, অবশ্য সেটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে···তুমি আমাদের অতিথিকে এখনও "হ্যালো" বললে না?'

হাসল লুইস। 'তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমি ওকেই সমর্থন করছি, তাই তোমার কাছে ওর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইনি।'

'সে জেগেই আছে, যাও। আমার কাছে এই অভিযোগের পুরো ব্যাপারটাই বানোয়াট বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ছেলেটা আমাকে কিছুই বলছে না। ও তোমাকে কিছু বললে তাহলে সেটা আমাকে অবশ্যই জানিয়ো। আমি জানতে খুব আগ্রহী।'

দালানের পিছনে সেল দুটোর দিকে এগোল স্টিভ। ওগুলোর একটা খালি। অন্য সেলের উঁচু ছোট্ট জানালার নিচে দাঁড়িয়ে ড্যান বাইরে কি হচ্ছে দেখার চেষ্টা করছে। কারও আসার পায়ের শব্দ পেয়ে সে ফিরে তাকাল। স্টিভকে চিনতে পেরে সে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কি করছ?'

কোটের বাম দিক সরিয়ে ব্যাজটা দেখাল স্টিভ। সে বলল, 'তোমার বোন রোজি তোমাকে সহানুভূতি জানিয়েছে। সাথে মিস মেলিসাও।'

'মেলিসা? ওর সাথে তোমার দেখা হয়েছে?' পরের দিকে ওর স্বর থেকে আগ্রহ মুছে গেল। 'আমার ব্যাপারে মিছে মাথা ঘামিয়ে সে বোকামি করছে,' তিক্ত স্বরে বলল সে।

'কিন্তু দুর্ভাবনা করার অধিকার তার আছে। সে বলল তুমি ওর সাথে কথা বলোনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল, 'মিস্টার লুইস, মানুষ যখন চরম ভাবে বোকা বনে, তখন তার মুখ বুজে থাকাই ভাল। আমার কপালে যা আছে সেটাই আমি মাথা পেতে নেব।'

'বিষয়টাকে দেখার ওটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি,' লুইস স্বীকার করল। 'ভাল, এবার আমাকে সামনের কামরায় ফিরে যেতে হবে।' যাওয়ার জন্যে সে ঘুরল।

'মিস্টার লুইস।'

ফিরে তাকাল স্টিভ। 'বলো?'

'গতরাতে আমাকে বাঁচার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। মার্শালকে বোলো···ওকে বোলো ওরা যদি আমাকে নিতে আসে, তাহলে সে যেন দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। অতীতে আমি অনেক অন্যায় করে পার পেয়েছি। এখন যেটা করিনি তার জন্যে ফাঁসিতে ঝোলাই হয়তো আমার যোগ্য শাস্তি।'

কথাটা বলে ফেলে একটু অপ্রতিভ হলো ওর চেহারা, যেন এত কথা ঠিক

বলতে চায়নি। চট করে ঘুরে জানালার কাছে ফিরে গেল সে। স্টিভ এক সেকেন্ড ওর দিকে চিন্তামগ্ন ভাবে চেয়ে সামনের কামরায় ফিরল। ওখানে মার্শাল আরেকটা জানালার কাছে অবস্থান নিয়েছিল। সে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ও কি বলল?'

'বলল, কাজটা সে করেনি।'

'তুমি ওর কথা বিশ্বাস করেছ?'

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করেছি, কারণ কথাটা সে বলতে চায়নি–কথার তোড়ে মুখ-ফসকে বেরিয়ে গেছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীরবেই সে শহীদ হবে।'

'আমিও ওর কথা বিশ্বাস করি,' বলল মার্শাল। 'প্রতিহিংসাপরায়ণ মহিলা চিনতে আমার ভুল হয় না। তাছাড়া এত ধস্তাধস্তির পরেও ওর কেবল জামাই ছিঁড়ল অথচ দেহে একটা আঁচড়ও লাগল না, এটা আমার বিশ্বাস হতে চায়নি। ওর কাঁধ দুধের মতই সাদা ছিল। কিন্তু জুরির কাছে কথাটা হয়তো গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ ছেলেটার স্বভাব একটু বুনো বলে ওর বদনাম আছে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'এখন মাত্র একজনই আছে, যে এটার প্রমাণ দিতে পারে; সেটা হচ্ছে নোরা স্বয়ং।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক,' স্বীকার করল স্টিভ। 'কিন্তু সেটা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কারণ মেয়েটা পুরো মরিস পরিবারের ওপরই খেপা।' মার্শালের দিকে চেয়ে হাসল সে। 'ছেলেটা বলেছে, জনতা যদি ওকে নিতে আসে, তবে যেন ওদের আমরা দরজা খুলে দিই।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল অ্যান্ডি। 'আমি তিরিশ বছর ধরে লম্যানের কাজ করছি। ওই বোকা তরুণের কাছে আর আমাকে নতুন করে আমার কাজ শিখতে হবে না।' জানালায় উঁকি দিল মার্শাল। আবার যখন সে কথা বলল তার স্বরের কোন পরিবর্তন হলো না। 'মনে হচ্ছে ওদের এখন পর্যাপ্ত মদ পেটে চালান করা শেষ হয়েছে। ওরা এগিয়ে আসছে। চলো, আমরা বাইরে বেরিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাই। তুমি চুপ করেই থেকো, আর আমি না বলা পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ো না। তোমার বুকে যেটা এঁটে দিয়েছি সেটা কেবল ডেপুটির ব্যাজ–ভুলে যেয়ো না।'

একত্রিশ

www.boighar.com

সূর্য এখন অনেক উপরে উঠেছে এবং গরমও হয়ে উঠেছে। জনতা বিভিন্ন ছোটবড় দলে বিভক্ত যেন মানব সমাজেরই রক্তের জমাট বাঁধা কিছু তাল আর বিন্দু। রোদের তাপের হাত থেকে বাঁচার জন্যে জেলের সামনে বড় চত্বরে ওরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। জেলের ঠিক সামনে কোন গাছ নেই, রাস্তার ধূসর ধুলোয় ঠিক তুষারের মতই রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে।

'জেলটা যে তৈরি করেছে, সে তার কাজ খুব ভাল বুঝত,' মুখ না ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকেই মন্তব্য করল সমার্স। 'ভিতরে ঢোকার আর কোন দরজা নেই, তাই ঢুকতে হলে ওদের এই দরজা দিয়েই ঢুকতে হবে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আমি ধর্মভীরু লোক, তোমাকে যদি গুলি করতেই হয় জটলার

কিনার ঘেঁষে একটু নিচের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ো। শহরটাকে জনশূন্য করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তুমি যদি দু'একজনের হাত-পা কেটেও ফেলো, আমার তরফ থেকে তোমার সেই অপরাধের ক্ষমা আমি অগ্রিম দিয়ে রাখলাম্। হতচ্ছাড়া জঘন্য লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখো! আমার এক সপ্তাহের খিদে নষ্ট করার জন্যে এটাই যথেষ্ট। আমার মত পেটুকের মুখ থেকে একথা বেরোনোর মানে বুঝতেই পারো।'

বাইরে বেরিয়ে ওরা দুজন ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রইল। আরও লোক জটলায় যোগ দিচ্ছে এখন। ওরা হোটেল সেলুনের দিক থেকে আসছে। ওদের সাথে হাইন্‌স্ আর জর্জও রয়েছে। ওরা দুজন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এগোচ্ছে, এবং মাঝেমাঝে একটু থেমে বিভিন্ন দলের সাথে কথা বলছে। জনতাকে ওরা একটা নতুন অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করছে, যার ফলে ছোটছোট দলগুলোও ওদের পিছু নিয়ে জেলের দিকে এগোচ্ছে।

'থামো, হাওয়ার্ড! অনেক দূর বেড়েছ!' ব্যাঙ্কার চওড়া রাস্তার উল্টো পাশে পৌঁছার সাথে সাথে চিৎকার করল মার্শাল। 'তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'তুমি ভাল করেই জানো আমার উদ্দেশ্য কি, অ্যান্ডি,' বলল হাওয়ার্ড। এতক্ষণ সে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এগোচ্ছিল, কিন্তু এখন সে একটু অস্বস্তি বোধ করছে, তার স্বরেও তেমন দৃঢ়তা নেই। মনে হচ্ছে লোকটা যেন নিজের বিবেককেই জোর করে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে সে যা করছে তা ভালর জন্যেই করছে। 'ওদের পরিবারের কাছ থেকে এই শহর অনেক নির্যাতন সহ্য করেছে,' নিজের স্বরটাকে দৃঢ় রাখার চেষ্টা করে বলল সে। 'আমরা ব্যাপারটাকে আজ সমূলে শেষ করতে চাই! জ্যাক মরিস মারা গেছে, এখন আমরা তার ছেলেকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাব!'

'তোমরা কি তিনজন মহিলাকেও ফাঁসিতে ঝোলাবার পরিকল্পনা নিয়েছ?' প্রশ্নটা আকস্মিক ভাবে ছুঁড়ে দিল অ্যান্ডি। 'অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই একটা কাজ অর্ধসমাপ্ত করতে চাও না?...এখন তুমি আমার বক্তব্য শোনো, হাওয়ার্ড হাইনস! তুমি আমার জেল বা কয়েদীর ওপর হামলা করতে যেয়ো না। কেউ তোমার ব্যাঙ্ক আর টাকার ওপর এই ধরনের হামলা করলে তোমার কেমন লাগবে?'

মার্শালের কথায় ভিড়ের মধ্যে একটা হালকা হাসির ঢেউ উঠল। হাওয়ার্ডের পাশে দাঁড়ানো জর্জের চেহারা একটু লালচে হলো। শটগানের ওপর ওর মুঠো আঁকড়ে বসল। ওই শটগানটাই সে আগেরদিন স্টিভকে দেখিয়েছিল।

'হাসি-ঠাট্টায় তুমি আমাদের ফেরাতে পারবে না, মার্শাল! চিৎকার করে বলল জর্জ। 'তুমি কিছু করবে এই আশায় আমরা অনেক কাল অপেক্ষা করেছি; এখন আমাদের নিজেদেরই কিছু করার সময় এসেছে!'

অ্যান্ডি সমার্স সামনে দাঁড়ানো যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর ঠোঁট ছুঁচোলো করে ওর পায়ের কাছে থুতু ফেলল।

'তুমি জানো, বাছা, তোমাকে সত্যিই আমার বাহবা দিতে হয় যে তোমার সৎসাহস আছে। নিজস্ব একটু লাভের জন্যে শহরের নাগরিকদের কাছে লিঞ্চিঙ করার প্রস্তাব দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়—নার্ভের দরকার! এতে তোমার কি লাভ, না,

ড্যান মরিসকে সরাতে পারলে তোমার পথ পরিষ্কার হয়, তখন তুমি নির্দ্বিধায় ওর প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পারবে! সত্যিই তোমার কুটিল বুদ্ধি আর নার্ভ আছে বটে!'

মুহূর্তের জন্যে পুরো জটলা নীরব হলো। জর্জের মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে ওর চেহারা ফেকাসে হলো। শটগানের ওপর ওর মুঠো আরও শক্ত হয়ে বসায় আঙুলের গাঁটগুলো সাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু ওর মুখ থেকে কোন কথা সরল না। মার্শাল একপা এগিয়ে গেল।

'আমার মনে হয় এখন তোমাদের সবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে,' শান্ত স্বরে জনতার উদ্দেশে বলল সমার্স। 'তোমরা যদি চাও জর্জ তার পছন্দের মেয়েকে পাক, তাহলে মেয়েটাকে উপহার দেয়ার জন্যে ওকে কিছু ফুল কিনে দাও। এবং আমি শুনেছি মিস্টার হাইনসের বেশ কিছু টাকা ফ্লাইঙ.এম-এ আটকে আছে। আমি নিশ্চিত যে তোমরা সবাই ওকে সাহায্য করার জন্যে এখানে হাজির হয়েছ বলে সে কৃতজ্ঞ। তবে একটা কথা, কোন মানুষকে ফাঁসি দেয়া একটা সিরিয়াস ব্যাপার···এবং একটা ছেলেকে ফাঁসি দেয়া আরও সিরিয়াস, কারণ ওর বাঁচার অধিকার থেকে আরও বেশি বছর কেড়ে নেয়া হচ্ছে। তাই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আগে তোমাদের ভাল করে ভেবে দেখা উচিত যে জর্জের মেয়ে বা হাওয়ার্ডের টাকা উদ্ধারের জন্যে এটা করা ঠিক হবে কিনা। এখানে ভিড় জমিয়ে হইহল্লা না করে বাড়ি গিয়ে নিরিবিলিতে বসে চিন্তা করা ঢের ভাল···'

কথা বলে চলল মার্শাল, মাঝেমাঝে ওর কথার চাতুরী উপভোগ করে লোকজন হেসে উঠছে। উত্তেজনাময় পরিস্থিতির টেনশন এখন বেশ কমে এসেছে। হাওয়ার্ড হাইনস্ চারপাশে তাকিয়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। ভাবে মনে হচ্ছিল যেন জর্জও ওর পিছু নেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত ঘষে সে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। শটগানটা ওর হাতে বেঢপ দেখাচ্ছে। জটলার লোকজন পিছিয়ে যাওয়ায় রাস্তার কিনারে সে একাই দাঁড়িয়ে আছে। লুইসের চোখে পড়ল ভিড়ের ভিতর থেকে একজন দুজন করে লোক বাড়ির পথ ধরছে।

জর্জ হেনরিও ব্যাপারটা খেয়াল করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশে চিৎকার করল, 'ভাই সব, শোনো! আমার কথা শোনো! তোমরা সবাই আমাকে চেনো–'

মার্শাল সমার্স হেসে উঠল। 'হ্যাঁ, আমরা সবাই তোমাকে চিনি, জর্জ, সেটাই হচ্ছে ঝামেলা।'

জনতার মাঝে একটা হাসির রোল উঠল। হঠাৎ করেই হাসিটা থেমে গেল প্যালেস সেলুন থেকে একদল লোক বেরিয়ে ডেল মার্টিনের পিছন পিছন এগিয়ে আসছে। ডেল কোন তাড়া না দেখিয়ে নিশ্চিত পায়ে জেলের দিকে এগোল। ওর পিছনের লোকগুলোকে দেখে মাতাল মনে হচ্ছে, কিন্তু লুইসের মনে হলো ওটা যেন কিছুটা মেকি। ওদের জড়ানো মন্তব্য আর হাসিতে কিছুটা মিথ্যার ছোঁয়া আছে। পরে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে তাহলে বলবে আজকের দিনে যা করেছে তা মাতাল অবস্থায় করেছে বলে ওরা এর জন্যে দায়ী নয়।

জর্জ হেনরি নতুন আশা নিয়ে গোলমেলে দলটাকে দেখল। ডেল ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সে পিস্তলবাজ লোকটার সাথে কথাও বলল, কিন্তু ওকে

পাত্তা না দিয়ে সে এগিয়ে গেল

'তুমি কি আবার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছ, মার্শাল?' প্রশ্ন করল ডেল। 'আমার তো ধারণা ছিল তোমাকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে।'

ডেলের সাথে যারা ছিল তারা ওকে ঘিরে ছড়িয়ে দাঁড়াল। মার্শালের নিচু স্বরের কথা লুইসের কানে গেল। মাথা না ফিরিয়েই কথা বলছে সে। 'আমি ওই লোকটাকে ধরতে যাচ্ছি তুমি এখানেই থাকো। আমার কপাল যদি মন্দ হয়, তবে তোমার কাজ হবে জেলের দরজা সামলানো। এটা আমার আদেশ ডেপুটি।' কাঁধ সোজা করে নিজের স্বর চড়াল মার্শাল। 'তোমার নাম কি মার্টিন?'

গানম্যান বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ, বন্ধু। আমিই ডেল মার্টিন। কেন?'

'জ্যাক মরিসকে খুন করার অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।'

কর্কশ স্বরে হাসল মার্টিন। 'তুমি সেটা কিভাবে প্রমাণ করবে?'

'যারা তোমাকে খুন করতে দেখেছে, তারাই কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দেবে যে তুমিই খুন করেছ।'

'নিশ্চয়,' হাসল মার্টিন। 'নিশ্চয়ই, ওই কোর্টে আমাকে কে হাজির করবে?'

'কেন? আমিই সেটা নিশ্চিত করব।' রাইফেল বাগিয়ে ধরে ওর দিকে এগোল সমার্স। 'আমি চাই তুমি গানবেল্টটা খুলে নিচে ফেলো, মিস্টার মার্টিন...'

মার্টিনের পিছনের লোকজন গুলির আওতা থেকে দ্রুত সরে গেল। এখন কি ঘটে দেখার জন্যে সবাই নীরবে অপেক্ষা করছে। মার্শাল সোজা এগিয়ে যাচ্ছে মার্টিনের দিকে। ব্যাপারটা হঠাৎ মুহূর্তেই শেষ হলো। মার্টিনের হাত নড়তে দেখে রাইফেলের নল তাক করে কোমরের কাছ থেকেই গুলি করল মার্শাল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তার আগেই বাতাস কেটে মার্টিনের বুলেট সমার্সের বুকে বিঁধল। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে হাত চালিয়ে মসৃণ ভাবে পিস্তল উঠিয়ে ট্রিগার টিপে দিয়েছে ডেল। মার্শালের ভারী দেহটা শিথিল হয়ে ওর রাইফেলের ওপর মাটিতে পড়ল। গানম্যান এগিয়ে এসে বুট দিয়ে মার্শালের দেহটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে হেসে উঠল। তারপর লুইসের দিকে চোখ ফেরাল সে। 'এখন, টেন্ডারফুট?' বলল ডেল। 'তোমার কিছু বলার আছে?'

রোজেনবার্গের ছোট কামানের মত শটগানটা কক করল স্টিভ। ওটা কক করতেও যে কতটা শক্তি লাগে, সেটা হাড়েহাড়ে টের পেল। শটগানটা কাঁধে তোলেনি সে। এত ওজনের শটগান যে কারও পক্ষে কয়েক সেকেন্ডের বেশি কাঁধে রাখা সম্ভব নয় তা জানে স্টিভ। ডেলের কথার জবাব দেয়নি লুইস, কক করার শব্দটাই ওর হয়ে জবাব দিল। সবাই নীরবে অপেক্ষা করছে। ওই শটগানের মুখে দাঁড়াবার সাহস কারও নেই।

শেষ পর্যন্ত জর্জই চিৎকার করে বলল, 'আরে, ও গুলি করবে না—ব্লাফ দিচ্ছে! সারা শহরের বিরুদ্ধে লড়ার মত বোকামি কেউ করবে না! তোমরা এগিয়ে এসো!'

ওরা ত্রিভূজের আকারে এগোচ্ছে, জর্জ ওদের লীড করছে। গানম্যান বাম দিকে সরে জর্জের পাশে পৌঁছার চেষ্টা করছে। অপেক্ষা করছে স্টিভ। ডেল আর জর্জ প্রায় একই লাইনে আসামাত্র বাম হাঁটু গেড়ে বসে শটগানটা কাঁধে তুলে প্রথম ট্রিগারটা টেনে দিল লুইস।

বত্রিশ

বিস্ফোরণের বিকট শব্দে নোরার কামরার ভাঙা জানালা থরথর করে কেঁপে উঠল। জানালার ফ্রেম থেকে একটা ছোট কাচের টুকরো খসে বেলোয়াড়ি আওয়াজ তুলে নিচে পড়ল। মেয়েটা আড়চোখে ওটা লক্ষ করে বিজয়িনীর দৃষ্টিতে রাস্টির দিকে চাইল।

'ওটা শুনলে? তুমি দেরি করে ফেলেছ। ওরা জেল দখল করে নিচ্ছে। এখন আর ওদের কেউ ঠেকাতে পারবে না!'

রাস্টি তার চেহারা কুঁচকাল। 'ওটা সাধারণ অস্ত্র নয় আওয়াজে মনে হলো একটা ছোটখাট কামান।'

'হয়তো ওরা ডায়নামাইট ব্যবহার করছে।' একপা আগে বেড়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখল নোরা। 'তুমি আবার এখানে ফিরে এলে কেন? ড্যান মরিস তোমার কাছে কি? তুমি ওর জন্যে ভাবছ কেন?' বড় করে একটা শ্বাস নিল নোরা। 'কিন্তু আসলে এটা ছেলেটার জন্যে নয়, তাই না, রাস্টি? ওকে দুবার করে ওরা ফাঁসি দিলেও ওকে সাহায্য করার জন্যে তুমি কোন চেষ্টাই করতে না যদি ওর একটা ছোটবোন না থাকত···তুমি ওই ছুঁড়ির প্রেমে পড়ে গেছ। আর তুমি কিনা আমারই কাছে সাহায্য চাইতে এসেছ!'

কাঁধ উঁচাল রাস্টি। 'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। যাই হোক, আমি মেয়েটার যথেষ্ট ক্ষতি করেছি। তার বাবা মারা গেছে, কিন্তু আর নয়, ওর ভাইকে তোমার ফিরিয়ে দিতে হবে। তারপর তুমি যাওয়ার জন্যে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবে। ততক্ষণে আমি রোমেরোর ওখানে গিয়ে একটা বাকবোর্ডের ব্যবস্থা করব। আমরা চিরদিনের মত এই উপত্যকা ছেড়ে চলে যাব।

নোরা তার ঠোঁট দুটো কুঁচকাল। 'তুমি এখনও ভাবছ আমি তোমার সাথে যেতে রাজি হব? আমাদের মাঝে ওই সোনালি চুলের হতচ্ছাড়ি নোংরা মেয়েটার বেড়া থাকা সত্ত্বেও?'

শান্ত স্বরে রাস্টি বলল, 'যদি সে আমাদের মাঝে থাকেও, তুমিই তাকে ওখানে বসাতে সাহায্য করেছ।' মাথা নাড়ল সে। 'তোমার আর আমার মাঝে অনেক বিভেদ আছে, এটা সত্যি। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব মিল রয়েছে; যেটা আমাদের সবসময়ে একত্রে থাকতে বাধ্য করবে। সেটা হচ্ছে আমরা দুজন একই ধরনের মানুষ। আমরা খুব ভাল মানুষ নই, কিন্তু একই জাতের বটে। তুমি আমার সাথেই যাচ্ছ, নোরা। আমরা যেভাবেই হোক সমঝতায় এসে একটা সুন্দর সমাধান বের করে নেব। কিন্তু প্রথমে আমার সাথে মার্শালের কাছে গিয়ে তোমার বক্তব্য বলবে।'

সে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ! যাহোক, এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।' হাত নেড়ে জানালার দিকে ইশারা করল নোরা। 'তুমি ওদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না? দেরি হয়ে গেছে! সব শেষ!' ওর স্বরে আনন্দ-মিশ্রিত সন্তোষ।

কান পেতে কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে ভেসে আসা শব্দ শুনল রাস্টি। 'হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, নোরা। তুমি যা বলেছ সেটাই ঠিক, সব শেষ। ওরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে!'

দ্রুত তিন পা এগিয়ে জানালার ধারে গেল নোরা, শুনছে। গলি দিয়ে কিছু লোক ছুটে পার হলো। ওদের মধ্যে একজনের কথা ওর কানে গেল। লোকটা রুদ্ধশ্বাসে বলছে, 'এটা খুন! রীতিমত ঠাণ্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃত খুন! ওহ, ওই শটগানের গুলিটা ওদের একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল! আমি যুদ্ধের পর এমন আর দেখিনি। ওই পুবের লোকটাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত!'

'আহ্, চুপ করো!' আরেকজন বলল। 'ফাঁসির কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে–আর ভাল লাগে না। এটা শুরু করেছিল কে?'

রাস্টি মাইক মৃদু শব্দে হাসল। 'মনে হচ্ছে ওরা আমাদের শটগান এক্সপার্ট ফটোগ্রাফারের কথাই বলছে। তোমার ওই খেলায় সেও একহাত খেলা দেখিয়েছে, নোরা। ওই লোকটাকে আমি মিস করব। এখন তুমি বনেট পরে নাও, আমাদের কারও সাথে কথা বলা দরকার।'

রাস্টি এক পা এগোল, কিন্তু নোরা পিছিয়ে গেল। 'আমি যাব না! ওদের কাউকে বলব না। ড্যানের বিচার হবে। এবং আমি যখন সাক্ষী দিতে কাঠগড়ায় দাঁড়াব–'

ওর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইক। 'তুমি অসুস্থ, নোরা, এবং যতদিন এখানে বাস করো তুমি অসুস্থই থাকবে। এখানে থাকলে আমারও তাই ঘটবে। সেইজন্যেই আমরা চলে যাচ্ছি। হয়তো আর কোথাও, যেখানে আমাদের কোন স্মৃতি নেই।...তুমি তাহলে মার্শালের কাছে সত্যি কথাটা বলবে না?'

'না।'

'আমার বিশ্বাস তুমি বলবে,' বলল সে। 'আমি দুঃখিত। এটা আমি ঠিক করতে চাইনি।' দরজার কাছে গিয়ে ওটা খুলল মাইক। 'ভিতরে এসো, রোজালিন,' বলল সে। উদ্ধত ভঙ্গিতে পাছা দুলিয়ে ঘরে ঢুকল মেক্সিকান মেয়েটা। 'রোজা তোমাকে বলবে তোমার বাবা কেমন মানুষ ছিল এবং কেন জ্যাক মরিস ওকে পিটিয়ে শহর-ছাড়া করেছিল। ওকে মিথ্যাবাদী বলতে যেয়ো না, ওর কাছে ছুরি আছে; তাছাড়া আরও কিছু স্থানীয় মেয়ে ওর কথা সত্য সেটার প্রমাণ দিতে পারবে। ওদের কাছে তোমার বাবার সই করা নিজেদের উলঙ্গ ছবি আছে। তুমি তোমার বাবার জঘন্য কীর্তিকলাপ এখানকার লোকজনের কাছে জানাজানি হোক, এটাই চাও? কেবল খানিক এগিয়ে তুমি সত্যি কথাটা স্বীকার করলেই আমরা এখান থেকে পরিষ্কার মনে বিদায় নিতে পারি...'

তেত্রিশ

রোজেনবার্গ তার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। স্টিভ ওর থেকে ধার করা শটগান হাতে ওখানে পৌঁছল। ক্লান্ত সে। লুইস নিজেই অস্ত্রটা দেয়ালে গাঁথা

পেগের ওপর যথাস্থানে তুলে রাখল। 'ওটার ডানদিকের ব্যারেলে এখনও একটা তাজা লোড রয়েছে,' বলল সে। 'বামদিকেরটাই কেবল খরচ হয়েছে,' বলল সে। 'ওটা ধার দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। ওটা লাকি এবং ভয়াল শটগান।'

দোকানি বলল, 'অস্ত্রের কোন লাক থাকে না, ওটা যারযার নিজের।'

বিদায় নিয়ে গ্যালারিতে ফিরল সে। নক করার আগেই দরজাটা খুলে গেল। মেলিসা দরজা খুলেছে।

'কি ঘটেছে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'গোলাগুলির শব্দ শোনার পর থেকে আমি ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। ড্যান ঠিক আছে তো?'

একটু বিষাদ মাখা স্বরে সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ড্যান ভালই আছে, তবে ভয় পাচ্ছি তরুণ জর্জকে হয়তো ওর ডান পা হারাতে হবে, যদি সে আদৌ বাঁচে।' নিজের স্বরও যেন অনেক দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে ও। বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওর মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। 'ডাক্তার পার্ডির মতে ডেলকে হয়তো বাঁচানো যাবে না। তবে আমার বিশ্বাস ডাক্তার হিসেবে সে সব রকম চেষ্টাই করবে। আরও গোটা ছয়েক মানুষ জখম হয়েছে···কিন্তু জর্জ কি করে ভাবতে পারল আমি ধাপ্পা দিচ্ছি? আমি জীবনে কাউকে ধাপ্পা দিইনি···' ওর স্বরটা ক্ষীণ হয়ে এল। এক মুহূর্ত পরেই সে বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল, 'রোজি কোথায়?'

দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটা একটু ইতস্তত করল। 'সে···তোমার মুখের কি হয়েছে?'

ছিলে যাওয়া চোয়ালটা হাতিয়ে দেখল সে। 'গুলিটার মুখ নিচের দিকে রাখতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে গুলি করেছিলাম আমি। ওটা ওই বিশাল শটগানের জন্যে পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে আমাকে প্রায় দরজা দিয়ে জেলের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার যোগাড় করেছিল।' ঝাঁকিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল লুইস। তারপর ভিতরের দিকে রওনা হলো। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা নিজের শটগানটা চোখে পড়ল ওর। ওটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল শটগানটার হালকা ওজন ওর হাতে স্বস্তিদায়ক ঠেকছে। 'জেলটা এখন একটা হাসপাতালে পরিণত হয়েছে,' বলল সে। মার্শালের বুকে গুলি লেগেছে, কিন্তু ডাক্তার পার্ডির মতে কপালের জোরে সে ঠিকই বেঁচে উঠবে।' গ্যালারির পিছন দিকে তাকাল সে। 'রোজি কি এখনও কিচেনেই রয়েছে?'

'না, ওখানে রোজি নেই, সে তো বেরিয়ে গেছে,' জানাল মেলিসা।

মুখ কুঁচকাল সে। 'ও বলেছিল আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানেই···' ওর চিন্তাধারা অন্যদিকে মোড় নিল।

'একটা ছেলে মেসেজ নিয়ে এসেছিল,' জানাল মেলিসা।

'মেসেজ? কার থেকে?'

'আমি জানি না, সে আমাকে বলেনি। সে যাওয়ার সময়ে বলল কয়েক মিনিটের জন্যে রোমেরোর ওখানে যাচ্ছে।' মেয়েটার মধ্যে বাড়তি একটা ইতস্তত ভাব দেখে সে ভাবল মেয়েটার কথাটা ওকে জানানোর কথা ছিল না।

লুইস বলল, 'আমি ওখানেই যাচ্ছি। আমার মিউলগুলোকে দুদিন হলো আমার "হ্যালো" জানানোর সুযোগ হয়নি। তাই রোজির জন্যে অপেক্ষা না করে

আমি এখনই ওখানে যাচ্ছি শটগানটা হাতের ভাঁজে নিয়ে সে বলল, 'আমি এখনও সুযোগ পাইনি। দিন দুয়েকের মধ্যেই তোমার ছবিগুলো তৈরি হয়ে যাবে।'

'ওগুলো এখন আর আমার দরকার নেই,' বলল মেলিসা। তোমার কষ্টের জন্য আমি দুঃখিত।'

'তাই?' একমুহূর্ত পরে জবাব দিল লুইস। 'একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল আমাদের আহত লোকজনকে দেখাশোনা করার সময়। নোরা নোয়েল এসে মার্শালের সাথে কথা বলার দাবি জানাল। লোকটার তখন মাত্র জ্ঞান ফিরেছে। আমি জানি না কি বলল। কিন্তু শেরিফ ওকে ওর বক্তব্য লিখিত ভাবে সই করিয়ে নিল। তারপর আমাকে সেলের চাবি দিয়ে সে ড্যানকে মুক্ত করে দিতে বলল। সে এখন আহতদের সেবায় ডাক্তার পার্ডিকে সাহায্য করছে।'

বিস্ফারিত চোখে সে প্রশ্ন করল, 'তাহলে ড্যান এখন মুক্ত?'

'ওই জেল থেকে সে মুক্ত,' বলল লুইস। 'কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে সে আমাকে বিড়বিড় করে অপ্রস্তুতভাবে তোমাকে তার ভালবাসা পৌঁছে দিতে বলল।'

মেয়েটার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তাই বলেছে? ভাল, ওটার ব্যাপারে আমি দেখছি!' বলে সে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

যাওয়ার পথে ওকে লুইস প্রশ্ন করল, 'তোমার ছবির কি হবে?'

'আমি···আমি পরে নতুন করে ছবি তুলব।'

'এখন তোমার বাবার পক্ষে ফ্লাইঙ এম-কে নিলাম করা অবশ্যই কঠিন হবে কারণ তোমরা একই পরিবার হতে চলেছ।'

ওর থুতনি একটু উপরে উঠল। সে বুঝতে পারছে তার বাবার পক্ষে এখন আর ফ্লাইঙ এম নিলামে উঠানো সম্ভব নয়। কারণ সে জানবে এটা তার পরিবারের সাথেই জড়িত হতে যাচ্ছে। দেনা আদায় করতে চাইলে এখন তাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। নিজের মনেই হাসল সে। মেয়েটা এরই মধ্যে রাস্তা ধরে জেলের দিকে ছুটছে। ওর স্কার্ট বাতাসে উড়ছে। নিজের মনেই হাসল সে।

স্টিভ নিজেও রাস্তায় নামল। রোজেনবার্গের দোকান পেরোবার সময়ে সম্ভ্রমের সাথে ওদিকে একবার চাইল লুইস।

রোমেরোর আস্তাবলে পৌঁছল সে। পথে কোন বাধা এল না। সে দেখল একটা ঘোড়া বাইরে রাখা বাকবোর্ডের পিছনে বাঁধা রয়েছে। ভিতরে ওর মিউলগুলো রয়েছে। ওরা মুহূর্তে ওকে চিনতে পেরে এগিয়ে এল। পকেট থেকে চিনির দলা বের করে একে একে ওদের মুখের সামনে ধরল স্টিভ। ন্যায্য ভাগ করেই ওদের চিনি খাওয়াল সে।

পাশের স্টলের ঘোড়াটাও এগিয়ে এসে অস্থির প্রতীক্ষায় রইল। চিনি খাওয়ার সাধ তারও জেগেছে। ওদিকে চেয়ে ওর পিঠের জিনটা চিনতে ওর ভুল হলো না। এটাই সে সান্তা ক্লারায় আসার পথে প্রথম দেখেছিল। ওটাই রাস্টি তার কাঁধে বইছিল।

ওখানে অস্বস্তি ভরে এক মুহূর্ত দাঁড়াল লুইস ওর মনে পড়ছে কেমন দ্বিধার

সাথে মেলিসা মেসেজটা কার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল। যেন সে সন্দেহ করেছিল এর মধ্যে আরও কোন ব্যাপার আছে। সব কথা বলেনি সে। কিন্তু তবু সন্দেহটাকে বাতিল করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সে ভুলতে পারছে না বিশ্বাস করে এমন একটা পরিস্থিতিতে আগেও একটা ধাক্কা খেয়েছে। সেবার ও স্থির আস্থা নিয়েই এগিয়েছিল।

হাতের শটগানটার দিকে তাকাল স্টিভ। গতবারও ওটা ওর সঙ্গী ছিল। ঘোড়ার নালের চিহ্নে চিহ্নিত উঠান পেরিয়ে সে বার্নে ঢুকল। সাজসরঞ্জাম রাখার কামরা থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। বন্ধ দরজাটার সামনে পৌঁছে লাথি দিয়ে ওটা খুলে ফেলল লুইস।

ভিতরে ওরা দুজন একসাথেই দাঁড়িয়ে আছে। রোজি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে। রাস্টি মাইকের ডান বাহুর ওপর ওর একটা হাত সস্নেহে রাখা আছে…লুইসকে যেন একটা কালো অন্ধকার গ্রাস করল। শটগানটা কাঁধে তোলার জন্যে ওঠাতে শুরু করল সে। কিন্তু ওটা কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছল না। এই দৃশ্য সে আগেও একবার বাস্তবে দেখেছে এবং বহুবার কল্পনায় দেখে বিভিন্ন পরিণতি ঘটিয়েছে। এখন হঠাৎ তার মনে হলো ওর জন্যে শেষটা সবসময়ে একই রকম থাকবে। ঘুরে অন্ধের মত হাঁটতে শুরু করল স্টিভ।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখল করালের তক্তায় হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। মিউল দুটো নাক দিয়ে ওকে ধাক্কা দিচ্ছে। অর্থাৎ আরও চিনির দলা চাই। পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, কিন্তু ফিরে তাকাল না। শব্দটা ওর পাশেই এসে থামল। 'ওদের নাম কি?' মেয়েটা প্রশ্ন করল।

'কি?'

'ওই মিউল দুটো। ওদের কি বলে ডাকো তুমি?'

ফিরে ওর দিকে তাকাল লুইস। তারপর বলল, 'এটা হচ্ছে হাইপো। আর ওটা কলোডিয়ান। সংক্ষেপে কলি।'

স্থির চোখে লুইসের চেহারা খুঁটিয়ে দেখল রোজি। 'তুমি গুলি করলে না কেন, স্টিভ?'

'আমি জানি না।'

মেয়েটা বলল, 'আমার রাগ করা উচিত যে তুমি ভাবলে…কিন্তু তুমি কখনও গুলি করতে পারতে না, পারতে, স্টিভ? তুমি এখন জানো যে প্রয়োজনে হত্যা করা তোমার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু যাকে ভালবাস তাকে নয়–যত চোটই সে দিক। অন্তত প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হত্যা করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়; তুমি ওই ধরনের মানুষই নও।'

সাদামাঠা সুরে সে বলল, 'তুমি ওর হাত ধরে রেখেছিলে যেন সে পিস্তল বের করতে না পারে।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'তুমি ঠিক আছ তো? ওখানে কি ঘটেছিল সেটা ও আমাকে বলেছে।'

'আমি ঠিকই আছি,' বলল সে। 'তোমার ভাইও ভালই আছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'মাইক রাকার

জন্যে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল–ওরা গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করত। গ্যালারিতে দুটো মেয়ে আছে শুনেই সে ধরে নিয়েছিল রাকা আমার সাথেই আছে। মেসেজটা পেয়ে আমি এখানে এসেছিলাম কারণ রাকা আমাকেই অনুরোধ করেছিল আমি যেন তাকে জানাই রাকা আর কখনও ওর সাথে দেখা করবে না। পরে জানলাম রাস্টি রাকার কাছ থেকে শেষ-বিদায় নেয়ার জন্যেই ওকে ডেকেছিল। সে নোরা নোয়েলের সাথে এই ভ্যালি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমার জন্যেও একটা মেসেজ আছে।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, রাস্টি বলেছে যে তোমার সাথে শিকারে যাওয়া আর হলো না বলে সে দুঃখিত। লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির।' স্টিভের দিকে আড়চোখে চেয়ে মৃদু হাসল সে। 'আসলে সব পুরুষই তাই, নয় কি?'

স্টিভের কনুইয়ের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিল রোজি। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে–খুব ধীরে। একটা বাকবোর্ড ওদের পেরিয়ে গেল। ওটার পিছনে একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। পেরোবার সময়ে স্যালিউটের ভঙ্গিতে চাবুক তুলল ড্রাইভার। ওরা চেয়ে দেখল রাস্তার মাথায় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো ওটা।

রোজি বলল, 'এক সপ্তাহেরও কম সময়। আমার মনে আছে তুমি শটগান নিয়ে গ্যালারির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে। ওটাই তোমাকে আমার প্রথম দেখা।'

''তোমাকেও আমার মনে আছে,' বলল স্টিভ। 'আমি মনে মনে ভেবেছিলাম তোমার ছবি আমাকে তুলতেই হবে।'

'আর এখন?' হেসে প্রশ্ন করল রোজি।

থেমে দাঁড়িয়ে রোজির দিকে তাকিয়ে হাসল স্টিভ। 'কেন, আমি এখনও তাই চাই,' বলল সে। 'তবে তার আগে আমাদের আরও জরুরী কিছু কাজ সারতে হবে।'

মেয়েটার গাল দুটো একটু গোলাপী হলো। স্টিভের দিকে চেয়ে একটু লাজুক হেসে ওর বুকে মুখ লুকাল রোজি।

***

www.boighar.com